প্রথম ভাগ।



শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী আফিস।

১৩১৬

[মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

হরিশ্চন্দ্র

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

(বিশ্বামিত্র)

বিশ্বা। এত স্পর্দ্ধা দেবতাদের! এত অহঙ্কার—এত দর্প কিসের! চণ্ডাল যজ্ঞ করেছে, তা তোমাদের কি! আমি যে স্থলে উপস্থিত, আমি যেখানে হোতা, সেখানে তোমাদের যেতে অপমান! আমি কে, তা জান না? ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তপঃ-প্রভাবে স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েছি, তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে বলপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেছি, তপঃপ্রভাবে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ধ্বংস করেছি! থাক সব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব বুঝ্‌বো! তপস্যায় কি না হয়; ব্রহ্মা শুধু সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন, শিব লয় করেন; আমি এবার মহা তপস্যায় ত্রিবিদ্যা সাধন কর্‌বো, একা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্‌বো! ধর্ম্ম কোথায়, ধর্ম্মের মর্য্যাদা কোথায়! ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য সেই চণ্ডাল আমার মত হোতাকে দিয়ে যজ্ঞ কর্‌তে গেল, আর ধর্ম্মের এমনই প্রভাব যে, তার যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল না! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম মিথ্যা কথা!

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। কে বলে ধর্ম্ম নাই?

বিশ্বা। আমি—আমি—আমায় চেন না?

ধর্ম্ম। বেশ চিনি, সেই জন্যই এসেছি, আত্মমুখে আত্মগুণ-কীর্ত্তন কর্‌লে আমার প্রাণে আঘাত লাগে, তাই তোমাকে সাবধান কর্‌তে এসেছি। ধর্ম্মের প্রভাব তুমি আজও জান্‌তে পারনি? ধর্ম্মের প্রভাব না থাক্‌লে কি তুমি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে ব্রাহ্মণ হ'তে পার, না বশিষ্ঠের শত পুত্রকে নষ্ট কর্‌তে পার?

বিশ্বা। না চণ্ডালের যজ্ঞ পণ্ড করতে পার!-না ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গের অর্দ্ধপথে স্থাপিত করতে পার!—বল বল।

ধর্ম্ম। দেখ, ধর্ম্ম আছেন বলেই চণ্ডালের যজ্ঞ হয় নাই, ত্রিশঙ্কুও স্বর্গে যায় নাই।

বিশ্বা। ভাল, পুরুষের প্রধান ধর্ম্ম দান এবং স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব;—একথা তো স্বীকার কর? তোমার এমনই মহিমা যে, যে বলিরাজা সর্ব্বস্ব দান কর্‌লে, তাকে দিলে পাতালে পাঠাইয়ে, আর ঋচীকমুনি কবে একমুঠো ছাতু দান করেছিলেন বলে তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা কর্‌লে!

ধর্ম্ম। কৌশিক! ক্রোধ সংযত কর, তপস্বীর ক্রোধ ভাল নয়; ক্রোধে তুমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হতেছ। একটু দেখ না।

বিশ্বা। থাক্‌—আর বুঝ্‌তে চাই না।

দুর্বাসা [illegible] অচিরেই তোমার দুর্দিন দিন, আমার অস্তিত্ব তোমার [illegible] পরীক্ষিত হবে। স্থির জেন, যত দিন দুর্জনের পূর্ণ আবাসে প্রকাশ হবেন, যত দিন দুর্যোধন [illegible] দেবতার নাম থাকবে, জগৎ-প্রাণ সমীরণ যত দিন ধরায় বহে সঞ্চারিত হবে, তত দিন আমার অস্তিত্ব—লোপ হবে না। জগতে আমার অস্তিত্ব আমার প্রভাব তুমি অচিরেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। যাক্, আর তোমার আবশ্যক নাই। ত্রিবিদ্যা-সাধনের একমাত্র বিঘ্ন—মনুষ্য; যেন মনুষ্য এসে বিঘ্ন না উৎপাদন করে। আমার আশ্রম তো অতি নির্জ্জন স্থান; এই স্থানেই কার্য্য আরম্ভ করা যাক; বিলম্বে কি প্রয়োজন, কালই কার্য্য আরম্ভ করবো। কামন্দক!—

(কামন্দকের প্রবেশ)

কাম। ও বাবা, এ কি মূর্ত্তি! এ যে ভয়ানক চটিতং! দেখি আবার কি নূতন লীলা!

বিশ্বা। কামন্দক! আমি কাল থেকে কোন বিশেষ তপস্যায় নিবিষ্ট থাকবো, সাবধান, কোন মনুষ্য যেন আমার আশ্রমের নিকটে আসতে না পারে। তুমিও আমার সঙ্গে ক'দিন বাক্যালাপ ক'রো না। যাও, সমিধ্-কুশাদি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিঘ্নরাজের প্রবেশ)

বিঘ্ন। বিঘ্ন-বিনাশককে সকলেই চেনেন, সকলেই পূজা দেন; কিন্তু বিঘ্নরাজ ব'লে উপাসনা করতে বড় কাকেও দেখা যায় না। দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর—সকলেই পদে পদে বিঘ্নের হাতে পড়েন; অথচ অনেকেই আমাকে চেনেন না। হুঃ মানব! দেখ দেখি বিঘ্নরাজ জাগ্রত কি না; তুমি আহার করতে বসেছ, তোমার গৃহিণী আদরে প্রকাণ্ড ব্যঞ্জন শুভ্র অন্ন সাজিয়ে তোমার সম্মুখে দিয়ে বসে ব্যজন কচ্ছেন; তুমি গ্রাসটী মুখে তুলবে, আর আমি সেই মল্লিকা-ফুলের ন্যায় অন্ন-মুষ্টির ভিতর একটী মৃত মক্ষিকা হ'য়ে আছি —বস্! বিঘ্ন হ'ল, আহার হ'লো না। তুমি কন্যার বিবাহ দিবে পাত্র স্থির, অলঙ্কারাদি স্থির করেছ, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ দিয়েছ, পাত্রীর গাত্রেও শুভ হরিদ্রা স্পর্শ হয়েছে, এমন সময় আমি বরকর্ত্তার প্রাণের ভিতর গিয়ে একবার উঁকি ঝুঁকি মেরে এলুম, তিনি একটা বিপরীত দাবী ক'রে বসলেন,—তুমি অক্ষম—চমৎকার বিঘ্ন হলো!—এখন তোমার মান, সম্ভ্রম, জাতি সব যায়! তুমি সংসার সাজিয়ে নিয়ে বসেছ —মনের মতন সহধর্ম্মিণী, প্রফুল্ল কমল পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-পরিজনে গৃহ পরিপূর্ণ, কোন সুখের অভাব নাই, প্রেয়সীকে প্রাণের পাঁজরা ভাবছো,—আমি একটু জ্বরবিকার সেজে চুপ ক'রে গিয়ে সেই পাঁজরাখানি খসিয়ে নিলুম—বস্! একবারে গৃহ শূন্য— নাও সংসার কর, অর্থ আছে, কামড়ে খাও। যুবতি! তোমার রূপ ধরে না, যৌবন ধরে না, সোহাগ ধরে না, হীরা-মতিতে প্রভাতের প্রজাপতি সেজে আপন মনে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছ,—পতি প্রেম-দাস, প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে, দেবীর অধিক মান্য করে—বস্! আমার আর সহ্য হ'ল না, একদিন ধীরে ধীরে গিয়ে তোমার হাতের লোহাটুকু ভেঙ্গে দিলুম—বস্! বসন গেল, ভূষণ গেল, যৌবন গেল, রূপ গেল, তখন

জীবনটাই একটা বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় ভাল মন্দ দুই কার্য্যেই আমায় বিঘ্ন করতে হয়, কিন্তু ভালটার দিকেই আমার একটু বেশী টান। আপাততঃ বিশ্বামিত্র কিছু অধিক বাড়াবাড়ি করেছেন, ত্রিবিদ্যা সাধন ক'রে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিকার লাভের চেষ্টায় আছেন,—দেবগণ সশঙ্কিত,—অকূলের কাণ্ডারী আছি আমি বিঘ্নরাজ,—কিন্তু নিজে কিছু করবার যো নাই, মনুষ্যের দ্বারা বিঘ্ন করাতে হবে, নইলে এ সাধন পণ্ড হবে না। এক কাজে দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাক। রাজা হরিশ্চন্দ্র সুখের চরম সীমায় উপনীত হয়েছেন, আমার ভিতরটাও কেমন কেমন করছে—শৈব্যার বড় সোহাগ, বড় আদর, বড় অভিমান!—হরিশ্চন্দ্রকে দিয়েই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন করা যাক। (সহাস্যে) প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে বিঘ্ন করলেম, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নষ্ট করলেম, দেবদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করলেম, আর এ তো ক্ষত্রিয়-ঋষির যজ্ঞ তপস্যা! বরাহরূপ ধরি,—দুর্দ্দান্ত বরাহের সংবাদ পেলে ক্ষত্রিয়ের মৃগয়া-লুব্ধ মন কিছুতেই স্থির থাকবে না। শুভস্য অর্থাৎ বিঘ্নস্য শীঘ্রং শীঘ্রং!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদূষকের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(বিদূষক ও মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুরী। আমি তো আর নেকি নই, কচি খুকীও নই, আমি সব বুঝতে পারি।

বিদু। এর আর বোঝাবুঝি কি, কুলপতির আদেশে কাল রাজা অন্তঃপুরে আসেননি, সমস্ত রাত্রি জেগে ছিলেন, তাই আমি আসতে পারিনি।

মাধুরী। হাঁ গো হাঁ, ও সব আমরা বুঝতে পারি, তা আর এলে কেন? যেখানে ছিলে, সেইখানেই যাও। কুলপতির আদেশে —কুলপতির তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, তাই রাজাকে বলে পাঠালেন যে, সমস্ত রাত্রি জেগে পথে বসে তারা গুণো।

বিদু। আমি কি তোমায় মিছে কথা বলছি? তুমি ত জান, আমি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরমাত্মা সনাতন! বিশ্বাস না কর, একবার লোক পাঠিয়ে খবর নাও।

মাধুরী। লোক আর পাঠাতে হবে না। আমার মরণ নাই! (রোদন)

বিদু। আঃ, ক্রমে বাড়তেই চল্লো। আর ভালমানুষিতে হয় না, নিজমূর্ত্তি ধরতে হ'ল।

মাধুরী। মরণ আর কি—বয়স যেন কমছে! তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন দিনের দিন রস বাড়ছে।

বিদু। বাড়ছে তো বাড়ছে—বেশ হচ্ছে। কথা বল্লে কথা বুঝবে না, কেবল ভ্যান্ ভ্যান্ ভ্যান্;—সমস্ত রাত্রি জেগে বাড়ী এলেম, একটু সুস্থ হব, তা নয়, ভ্যান্ ভ্যান্ আরম্ভ করলে, ভাল আপদ!

মাধুরী। আমি তো আপদ হ'ব গো! যে সম্পদ, তারই কাছে যাও, আবার আপদে কেন এলে?

বিদু। ওগো মা, আমার কি তুমি চেন না? আমি সে রকমের লোক নই, আমার শরীরে কোন দিকদক নাই, তা না হ'লে এমন আহার করতে পারি?

মাধুরী। তা না করে আমাকে জ্বালিয়ে মারবার বল পাবে কোথায়?

বিদূ। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, দেখ, এই উদরের মধ্যেই তো ব্রহ্মণ্যদেব আছেন, সেই পেটে হাত দিয়ে দিব্যি ক'রে বল্‌ছি—কাল সমস্ত রাত্রি রাজার কাছে ছিলেম। আমি কি আর কোথাও যাই,—মন, প্রাণ, উদর এক তোমাকেই সমর্পণ ক'রে রেখেছি।

মাধুরী। তবে সেদিন যে সোণাটুকু পেয়েছ, সেটুকু আমাকে দাও।

বিদূ। ব্রাহ্মণি! আমার যথাসর্ব্বস্বই তো তোমার।

মাধুরী। তা'তো জানি; তোমার যথার মধ্যে ঐ মধুর বাক্য আর সর্ব্বস্বের মধ্যে উদরটা; তাও যথাসর্ব্বস্ব আর কেউ কেড়ে নিতে যাচ্ছে না, ও তোমারই থাক; এখন সেই সোণাটুকু আমাকে দাও।

বিদূ। তুমি স্ত্রীলোক, সোণা নিয়ে কি করবে?

মাধুরী। ঘরে বড় মশা হয়েছে, ধোঁয়া দেব! স্ত্রীলোকের সোণার দরকার নাই—যা বল্লে! তোমার কি দরকার? গলার হাঁসুলী গড়িয়ে পরবে নাকি?

বিদূ। না, গলায় যা তোমার আঁকসুলি পরেছি, তাই ভাল, আর হাঁসুলীর দরকার নাই। তুমি কি ঠাউরেছ, ঐ সোণাটুকু গহনা গড়িয়ে পরবে?

মাধুরী। কি রকম বুঝ্‌ছো?

বিদূ। বুঝ্‌ছি, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

মাধুরী। তোমার মত পুরুষমানুষের বুদ্ধির চেয়ে আমাদের মেয়ে বুদ্ধি ঢের ভাল। কি মন্দ কথাটা আমি বলেছি, সোণাটুকু গহনা গড়ালে ভাল হয়, না অমনি রাখ্‌লে ভাল হয়? সোণা থাক্‌লে কি আর দু'দিন থাকবে, তুমি বেচে খাবে।

বিদূ। বলি, তোমার কথা তো শুনুতে আমি বাধ্য নই। আমি হলেম পুরুষমনুষ্য, বর্ণ-গুরু গো ব্রাহ্মণ; মহারাণী আত্মসংক্রান্তির ব্রত ক'রে এ রাজ্যের মধ্যে গো-ব্রাহ্মণ আর পেলেন না, তাই আমায় দিলেন। উপার্জ্জন হ'ল আমার—আর দাও কি না ওঁর গহনা গড়িয়ে; কি মজার কথাটা বল্লে আর কি! আমার উপার্জ্জন আমি তোমায় কেন দেব?

মাধুরী। সোয়ামী উপার্জ্জন করেই তো স্ত্রীকে গহনা গড়িয়ে দিয়ে থাকে, নয় তো মেয়েমানুষে আবার গহনা কোথায় পাবে?

বিদূ। ওঃ সোয়ামী, ঢের ঢের অমন সোয়ামী দেখেছি! কত বুদ্ধি-কৌশলে কত কষ্ট ক'রে, কত বিদ্যা খরচ ক'রে আমি উপার্জ্জন করলুম—আর ওঁকে দাও গহনা গড়িয়ে!

মাধুরী। ভিক্ষের আবার কষ্ট কি? কৌশল কি?

বিদূ। তুমি মেয়েমানুষ—জানবে কেমন ক'রে! আমার বিদ্যার দৌড়টা কত, তা জান! এ অযোধ্যা রাজধানীর মধ্যে মহারাণী আমার মত সুপণ্ডিত আর খুঁজে পেলেন না, তাই তো আমায় দান করলেন। আমার বিদ্যা তুমি কি বুঝ্‌বে?

মাধুরী। আমার বুঝে কাজ নাই, তুমি কালই সোণামুখীর পাতা বেটে খেও, নয় তো বিদ্যের চোটে পেট ফেঁপে মারা যাবে।

বিদূ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা—আমি মারা যাব! পাষণ্ডী, কুলকুণ্ডলিনী, প্রবল বলনন্দিনী কুঞ্জরবাহিনী—

মাধুরী। ও গো থাম গো থাম, আর গালাগাল দিতে হবে না, আমি ও সব বুঝ্‌তে পারি, আমি তোমার মত অতটা নিরেট নই। এখন কি করবে তা বল?

বিদূ। কর্‌বো আর কি—সোণাটুকু পুঁতে রাখ্‌বো, আর রোজ সকাল বেলা এক-

বার ক'রে দেখে জঠরজ্বালা জুড়বো,—যেমন রূপণের কথা শুনেছি।

মাধুরী। কেন, আমার গায়ের গহনা দিকে দেখ না—তাতে তো তোমার চোখ জুড়ে যাবে না।

বিদূ। কিন্তু পেট তো ভরবে না, এখন থাম, মনটা ভাল নাই; ক'দিন থেকে গাটা কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে।

মাধুরী। ঢং দেখ! পেঁচোয় পেয়েছে না কি?

বিদূ। না, পেঁচোয় পায়নি—পেয়েছে গা'তে, তা'তো তোমার অজানা নেই। মহারাজ ক'দিন থেকে অন্যমনস্ক, মহারাণীরও মন ভার ভার, কে জানে কি রকমটা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

মাধুরী। তোমরা পুরুষ মানুষ—তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌বে না, আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, রাজা-রাণীতে ঝগড়া হয়েছে।

বিদূ। এ প্রায় তুমি আমি যে, দিন-রাত্তির রাবণের চুলো জ্বলেই আছে। ভাল কথাতেও ঝগড়া—মন্দ কথাতেও ঝগড়া; তা নয়, তা নয়, রাজা রাণীর তা নয়, যেন চকা-চকী,—এক জীউ,এক প্রাণ এক, পেট।

মাধুরী। ঝগড়া কি আমি করি?

বিদূ। তা আমিই কি কলহ-কোকিলা?

মাধুরী। না, তা কেন, শুধু আমার সঙ্গে!—দেশ শুদ্ধ লোকের সঙ্গেই ঝগড়া। লোক দেখ্‌লেই ঝগড়া কর্‌বার জন্য তোমার নাড়ীগুলো খাম্‌চে খাম্‌চে উঠে। বল্লেন; আমি স্পষ্ট কথা কই।

বিদূ। দেখ, স্বামীনিন্দা গুরুনিন্দা মহাপাপ।

মাধুরী। আর স্ত্রীনিন্দা মহাপুণ্য? একদিন অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল!

বিদূ। এ যে বড় আবাহন কচ্চে আর

মাধুরী। তোমার জন্য তুমি আপনিই কচ্ছো, আমি তজন্য ছুঁচ্‌বে তো নয়।

বিদূ। দেখ, বারংবার আমার যাগিও না; ভাল হবে না। পুরুষস্য রাগং পুরুষস্য ধর্ম্মং।

মাধুরী। আর ভালর কাজ নাই, একখানা ভাল কাপড় পর্‌তে পাই না, একখানা ভাল গহনা গায়ে দিতে পাই না। আবার এর চেয়ে ভাল কি?

বিদূ। আবার রোদনং, না খালি ফোঁপা-মত্তি বদনং। চোখ দিয়ে ত এক ফোঁটা জল বেরুচ্ছে না, একটা লঙ্কা নিয়ে এসে চখে দাও, খানিকটা জল বেরুক।

মাধুরী। আমার বাপ মা আমায় যে মানুষের হাতে দিয়েছেন, তা'তে দিন রাত্রিই চোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর লঙ্কা দিতে হবে না।

বিদূ। ওঃ, তাই বটে, আমার খিদে কমে যাচ্চে, দিন রাত্তির কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ কর?

মাধুরী। ওঃ, কর্ত্তার জলজলাট সংসার! আমি কেঁদে কেঁদে হাতীশালের হাতী গেল, ঘোড়াশালের ঘোড়া গেল, চিড়িয়াখানা উড়ে গেল, শাল-দোশালা পুড়ে গেল, হীরা-মতি চুরি গেল,—এই—এই—এই—

বিদূ। আমার কথাটি ফুরিয়ে গেল, নটে-গাছটী মুড়িয়ে গেল।—বলি, আমার অভাবটা কিসের?

মাধুরী। আর কিছুর না, কেবল একটু বুদ্ধিশুদ্ধির।

বিদূ। সে যা ছিল, তা সে ছাদ্‌নাতলায় দাঁড়িয়েই জগন্নাথকে দিয়ে এসেছি। এখন আমি রাজবাড়ী চল্‌লুম, একটু বিলম্ব হবে; খাবার দাবার যেন প্রস্তুত থাকে। দেখ, অনেক দিন থেকে খেতে ইচ্ছা, আজ একটা কুমাও পুড়িয়ে দেখ দেখি।

মাধুরী। আবার গহনার ব্যবস্থা না কল্লে কুমাও কি?—এখনও পুড়িয়েরাখ্‌বো, এসে যত পার খেও।

বিদূ। প্রেয়সি! প্রেমময়ি! মানময়ি! শুভঙ্করি! রাগ-রাগিণি! ধৈর্য্যং ধর।

মাধুরী। আমায় গহনা না দিলে, আমি কিছুই ধর্‌বো না।

বিদূ। হ্যাঁ—দেখ, ময়নাটাকে একটু "রাধা-কৃষ্ণ" পড়িও,—আর—কুয়োর দড়ি-গাছটা দিয়ে বেশ একটি ঝিম্‌ঝিপি রকমের খোঁপা বেঁধে—আর-আর—তোমায় আমি বড় ভালবাসি, এখন তবে আসি।

[প্রস্থান।

মাধুরী। যাই বুলি, এমন রসিক সোয়ামী কোন আবাগীর ভাগ্যে নেই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজবাটীর অলিন্দ।

(হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রাজা। কেন বাবা, আজ আচার্য্যের কাছে পড়্‌তে যাওনি?

রোহিত। আজ দ্বাদশী—পড়া নাই।

রাজা। তোমার চোখ ছল্‌ ছল্‌ করছে কেন? কি হয়েছে?

রোহিত। আজ মা আমার উপর রাগ করেছেন।

রাজা। কেন রাগ করেছেন?

রোহিত। আমি বলেছিলেম, "আমি ছোট ঘোড়ায় আর চড়্‌বো না, একটা বড় ঘোড়া কিনে দাও,"—মা বল্লেন, "তুমি দুঃখিনীর পুত্র"—

[illegible]ছায়া সুললিত কায়া, বিলসিত
[illegible] বিপিনবিভাগে।
ব[illegible]—সমীরো বহতি সুধীরো গুঞ্জিত
[illegible] মধুকর রাগে॥
আমি[illegible]বালা জলধরবিলোলা দলতি চ
[illegible]মা নবতরুমূলে
কাহারও [illegible] মানসমোদো, বিরহিত
বলেছেন। তুমি [illegible] সুরধুনীকূলে।
কর গিয়ে, আমি রাণীকে [illegible]ত
তোমায় আর কিছু বল্‌বেন না। [illegible]কুলগানম্‌।

রোহিত। দেখ বাবা, আমার বড় [illegible] চাই, ছোট ঘোড়ায় চড়্‌বো না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি এখন খেলা কর গে

[রোহিতাশ্বের প্রস্থান

আজ রাণীর দুর্জ্জয় মান, একে তো সহজেই মানিনী, তার উপর কাল রাত্রে সংবাদটি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি;—আজ আর রক্ষা নাই, তার সূত্রপাতও তো শুনলুম।

(বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা। এস বয়স্য! চল, অন্তঃপুরে যাই চল। কাল রাত্রে রাণী বাসর-সজ্জা করে-ছিলেন, আমি অন্তঃপুরে যেতে পাইনি, না জানি; আমার উপর কত অভিমান করে-ছেন।

বিদূ। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ! মহারাজ, তবে আর বিলম্ব কেন—চলুন; তাঁয়ারও ফলার, আমারও তাই, তবে আমা-দের হ'ল পেশাদারী প্রেম, তাই পেশাদারী রকমের মান হয়েছিল, আর আপনাদের হ'ল সখের প্রেম, মানও সখের হবে। আমি গিয়ে দেখলুম, মুখ যেন তোলো হাঁড়ি; আপনি দেখবেন, যেন কমলের কুঁড়ি; আমার হয়েছে হাতছড়ীর ব্যবস্থা, আপনার

বার ক'রে দেখে জঠরজ্বালা জুড়বো,—যেমন রূপশেল্মা করে শুনেছি।

মাধুরী। কেন, আমার গায়ের গহনা দিচ্ছি, দেখ না—তাতে তো তোমার চোখ জুড়ুবে যাবে না।

বিদূ। কিন্তু পেট তো ভরবে না, থাম, মনটা ভাল নাই; ক'দিন থেকে কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে।

মাধুরী। চং ... কি?

অরণ্য।

(বনচরগণের প্রবেশ)

(গীত)

ঝঝ্‌ড়া ঝড় ঝঝ্‌ড়া কক্কড়া ঝড় কড় কাড়া।
বন বেড়ে বেড়ে বেড়ে দে তাড়া দে তাড়া॥
লাঠি লাগা, তীর তাগা, বাঘা ভাগা,
জাগা জাগা জাগা ঢ়ঁড়ে ঝোপ ঝোড়ে গাড়া।
ডাল্ ভইস গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা,
হুড়মুড় হুড় হুড় দৌড় ষণ্ডা ষণ্ডা ষণ্ডা,
হারে রে রে রে রে রে রে রে ভাঙ্গ মুণ্ডা,
লাগা ডাক্তা খাড়া খাড়া খাড়া॥

[প্রস্থান।

(হরিশ্চন্দ্র ও সারথির প্রবেশ)

রাজা। এ কি, কি এ! আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট! আমার বাণ—আমার বর্শা একটা বরাহ বিদ্ধ করতে অক্ষম! কোথায় গেল,—দেখি দেখি আর নাই! ঐ—ঐ—ঐ—না-না—না—এ কি মায়া! আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! হরিশ্চন্দ্রের মৃগয়া-ভ্রান্তি! সঙ্গী লোকজন তো কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

সারথি। মহারাজ! শীঘ্র শীঘ্র, ঐ ঐ—

রাজা। চুপ চুপ।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

বিদূষক।

বিদূ। রাজা তো স্বর্ণরথে চড়ে এগিয়ে এলেন, আমায় আজ্ঞা ক'রে এলেন যে "ত্বরিত যানে এসে মিলিত হও।" পাষণ্ড অর্ব্বাচীন নৃশংস কলহংস যান-বাটীর অধ্যক্ষ আমায় ত্বরিত যান দিলেন, কি না—একটা ঘোড়া! আমার ঘোড়া ব'লে ঘোড়া, ত্রিশ হাত উঁচু ঐরাবত। আমার এক শো বিরাশী পুরুষের ভিতরে কেউ কখন এমন ঘোড়ার কাছেও যাইনি, আর উনি সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। ছেলেবেলায় মাঠে ফক্‌রে ঘোড়া ধরে ঢের চড়েছি। বেশ মাটীতে পা ঠেকিয়ে কেমন আরামে যেতুম, পড়ে হাত-পা ভাঙ্গবার ভয় ছিল না; এ এক ঘোড়া এনে দিলে যেন একটা তালগাছ! যা হোক, এক রকম করে ধরে টরে তো চড়িয়ে দিয়েছিল, কপাল ভাঙলো খেজুর-ছড়ি মেরে; ওল খেয়ে মুখ ধর্‌লে যেমন হয়, ঘোড়া ও তেমনি তিড়বিড়িয়ে উঠ্‌লো। ত্রাহি মধুসূদন আর কি! গলা জাপ্‌টে প্রেম করতে গেলে কি হয়, ঘোড়ার গলায় আর আমার হাত পায় একত্রে জড়িয়ে যেন একটা গোলাম-ঘণ্ট হয়ে গেল। চিনে নিতে পারলুম না কোনটা কি! খাবারের পুঁটলিটে তো ঘোড়ার উপর তুলে রেখেছিল সত্য, কিন্তু খাই কি করে? হাত-পা সব আবদ্ধ। বড় দোষ সেই বিধাতার; যদি একটা ল্যাজ দিত, তা হলে বড়ই উপকারে আস্‌তো। ল্যাজ দিয়ে খাবার তুলে নিতুম আর খেতুম; আর খেতুমই বা কি,—বনেও প্রবেশ আর তেঁতুলগাছের ডালে জড়িয়ে গিয়ে পপাত ধরণীতলে! বনের ঘোড়া বনে গেছে,

এখন বামুনের ছেলে কাঁটা ভেঙ্গে চ'। ভাগ্যে চিল বেটা দয়া করে ফেলে দিলে, নইলে পাগড়িটে গিয়েছিল আর কি। একেই তো শরীর একটু আয়েসের হয়েছে, তার পর এই বনজঙ্গলে এই রকম ক'রে ছোটা কি আমার পোষায়! শ্রীচরণ দুখানি তো কাঁটা ফুটে ঠিক যেন কাঁটালের মত হয়েছে, তার উপর সমস্ত দিন অনাহারে; বামুনের ছেলে বিঘোরে মারা গেলুম আর কি! এ চুলোর বরাহ তো দয়া ক'রে মরবে না, আহা, যেন বের কনে--একবার দেখা দেন আর ফুস করে সরে পালান। না কথাটা বড় ভাল লাগছে না, রাজার বিক্রম তো জানি, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে একটা বরাহ মারতে পাল্লেন না, এও কি একটা কাজের কথা! মায়া মায়া! হিরণ্যকশ্যপু না ঋষ্যশৃঙ্গ কে একজন রাক্ষস মায়ামৃগ দেখে ছুটে গিয়ে সমুদ্র-মন্থন হয়েছিল, এও তাই। যা ঘটবার ঘটুক, আর এ রকম পোষায় না। পেটের অবস্থা যে ক্রমে ক্রমে স—সে -মি—রা হয়ে দাঁড়ালো। ভগবানের কৃপায় হাঁটুনি গাছটী তো কম হয়নি, সেই ঘোড়ায় থেকে পড়ে অবধি কাঁটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছুটছি, পা দু'খানি তীরস্থ করবার অবস্থা হয়েছে। (নেপথ্যে কোলাহল) ও বাবা, ডাকাত না ভূত! তা আমার আর ভয় কি? আমার সঙ্গে তো কিছু নাই, থাকবার মধ্যে প্রাণটুকু, তা নিয়ে তো আবাগের বেটাদের পেট ভরবে না। মর বেটারা, চেঁচিয়ে মর—ভূত পাল্লিস চেঁচা।

(কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

এ যে দেখছি, আমাদেরই মহাপুরুষেরা।

১ম সৈ। এই যে মাধব্য ঠাকুর এখানে। রাজা কোন দিকে গেলেন দেখেছেন?

বিদূ। তোমরা তো বেশ লোক দেখছি,

সম

কথ

ছিে

পাক।

একটা ে

একেবারে

দ্রুত প্রস্থান।

১ম সৈ। চল হে ঐ দিকে

বিদূ। (ধরিয়া) যাও কো...

ণের ছেলেকে একা ফেলে কোথা য...

আমাকে সঙ্গে করে নাও।

১ম সৈ। আসুন না ঠাকুর।

বিদূ। তুমি তো আসুন না ব'লে বগা ঠ্যাং বাড়াচ্ছ, আমি ও রকম করে চলি কি করে? দুজনে দুখানা কাঁধ দাও বাবা, ব্রাহ্মণের উদ্ধার কর।

১ম সৈ। নাও এস—ভাল আপদ!

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

অন্তঃপুর-উদ্যান।

শৈব্যা।

শৈব্যা। মৃগয়া করতে গিয়ে; এত বিলম্ব হ'বার কারণ কি? কোন কি বিঘ্ন হল? কিসের বিঘ্ন? তাঁর পরাক্রম তো জগতে কারও অবিদিত নাই। শুদ্ধ একা আমি তো তাঁর গুণের পক্ষপাতী নই, জগতের সকল লোকই তাঁর শৌর্য্য ও বিক্রমের কথা নিয়ে ধন্য ধন্য করে। তবে কেন বিঘ্নের আশঙ্কা করছি? শরীরের কোন অসুখ? তা হলে তো ফিরে

বার ক'রে দেখে জঠরজ্বালা জুড়বো,—কেমন রূপশেল্লা করে শুনেছি ।

মাধুরী । কেন, আবার গায়ে গহনা দিচ্ছে দেখ না—তাতে তো তোমার চোখ জুড়ে যাবে না ।

বিদূ । কিন্তু পেট তো ভরবে না, এ ... থাম, মনটা ভাল নাই ; কদিন থেকে ... কেমন ছম্ ছম্ কচ্ছে । ... র মুখে

মাধুরী । ...

কি ? ... বাবা ?

... পরশুরাম নামে একজন ব্রাহ্মণ ... পৃথিবী জয় ক'রে কশ্যপঋষিকে ... করেছিলেন ।

শৈব্যা । বাবা ! দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম এ জগতে আর নাই ।

রোহিত । আচ্ছা মা, সমস্ত পৃথিবী দান কল্লেন তো বাস কল্লেন কোথায় ?

শৈব্যা । দক্ষিণ সমুদ্র ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে সরিয়ে দিলেন আর সেইখানে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে বাস কল্লেন ।

রোহিত । মা ! তিনি তো বেশ লোক, বাবা কেন সেই রকম ক'রে সমস্ত পৃথিবী দান করুন না । আমি বাণ মেরে সমুদ্র সরিয়ে দেব ! কেমন, পারবো না মা ?

শৈব্যা । (স্বগত) কেন বুক কেঁপে উঠলো ?

রোহিত । মা ! চুপ করে রইলে যে ?

শৈব্যা । বাবা ! সে তো ভাগ্যের কথা ।

রোহিত । মা । বাবা কখন্ আসবেন ?

শৈব্যা । মৃগয়ায় আর কত বিলম্ব হবে ?

রোহিত । ফিরে এলে বাবাকে বলবো, যেন তিনি ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করুন । আর্য্য পরশুরামের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার কেমন মনে মনে হিংসা হচ্ছে । তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে অনায়াসে সর্ব্বস্ব দান করতে পারেন আর আমরা ক্ষত্রিয় হয়ে পারবো না ?

শৈব্যা । বাছা, তুমি বড় হও, দান করবে তা বই কি ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি । রাজকুমার আসুন, ভোজনের স্থান হয়েছে ।

শৈব্যা । যাও, আহার কর গে ।

[পরিচারিকা ও রোহিতাশ্বের প্রস্থান

এই বয়সে এই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ! জগদীশ্বর পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যবলে এই অকলঙ্কচা দিয়েছ,—আপদে বিপদে আমার বাছাকে রক্ষা করো ।

(সখীগণের প্রবেশ)

১ম সখী । মহারাণি, মহারাজের কে সংবাদ পেয়েছেন ?

শৈব্যা । কোন সংবাদই পাইনি, ত জন্ত বড় ব্যাকুল হয়েছি ।

২য় সখী । এর জন্ত আর ব্যাকুল কি এ ত জানা কথাই আছে, মেয়ে মানুষের যেমন পুরুষ মানুষের জন্ত কাঁদে, পুরুষের তেমন হয় ? আপনি তাঁর জন্ত কাতর—কি কি তা একবারও ভাবেন, মনের উ মৃগয়া করে বেড়াচ্ছেন ।

৩য় সখী । না লো না, আমাদের মহা তেমন ন'ন ।

২য় সখী । কে কেমন—তা কি জোন করে বোঝা যায় ?

১ম সখী । আচ্ছা মহারাণি, ম বলে কোন লোক পাঠালে ভাল হয় না

শৈব্যা । কোথায় পাঠাব ? কোথ আছেন, তার স্থির কি ?

২য় সখী । মৃগয়া করতে গেছেন, আবার লোক পাঠাব কি ?

শৈব্যা। না সখি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে।

১ম সখী। দেবি, উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার মদনপূজা স্থগিত রয়েছে, মহারাজ অকারণ বিলম্ব করবেন না। আসুন আমরা উদ্যোগ করি গে, তিনি শীঘ্রই আসবেন।

(গীত)

সখীগণ :—

ফুলবাণ! আমাদের মেরো নাকো ফুলবাণ।
তোমায় করবো পূজা ধনুকধারি
দিও না ধনুকে টান॥
সাজায়ে ফুল থরে থরে, হৃদয়ে নৈবেদ্য করে,
তোমার তরে দিব ধরে, বধো না কুমারী-প্রাণ॥
জানি জানি হে অনঙ্গ, নারী-প্রাণে তব রঙ্গ,
করে বালিকার ব্রত-ভঙ্গ ঘুচাও, তা'র অভিমান॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

আশ্রম।

(মুনিগণের প্রবেশ)

(স্তব-গীতি)

মুনিকুমারগণ।

ক্ষিতিতলতাপং বাসরবাপং স্থবিহিত-
সরসিজহাসম্।
গচ্ছতি মিহিরো খিলরসচোরো জলনিধিতল-
কৃতবাসম্॥
নিকচ্ছায়া মুললিত কায়া, বিলসিত
বিপিনবিভাগে।
মলয়-সমীরো বহতি সুধীরো অভিত
মধুকর রাগে॥
মুনিকুলবালা কলযবিলোলা নদতি চ
নবতরুমূলে।
হবিরামোদো মানসমোদো, বিরহিত
সুরধুনীকূলে॥
বটহিন্তালে তালতমালে সুললিত
খগকুলগানম্।
সুমধুরতানং নরসন্তানং কলয়তি
বিভুমহিমানম্॥

[প্রস্থান।

(মুনিকন্যাগণের প্রবেশ)

করুণা। সুধু কি সলিল ঢালে লো তলায়।
পাতাগুলি দেখ ভরেছে ধূলায়॥
ডালে ডালে ডালে দাও সখী জল।
জুড়াক মল্লিকা হ'ক সুশীতল॥

ধীরা। দিতে দিতে জল দেখ সখী হায়।
পাতাগুলি যেন হেসে হেসে চায়॥
ধুয়ে গেল ধূলা সবুজের ঘটা।
নবীন জীবনে কি নবীন ছটা॥

করুণা। আতপের তাপে আহা মরি মরি,
সারাদিন ধ'রে শুকায়ে শুকায়ে,
ললিত লতিকা মালতী আমার,
একবারে যেন পড়েছে লতায়ে।
আন ধীরা বারি, ধার দে না বারি,
শুধিব তখন আমি তোর ধার।

ধীরা। শূন্য মোর ঘট দূর নদীতট,
জল কোথা বল পাই আমি আর॥
কোটি কোটি ফুল আমার বকুল,
দিতে হবে সেজে তলাটী লো ভর।
ফেলিয়ে বকুলে যাই চলে কূলে,
মরি কি সোহাগ করুণা তোর॥

অথলা। ভ্রমর যায় চলি তবু সকলি,
ছাড়ে না দেখ না ফুল-মধু-মায়া।
টগরের দলে, মলে ফুটিয়াছে
ছিছি ছিছি ছিছি কিছু নাহি হায়া॥

করুণা। কমল-ফুলে আসছে মধু,
ভাবছো কবে আসবে বঁধু,
তাইতে বুঝি সই অথলা,
ধরেছো আজ অলির ছলা?

অথলা। এত করুণা কেন করুণা
আমার উপর তোর?
কাজ কি মেনে সবাই জানে
তোমার কপাল জোর।
ফুটবে ফুল বাঁধবে চুল জুড়িয়ে যাবে
জ্বালা।
আসছে বর ধরবে কর গলায় দেবে

ধীরা। সাঙ্গ হ'ল রঙ্গ কি লো তোদের
মালা পরা?
ফুলের মধুর ছলটা করে বঁধুর
কথা ধরা!
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গোধূলিতে আকাশ
গেছে ছেয়ে।
ভুলিয়ে নাকি ঘরের কথা বরের
মতা পেয়ে॥

(গীত)

মুনিকন্যাগণ।
কিবা ছায়া ছায়া ছায়া—অতি সুশীতল।
কিবা সুন্দর সিন্দুর-আভা—শোভে নভস্তল॥
আহা বিমোহন তানে, ভাষাহীন গানে,
কিবা নির্ঝরিণী ঝরে চলে কল কল কল॥
আহা ধীর ধীর ধীর সমীর,
পরশে শিহরে তটিনীর নীর,
কাঁপে কাতরা কমলিনী আঁখি ছল ছল;
তাপিত তরুতলে আলি আর ধীর
ঢালি জল॥

(হরিশ্চন্দ্র ও সারথির প্রবেশ)

রাজা। আহা, শরীর মন পবিত্র হ'ল! এ তো আশ্রমের উপকণ্ঠ; অদূরে তপস্বিগণ স্নান করে যাচ্ছেন, এখানে মুনিকন্যারা আশ্রম-তরুতে জল সেচন কচ্ছেন, দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল। দেখ সারথি, বিনীতবেশে আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। তুমি অনুচর-বর্গকে বলে দাও, কেহ যেন আশ্রমের পীড়া উৎপাদন না করে. সারমেয়াদি মৃগয়ার উপকরণ যেন এতদূরে না আসে, আশ্রম-মৃগের প্রতি যেন কোন প্রকার অনিষ্ট আচরণ না হয়। দূরে রথ রক্ষা কর, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সারথি। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ধীরা। দেখ—দেখ, ঐ অশোকতলায় কে একটী পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অথলা। বোধ হয়, কোন অতিথি হবেন।

করুণা। চল না এগিয়ে যাই।

অথলা (অগ্রসর হইয়া) মহাশয়, আপনি কে?

রাজা। পথশ্রান্ত পথিক।

করুণা। অতিথি? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আসুন আসুন, কুটীরে আসুন!

রাজা। (স্বগত) মুনিকন্যাগণের কি সরল প্রকৃতি, ইঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করা সৌভাগ্য। (প্রকাশ্যে) চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

আশ্রমপার্শ্ব।

কামদেব।

কাম। শিবের তপস্যায় নন্দীভৃঙ্গী দু'জন প্রহরী ছিল, আর প্রভুর তপস্যায় আমি একাই দুই। চুপ চুপ! এই গাছ, নড়্‌চো কেন? চুপ! এই হরিণ, আস্তে আস্তে যা। বাবাজী একটা বিটকেল ব্যাপার না করে ছাড়বেন না, এবার আবার কিছু খাবার দ্রব্য প্রস্তুত করেন; গতবারের নারিকেলের মত এবার একটা কিছু করেন; এই চুপ চুপ! এবার বাবাজীর কিছু বেশী আড়ম্বরের ঘটা! ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব একা তিনটে হবেন! মন্তরের চোটে তিনটে চণ্ডী না চামুণ্ডী বেদীর সামনে নাবিয়েছেন; আর দুই একটা দিন যদি ভালয় ভালয় কেটে যায়, তা হ'লেই তো সিদ্ধি। আচ্ছা, আমি যে তাঁর এতটা কাজ কচ্ছি, এই যে দিন নাই, রাত নাই, শুয়ে বসে ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছি, আমার বিষয়টা কিছু বিবেচনা করবেন না? যা হ'ক, একটা কিছু করে দেবেনই দেবেন। কি হই? সূর্য্য—না বাবা, সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান —তা'তো হচ্ছে না; ঐ ইন্দ্র হওয়া যাবে। প্রচুর পরিমাণে পারিজাতের মালা গলায় দাও, ঐরাবত চড়ে বেড়াও, নন্দনকাননে সুরভি শৈবালদলের উপর আড় হয়ে পড়ে থাক, আর অপ্সরাদের গান শোন। কিন্তু একটা ব্যাঘাত আছে, সহস্রলোচনটুকু বাদ দিয়ে ইন্দ্র হতে হবে। ইন্দ্রই হই আর যাই হই, বামুনে কপালটুকু তো কোথাও যাবে না। এখন দুটো চখের জলে অস্থির, হাজার চখের জল ঝর ঝর করে ঝরলে তো আর রক্ষা নাই! সবাই চুপ—আপনি চুপ—কাজকর্ম চুপ। কিন্তু একদিকে সুবিধা আছে; ঠাকুর যদি এক মন্ত্র বিদ্যাটা শিখিয়ে দেন, একেবারে হাজার চোখে কটমটিয়ে চাইলে বৈশ্যবংশ নির্ব্বংশ। একেবারে ছাইয়ের বিন্ধ্যাচল! আচ্ছা, এই এতকাল তো শিষ্য-গিরি করলুম—ভস্ম করাটা কি শিখতে পারি নি? একবার পরীক্ষা করতে হবে। ও আবার একটা কে আসছে!

(একজন সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। প্রণাম হই।

কাম। চুপ! আশীর্ব্বাদং সর্ব্বনাশং মুণ্ডে বাজং ন সংশয়ঃ।

সৈনিক। চমৎকার আশীর্ব্বাদ! এখন বলতে পারেন, এ পথে মহারাজকে আসতে দেখেছেন?

কাম। বাপু, এটা তো পথ নয়।

সৈনিক। মহারাজকে কি দেখেছেন?

কাম। কে তোমাদের মহারাজ?

সৈনিক। আপনি আমাদে মহারাজকে চেনেন না?

কাম। কি করবো বাপু, দুর্ভাগ্য।

সৈনিক। দুর্ভাগ্য—তার আর সন্দেহ আছে?

কাম। কি বল্লি বেল্লিক! আমি দুর্ভাগ্য? আর তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তুমি ভাগ্যবান্?

সৈনিক। মহাশয়! রাগ করেন কেন?

কাম। এখনই রাগের দেখেছ কি? জান —মনে করলে এখনই ভস্ম করতে পারি?

সৈনিক। মহাশয়! আপনার নামটী জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?

কাম। আমার নামে তোমার প্রয়োজন?

সৈনিক। তবে আপনি আমাদের মহারাজকে দেখেননি?

কাম। না! আর কথা চলে না; এইবার ভস্ম কচ্ছি দাঁড়া। (চক্ষু তীব্র করিয়া তাকিয়া) কেমন গা, জালা কচ্ছে, চিড়্‌বিড় কচ্চে—

সৈনিক। আপনি তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে দেখেননি?

কাম। কত ইন্দ্র চন্দ্র আজ এখানে তৈয়ার হচ্ছে, তুমি বল কি না হরিশ্চন্দ্র! আ আবাগের বেটা—

সৈনিক। তবে আসি—প্রণাম হই।

কাম। এস বাপু এস, জয়োস্তু, চুপ।

[সৈনিকের প্রস্থান।

যাক—একটা গোল মিটলো। আজকের দিনটা কোন রকমে কাটাতে পাল্লে হয়। আর দিনরাত্রিই বা দাঁড়িয়ে থাকি কি ক'রে? আহার-নিদ্রা বর্জ্জন ক'রে কি মানুষ টিকতে পারে? পারেন আমাদের গুরুদেব;—তা উনি তো মনুষ্যের মধ্যে নন, উনি একটা কিম্ভুতকিমাকার! হাজার বৎসর চোক বুজে বসে রইলেন। বাবাজীর বোধ হয় এবার কিছু লোভের সঞ্চার হয়েছে। ভাল খাবার-দাবারে একটু স্পৃহা হয়েছে। তা বাবা, ব্রহ্মাটা হও, বিষ্ণুটা হও, শিবটা আর কেন? কেবল গাঁজা আর ধুতুরার গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে যে। চুপ—না হ'ল না, সজ্ঞানে থাকাতে এ জিভ থামবে না, একটু নিদ্রা দিই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

তপোবন।

(বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড, পশ্চাতে ছায়ারূপিণী ত্রিবিদ্যা)

বিশ্বা। এইবার শেষ আহুতি। "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্।"

ত্রিবিদ্যা। রক্ষা কর রক্ষা কর কে আছ কোথায়।
তিনটী অবলা আজি পড়িয়াছে দায়॥
কেহ কি পুরুষ নাই বিশাল ধরায়।
অবলা উদ্ধারে আসি জীবন যে যায়॥

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। এ কি, আশ্রমে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ কেন?

ত্রিবিদ্যা। ভীম অগ্নিকুণ্ড হেরি কাঁপিছে হৃদয়
অগ্নিমধ্যে ফেলে দিবে এই হয় ভয়॥

রাজা। এ কি! এ ত দেখছি তপস্বী।

ত্রিবিদ্যা। সবে বলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপন রক্ষণ।
শাস্ত্রবাক্য কভু বীর করো না লঙ্ঘন॥

রাজা। তবে কি এ ভণ্ড তপস্বী?

ত্রিবিদ্যা। সূর্য্যবংশধর কেহ নাহি বা ধরায়।
নহিলে রমণী কে হেন দুঃখ পায়॥
আপরে উদ্ধার কর বিপদসময়।
সুযশ অনন্ত পুণ্য করহ সঞ্চয়॥

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই! আরে ভণ্ড তপস্বী, তোমার এই কার্য্য? পবিত্র তাপস-বেশ পরিগ্রহ করে, ঘৃণিত জঘন্য বীভৎস পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ? তুমি যেই হও, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ হ'লেও আমার হাতে আজ তোমার নিষ্কৃতি নাই। সূর্য্যবংশীয় রাজার রাজ্যমধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার! বর্ব্বর ব্রাহ্মণ-

বেশধারী, এখনই তোমার অপরাধের সমুচিত দণ্ডবিধান করবো।

বিশ্বা। কা'র এ স্পর্দ্ধা! আমায় কটূক্তি, আমার যজ্ঞে ব্যাঘাত!

ত্রিবিদ্যা। হাঃ হাঃ হাঃ! হ'ল না, হ'ল না! মনুষ্য এসেছে, ক্রোধ হয়েছে, বিঘ্ন হ'ল, সিদ্ধ হ'ল না, হাঃ হাঃ হাঃ!

(ত্রিবিদ্যার অন্তর্দ্ধান)

রাজা। এ্যাঁ! সত্য তপস্বী! কে—আমি তো চিনতে পাচ্ছি না!—

বিশ্বা। কি, আমায় চেন না?

জাতিস্বয়ংগ্রহণদুর্ললিতৈকবিপ্রং
দৃপ্যদ্বশিষ্ঠ-সুত-কানন-ধূমকেতুম্।
স্বর্গান্তরাহরণ-ভীত-জগৎ কৃতান্তং
চাণ্ডালযাজিনমবৈষি ন কৌশিকং মাম্॥

রাজা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! বিশ্বামিত্র! রাজর্ষি বিশ্বামিত্র! কারে কি বলেছি! (প্রকাশ্যে) মহর্ষে! ক্ষমা করুন, আমি পূর্ব্বে চিনতে পারি নাই।

বিশ্বা। কি, ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ-দর্পিত ক্ষত্রিয়! সসাগরা ধরার দণ্ডধারণ ক'রে তুমি বিশ্বামিত্রকে চেন না?

রাজা। না তপোধন, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে আমি ব্যথিত হয়েছিলুম, তাই কর্ত্তব্যের তাড়নায় প্রকৃতি স্থির রাখতে পারি নাই। স্বধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে শাসনবাক্য প্রয়োগ করেছি, ক্ষমা করুন।

বিশ্বা। স্বধর্ম্ম-পালন! ব্রাহ্মণের প্রতি, তপস্বীর প্রতি কটূক্তি কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম! স্বধর্ম্ম—স্বধর্ম্ম! কস্তে ধর্ম্ম?

রাজা। দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ।

বিশ্বা। ভাল, কা'কে দান করতে হয়, কা'কে রক্ষা করতে হয়, আর কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়?

রাজা। গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ।

বিশ্বা। বেশ! আমি কি তোমার মতে দানের পাত্র? আমি কি তোমার কাছে গুণবান্ ব'লে প্রতীত?

রাজা। সে কি তপোধন! আপনার মত গুণবান্, আপনার মত দানের পাত্র আমি আর কোথায় পাব? এমন কি সৌভাগ্য করেছি যে, আপনি আমার দান গ্রহণ করবেন?

বিশ্বা। ভাল, আমার বিদ্যা ও তপস্যার অনুরূপ কিঞ্চিৎ দান কর।

রাজা। আমি আপনার কাছে অপরাধী, আর আপনার আমার প্রতি এত অনুগ্রহ

বিশ্বা। বাক্‌ছটায় প্রয়োজন নাই, কি দান করবে কর।

রাজা। আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে দান করলুম। ধনজনপূর্ণা এই পৃথিবী আপনার চরণে অর্পণ করলুম।

বিশ্বা। স্বস্তি! তুমি দাতা বটে। কিন্তু দানের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেওয়া আবশ্যক, নতুবা দান নিষ্ফল হয়।

রাজা। অবশ্য। সহস্র সুবর্ণ দিব।

বিশ্বা। উত্তম—কিন্তু সাবধান! দেখ যেন দত্তাপহারী হইও না। সমস্ত পৃথিবী আমার, তা জান? তোমার নিজের দেহ, পুত্র, পত্নী ভিন্ন আর তোমার কিছুই নাই। রাজকোষে ধন-রত্ন যা কিছু আছে, সমস্তই আমার। প্রজাবর্গের যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহার কিছুতেই তোমার অধিকার নাই।

রাজা। ভাল। আজ হ'তে এক মাস কাল অপেক্ষা করুন, আমি যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে দিব।

বিশ্বা। কিন্তু স্মরণ রেখ, আমার রাজ্যে তোমার বাস নিষেধ।

রাজা। ভাল প্রভু, তাই হবে, (স্বগত) কাশী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়, কাশীবাস করবো। (প্রকাশ্যে) একবার কি পুর-প্রবেশ করতে পাব?

বিশ্বা। কারণ?

রাজা। পত্নী পুত্রকে সঙ্গে নেবার জন্য।

বিশ্বা। আপত্তি নাই।

রাজা। ভগবতী পৃথিবি! বৈবস্বত মনু হ'তে আরম্ভ ক'রে সকল সূর্য্যবংশীয় রাজারাই তোমায় পালন ক'রে সুযশে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু এমন সৌভাগ্য কা'রও ঘটেনি, এমন জন্মান্তরীণ পুণ্য কারও ছিল না, এমন গুণ-বান্ পাত্রও কেহ পান নাই যে, তোমাকে দান ক'রে কৃতার্থ হন, বংশগৌরব বৃদ্ধি করেন। লোভ সংবরণ করতে না পেরে তোমাকে পরম গুণবান্ তপস্বীকুলগৌরব বিশ্বামিত্র-চরণে সমর্পণ করলুম, অপরাধ ক্ষমা করো বসুমতি! প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধর্ম্মমনুপালয় শিবশ্চ তেঽধ্বা ভবতু মা সন্তু পরিপন্থিনঃ।

[উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

জলধর সিংহ ও শম্ভুসিংহ।

জল। আশ্রম থেকে চলে গেছেন, রথও নাই, তবে কোথায় গেলেন?

শম্ভু। অবশ্য রাজধানীতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন, আর কোথায় যাবেন?

জল। রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন কি রকম! কৈ, মৃগয়া-শেষের ভেরী তো বাজেনি; আর আমাদের রাজা বিফল-মনোরথ হয়ে মৃগয়ায় ক্ষান্ত দেবেন?

শম্ভু। ক্ষান্ত না হয়ে আর করবেন কি? শীকার দেখতে পেলে তো তবে তাকে লক্ষ্য করবেন? বরাহ অর্দ্ধেক বন চক্র দিয়ে শেষ একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও বিস্তর অন্বেষণ কল্লুম, কৈ, আর দেখ্‌তে পেলুম? আমারও ক্রমে সন্দেহ হচ্ছে। ঐ মাধব্য ঠাকুর যা বল্লে, তাই বা হয়—মায়া!

জল। শম্ভুসিংহ, তোমার পৃষ্ঠে তূণ, কটিতে তরবারি, বীরকার্য্যে মায়াদি কুসংস্কার থাকা অনাবশ্যক। অবশ্যই বরাহ আরও কোন দুর্গমতর বনে অথবা গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ মহারাজ পশ্চিমের ঐ পার্ব্বত্য ভূমিতে গিয়ে থাকবেন। চল, আমরাও একবার সেই দিকে যাই।

(বিদূষক ও অপর সৈন্যের প্রবেশ)

বিদূ। কি জলধরসিংহ, আবার কোন্ দিকে যাওয়া যাচ্ছে? আমি তো একেবারে দিগ্বিদিক্ হারিয়ে বসেছি।

শম্ভু। সে কি, আপনিও কি তবে মহা-রাজের সঙ্গে নাই?

বিদূ। কি রকম দেখছো?

শম্ভু। তাই তো, আপনি জানেন না, মহা-রাজ কোন্ দিকে গেছেন?

বিদূ। আবার কোন্ দিকে যাবেন? মৃগয়া হয়ে গেল, রাজধানীতে ফিরে গেছেন।

জল। বরাহ বধ হয়নি, রাধানীতে ফিরে যাবেন, এমন হ'তে পারে না।

বিদূ। বরাহ বধ হয়নি? তার চৌদ্দপুরুষ বধ হয়েছে। আমি ব্রহ্মশাপ দিয়েছি, তুমি দেখ গে, সে বাসায় গিয়ে বধ হয়ে নিশ্চি- আহারাদি কচ্ছে। চল চল রাজধানীতে

যাওয়া যাক, সেইখানেই মহারাজকে দেখতে পাবে।

জল। ভেরী বাজলো না, লোকজন সংগ্রহ হ'ল না, একা রথ নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাবেন?

বিদূ। আরে, আমি না জান্‌লে কি বল্‌ছি?

শম্ভু। তবে আপনি কি কিছু শুনেছেন?

বিদূ। আবার শুনবো কি, ব্রাহ্মণের ছেলে ধ্যানযোগে জেনেছি। উদরের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী আছেন তো জান? তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছেন, মোচড় দিচ্ছেন, আর দেবী ক্ষুধেশ্বরী বল্‌ছেন গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ, তা'তেই বুঝা যাচ্ছে যে, রাজা আগে আগে গেছেন; নইলে আমার প্রাণ টান্‌বে কেন? বিশেষ সেখানে দেবীর মদনপূজা স্থগিত রয়েছে, অধিক বিলম্ব হ'লে মহারাণী দশভুজা হবেন—চল চল।

জল। না, মহারাজকে আর একটু অন্বেষণ ক'রে না দেখে যাওয়াটা ভাল হয় না।

বিদূ। তবে যাতে ভাল হয়, তোমরা কর, আমার সঙ্গে দুজন লোক দাও, এক রকম পাঁজাকোলা কোরে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিক।

জল। আচ্ছা আসুন, আপনি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, আপনার যাবার একটা সুবিধা ক'রে দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাজান্তঃপুর।

(হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা)

রাজা। দেবি! এইবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, রাজ্য, প্রজা, রাজধর্ম কোন ভাবনাই আর নাই।

শৈব্যা। তবে কি মহারাজ রোহিতাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে সংকল্প করেছেন? আহা! রোহিতাশ্ব আমার সিংহাসনে বসলে রাজ-সভার কি অতুল শোভা হবে! পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট দর্শন অপেক্ষা অধিক আহ্লাদ—অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে? আর আপনার উপদেশে বাছা আমার এই সময় হ'তে রাজকার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করতে শিখবে;—

রাজা। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো?—রাজ্য কোথায়? আমার রাজ্য নাই! মস্তকে রাজমুকুট নয়—রোহিতাশ্বের কোমল করে ভিক্ষাপাত্র দিতে উদ্যত হয়েছি।

শৈব্যা। কি কি মহারাজ! কি বলেন! অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না।

রাজা। মঙ্গল কি অমঙ্গল জানি না! যা' কার্য্যে পরিণত হয়েছে, তা মুখে আন্‌তে দোষ কি? দেবি! বিশ্বামিত্রের নাম অবশ্যই শুনেছ?

শৈব্যা। বিশ্বামিত্র!—সেই ক্ষত্রিয় তপস্বী?

রাজা। এক্ষণে তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণ,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

শৈব্যা। তার পর, তার পর? আপনি কি সেই মহাতেজস্বী ঋষির রোষানলে পতিত হয়েছেন? হা! ধরণীপালক ব্রাহ্মণ-রক্ষক পুণ্যময় সূর্য্যবংশই কি ব্রাহ্মণের শাপপ্রদানের এতই উপযুক্ত ক্ষেত্র?

রাজা। দেবি! শাপ, শাপ না—আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেছি। তিনি কৃপা ক'রে আমার নিকট পৃথিবী দান গ্রহণ করেছেন।

শৈব্যা। পৃথিবী দান! রাজসিংহাসনে

তপস্বীর কি প্রয়োজন ? তবে কি ভিক্ষায় সসাগরা ধরা লাভের লোভেই বিশ্বামিত্র ধনু-র্ব্বাণের সহিত আপনার ক্ষুদ্ররাজ্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন ?

রাজা। দেবি, দেবি! অভিমানে আত্ম-বিস্মৃতা হয়ো না।

শৈব্যা। উদ্বিগ্ন হবেন না মহারাজ, শৈব্যা ক্ষত্রিয়াণী, রাজরাণী, আপনার মহিষী। যে রমণী বিশ্ব-জয়ী পুত্র প্রসব করতে পারে, সে পৃথিবীদানে কাতর হয় না। আমি জানি যে, ধরণী ক্ষত্রিয়সন্তানের ক্রীড়ার বস্তু, সে ইহা হেলায় দান, হেলায় গ্রহণ করতে পারে,কিন্তু আমি এও বুঝতে পারছি যে, মহারাজ এ স্থলে কোন কৌশলে—

রাজা। থাক্ দেবি, যা হয়েছে, তা হয়েছে, আমাদের আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকবার অধিকার নাই ; এস, তোমাকে আর রোহি-তাশ্বকে তোমার পিত্রালয়ে রেখে আমি বিশ্বেশ্বরের রাজ্য বারাণসীতে যাই ।

শৈব্যা। পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণের পরিতোষ-বিধানের জন্য পৃথিবী দান করেছেন, কার পরিতোষের জন্য ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করবেন ?

রাজা। অভিমানিনি আমার! তোমায় কি পরিত্যাগ করছি ? প্রিয়ে! ভিক্ষুকের সঙ্গে কোথায় যাবে ?

শৈব্যা। নাথ! আমি মতিহীনা অবলা, কিন্তু পতির সঙ্গে যে কেবল রাজসিংহাসনেই বস্‌তে হয়, এমন শাস্ত্র তো কোথাও শুনিনি। রাজলক্ষ্মী এসে তো আর আমার সিঁথিতে সিন্দূর পরিয়ে দেননি; চঞ্চলা যা'কে ইচ্ছা বরণ করুন না, আমি যাঁ'কে বরণ করেছি, তাঁরই কাছে থাকবো।

রাজা। আদরিণি! রাজবালা রাজরাণী হয়ে আজ কেমন ক'রে দুঃখ সহ্য করবে ?

শৈব্যা। যিনি রাজরাজেশ্বরকে ভিক্ষার ঝুলি বহনের বল দেবেন, তিনিই তাঁর দাসীকে তাঁর পদসেবা করতে শিক্ষা দেবেন। মহারাজ! কেন বিস্মৃত হচ্ছেন,—যে আদরিণী হই, অভিমানিনী হই, রাজরাণী হই, ঐশ্বর্য্য-শালিনী হই,সকলই আপনার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী ব'লে। আজ যদি আপনি ইন্দ্রত্ব পেতেন,আমি শচীরূপে পারিজাত-হার প'রে আপনার বামে বসতেম। বিধাতার নিয়মে যদি আপ-নার ভিক্ষা করতে হয়,তবে আমিই আপনার সহচরী হয়ে কলঙ্ক বহন করে বেড়াব। হিমা-লয়-নন্দিনী জগজ্জননী পতির সঙ্গে যোগিনী সেজে কাঞ্চনকায় ভস্ম-ভূষিতা করেছিলেন। মহারাজ! জানবেন,আমারও সেই মহাশক্তির অংশে জন্ম। পৃথ্বীনাথ! পুরুষের বল তাঁর সর্ব্বশরীরে বিভক্ত, কিন্তু রমণীর সমস্ত বল তার হৃদয়ে।

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! তুমি কি আমার সেই শৈব্যা ? আমার কুসুম-হার-ভারবহনে কাতরা শৈব্যা ? আমার কথায় কথায় অভি-মনিনী শৈব্যা ? আমার আদরিণী গরবিণী শৈব্যা ?

শৈব্যা। হ্যাঁ নাথ, আমি সেই শৈব্যা। তুমি আদর করেছিলে, তাই আদরিণী, তুমি অভিমান সয়েছিলে, তাই অভিমানিনী, তুমি গরব বাড়িয়েছিলে—তাই গরবিণী। আমার আদর, গরব, অভিমান, সোহাগ সবই তোমার জন্য তোমায় নিয়ে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সবই থাকবে। তুমি আদর ক'রে আমায় চন্দন মাখাতে, আমি চন্দন মাখতেম না, তোমার আদর মাখতেম; আদরে ধূলা মাখিও, আমি সেই সোহাগে তোমার আদরই মাখবো।

রাজা। কোথা বিশ্বামিত্র! এস, দেখ দেখ, তুমি কি সামান্য ঐশ্বর্য্য নিয়েছ! দেখ এসে, দেখে যাও, তুমি হরিশ্চন্দ্রকে কাঙ্গাল করছে

…ার নাই। কি কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত রত্ন হরিশ্চন্দ্রের বক্ষে শোভা পাচ্ছে, কোন্ কমলার …মলা তার হৃদয়-সাগর আলোকিত করছে, …ক ত্রিলোকদুর্লভ কি অসীম প্রেমের রাজ্য …ঙ্গে লয়ে সে তোমার ছার মৃত্তিকার পৃথিবী ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে,—একবার দেখে …াও।

যত কিছু আছে সুখ এই ধরাতলে,
সকল সুখের সুখ ভার্য্যা ভাল হলে।
স্নেহহীনা কুবচনা নারী ভাগ্যে যার,
জীবনে নরক-জ্বালা সদা ভোগ তার।

শৈব্যা। মহারাজ! যাত্রার কি বিলম্ব আছে?

রাজা। বিলম্ব!—না না প্রিয়ে, পরগৃহ …ত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, ততই শ্রেয়ঃ। চল, … রাজবেশভূষায়ও আমার আর অধিকার নাই, এগুলিও ত্যাগ ক'রে যেতে হবে।

শৈব্যা। বুঝেছি—মহারাজ বুঝেছি, এ বস্ত্রালঙ্কারও এখন আমার নয়।

রাজা। প্রিয়তমে! রাজরাজেশ্বরি? সর্ব্বস্ব আমার! কেমন ক'রে তোমায় আমি ভূষণহীনা দেখবো?

শৈব্যা। একগাছি অমূল্য রত্নহার আজ থেকে আমি দিবানিশি গলায় পরে থাক্‌বো; এস মহারাজ, পরিয়ে দাও। (রাজার হস্ত লইয়া নিজ গলদেশে বেষ্টন)

রাজা। দুঃখের এত পুরস্কার! জগদীশ্বর! স্নেহের পারিজাত দেখাবার জন্য, সহানুভূতির অমৃত পান করাবার জন্যই কি তুমি দুঃখের সৃজন করেছ?

শৈব্যা। নাথ! চল রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিতে হবে।

রাজা। ঐ—ঐ আর এক কাঁটা।

শৈব্যা। আমার কোলছাড়া ক'রে বাছাকে সিংহাসনে রাখলেও তো আমার মন মানবে না। মহারাজ! যেখানে আমার পতি-পুত্র, সেইখানেই আমার রাজ্য।

রাজা। বিশ্বামিত্র! অযোধ্যা রহিল,—রাজলক্ষ্মী হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে চল্‌লো।

[উভয়ের প্রস্থান।



অযোধ্যা—রাজসভা।

(বিশ্বামিত্র, মন্ত্রী, কামন্দক ও অমাত্যগণ)

বিশ্বা। তোমাদের কারও কিছু আপত্তি আছে?

মন্ত্রী। আমরা পুরুষানুক্রমে সূর্য্যবংশের অন্নে প্রতিপালিত। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সর্ব্বস্ব দান করেছেন, আমি আপনাকে মহারাজের সম্পত্তিমধ্যে গণ্য ক'রে থাকি। রাজর্ষি! বিনা বৃত্তিতে আপনি আমার সেবা পাবেন।

অমাত্যগণ। রাজর্ষি! মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সকলেরই মনোভাব জ্ঞাত করেছেন।

বিশ্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, যে হরিশ্চন্দ্র এক কথায় সমস্ত দান করতে পারে, তা'র কর্ম্মচারী ছিলে তো? এখন ছ'পুরুষ বেতন না নিলেও পায়ের উপর পা দিয়ে চলবে।

১ম অ। দ্বিজবর! অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, স্বার্থত্যাগ কেবল তপোবনের চতুঃসীমায় আবদ্ধ নয়। দেখুন গিয়ে, মন্ত্রী-পুত্র প্রতিভাকুমার পিতৃ-আজ্ঞায় স্বহস্তে ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, বোধ হচ্ছে, এতক্ষণ কোষাগার শূন্য হ'ল।

কাম। অ্যাঁ—রাজকোষ?

বিশ্বা। আঃ! স্থির হও, কামন্দক! বুঝতে পাচ্ছ না, রাজমন্ত্রী অতি মহানুভব।

১ম অ। ঋষিবর! যথার্থ আজ্ঞা করেছেন, মন্ত্রিদেব কল্পনা করেছেন যে, কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে রাজমন্ত্রীর সেবা করবেন, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, মন্ত্রিবরের হৃদয়ের কিয়দংশ যেন আমরাও পাই।

বিশ্বা। তোমরা সকলেই সাধু! ভাল, আজিকার রাজকার্য্য কি আছে?

মন্ত্রী। পাঠ কর।

২য় অ। ধূমধ্বজ শ্রেষ্ঠী তাহার প্রতিবেশী রত্নাকর সাধুর উদ্যানে অনেক বৃক্ষাদি কর্ত্তন ক'রে নষ্ট করেছে। তা'র আপত্তি যে, ঐ সকল বৃক্ষাদি ঘন হওয়ায় তা'র শয়নকক্ষে বায়ু-প্রবেশের ব্যাঘাত হয়!

বিশ্বা। কি কি বৃক্ষ?

কাম। আর তা'তে কাকের বাসা ছিল কি না?

২য় অ। আম্র পনস শাল তাল তমাল হিন্তাল খর্জ্জুর নারিকেল—

বিশ্বা। কি নারিকেল বৃক্ষ! আমার সৃষ্ট জীব-বৃক্ষ। এ তো নরহত্যার পাতক।

কাম। গুরুতর অপরাধ! গুরুতর অপরাধ! প্রভু, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ মাস কাল কোন বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ও লক্ষ বিল্বপত্র চয়ন, আর সর্ব্বাঙ্গে প্যাঁট প্যাঁট ক্যাঁট ক্যাঁট কাঁটা ফোটান; আর ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স নয় এমন একটী বিদ্যার্থী সুব্রাহ্মণকে চাতুর্ম্মাস্য করান অর্থাৎ চার মাসকাল প্রত্যহ মধ্যাহ্নে জলপান করান।

বিশ্বা। স্থির হও, স্থির হও! অপরাধের শাস্তি এক বৎসর শ্বশুরগৃহে বাস ও নাগরিকগণের অহোরাত্র উপবাস। আর নগরমধ্যে ঘোষণা ক'রে দাও, যে নারিকেল-বৃক্ষ ছেদন করবে, তা'র শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে।

২য় অ। বসুমিত্র নামে এক ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিল, সম্প্রতি তা'র একটী পুত্র জন্মেছে, এখন বিষয় কিরূপ ভাগ করা যাবে?

বিশ্বা। এ তো দেখছি দায়ের ব্যবস্থা, মনু দেখতে হবে। আমার যোগাদির বিস্তর ব্যাঘাত দেখছি। দেখ মন্ত্রী, আমি দেখছি যে, প্রত্যহ রাজকার্য্য করা আমার সুবিধা হবে না, আমার নামে তুমি রাজকার্য্য কর; যেখানে কোন সন্দেহ হবে, তুমি আমাকে সংবাদ দিও।

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে। আর না, আর না, যেখানে দু'চক্ষু যায়, সেইখানেই যাই চল।

বিশ্বা। কিসের কোলাহল?

মন্ত্রী। প্রজাবর্গ রাজধানী ত্যাগ ক'রে রাজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, সম্ভবতঃ তা'রই কোলাহল।

বিশ্বা। পুণ্যশ্লোক দাতা হরিশ্চন্দ্র কি আমার তরে প্রজাশূন্য রাজত্ব দান করেছেন?

(সেনাপতি জলধর সিংহের প্রবেশ)

জল। প্রভু, প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। তুমি কে? তোমার কি প্রয়োজন?

মন্ত্রী। ইনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের প্রধান সেনাপতি।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আমার অন্নদাতা, সেই অন্নদাতার অনুসন্ধানে যাব, তাই মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি ল'তে এসেছি।

বিশ্বা। মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি! তবে আমি কেহ নয়? তুমি জান, তোমাদের রাজা আমায় সর্ব্বস্ব দান করেছেন; এ রাজত্ব আমার, তোমরা আমার অধীনস্থ প্রজা মাত্র; নিজের ইচ্ছামত কোন কার্য্য করবার তোমাদের অধিকার নাই।

জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনাকে সমস্ত দান করেছেন সত্য,এ রাজত্ব আপনার, তাও সত্য, কিন্তু প্রজার ইচ্ছার উপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। প্রজার ইচ্ছা দান করতে তিনি পারেন না। প্রজার যদি ইচ্ছা না হয়, তিনি কি বলপূর্ব্বক রাজ্যে বাস করাতে পারেন?

বিশ্বা। তুমি কি করতে চাও? স্মরণ থাকে যেন, এই অঙ্গুলিচয় আজ স্রুক্ ধারণ করেছে ব'লে ধনুশ্চালনার পূর্ব্বসংস্কার বিস্মৃত হয় নাই।

জল। আপনার পূর্ব্বসংস্কার থাকতে পারে। কিন্তু জটাবল্কলে বাণ বিদ্ধ করা ক্ষাত্রয়ের সংস্কার নয়।

বিশ্বা। বিশেষতঃ যখন সেই জটাবল্কল-ধারীর কটাক্ষে ক্ষত্রিয়কুল ভস্ম হয়।

জল। বড় কষ্টে যে ব্রহ্মতেজ সঞ্চয় করেছেন, কেন তা ক্ষয় করবেন? আবার তো রাজদণ্ড ধারণের প্রয়াসী হয়েছেন, রাজনীতির কূটচক্রে অপ্রিয়জনকে নির্য্যাতন করবার ব্যবস্থার তো অপ্রতুল নাই।

বিশ্বা। তোমার বাক্য বিদ্রোহোত্তেজক, —বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।

জল। কে বলে বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে দয়া নাই? দয়াময়, দয়াময়, তা'ই করুন, শীঘ্র আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিন, তা হ'লে এ দগ্ধ-নয়ন রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্রকে আর ভিখারিবেশে দেখবে না। রাজর্ষি! সত্যই আমি বিদ্রোহী, যমালয়ই আমার উপযুক্ত স্থান।

বিশ্বা। তুমি প্রাণের ভয় কর না? আচ্ছা, তুমি যথেচ্ছা গমন কর।

জল। প্রণাম।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। মন্ত্রি! তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, আমার আর বক্তব্য কি?

বিশ্বা। উত্তম, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হলেম। সাবধানে রাজকার্য্য কর, সময়ে সময়ে এসে আমি তত্ত্বাবধারণ ক'রে যাব। আর দেখ, অতিথিশালা, পান্থনিবাস,আতুর-আশ্রম প্রভৃতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখো। রাজকোষে যে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত আছে, তার যেন কিছুমাত্র ব্যয় না হয়। তুমি অর্থ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তোমাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; মনে রেখ,রাজকোষের অর্থ রাজার বা অপর কাহারও নিজস্ব নয়, প্রজাবর্গের উপকারসাধনই রাজকোষে অর্থ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য। আমি এখন চল্লেম, আজ সভাভঙ্গ হ'ক।

[কামন্দক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাম। এক এক বেটা ক্ষেত্রী যেন কেউটে সাপ! চক্র ধরেই আছে। ছ'মাস খেতে না দাও, বেটাদের সমান তেজ। এইবার হয়ে এসেছে, আমাদের ঠাকুর একবারে গোড়া থেকে ধরেছেন, একেবারে নির্ম্মূল না ক'রে ছাড়বেন না। না বাবা, রাজত্ব করা হ'ল না, ঠাকুর বুঝে সুঝেই আমাকে রাজা করেননি, এই বেটাদের উপর সদ্দারি করা আমার মত আলোচাল হরীতকী-খেগো বামুনের কাজ? তবে যদি গুরুদেব ভস্মলোচন ক'রে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেন, তা হ'লে এক রকম রাজ্য কর্ত্তে পারি; ও দিকেও তলোয়ারের খাপ খুলবে, আমিও এদিকে চোখ কটমটাচ্ছি আর একেবারে ভস্ম! তার পর ছাইগাদার উপর ব'সে রাজত্ব করি। ও হয় না,হয় না, ও কেমন হয় না; যদি হ'ত তো ভগবান্ কি আর করতেন না, ও যায় বা, তিনি ঠিক ভাগ

ক'রে দিয়েছেন। দিব্য কুশ তুলবো, তাল পাড়বো, গাই দুইবো, আর চরু খেয়ে উদরকে ব্যোমবানে পরিণত করবো, বেশী হোমা পড়লে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ভস্মকরা টুকু রইল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

বারাণসী—পথ।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

দুখিয়া। বলি ও শীতল মিশির, মহারাজের অনেক বিলম্ব হচ্ছে না? এখনও একটা হাতী ঘোড়ার দেখা নাই, তৈজসপত্র এসে পৌঁছায় নি, এর পর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কখন নিজে এসে পৌঁছিবেন, তা'র তো স্থির নাই।

শীতল। তাই তো আমি বলছিলেম, আর তিনি এসে পৌঁছিলেই তো কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয়ে যাবে না, পৃথ্বীনাথের দান শেষ হ'তে সাতদিনই নেয় কি এক পক্ষই নেয়।

অচল। তা হ'ক, আমরা ঘাটওয়াল, আমরা আগে পাব, কি বল কেকু ভাই? এরা আরতির বামুন, এদের আনাই অন্যায়; এদের যা পাওনা টাওনা, তা ত মন্দিরে বসেই পাবে।

কেকু। যাক ভাই, যার বরাতে যা আছে, তাই পাবে, কাজিয়াতে কাজ নাই। আমি বলছি বরং চল, ততক্ষণ কামাখ্যার রাণীর কালীবাড়ীটে সেরে আসি। শীতল মিশির যা বলছে তা ঠিক, এখানে এখনও ঢের দেরি আছে।

অচল। কামাখ্যার কালীবাড়ীতে গিয়ে এখন কি করবে? ববুয়া মহারাজ বলে গেছেন যে, সেখানে সকালে কেবল সধবা কুমারীর বিদায় হবে। আমাদের ব্রাহ্মণদের যা কিছু দেওয়া থোওয়া আরম্ভ হবে, সে তিন প্রহরের পর।

কেকু। শুন অচলজী, অযোধ্যা-নায়কের দান পা'বার জন্য এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার বড় ভাল লাগছে না। তাঁর বারাণসী আসবার কারণ তো শুনেছ? সমস্ত পৃথিবী বিশ্বামিত্রকে দিয়ে এখানে আসছেন। উপস্থিত হ'বামাত্র তাঁর কাছে হাতটা পাত্তে আমার কেমন লজ্জা কচ্ছে।

অচল। কেকু! ঘাটওয়ালী তোমার কাজ নয়। লজ্জা কচ্ছে! আমরা যদি হাত পেতে দান না নেব, তা হ'লে যাত্রীর উদ্ধার হবে কিসে? কাশীতে আসাই তো দান কর্ত্তে, আর কি পুণ্য বেশী আছে? আর অযোধ্যা-নাথ বিশ্বামিত্রকে রাজ্যই দান করেছেন, তা ব'লে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে কাশীতে আসবেন না। সেবারে মনে নেই, পঞ্চনদের যে ভূঁইয়া রাজা এখানে দণ্ড নিতে এলো, সেও তো পাশা-খেলায় সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল, তবু কিছু ছিল না—তবু তাঁর সঙ্গে এককোটি সোণা ছিল আর জহরৎই বা কত।

শীতল। হাঁ হাঁ, বড়লোক গরীব হলেও যা থাকে, তা অন্যের পর্ব্বত। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ভিখারী হয়েও যা সঙ্গে আনবেন, তা'তে দশটা কামাখ্যার রাণীকে কিনতে পারবেন। আমি ঘাটে ডিঙ্গী ঠিক করে রেখেছি, মহা-রাজকে ব'লে ক'য়ে তাঁর একজন লোক নিয়ে আমায় ও পারে যেতে হবে।

কেকু। কেন?

শীতল। কেন—জান না? আমি কি কাশীতে প্রতিগ্রহ ক'রে মহাপাতক করবো?

ও কাঙ্গালি আজ পর্য্যন্ত আমার বাঞ্ছা হয়নি। মহারাজের হু'ভাজার পাঁচ হাজার যা ইচ্ছা হয় দেবেন, লোক আমার সঙ্গে ওপারে গিয়ে সেইখানে তা দিয়ে আসবে,তবে আমি নেব. ডিঙ্গী ভাড়ায় দামড়ী আমি নিজে দেব। কাশীতে দান গ্রহণ! প্রতিগ্রহ!—তা আমা হ'তে হবে না।

(বটুকের প্রবেশ)

বটুক। জয় বিশ্বনাথ! জয় মহাবীরজী! কেঁও ভাই শীতল, মহারাজ আচ্ছা তো হো? আরে ফেকু ভাই, এক আধ বিড়ি পান তো মাঙ্গাও। কেঁও অযোধ্যা-নরেশ আ পৌছা?

অচল। না, এখনও আসেননি, আমরা তাঁরই অপেক্ষায় রয়েছি; তুমি কি মনে ক'রে?

বটুক। দান পুণ্‌ তো কুছ হোগা?

শীতল। তা হবে; তা বটুকজী, তুমি আর আমাদের উপর ভাগ বসাতে এলে কেন? বিশ পঁচিশখানা বাড়ী করেছ, সোণা-চাঁদিরও অভাব নাই, তোমার আর ভিক্ষা করাটা ভাল দেখায় না।

বটুক। হাঃ হাঃ হাঃ! আরে শীতল ভাই, ব্রাহ্মণকা ধরম ছোড়েগা? আশীষ করকে দো এক দামড়ী মিল যায় তো ছোড়না নেই চাহিয়ে; কুচ না হোয় ভাঙ্গ খানেকাভি খরচা তো হো যাগা—

(হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

এই লেও ভাই, ফিন্‌ কাঙ্গাল আগিয়া, পরদেশী হোগা। কেঁওরে তু কাঁহাসে আতা? আরে বাঃ বাঃ বাঃ,মেরাক বি লায়ো,বাচ্ছাভি লায়ো, তেরা লালচা বড়া ভারি দেখেরে, অযোধ্যা-নরেশ হরিশ্চন্দ্র আতে হে, তব বেটা লেকে দান লেনে আয়া—বাঃ বাঃ!

রাজা। আপনারা কি হরিশ্চন্দ্রের নিকট দান পাবার প্রত্যাশায় এখানে অপেক্ষা করছেন?

ফেকু। ভাই, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বল! যিনি স্বেচ্ছায় সসাগরা ধরা দান ক'রে গৃহত্যাগী হয়েছেন,তাঁর নাম অমন অবজ্ঞা ক'রে বল্‌তে নাই।

বটুক। হাঁ, এ মরদোয়া বড়ে লম্বে লম্বে বুলি চালাতা, পৃথ্বীনাথকো পাশ দান মাঙনে আয়া আর কয়তেঁহে হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র তেরা বাবাকা কামদার! মারে থাপ্পড়।

ফেকু। থাক্‌ থাক্‌ বটুকজী, গাঁওয়ার লোক—ও কি কথা কইতে জানে।

রাজা। বিপ্রগণ! আমি আপনাদের দাস,চরণে প্রণাম করি। কিন্তু আপনারা বৃথা আশায় সময় নষ্ট করছেন। যাকে আপনারা পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্র বলচেন, সে একটী কপর্দ্দকও দিয়ে আপনাদের চরণের সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। বোধ হয়, আপনারা শুনেননি যে, তিনি যথাসর্ব্বস্ব রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শ্রীচরণে উৎসর্গ ক'রে বারাণসী বাস করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

শীতল। কেন কেন? তুমি কিছু পথে দেখে এলে নাকি? রাজা এখন কতদূরে আছেন? সঙ্গে হাতী ঘোড়া কি খুব বেশী নাই? কখানা রথ আছে?

রাজা। হরিশ্চন্দ্রের আর রথ নাই, স্ত্রী পুত্র ভিন্ন সঙ্গে অন্য সাথী নাই, পরিধানবস্ত্র ভিন্ন অন্য সম্বল নাই।

বটুক। আরে কহো জী, ভালা এ ক্যা? দেখেহো ফেকু, এ পরদেশীয়া কো বাচ্ছাকো আঙ্গ মে ক্যা ঝমকৃতা দেখেহো? কেঁওরে আগেসে আপনে দান পৃথ্বীনাথ সে মাঙ্গালে কর আব হামলোককে ভাগাতা হো—ঝুটা!

ফেকু। (স্বগত) তাই তো, এ শিশুটীর অঙ্গে তো বহুমূল্য অলঙ্কার সব দেখছি

আ মরি মরি, বালকের কি সুন্দর রূপ! আর এ বিদেশী পুরুষের তো কাঙ্গালের আকৃতি নয়! (প্রকাশ্যে) ভাই বটুকজী যা বলেছেন, তা কি সত্য? তোমার পুত্রের অঙ্গে যে অলঙ্কার, তা কি রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট ভিক্ষা করে পেয়েছ?

শৈব্যা। (স্বগত) হা বিশ্বনাথ! আজ কাশীবাসীরা রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী ব'লে সম্বোধন করছে, এই আমায় শুনতে হ'ল! এই প্রথম।

বটুক। কেঁও বাচ্ছা, মতিকা হার তোমকো কোন্ দিয়া?

রোহিত। কেন ব্রাহ্মণ, আমার পিতাই আমাকে সব অলঙ্কার দিয়েছেন। তোমরা কি পৃথিবীর লোক নও, পৃথ্বীনাথ হরিশ্চন্দ্রকে চেন না?

অচল। কৈ—কোথায় মহারাজ?

রোহিত। সে কি! এই যে তোমাদের সামনেই।

রাজা। বাবা! বাবা!

সকলে। অ্যাঁ, কৈ কৈ? (সকলে সতৃষ্ণভাবে চতুর্দ্দিক্ দর্শন)

রাজা। (স্বগত) আর গোপনে ফল কি? (প্রকাশ্যে) কাশীবাসী বিপ্রগণ! ব্যস্ত হবেন না, এ দাসকেই লোকে পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র বোলতো।

(সচকিতে) অ্যাঁ, সে কি!

শীতল। মিথ্যা কথা!

অচল। অসম্ভব!

বটুক। দেল লাগি!

ফেকু। রোসো রোসো—ভাল কোরে দেখ দেখি, এই তেজঃপুঞ্জ আকৃতি কি ভিখারীর? অন্নপূর্ণার ঐ সুবর্ণ-ছায়া কি কাঙ্গালের ঘরে শোভা পায়? এই প্রফুল্ল কমল-কোরক কি কখন গোময়-হ্রদে প্রস্ফুটিত হয়? আমরা এতক্ষণ অন্ধ হয়েছিলেম, তাই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—দীনবেশী রাজশ্রী চিন্‌তে পারিনি।

বটুক। কহে ভাই সচ্ কহে হো। দেখো দেখো, বালককা ললাটমে রাজটীকা জল রহে হায়। পৃথ্বীনাথ! কাশীবাসী ব্রাহ্মণকা আশীষ লেও—সর্ব্বত্র জয় রহে!

সকলে। জয় রহে! জয় রহে! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র!

বটুক। জয় রাণীজীকি জয়! জয় কুমারজীকি জয়!

সকলে। জয়! রাণীজীকি জয়! জয় কুমারজীকি জয়!

রাজা। শৈব্যা, আর তো রাজমুকুট ললাটে নাই; এস, ব্রাহ্মণগণ-চরণে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

(সকলের প্রণাম)

বিপ্রগণ! যখন বিশ্বামিত্র ঋষির চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে রাজ্য হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলুম, তখন বুঝতে পারিনি; এখন বুঝতে পারছি, আমি অতি দুর্ভাগ্য। এখন বুঝতে পারছি, কাঙ্গাল কাকে ব'লে, দরিদ্রের কি মনোদুঃখ! হরিশ্চন্দ্রের জীবনে আজ এই প্রথম প্রার্থীকে নিরাশ করতে হ'ল! আপনারা দান গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ করবার জন্য আশায় অপেক্ষা করছিলেন, আমি অভাগা একটা হরীতকী দিয়েও আপনাদিগের পূজা করতে পারলুম না।

শীতল। অ্যাঁ, সে কি? তবে কি মহারাজ সত্য সত্যই সর্ব্বস্বত্যাগ করে এসেছেন? কথার কথা নয়—সত্যই সর্ব্বস্ব! একেবারে নিঃস্ব, মহারাজ! আপনি তবে কিরূপে কাশীবাস করবার সঙ্কল্প করেছেন?

রাজা। দেব! শুনেছি, অন্নপূর্ণার রাজধানীতে কেহ উপবাসী থাকে না, সেজন্য

দুঃখ নাই; আমি যে আপনাদের আশায় নিরাশ করলুম, যা জীবনে হয় নাই, তা হ'ল, প্রত্যাশী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করতে হ'ল, এই ক্ষোভেই আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে!

রোহিত। কেন বাবা, আপনি ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দিন না; এই তো আমার অলঙ্কার রয়েছে। মা অলঙ্কার ত্যাগ করেছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, আমার তবে এতে কাজ কি?

শৈব্যা। ও হো হো, বাছা রে!

রোহিত। কেঁদ না মা, আর তো আমি রাজসভায় যাব না, এখানে অলঙ্কার কে দেখবে? বাবা সমস্ত পৃথিবী দিলেন, আর আমি গায়ের এই সামান্য অলঙ্কার কখানা দিতে পারবো না? আসুন আর্য্য! আপনাদের যাঁর যা ইচ্ছা, এই খুলে নিন।

অচল। রসো রসো—আমি আস্তে আস্তে নিচ্ছি। দেখ শীতলজী, মতির কার একছড়া আমার।

বটুক। অচল ত্রিবেদী! হট্‌কে খাড়া রহো। কুমারজী! আপকো বচনসে হাম লোক খোস হো গিয়া, আশীষ করে, আপ পৃথ্বীনাথ হো যাইয়ে। আপনে অলঙ্কার রাখ দেও, হামলোক কোই নেই ও পরশ করেগা।

ভেকু। বাঃ বাঃ বটুক ভাই! মহারাজ! আপনার এ দশা দেখে আমাদের প্রাণে যে কি হচ্ছে, তা ব'লে জানাতে পারি না। আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, জগতে আপনার তুল্য দাতা জন্মগ্রহণ করেন নাই; আমরা বিনা দানেই আপনার ন্যায় দানবীরের দর্শনেই কৃতার্থ হয়েছি। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র মহারাজ!

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্র!

রোহিত। না না, আপনারা গহনা নিন, নৈলে বাবার মনের দুঃখ যাবে না, আমারও মন কেমন করবে।

সকলে। জয় দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়!

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। ইস! দাতা হরিশ্চন্দ্রের জয়! আবার এখানে কি দানের ঘটা লাগিয়েছেন মহারাজ? এখনও আমার দক্ষিণায় ঋণ পরিশোধ হয় নাই, অথচ গোপনে ধন এনে কাশীতে দাতা হচ্ছেন? ও দানে পুণ্য নাই মহারাজ, ও দানে পুণ্য নাই!

রোহিত। মুনি! বাবা তো কিছু আনেন নাই। মা বাবা দু'জনে আপনাদের গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছেন। আমি আমার এই গহনাগুলি ব্রাহ্মণদের দয়া ক'রে নিতে বলেছিলুম, তা এখন আমি রাজপুত্র নয় ব'লে বুঝি ওঁরা আমার দান গ্রহণ করছেন না।

ফেকু। না বাবা, তুমি চিরদিন রাজপুত্র; তা ব'লে কোন্ পাষাণ তোমার ওই কোমল অঙ্গ থেকে গহনাগুলি খুলে নিতে পারে?

বিশ্বা। বলি রোহিতাশ্ব, কার অলঙ্কার দান করছিলে? ওগুলি কি তুমি কুবেরের ভাণ্ডার জয় করে এনেছ? তোমার পিতাই তো ওগুলি তোমায় দিয়েছিলেন! তবে ওগুলিও এখন কা'র? মহারাজ তো দেখছি পুত্রকে বেশ সুশিক্ষিত করেছেন! এখন ওগুলি কি নিজে হাতে ক'রে দেবেন—না আমিই নেব?

ফেকু। অ্যাঁ, এ কি! এই কি বিশ্বামিত্র ঋষি নাকি?

বিশ্বা। এখনও বিলম্ব করছেন যে? রোহিত, এদিকে এস, দাও—দাও তোমার অলঙ্কার দাও। (অলঙ্কার উন্মোচন)

ব্রাহ্মণগণ। ধিক্ ধিক্—ধিক্ রহে!

বিশ্বা। কি, আমায় চেন না?

বটুক। নেহি, আপকো কালভৈরব পচান্‌তেহে, হাম কেয়া জানেগা! আপ ঋষি হ্যায়?

বিশ্বা। হাঁ।—তুমি কে?

বটুক। হাম ভ্রষ্ট—চণ্ডাল! আপ্ যগুপি ঋষি হোয়, ব্রাহ্মণ হোয়, তব আজসে ব্রাহ্মণত্ব ছোড়কে হাম চণ্ডাল হোগা. ভ্রষ্ট হোগা! আপ্ যগুপি স্বরগমে যাঁয়, তো বিশ্বনাথ-জীকো চরণ পাকড়কে হাম নরকমে স্থান মাঙ্গ লেগা। আপ্ কা হাতমে বিজলী গিরতি নেহি,আঁখসে লোহ নিকাল্‌তা নেহি? এহি ফুলকা অঙ্গসে অলঙ্কার উতার লেতে হো!—ছোঃ ছোঃ ছোঃ!

বিশ্বা। দেখ, আমার সঙ্গে বাচালতা ক'র না, অভিসম্পাতের ভয় রাখ না?

ফেকু। কিসের অভিসম্পাত? রাজর্ষি—যে যজ্ঞোপবীতের তেজে আপনি এত আস্ফালন কচ্ছেন, তা আপনার আয়াসলব্ধ, আর আমাদের মাতৃগর্ভের স্বত্ব; আধুনিক ধনীরাই ধন অত্যাচারের জন্ম ব্যবহার করে—যথার্থ ব্রাহ্মণ কথায় কথায় অভিসম্পাত প্রদান করেন না।

বিশ্বা। স্থির হও। তোমাদের সহিত শাস্ত্র বিচার করবার সময় আমার নাই!

শীতল। না এখন কচি ছেলেটা আসটার গলাটা টিপে হারখানা বাজুখানা নেবার সময়। ঋষিবর, আমি আপনার না দেবতার কা'র বেশী বাহবাটা দেব, স্থির করতে পারছি না।

বিশ্বা। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ! বুঝছো না যে, তোমাদের ক্ষুদ্রত্বই আজ তোমাদিগকে বিশ্বামিত্রের কোপানল হতে রক্ষা করলে; মহারাজ কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রহসনের অভিনয় দেখবেন, না আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দিয়ে আমায় অবসর দিবেন?

রাজা। দেব—

বিশ্বা। আবার কি! আপনি ঋণী হয়েও কি দিন গণনা করেননি, আজ যে আপনার প্রার্থিত একমাস সময় পূর্ণ হ'ল। আমি বনবাসী তপস্বী, আপনার রাজ্যের কোন সাধু মহাজন নই যে, ঋণপত্র লয়ে নিরন্তর যাতায়াত করবো; আপনি ঋণ পরিশোধ ক'রে সত্যপালন করবেন কি না,স্পষ্ট ক'রে বলুন?

শীতল। চল ভাই, আমরা ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র—দানগ্রাহী ব্রাহ্মণ; এখানে উপস্থিত থেকে মহানুভব ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির নরমেধযজ্ঞ দেখা আমাদের উচিত নয়; আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র; অতি মহৎ ধর্ম্মবীর রাজর্ষির ভয়ঙ্কর সত্যনিষ্ঠা দেখলে সে ক্ষুদ্র হৃদয়ে ব্যথা পায়, দুর্ব্বল চক্ষে জল আসে!

ফেকু। হাঁ৷ ভাই, চল, উপস্থিত থেকে রাজরাজেশ্বরের এ অপমান—এ কাতরতা দেখা যায় না।

বটুক। কহিয়ে ঋষিরাজ, পৃথ্বীনাথ ক্যা সত্য কিয়া?

বিশ্বা। সহস্র সুবর্ণ দক্ষিণা দেবার সত্য করেছেন। পৃথ্বী দান করেছেন, দক্ষিণা ভিন্ন দান তো সিদ্ধ হয় না।

বটুক। কৃপা করকে হামারা সাথ চলিয়ে, হাম আপ্ কা কাঞ্চন দে দেগা। পৃথ্বীনাথকো ঋণসে মুক্ত কর দিজিয়ে।

বিশ্বা। বটে! তুমি যে একজন রাজচক্রবর্ত্তী ভিখারী দেখছি।

বটুক। হামারা কেয়া—বিশ্বনাথকা ধন।

বিশ্বা। তা বেশ বেশ, যা দেবে, মহারাজকেই দাও, ওকে নিতে বল, আমি ওর হাতেই দক্ষিণা গ্রহণ করবো।

বটুক। নরেশ! আপ্ কা সূরজবংশকা অন্ন মেরা বাপ দাদা নে বহুত খায়া, অন্নদাতা গরীবকা অর্থ লেনেসে আপ্ কো সরম্ নেই হোগা।

রাজা। (স্বগত) বিশ্বনাথ! কে বলে তোমার জগতে দয়া নাই? সহৃদয়তা নাই? পরদুঃখ-কাতরতা নাই? দানগ্রাহী ভিক্ষুক

ব্রাহ্মণ আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যাশাপন্ন হয়ে এসেছিল, সেই এখন নিজের কষ্টার্জ্জিত ধন দিয়ে আমায় এই ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা করতে উদ্যত।

বিশ্বা। মহারাজ, ভাবছেন কি? আপনার পুণ্যে কাশীর ভিখারীও দাতা হয়েছে! এখন নিন, ব্রহ্মস্ব হরণ ক'রে ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করুন।

ফেকু। নরনাথ! আমাদের প্রতি অনুকূল হন, বটুকজীর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ ক'রে আপনি ঋণমুক্ত হন; আমরা আপনার জয় জয় ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

রাজা। দ্বিজবর! আপনার অলৌকিক সহৃদয়তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি, কিন্তু আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আপনাদের নিকট অন্য কিছু গ্রহণে তো আমাদের অধিকার নাই; বিশেষ উদরার ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্য কিছু প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ।

ব্রাহ্মণগণ। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম! সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।

ফেকু। নরেশ! এ কথার উপর আমরা আর কি বলবো! উঃ, এত কষ্টেও ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম বিচলিত হয় না! চল বটুক, আমরা যাই, যে কষ্ট লাঘব করতে পারবো না, তা দেখবার প্রয়োজন নাই।

বটুক। চল, নরনাথ! কাশীবাস করনে হোয়, গরীব ব্রাহ্মণ কো দো মোকাম হ্যায়— আপ্ হিকা মোকাম জানিয়ে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রকী জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।

বিশ্বা। ধর্ম্মবীর! এখন ধর্ম্ম রক্ষা কর। স্তাবকেরা তোমার জয়গান ক'রে আমায় তো বিলক্ষণ শ্লেষ করছে; আপনি কি আমাকে লোক-সমাজে তিরস্কৃত করবার জন্যই দান করেছেন?

রাজা। তপোধন! এতে দাসের অপরাধ কি?

বিশ্বা। না না, অপরাধ কিছু নয়, এখন দক্ষিণা দিন, আমিই অপরাধমুক্ত হয়ে যাই।

রাজা। শৈব্যা! কি করি, কি হবে! নিজের সঙ্কর না বুঝে কেন প্রতিশ্রুত হয়েছিলুম? ওঃ ঋণ—ঋণ! কি ভয়ানক শব্দ শৈব্যা!

শৈব্যা। মহারাজ! আমরা তিনজনে মিলে ঋষিবরের সেবায় নিযুক্ত হ'লে কি এ ঋণ পরিশোধ হবে না?

বিশ্বা। মহারাণি! আমি ফলমূলাহারী বনবাসী তপস্বী, আমার দাসদাসীর প্রয়োজন? বিশেষ রাজ দাস পালন আমার সাধ্যাতীত।

রাজা। তবে কি হবে! কিরূপে আপনার ঋণে মুক্ত হব, আপনিই আমায় যুক্তি দিন। দেখছেন তো আমার কিছুই নাই। রাজমুকুট বর্জ্জন করেছি, ধনুর্ধারণে ধনাহরণের অধিকার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে; জাতিতে ক্ষত্রিয়— ভিক্ষাও নিষেধ। আমার কিছু নাই, কিছু নাই? কি হবে, কোথায় ধন পাব? কিরূপে ঋণ পরিশোধ করবো? উপায় কি? উপায় কি? আমার কিছু নাই! কিছু নাই!

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র! সত্যই কি তোমার কিছুই নাই? আমি তো দেখছি, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

রাজা। ঋষিবর! আমি ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছি বটে, কিন্তু আপনার মুখে ব্যঙ্গ সাজে না।

বিশ্বা। ব্যঙ্গ নয়; আপনার স্ত্রী পুত্র রয়েছে, আপনি নিজে রয়েছেন; এ অপেক্ষা মূল্যবান্ ঐশ্বর্য্য জগতে আর কি আছে? আপনি আমার সেবা ক'রে ঋণ পরিশোধ করতে প্রস্তুত আছেন, আমার সেবকের প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই বারাণসীধামে

অপর অনেকের সে প্রয়োজন থাকতে পারে ; দরিদ্রের তো সেবা বিক্রয়ের অধিকার আছে।

রোহিত। ঋষি ! আপনি কোন্ বামুন ? আচার্য্যের কাছে তো আমি অনেক বামুনের উপাখ্যান শুনেছি, মাও কত পুরাণের গল্প করেছেন ; আপনার মত তো বামুনের কথা কখনও শুনিনে।

শৈব্যা। বাবা,বাবা, চুপ কর,ব্রাহ্মণের সঙ্গে উত্তর করতে আছে ? মহারাজ ! ঋষিবর ঋণ-পরিশোধের উপায় ইঙ্গিত করেছেন, আমি বুঝতে পেরেছি ; আমরা নিজে ভেবে যা স্থির করতে পারি নি,উনি অনুগ্রহ ক'রে তা ব'লে দিয়েছেন। আজকের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ঋণ পরিশোধ হবে। ঋষিবরের কষ্ট হচ্ছে, স্নান আহ্নিক ক'রে আসতে বলুন।

রাজা। বুঝেছি শৈব্যা বুঝেছি—আমিও বুঝেছি—বুঝে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে ? প্রাণের শৈব্যা,প্রাণের রোহিতাশ্ব ! তোমাদের ভিক্ষা ক'রে এনে কে খাওয়াবে ? বিশ্বনাথ, তুমিই জান ! ভগবান্ !

দাস আপনা। উপদেশ গ্রহণ করলে, বাজা-রেই আমাদের সাক্ষাৎ পাবেন। শ্রান্তি দূর ক'রে আসুন।

বিশ্বা। উত্তম, উত্তম ! সত্য পালন কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর। রাজ্য কি ? ঐশ্বর্য্য কি ? রজত-কাঞ্চন কি ? কিছু না—কিছু না। অকিঞ্চিৎকর ধূলাকণা মাত্র ; ধর্ম্মই সব—স্বার্থত্যাগই সব।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। প্রণাম।

রাজা। চল শৈব্যা, এস রোহিতাশ্ব এস। আরও কঠোর পরীক্ষা আছে। অনেক সহ্য করতে হবে। বিশ্বনাথ ! বিশ্বনাথ !

শৈব্যা। মা অন্নপূর্ণা !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বারাণসী—দুর্গাকুণ্ডের সম্মুখ।

কামন্দক।

কাম। এখনও প্রভুর দেখা নাই ! ঠাকুর ভাবছেন যে, হরিশ্চন্দ্রকে খুব জব্দ করেছি, কিন্তু আমি দেখছি যে, হরিশ্চন্দ্রই ঠাকুরের নাকে দড়ি দিয়ে এদেশ সেদেশ ক'রে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এর ভিতর দেবতাদের কার-চুপি আছে ! যেমন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে গিয়েছিলেন, তেমনি তপস্যা টপস্যা ঘুরিয়ে না দিয়ে—নে ছোট, খত বগলে ক'রে পাওনা আদায় কর্ ! দেবতারা না হ'লে এমন ফন্দির চাল কেউ চালতে পারে না। সেই মেনকাকে ছেড়ে দিয়ে একবার ঠাকুরকে কাহিল ক'রে দিয়েছিল, আর এবার গৈবি চালে চরকার পাকে ঘোরাচ্ছে। আছে বৈকি, আছে বৈকি —দেবতাদের একটু কিছু দেবত্ব আছে বৈকি ! হাড় মাস নিয়ে কি তাদের তাচ্ছিল্য কল্লে চলে। ঐ জন্যই বাপু আমি টিকীটা আস্‌টা দেখলে একটা গড় ক'রে চলে যাই। এই যে ঠাকুর আসছেন, একেবারে রণমূর্ত্তি, সন্ সন্ বেগ—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে কামন্দক—তোমার স্নানাদি হয়েছে ?

কাম। আজ্ঞা হ্যাঁ, গঙ্গায় আময়দা জল আছে, একটা ডুব দিয়ে নিয়েছি—স্নান হয়েছে কিন্তু আদি টাদি এখনও কিছু হয়নি।

বিশ্বা। তোমায় এখনই অযোধ্যা যাত্রা করতে হবে।

কাম। তবে আদিটে আজ আর হচ্ছে না ! প্রভু, আপনি কোন্ গাছের পাকা

হরীতকী খেয়েছিলেন, আমায় বলে দিতে পারেন?

বিশ্বা। কেন, পাকা হরীতকী কি হবে?

কাম। বলি, আপনি তো তাই উদরস্থ ক'রে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাড়িয়েছেন। আমাকেও যদি গাছটা দেখিয়ে দেন, তা হ'লে দুচারটা গালে ফেলে দিয়ে জন্মের মত নিশ্চিন্ত হই। এ তীর্থে সে তীর্থে যেখানে ঘুরি—হয় মা গঙ্গা, কি যমুনা, কি সরস্বতী, কি সরযূ একটী না একটী ঠাকরুণ কল্ কল্ ক'রে চলেছেন,ডুবটী দিতেই হয়, নৈলে ধর্ম্ম থাকে না, আর স্নানটী কর্‌বামাত্রেই জঠরের ভিতর আদির অনল ধূ ধূ ক'রে জ্বলতে থাকে।

বিশ্বা। আমি তোমায় আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। স্নানাদি—অর্থাৎ সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা সেরেছ?

কাম। ওঃ! তাই ত বলি—আপনার কোমল প্রাণ হঠাৎ অত কঠোর হবে কেন? ব্রাহ্মণের ছেলের আহার হয়েছে কি না, এমন কথা থামকা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন!

বিশ্বা। লও, এই অলঙ্কারগুলি অযোধ্যায় মন্ত্রীর নিকট দাও গে, যেন যত্নে রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করে।

কাম। ওটা আর কাকেও দিয়ে পাঠান

বিশ্বা। কেন, তোমার কি এই অযোধ্যা-টুকু যেতে আলস্য হচ্ছে নাকি?

কাম। নাঃ! কাশী থেকে অযোধ্যা এই এক দৌড়ের পথ, বিশেষ পেটে কোন ভার লেই হ'ল তার আর কি,—তবে আমার অন্য একটা আপত্তি—আপনি তো জানেন প্রভু, আমি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করেছি, ও অলঙ্কারগুলি আর স্পর্শ করি কি ক'রে?

বিশ্বা। এ তোমার তো নিজের নয়, পরের দ্রব্য বহন ক'রে লয়ে যাবে মাত্র, তা'তে তো আর দোষ নাই।

কাম। প্রভু, ও আত্ম পর নাই। মণি-কাঞ্চন হস্তগত হলেই আমার কেমন সেই গুলির বিনিময়ে ক্ষীরসর কিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে ইচ্ছা করে। এমন কি, অন্য ব্রাহ্মণ না পেলে নিজেই সে কষ্ট স্বীকার ক'রে ফেলি। দ্বাদশ বৎসর আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, ধর্ম্মজ্ঞানও নিতান্ত কম হয়নি; ব্রাহ্মণ-সেবার জন্য আর কি আত্মদ্রব্য পরদ্রব্য জ্ঞান থাকে? তখন কামন্দক একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার!

বিশ্বা। নাও,মিছে বাক্‌চাতুরী করো না—ধর, অলঙ্কার ধর। নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হয়ে থাকে, এস, একটু বিশ্বনাথের চরণামৃত দিই গে।

কাম। অত আহার কল্লে পথ চ'লবো কি ক'রে দয়াময়! বিশেষ, আমার একটু অম্বলের পীড়া আছে। বাঃ! এগুলি বেশ সুন্দর অল-ঙ্কার, প্রভু কোথায় পেলেন?

বিশ্বা। এগুলি রাজপুত্র রোহিতাশ্বের অঙ্গে ছিল; ধূর্ত্ত হরিশ্চন্দ্র গোপনে সঙ্গে আনয়ন করেছিল।

কাম। যা বল্লেন, হরিশ্চন্দ্রের মত ধূর্ত্ত আর দেখা যায় না! এক কথায় যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কেমন খালি হাত-পা হ'ল; প্রভুকে দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে এগুলি দিয়ে দিলে বুঝি?

বিশ্বা। স্বেচ্ছায় দিলে? আমি স্বহস্তে রোহিতাশ্বের অঙ্গ হতে উন্মোচন ক'রে লয়েছি।

কাম। সাধু! সাধু!—ছেলেটা কেঁদে ধর্ম্মে পতিত হয়নি তো? কিন্তু ভাবছি—

বিশ্বা। কি—কি ভাবছ?

কাম। এগুলি তো রোহিতাশ্বের অন্ন-প্রাশনের অলঙ্কার নয়?

বিশ্বা। কেন—তাতে কি?

কাম। সেইগুলি হলেই আপনি পরলে দিব্যি সাজতো! সেই কোমর-পাটা—বিছে—নিমফল—হাঁসুলি!—

বিশ্বা। আমি অলঙ্কার পরবো কি?

কাম। পরবেন বৈকি। ছেলের গা থেকে অলঙ্কারগুলো কেড়ে আনলেন, এখন কি ভাণ্ডারে পড়ে গড়াগড়ি যাবে?

বিশ্বা। তুমি কি মনে কর, আমি নিজের ভোগের জন্য এই অলঙ্কার গ্রহণ করেছি?

কাম। না, তাই ত গোলে পড়েছি। নিজেও কিছু ভোগ করবেন না, আমরা শিষ্য সেবক আছি, আমাদেরও তো কিছু দিচ্ছেন না, অথচ একজনকে পথের ভিখারী ক'রে কেন যে এ সব গ্রহণ কল্লেন, তাও বুঝতে পাচ্ছি না। অপরাধ না লন যদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো কি?

বিশ্বা। কি কথা?

কাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—সে দিন কি হবে! আমরা কি আবার মার মুখ দেখবো

বিশ্ব। কার মুখ?—কার মা?

কাম। আপনার—দূর ছাই, এই আমার—আমার গুরু-মার; প্রভু কি একটী দার-পরিগ্রহ করবেন? তাই পুত্রের জন্য পূর্ব্ব হতে এই রাজ্যাদি সঞ্চয় করছেন?

বিশ্বা।. বাতুল! কামন্দক, শাস্ত্রাধ্যয়ন ক'রেও তোমার প্রলাপবাক্য ঘুচলো না? যাও, আর বিলম্ব করো না, সাবধানে লয়ে যাও।

কাম। প্রভু, এই বেলা ভস্ম করাটা শিখিয়ে দিন না, যদি পথে তস্কর টস্কর আসে, অমনি কটমটিয়ে চাইব।

বিশ্বা। যাও—যাও—এ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে তস্করের ভয় নাই—এই আমার—আমার রাজ্য, তুমি সেইখানেই অপেক্ষা করো, আমি দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে তথায় উপস্থিত হব।

কাম। এখনও দক্ষিণা হয়নি বুঝি! ছেলের গায়ের গহনা পর্য্যন্ত গেছে, এখন নিজে দক্ষিণান্ত না হলে দক্ষিণা দিতে পারবে না।

বিশ্বা। সে চিন্তা তোমায় করতে হবে না। হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, সে যেমন ক'রে পারে দেবে।

কাম। যে-ম-ন-ক-রে পা রে—"যেমনের" মধ্যে হরিশ্চন্দ্র নিজে, "করের" মধ্যে রাণী, আর "পারের" মধ্যে পুত্র—এই তো "যেমন করে পারে" তিন আছে—

বিশ্বা। অনুমান মন্দ করনি—যাও।

কাম। প্রণাম।

[প্রস্থান।

বিশ্বা। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য। তপ জপ যাই করি, কর্ম্মফল যাবার নয়। হরিশ্চন্দ্রের কর্ম্মফল দুঃখভোগ, আমার কর্ম্মফল দুঃখ-দান; তাই সকলেই এখন আমার কাছে প্রাণের কোমলতার আস্ফালন করে করুক, এও তাদের কর্ম্মফল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের মস্তক অবনত করলেম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও আমার ভয়ে শঙ্কিত হলেন; কিন্তু এই কর্ম্ম করায় কে, তাকে পেলেম না! কে সে?—কে সে?—কে এ কর্ম্মের কর্ত্তা?—কে কর্ত্তা?—কে কর্ত্তা?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—বিপণি-পথ

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। ঋণ ঋণ ঋণ! ওঃ—কি জ্বালা! ঋণের এত জ্বালা! হৃদয়ে শতবাণ বিদ্ধ

লেও বোধ হয় এত যন্ত্রণা হয় না। কালের ভীষণ ভাণ্ডারে এমন কি উৎকট ব্যাধি আছে, যার আক্রমণে লোকে ঋণদায়ের যাতনা অপেক্ষা অস্থির হয়? ঘোর দারিদ্র্যের নিম্নতর স্তরে পতিত হয়ে যে হতভাগ্য জঠরের জ্বালায় কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট অন্ন লালায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করে, সেও ঋণী অপেক্ষা সুখী! স্নেহ-প্রণয়ের কোমল তন্ত্রী শতধা বিচ্ছিন্ন হলে জীবনভার অসহনীয় হয়, বিকট উন্মাদ এসে মনুষ্যত্বের কাঞ্চনমন্দির শ্মশান ক'রে ফেলে, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে, ঋণের যন্ত্রণার কাছে তাও অতি তুচ্ছ! কেন আমি স্বেচ্ছায় সাংঘাতিক শত্রুর করাল কবলে গিয়ে পতিত হলেম? কেন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সত্য ক'রে ঋণজালে আবদ্ধ হলেম? ঋণ! তুই মানবের মনুষ্যত্ব-অপহারী—সহস্র সহস্র দুষ্কৃতের গর্ভধারিণী জননী। তোর স্পর্শমাত্রে মানবের সমস্ত জীবন-স্রোত চিরদিনের জন্য কলুষিত ও কলঙ্কিত হয়। মিথ্যা তোর জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রবঞ্চনা তোর আদরিণী কন্যা! নরহত্যাকারী অপরাধী যেমন বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে সচকিতে প্রহরীর পদশব্দ অনুমিত করে, ঋণগ্রস্ত হতভাগা তদ্রূপ পবন-সঞ্চারে উত্তমর্ণের আগমন-আশঙ্কায়, গৌরব গরিমা মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে ভয়ব্যাকুলচিত্তে 'কোথায় মিথ্যা! কোথায় মিথ্যা! কোথায় প্রবঞ্চনা!' ব'লে যূপ-সমীপস্থ পশুর ন্যায় থর থর কাঁপতে থাকে। কেন—কেন—কেন আমি আপন সঙ্গর না বুঝে সত্য করলেম? কিসের দান! কিসের ধর্ম্ম! ঋণ যার, তার আবার দানধর্ম্ম কি? বিশ্বনাথ! তোমার অলঙ্ঘ্য নিয়মের সম্মুখে কিছুমাত্র অবিচার নাই। ভাগ্যের বিপক্ষে অভিযোগ করবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি অপরাধী, শত সহস্র অপরাধী! সঙ্গর না বুঝে ঋণ করেছি; আমার অতি ভাল-মত অতি সঙ্গত শাস্তি হচ্ছে। শৈব্যায় কি এখনও স্নান হয় নি, দেবি!

[প্রস্থান।

(শিবনারায়ণ ও জটাধারীর প্রবেশ)

শিব। কৈ,হাট তো ফাঁক দেখছি,আমার কি ভ্রম হলো? হ্যারে জটাধারী, আজ কি বার বল্ দেখি?

জটা। বেস্পতিবার।

শিব। বৃহস্পতিবারই তো, ঠিকই তো, তা ভ্রম হবে কেন? ভ্রম হবার মত কি বয়স হয়েছে? তা এই বৃহস্পতিবারেই তো দাসের হাট হয়, তা আজ একজনও বিক্রীর জন্য আসে নি কেন?

জটা। আর আসবে কোথা থেকে? চাকর কি আর পাওয়া যাবে? যত রাজা-রাজড়ার মরণ নেই—পৃথিবীতে আর জায়গা খুঁজে পান না, যত দান ধ্যান করেন, সব কাশীতে এসে। দেখ না, অন্নসত্রের উপর আবার অন্নসত্র খুলচেন। অতিথিশালার তো আর গুণিত নাই, গেলেই এক মুটো অন্নও আছে, ধন-কড়িও পাচ্ছে, লোক আর পরের চাকরী কত্তে আসবে কেন? কাশীতে এইবার যে যার নিজের মাথায় ক'রে জল তুলতে হবে, আপনার হাতে উচ্ছিষ্ট মাজতে হবে, চাকর আর এখানে জুটচে না।

শিব। সে ত পরের কথা পরে রে বাবা, আপাততঃ আমার একটা দাসী না হ'লে আর চলে না। বাড়ীতে দেখে এলে তো বাপু, তোমার মামীর রণচণ্ডী মূর্ত্তিটে দেখে তো বেরুলে? এখন শুধু শুধু ঘরে ফিরলে আর রক্ষা থাকবে না।

জটা। তোমার যে মামা শাসন নেই, তাই ত তিনি এত বাড়ান। মামী যদি আমার হাতে পড়তেন।

শিব। ও কি কথা রে বেটা? "মামী আমার হাতে পড়েছেন" কি কথা রে বেটা?

জটা। বলি, যদি—

শিব। যদি কি? এর আবার যদি কি রে বেটা? মামী মার তর্ না।

জটা। ঐ সক্কুলি, তাই যদি বল্‌চি।

শিব। না, খবরদার আর বলিসনে। তেমন বুড়ো হাবড়া হলেও যা হোক হতো, শাস্ত্রমত তোর মামীকে এখনও বালাস্ত্রী বলা যায়; আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে বলেই এ বয়সে বালা স্ত্রী বিবাহ করেছি।

জটা। তা বিবাহ যা করেচ মামা, তোমার পরমায়ু কেন, অনেক রকম বৃদ্ধি হবে।

শিব। তা হবে হবে, ব্রাহ্মণীর অনেকগুলি লক্ষণ ভাল। তবে কি জানিস, কোমলাঙ্গী, সেই জন্য বড় পরিশ্রমে পটু নন। আমি তো অশক্ত হয়ে পড়েছি, আর তোর দ্বারা তো কোন কাজ-কর্ম হবার যো নাই, সুতরাং একটা ভৃত্য না হ'লে চলে কৈ? পুরুষ অপেক্ষা একটী দাসী পেলেই ভাল হয়, সর্ব্বদা অন্তঃপুরে থাকে, তা কৈ, আজ তো কিছুই দেখছি না।

জটা। ও মামা, ঐ কে একটা মাগী আসছে, সঙ্গে একটা ছেলে।

শিব। কৈ?

জটা। ঐ যে মামা, দেখতে পাচ্ছ না?

শিব। কে ঐ স্ত্রীলোকটা? জটে, মুখ ফিরিয়ে নে বলছি, সাবধান। ওদিকে তাকাসনি। দেখতে পাচ্চিসনি কোন ভাগ্যবানের ঘরের মেয়ে?

জটা। ভাগ্যবানের মেয়ে তো মাথায় কুটো দিয়েছে কেন?

শিব। কুটো দিয়েছে, তা কি হয়েছে? কোথা থেকে উড়ে পড়েছে।

জটা। উড়ে পড়েছে লক্ষ্মীর সন্তান ঝোপের কুলো থেকে। দাসী কিনতে এসেছ, জান না যে, কুটো মাথায়ই হলো চিহ্ন। ঐ কুটো মাথায় যার, কপাল ভেঙ্গেছে তার।

শিব। ঐ মেয়েটা দাসী ব'লে বিক্রী হবে?

জটা। কেন হবে না? দাসী হ'লে বুঝি আর ফয়সা হ'তে নেই, না নাক চোক মুখটি টিকলো থাকলেই লক্ষ্মী অচলা হন।

শিব। আ হা—হা!

জটা। অত গোলো না মামা, অত গোলো না, তা হ'লে দর চড়ে যাবে। আর শুধু গাই নয়, ঠ্যাঙ্গে একটা বাছুর বাঁধা দেখছি।

(শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের প্রবেশ)

রোহিত। না মা, না মা, তুমি কোথাও যেও না। বাবা আর তা হ'লে বাঁচবেন না, আমি কার কাছে থাকবো, কোথায় যাব?

শৈব্যা। চুপ কর বাবা চুপ কর, কেঁদ না। কে আছেন কাশীবাসী, কে আছেন করুণহৃদয় ব্রাহ্মণ! কে দুঃখিনীকে দাসীভাবে আশ্রয় দেবেন? ব্রহ্মণ-সেবার জন্য দাসী আত্মবিক্রয় করছে। যৎসামান্য মূল্য দিয়ে কেহ কি দরিদ্র দাসীকে ক্রয় করবেন?

জটা। দেখলে, মামা দেখলে, আমি তো বলেছিলুম মাগী দাসী। (জনান্তিকে) মামা, ও শক্ত মক্ত আছে, কিন্তু তা বলা হবে না। তুমি চুপ কর, আমি দাম কচ্ছি। (প্রকাশ্যে) বলি হ্যাঁরে মাগী, তুই তো দেখ্‌চি আপনাকে আপনিই বিক্রী কর্ত্তে এসেচিস, তোর কর্ত্তা কে—দাম কে নেবে?

শৈব্যা। আমার প্রভু নিকটেই আছেন, এখনই আসবেন, আপনারা আমায় ক্রয় করুন, আমি মূল্য তাঁকেই দেব।

জটা। বলি মাগী, তুই সব কাজ-কর্ম্ম পারবি তো? গোয়াল দেখতে, ইঁদারা থেকে জল টানতে—তোর গায়ে তো এদিকে রক্ত

নেই দেখচি, ক্যাকাসে মেরে গেছিস,—তুই খদি কত ?

রোহিত। হ্যাগা ঠাকুর ! তোমার ছেলে বেলায় কি তোমার বাপ মা আচার্য্যের কাছে পড়তে দেন নি ? আমাদের রাজ্যে বুনোরা আসতো—তারা ইতর বুনো, তুমি তাদেরই মত কথা কচ্চো যে।

জটা। কে রে ছোঁড়াটা ? ভাবি ডেঁপো, দাসীর সঙ্গে আবার কি কোরে কথা কইতে হবে ?

রোহিত। আচার্য্য বল্‌তেন, যিনি যেমন লোক, তিনি তাঁর নিজের ভাষায় কথা কন।

জটা। বটে। তোর আচার্য্যিকে বলিস যে, আমার নিজের ভাষায় বলে যে, ভিখারীর ছেলেকে অত পেট চিরে বিদ্যে দিতে নেই—হতভাগা ছোঁড়া !

শৈব্যা। চুপ চুপ বাছা, ব্রাহ্মণ—গলায় পৈতে। বাছা রে আর কেন অভিমান ? ভুলে যা ! ভুলে যা ! যা ছিলি, ভুলে যা। যা শিখেছিলি, ভুলে যা ! যা জানতিস, ভুলে যা ! যাদের জানতিস,ভুলে যা ! বাপ রে, কাঙালিনীর ছেলে কাঙাল, কাঙালের কিছু থাকতে নাই ! কাঙালের ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকতে নাই,শীত-গ্রীষ্ম থাকতে নাই, সভ্যতা থাকতে নাই, কাঙ্গালের মানমর্য্যাদা থাকতে নাই,—অভিমান থাকতে নাই, কাঙালের প্রাণে স্নেহমমতা থাকতে নাই, কিছুই থাক্‌তে নাই ! কাঙাল কাঙাল,পৃথিবীতে তার আর অন্য পরিচয় নাই !

শিব। মা, তুমি দুঃখ কোরো না। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ হ'লে অনেক দোষ। জটে, যখন কথা কইতে জানিসনে, তখন চুপ ক'রে থাকাই ভাল। দেখতে পাচ্ছিসনে, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ! অমন রূপ, অমন কথাবার্ত্তা।

জটা। মামা, তুমি যেখানে সেখানে আমায় মুরুখ্যু ব'লে অপমান কর ?

শিব। আমি তো কোন কথাই কইনি বাবা, তুমিই তো আগে পরিচয় দিলে।

জটা। তবে কি মাথায় বসিয়ে দাসীকে স্তব পাঠ কর্ত্তে হবে নাকি ? না হয় তাই করি, ওগো আর্য্যিনী, আত্মজিনী হোক ! দয়াময়ী হয়ে আমাদের কুতভবনে শুভ গঙ্গাযাত্রা ক'রে আমায় ও আমার তিপ্পান পুরুষকে কৃতার্থ করুন ; প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে তিন পনেরং পঁচাত্তর গণ্ডায় ক'রে আটা ছাতুর ছেরাদ্দ করুন, আমার মাথায় এক পা আর মামীর মাথায় এক পা দিয়ে নিচ্ছিন্দি হয়ে নিদ্রাতুরাণাং হ'ন ; আমি পণ্ডিত বেদব্যাস সুরুদ্ধ ভাষায় আপনাকে দাসী-রাণী ব'লে ডাকচি।

শৈব্যা। ঠাকুর, দাসীকে বিদ্রূপ করেন কেন ? বালকের কথায় রাগ করতে নাই। আপনারা কি যথার্থই আমাকে ক্রয় করবেন ? করেন তো আমি বড়ই উপকৃতা হই। অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হ'ব না, উচ্ছিষ্ট ভোজন করবো না ; আর আমার দ্বারা ক্রীতদাসীর উপযুক্ত সমস্ত সেবাই পাবেন।

জটা। নাও মামা হয়েচে, খুব তোমার মনের মত দাসী হয়েচে। উচ্ছিষ্টি খাবেন না, তা খুব হয়েছে. এক কাজ কোরো, সকালবেলা ঘণ্টা বাজিয়ে ওঁর ভোগ দিয়ে তার পর তোমার শালগেরাম বাণলিঙ্গি টিঙ্গি যা আছে, তাঁ'দের পেসাদ দিও। আর উনি তো কা'কেও মুখ দেখাবেন না,তা গোয়ালের পচনে ওর একটা আলাদা অন্তঃপুরে বেঁধে দিও, সেখানে সাত হাত ঘোমটা দিয়ে পাটরাণী হয়ে ব'সে থাকবেন ; আর মামীকে বলো, মাঝে মাঝে গিয়ে বাতাস ক'রে আসবে। বাস্‌, দাসীর সেরা দাসী পেয়ে গেলে !

শিব। তুই থাম, বেল্লিক ছোঁড়া, বাছা, তাই হবে ; তোমার মূল্য কত ?

শৈব্যা। যা দয়া ক'রে দেন।

জটা। তিন ছামড়ী। তিন ছামড়ী। যা গুণ দেখছি, ওর ওপর আর এক কড়া নয়।

শিব। তুই কি চুপ করতে পারিস নি? তবু বাছা, তোমার একটা মূল্য বলতে হয়।

শৈব্যা। ঠাকুর, আমি এক্ষণে যাঁর দাসী, তিনি আমায় বিনা মূল্যে ক্রয় করেছিলেন, আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহের এক কপর্দ্দকও মূল্য আছে, তা আমি বিবেচনা করি না, তবে আমার প্রভু এক ব্রাহ্মণের নিকট সহস্র স্বর্ণের জন্ত ঋণী আছেন, দাসী সেই ঋণ-পরিশোধার্থেই আত্ম-বিক্রয় করছে।

জটা। কি কি, কত? সহস্র! সে ক হাজার? খুব লম্বা চৌড়া কথা দেখছি যে. গেরস্ত-বাড়ী ঢুকে তার সোণার গাছে মাণিকের পাতা ধরিয়ে দেবে নাকি?—এতো দাম!

শৈব্যা। আমি আমার মূল্যের কথা বলিনি, আমার প্রভুর প্রয়োজনের কথা বলেছি।

জটা। কিনবো তোমায়, আর ওজন হবেন তোমার প্রভু বুঝি? আর ওজন দরেই বা দাসী কেনা কি?

ব্রাহ্মণ। ওরে খ্যাধা, ওজন নয় রে ওজন নয় —প্রয়োজন। বাছা, আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করবো কেমন ক'রে? আমায় দেখছি অন্ত দাসীর অনুসন্ধান করতে হ'ল।

শৈব্যা। দেব! আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত জাতির গৃহে বাস করবো না; আপনার যা অভিরুচি হয়, কৃপা ক'রে তাই দেন, আমায় ক্রয় করুন।

ব্রাহ্মণ। দেখ বাছা, আমি বৃদ্ধ, অধিক কথা জানি না। সংসারে ব্রাহ্মণী একাকিনী, তায় তিনি কিঞ্চিৎ কোমলা,এই জন্তই একটী সচ্চরিত্র মেয়ের তত্ত্ব করছি। অল্প দরে খুঁজোই লওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা তোমার অতি সুলক্ষণা দেখে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে যে, তুমি আমার গৃহে থাক, সেই জন্ত পাঁচশত স্বর্ণ পর্য্যন্ত দিতে পারি;—এখন তোমার ইচ্ছা।

শৈব্যা। আজ্ঞা, তাই দেবেন, আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হলেম।

রোহিত। আর ঠাকুর, আমার জন্ত কত দেবেন?

ব্রাহ্মণ। তোমার আবার কি? তুমি কে? বাছা, এটী কি তোমার—

শৈব্যা। হ্যাঁ ঠাকুর, দুঃখিনীর গর্ভে যন্ত্রণা পেতেই এই শিশু এসেছিল।

ব্রাহ্মণ। তোমার তো বাপু আমার প্রয়োজন নাই।

রোহিত। আমি মাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। ঠাকুর, দয়া ক'রে আমাকে নিয়ে যান, আমি অনেক কাজ করতে পারবো। আমায় ধনুক দেবেন, আপনার বাটীতে পাহারা দেব, কোন শত্রু আসতে পারবে না।

ব্রাহ্মণ। বাপু, আমার সামান্ত পুরী, শত্রু কে আসবে যে, তুমি ধনুর্ব্বাণ ধ'রে রক্ষা করবে?

রোহিত। আমায় যা বলবেন, তাই করবো। গরু চরাব, আপনার পূজার ফুল তুলবো। মা—মা, আমায় ফেলে যেও না মা! মা, আমি একদণ্ড তোমার কোল ছাড়া থাকতে পারিনে। মা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি—

জটা। যা যা-যা-যা ছোঁড়া—নিয়ে চল, নিয়ে যাওয়া অমনি মুখের কথা! কাঁড়ি যোগাবে কে? দুবেলা গিলবে যে এত এত, কোথা থেকে আসবে? ধান গম বড় সস্তা—না!

রোহিত। আপনারও পায়ে পড়ি, আপনি রাগ করবেন না, আমি যা বলেছি, তার জন্য আমায় ক্ষমা করুন। আমায় যা দেবেন, আমি তাই খাব—খুব কম খাব—এক একদিন খাব না।

জটা। না না না—তা হবে না। ইস্, না খেয়ে থাক্‌বেন! ঢের বেটা অমন কথা বলে।

রোহিত। না ঠাকুর, আমি মিথ্যাকথা বলতে জানি না, আমায় দয়া ক'রে চাকর করুন। মা, বল না মা বল, আমার জন্য আর আলাদা মূল্য দিতে হবে না। ও ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে যা ফেলা যায়—যা কুকুর-বেড়ালে খায়, আমি তাই খেয়ে থাকবো।

জটা। ওরে বাবা, সে মামীর হদ্দো—কুকুর বেড়াল কি? মামীর দাপটে আমার মামার বাড়ী কাক চিল বসে না। তুমি যে ভাবচ কাঁড়ি কাঁড়ি ছড়াছড়ি যাবে, আর সাপুটে খাবে—তার যোটী নাই, মামী আমার পিঁপড়ের গর্ত্ত থেকে চিনি টেনে বের ক'রে নেন।

রোহিত। ও মা, কি হবে মা—কি হবে মা! আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না মা! তবে আমায় ঐ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাও, আমি ম'রে যাই। ও গো, আমি মা ছেড়ে কেমন ক'রে বাঁচবো?

শৈব্যা। বাট্ বাট! দুঃখিনীর ধন, অমন কথা ব'ল না যাদু। পিতা, যদি দয়া ক'রে দুঃখিনী কন্যার ভার গ্রহণ কল্লেন, তবে তা'র অবোধ শিশুটীকেও কাছে থাকতে দিন। কৃপা ক'রে যে অন্ন আমায় দিবেন, তারই ভাগ দিয়ে আমি ওকে পালন করবো—তাই আহার ক'রে ও আপনাদের সেবা করবে।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, তাই চল, বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবো; যখন তোমার অন্ন থেকে ভাগ দেবে, তা'তে আর দোষ কি? কি বল বাবা জটাধারী, এতে আর তোমার মামী—

জটা। বেশী কিছু নয়, তোমার পিঠে ঘা কতক কাঠের চালা দেবেন। আমায় বল মুকখ্যু—তোমার বুদ্ধিতে বলি হারি যাই বাবা। শুনলে না, ওটা বড়ঘরের বরামায়া ছেলে—হিমালয় সাগর খাবে। আর মাগী গাণ্ডে পিণ্ডে সব গিলিয়ে শুকিয়ে দড়ি হবে, তোমার জল ঘটাটি নেড়ে দেবার জোর গায়ে থাকবে না; ঐ অতগুলো সোণা দিলে, সব পণ্ডচ্ছেরম হবে।

ব্রাহ্মণ। তাই ত, তাই ত! হাঁগো বাছা, এ জটাই কি বলে? তা—তা—তা দেখ জটাই, ছেলেটার জন্য মায়াটা হচ্ছে, না পোষায়, তখন—

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। এই যে মা লক্ষ্মী এখানে। ইনি কোথায়? আমার দক্ষিণা প্রস্তুত?

শৈব্যা। দেব, আপনার আশীর্ব্বাদে অর্দ্ধেকের সংস্থান হয়েছে।

বিশ্বা। অর্দ্ধেক! এখনও অর্দ্ধেক! সূর্য্য যে অস্ত যান।

শৈব্যা। প্রভু, আমার সাধ্যে আর অধিক হ'ল না। পিতা, কৃপা ক'রে দাসীর জন্য যে সুবর্ণ দেবেন, আজ্ঞে কল্লেন, তা এই ঋষিবরের হস্তে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ। এঁকে—আচ্ছা এই নিন। গণনা ক'রে দেখুন, পাঁচশত সুবর্ণ আছে।

জটা। ও বাবা! বলি হ্যাঁগো কিঠাকরুণ, ইনিই তোমাদের মহাজন নাকি? ঋষিবর বটে না? সাজগোজ তো দেখছি সেই রকম, তা'র ভেতর তেজারতিটুকু আছে—

বিশ্বা। কে রে অর্ব্বাচীন—

জটা। যাও যাও ঠাকুর, অত আর আস্কালনেতে কাজ নাই, আমি আর তোমায়

খাতক নাই। ফিরিয়ে কত্তে অন—একদিকে গেরুয়া প'রে কাটিক-মত গলায় দিয়ে খরচা টরচা বেশ করিয়েচ, ছুদের কারবারটা খুব জাঁকিয়ে চলবে। চল মামা চল।

বিশ্বা। মা লক্ষ্মী কি আত্মবিক্রয় ক'রে অর্থ সংগ্রহ করলেন নাকি? সাধু! সাধু! তুমিই সতী পুণ্যবতী! একেই বলে সহধর্ম্মিণী! আমার ইঙ্গিত তবে তুমি বুঝতে পেরেছিলে? ভাল ভাল—আমার আশীর্ব্বাদে সতী অমরত্ব লাভ কর।

শৈব্যা। দেব. আর ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, যাতে এই দুঃখের বোঝা বিশ্বনাথের চরণে শীঘ্র শীঘ্র নামিয়ে দিয়ে আর্য্যপুত্রের কোলে গঙ্গাজলে এ জীবন ত্যাগ করতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ করুন। অমরত্ব আমার পক্ষে শুভ আশীর্ব্বাদ নয়।

বিশ্বা। বৎসে, আমি তোমায় সে অমরত্বের বর প্রদান করি নাই। পৃথিবীতে সেরূপ অমরত্ব অনন্ত যাতনার সংস্থান মাত্র। যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য উদয় হবে—যতদিন জগৎপ্রাণ সমীরণ সঞ্চারিত হবে—যতদিন পৃথিবীতে জীবের বাস থাকবে. ততদিন লোকে তোমার এই অপূর্ব্ব পতিভক্তি—এই আদর্শ দাম্পত্যদায়িত্ব—এই নিষ্কাম আত্মবিসর্জ্জন কীর্ত্তন করবে। রমণীললামভূতা শৈব্যার নাম জগতে অমর হবে, এই প্রকৃত অমরত্ব, আমি তোমায় সেই আশীর্ব্বাদ করেছি। এক্ষণে তোমার স্বামী কোথায়? এখনও সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ হয় নাই।

শৈব্যা। দেব, তিনি নিকটেই কোথাও আছেন, আমি স্নান করতে এসে গোপনে আত্মবিক্রয় করলেম, তাঁর চরণে অনুমতি লওয়া হ'ল না। অনুমতি প্রার্থনা করবার সাহসও আমার নাই; এ কথা শুনলে তিনি কি করবেন, তা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। তাঁর ধর্ম্মই তাঁকে রক্ষা করবে। আমি চন্দ্র, সূর্য্য, ভাগীরথী, পুণ্যভূমি বারাণসী সাক্ষী ক'রে, তাঁর চরণে বিদায় নিলেম। অধীনী তাঁর চিরদাসী, তাঁর কার্য্যেই পরপরিচর্য্যায় দেহ নিয়োজিত করলেম; এখন প্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে সেই চরণেই প'ড়ে রইল। আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, দেবতা, স্বর্গ সবই তিনি, তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছি, তিনিই মার্জ্জনা করবেন। দেব! আপনি তাঁকে প্রবোধ দেবেন। স্বামিন্! প্রভু! দেবতা! নাথ! শৈব্যার বিশ্বনাথ! বিদায় হই। ধর্ম্ম যদি কর্ম্মফল খণ্ডন করেন, তবে জগতে আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ দু'দিনের এই অভিনয়ান্তে, সেই অনন্তধামে অবিচ্ছেদ পতিসুখ ভোগ করবার আশায় রইলেম। পিতা, চলুন, আর বিলম্ব কর্‌বো না, দেখা হ'লে যাওয়া হবে না। আয় বাবা আয়।

রোহিত। মা, বাবা যাবে না? তবে বাবাকে কখন্ দেখতে পাব?

শৈব্যা। বাবা, পাবে—পাবে—

জটা। বস, ঐ পর্য্যন্ত! অনেক রাজ্যের ঘটা শোনা গেছে, আর না, জঠরের ভেতর ছুঁচো চুলো জ্ব'লে উঠেছে।

ব্রাহ্মণ। এস মা, এস।

শৈব্যা। ঋষিবর, প্রণাম হই। বাবা, প্রণাম কর। নাথ—বিশ্বনাথ—

[বিশ্বামিত্র ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

বিশ্বা। যদি জগতে স্বার্থ-বিসর্জ্জনে, আত্মসংযমে মহাতপা যোগী ঋষিকেও কেহ পরাস্ত করতে পারে—তবে সে রমণী! পতিব্রতা রমণী—সন্তানবৎসলা রমণীই প্রকৃত তপস্বিনী। আপনার সুখ শান্তি প্রবৃত্তি বাসনা স্নেহময়ী রমণী পতির জন্য, সন্তানের জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে! সতী আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন ক'রে অম্লান-বদনে হাসতে

হাসতে পতির চরণে ডালি দিতে পারে। মহাতপা বনবাসী তপস্বী অনাহারে অনিদ্রায় পঞ্চভূতের অত্যাচার সহ্য ক'রে তপ করেন, সেও মুক্তি-কামনায়; কিন্তু নরকের বিভীষিকা সম্মুখে রেখেও সতী পতিপদ সেবার জন্য লালায়িত হন। পতির কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সতী বিচার করেন না। জগতে কামিনীই যথার্থ নিষ্কামী! এ কি হৃদয়! রমণীর নয়নে জল-কণা দেখে দুর্ব্বল হও কেন? এখন না—এখন না—এখন না; কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য! দাম্ভিকের দর্পচুর্ণ প্রয়োজন, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের মস্তকে পদাঘাত করতে হবে, ধর্ম্মদর্পী হরিশ্চন্দ্রকে দুর্দ্দশার নিম্নতর স্তরে পাতিত ক'রে ধর্ম্মের মুখে কালিমা লেপন করতে হবে। কোথায় ধর্ম্ম? এখনও এল না; রাজরাণী শৈব্যা বারাণসীর দাস-বিপণিতে বিক্রীত হল, রক্ষা করতে পারলে না! ভুলিনি—ভুলিনি! তুমিই জানকীকে পাতালে পাঠিয়েছিলে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কৈ শৈব্যা! কৈ কোথা প্রিয়ে, তোমায় না দে'খে যে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখছি! কোথায় গেলে? স্নান করতে গেলে, আর তো তোমায় দেখতে পাইনি। অভাগা হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বনাশ-যজ্ঞে আহুতি দিয়ে জাহ্নবী কি আমার সর্ব্বস্বধন হরণ কল্লেন? হ্যাঁ মা সর্ব্বগ্রাসী, আমার এইটুকু সুখও কি তোমার সইল না?

বিশ্বা। বাতুলের ন্যায় কি বলছো? এদিকে চেয়ে দেখ।

রাজা। ঋষিবর?

বিশ্বা। হ্যাঁ, একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, তোমার বংশনিদান অস্তগতপ্রায়।

রাজা। আমার শৈব্যাকে দেখেছেন?

বিশ্বা। দেখেছি, তোমার পত্নীপুত্রের জন্য কোন চিন্তা নাই।

রাজা। তারা কোথায়?—তারা কোথায়?

বিশ্বা। আমি তো তোমার দূত নয় যে, আজ্ঞামাত্র সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করবো। আমি আর পলমাত্র বিলম্ব করবো না, আচ্ছা, পরিষ্কার বলনা কেন যে, আমি দেব না? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করি। আমি আর তো বলপূর্ব্বক তোমার কাছে কিছু বলতে আসি নি।

রাজা। দেব! সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল সত্যের বলে আমি আবদ্ধ, কেমন ক'রে বলি, দেব না? কিন্তু উপায় কৈ? আপনার ইঙ্গিতে আত্মবিক্রয় করতে বিপণিতে এসেছিলেম, কিন্তু গ্রহ আমায় বিরূপ, বাজারে ক্রেতা নাই।

বিশ্বা। দেখ, ছলনা রাখ। ক্রেতা নাই! তুমি চিরদাসত্বে আবদ্ধ হ'তে স্বীকৃত হ'লে, আর পাঁচশত সুবর্ণ সংগ্রহ করতে পার না?

রাজা। পাঁচ শত সুবর্ণ! আমি তো সহস্রের জন্যে সত্যে আবদ্ধ।

বিশ্বা। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার পুণ্যবতী বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী স্বামীর অর্দ্ধেক ঋণ পরিশোধ করেছেন।

রাজা। সে কি? শৈব্যা? ঋণ পরিশোধ? কেমন ক'রে? কোথায় সে—কোথায়?

বিশ্বা। তোমার ইচ্ছা থাকলে ক্রেতা পেতে। শৈব্যা সতী, সত্য সত্যই স্বামীর ঋণ পরিশোধে ইচ্ছা ছিল, তাই সে ক্রেতা পেয়েছে।

রাজা। ক্রেতা পেয়েছে! শৈব্যা ক্রেতা পেয়েছে! তবে কি শৈব্যা দাসী? সহস্র কিঙ্করীর অধিকারিণী শৈব্যা দাসী! এ কি—

একি—মেদিনী টলমল ক'রে কেন! আমি যাই—যাই—একেবারে দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাই।

বিশ্বা। মহারাজ, ভরতাশ্রমে আমি অনেকরূপ নাটকাভিনয় দেখেছি, আপনার এই অপূর্ব্ব অভিনয় অতি সুন্দর হ'লেও আমার দেখবার স্পৃহা নাই।

রাজা। ঋষিবর! আপনার বাক্যে বজ্র আছে, কিন্তু দগ্ধ কচ্ছে না কেন?

বিশ্বা। দগ্ধ হবার কি এতই বাসনা হয়েছে? তা সাধ পূর্ণ হবে, বিলম্ব নাই। ঐ সায়াহ্ন-স্নানের জন্য সূর্য্য ভাগীরথী গর্ভে অবতরণ কচ্ছেন। ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে ঐ রক্তপিণ্ড অদৃশ্য হ'লে শুধু তুমি নয়, তোমার সপ্তম পুরুষের পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম স্বর্গ সমস্তই ধ্বংস হবে।

রাজা। তেজস্বী, রক্ষা করুন্! ক্রোধ সংবরণ করুন্! দয়া করুন্। ব্রহ্মশাপে সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি ভস্ম করবেন না। ও হো-হো-হো! শৈব্যা দাসী! রাজকুমার পরান্নে—পরগৃহে! আর কেন—আজ্ঞা করুন, কি করবো? আর অভিমান নাই, আর ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই, যা'কে ইচ্ছা আমায় বিক্রয় করুন, আপনার ঋণ আপনি পরিশোধ ক'রে নিন।

বিশ্বা। এই এতক্ষণে তোমার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে, এইবার তুমি গ্রহমুক্ত হ'লে।

রাজা। কোথায় কে আছ, কাশীবাসী এস—এস, দাস ক্রয় কর। কার দাসের প্রয়োজন? কার জলভার বহন করতে হবে? কার বেত্রচারণের কাষ্ঠচ্ছেদনে ভৃত্য চাই? কার অঙ্গনের আবর্জ্জনা মার্জ্জনের দাসানুদাসের অভাব? এস এস, ক্রয় কর। মুকুটধারী-শির আজ আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত।

বিশ্বা। হরিশ্চন্দ্র! আত্মবিস্মৃত হচ্ছো কেন, পরিচয় দানে অধিক অপমানকে কেন আহ্বান করছো?

রাজা। ধন্য! ধন্য ঋষি! অর্থের ঋণ পরিশোধ হলেও ঋণী থাকবো, ভাল কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

(পরাহু ও ঝিমনের প্রবেশ)

পরাহু। কুথারে কুথারে? কে বিক্রী হোবিরে? হাঁরে তু দেখেছিস, এখানে কে বিক্রী হোবে বলে চিলাচ্ছিল?

বিশ্বা। দেখ ক্রেতা, উপস্থিত, আপনাকে অর্পণ কর।

রাজা। বাপু, তোমরা কে?

ঝিমন। আরে তু চিনিস না, জানিস্ না, কাশীতে মরতে আসছিস, আর ঠিকাদারকে চিনিস না? এখানে মরবি, বিশ্বনাথ কাণে রামনাম ফুকবে, শিব হবি; লেকেন আগে আমার সর্দ্দার পরাহু ঠিকাদারের হাতে দান কাপড়াখানি ধ'রে দিবি তো জলিয়ে পুড়িয়ে স্বর্গে যাবি।

পরাহু। আরে বাপরে বাপ! আজকাল ঘাটে বড়া কাম! আট নয়টা নোকর আছে, তব্কি ছুটা ঘাট সামাল দিতে পারবো না। খালি রাম নাম সত্য হ্যায়—রাম নাম সত্য হ্যায়। কেত্তা মুর্দ্দা হামার দান কাপড়াটা ফাঁকি দেকে শিব হয়ে স্বর্গে যায়। সেই হামি আর একটা ভাল নোকর ঢুঁড়ছি। কে বিক্রী হচ্ছিস বাবা?

বিশ্বা। দেখ দেখি, এ লোকটা কেমন?

পরাহু। এতো সোণার চাঁদ আছে ঠাকুর বাবা! কোন ভাগ্যমানীর বেটা হোবে, ওকি ঘাট চণ্ডালের নোকরি করে? বুড়া মানুষকে কেন ঠাট্টা করিস ঠাকুর বাবা? বলিয়ে দে, কুথা নোকর গেল?

বিশ্বা। না না, এই ভৃত্য—বল না। নীরবে রইলে কেন?

রাজা। প্রভু,এ যে চণ্ডাল, মৃতকম্বলহারী।

বিশ্বা। বেশ তো, এই না বলছিলে যে আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত?

রাজা। আজ্ঞে, সেটা—

বিশ্বা। কথায় কথা—কেমন! বুঝেছি বুঝেছি—ধর্ম্মগর্ব্ব, সত্যের অহঙ্কার সব বুঝেছি। তুমি ত ধার্ম্মিক—তোমার ধর্ম্মরাজকেও আমি চিনি। ঐ দেখ, পশ্চিম আকাশে চেয়ে দেখ, তোমার ব্যবহার দে'খে তোমার বংশনিদান লজ্জায় হীনতেজ ও রক্তবর্ণ হয়েছেন।

রাজা। তাই ত, তাই ত! দেব যে অস্তমিতপ্রায়! প্রায় কি? এখনই—এখনই যে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হবেন। দেব—দেব! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

যন্মণ্ডলং মূঢ়মতিপ্রবোধং
ধর্ম্মার্থসিদ্ধিং কুরুতে জনানাম্।
তৎসর্ব্বকামক্ষয়কারণঞ্চ,
পুনাতু মাং তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্॥

প্রণাম গ্রহণ কর দেব, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, তোমার বংশে ব্রহ্মশাপ হয়, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তপোধন! তাই হোক; অদৃষ্ট! তোমার লিপি পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ হউক; —শৈব্যা দাসী হয়েছে, রোহিত দাসীপুত্র হয়েছে। আর অভিমান কেন? যখন পদসেবা করবো—ভৃত্য হবো—ক্রীতদাস হবো, তখন আর আমার চণ্ডাল বিচার ক'রে কাজ কি? কে ভাগ্যবান্—কে আমায় গ্রহণ করবে, এস, পণ দাও।

পরাহ। ঝিমন, কেত্তো বলিয়ে?

ঝিমন। মানুষটা পাগলা পাগলা দেখছি না? (রাজার প্রতি) হাঁরে, তু কামটী করতে পারবি তো?

রাজা। কি কাজ করতে হবে বল?

ঝিমন। কাম থোড়া বহুৎ। দক্ষিণে ঘাটটী তুহার জিম্মা হোবে, যেত্তো মুর্দ্দা জলবে, তুই সবটির দুগা পাটা লিয়ে লিবি, আর পাঁচ পণ করিয়ে কোড়ি মুর্দ্দা পিছু হিসাব করিয়ে লিবি। দেখিস্ ভাই, কিছু সাখিয়ে সুখিয়ে চুরি করিস না, এ কাশীজী শিবের পুরী আছে, চুরিটী করলে ভাই কাশীর কোতোয়াল কালভৈরো জাঁতাটীতে ফেলিয়ে হাড় মড় মড় কড় কড় করিয়ে ভাঙ্গিয়া দেব।

পরাহ। আর কাজটী ঠিক করিয়ে করলে, চুরি উরি না করলে, আমি দু'টা রাজা মহারাজা মরলে ভাই তোকে এক এক দিন পেটটী ভরিয়ে ভালা সরাপ পিলায়ে দেবে। কামতো বুঝলি? লেকেন তোর চেহারাটা বড়া ভালা আদমির মতন আছে। শুধু বিহানে এক হামার শুয়ারগুলিকেভি থোড়া চরায়ে আনতে হবে—পারবি তো?

রাজা। দেব! এ কি—এ কি! এও কি অদৃষ্টের লিপি, না তার ওপরে আপনার রচনা আছে?

বিশ্বা। আমার কেন! যার চির-আরাধনা করেছ, তোমার সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মপ্রতাপ! এখনও কি ইতস্ততঃ করছ? অর্দ্ধসূর্য্য কখন না দেখে থাক তো ঐ আকাশ পানে চেয়ে দেখ! দরিদ্র ঋণীর আবার কার্য্যাকার্য্য বিচার কি?

রাজা। কিছু না, ঠিক—বলেছেন—কিছু না। আর চণ্ডাল আর! এই মস্তকে তৃণ দিয়ে তোর দাস হলেম। নে, আমায় ঋণমুক্ত কর, পাঁচ শত সুবর্ণ এই ব্রাহ্মণকে দে।

পরাহ। পাঁচশো?

ঝিমন। (জনান্তিকে) ঠিকাদার! বাতটী বলিস না—সুবিস্তা আছে—সুবিস্তা আছে! দেখছিস না কেমন জোয়ান, মালুম ভাল, মানুষের ছেলিয়া, খাবে বি কম, আর

আখ ছুটী সাকা আছে, চুরি ওরি করবে না ; কিন্ বিক্রী করনে ছুনা মিলিয়ে যাবে।

পরাহ। পান্শো তো থালিয়াতে মজুত আছে—ভাই, একঠো ছোটা ডিঙ্গি লেবার বি কাম ছিল—

ঝিমন। ডিঙ্গি উঙ্গি হোবে, দোসরা রোজ দেখা যাবে। ঝটসে ফেলিয়ে দে, নোকর ঘর লে চ, এখনই দুসরা খদ্দের আসবে। হামারা চণ্ডালকা ঘরে ঝটসে কি নোকর মিল্তা ভাই? লিয়ে লে, লিয়ে লে।

পরাহ। ভালা তুহারি বাত। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) লে ঠাকুর বাবা লে, তুই বিক্রীওয়ালা? (বলিয়া প্রদান) আয় ভাই চলি আয়—ঘর চলি আয়, তুহার নামটী কি?

রাজা। হরি—হরি নাম বলি।

পরাহ। হরিয়া, বেশ নাব—বেশ নাম, আয় ভাই হরিয়া আয়।

রাজা। চল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—রাজপথ।

(দুইজন বৈতালিকের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বৈতালিকদ্বয়।— (গীত)

রবি-কুলরাজা শত রবিতেজা,
পরম সুখে প্রজারঞ্জনকারী।
মার রাজ গুণে, বাঁধি শত্রুগণে,
দেব তোষে কত যাগ করি॥
রমণী শৈব্যা, ত্রিলোকে ভব্যা,
দুখে জননী শোক তাঁরে হেরি।
রৌহিত আস্যে, সুমধুর হাস্যে,
লভিল চাঁদ মন তামসীহারী॥
কাল কাটে সুখে, সতত হাসি মুখে,
পরদুঃখ শুনে ঝরে নেত্রবারি।
হেরে ধর্ম্মমতি, করে পায় নতি,
ক্রীতদাস ভাবে থেকে ঘোর অরি॥
কৌশিক-রোষে, পড়ি পরিশেষে,
সকলি হারাল দ্বিজে দান করি।
গুণধর পুত্রে, আর কলত্রে,
সাথে লয়ে হ'ল হায় কাননচারী॥

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। তোমরা এ সব গান গাইছ। জান, এ হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব নয়, এখানে হরিশ্চন্দ্রের যশোগান কেন?

১ম বৈতা। আমরা ভট্ট, রাজার যশোগান করাই আমাদের কুলধর্ম্ম।

বিশ্বা। না, ও সব এখানে হবে না।

১ম বৈতা। যে আজ্ঞে, এখন অবধি মহারাজ বিশ্বামিত্রের যশোগান করবো, তাঁরও তো কীর্ত্তির অভাব নাই!

বিশ্বা। না না তা করতে হবে না। মহারাজ বিশ্বামিত্র এ কি!

১ম বৈতা। আজ্ঞে, তিনিই তো এখন রাজচক্রবর্ত্তী।

বিশ্বা। যাক তোমরা যাও—তোমরা যাও।

[বৈতালিকদ্বয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা। জিতলে কে!—আমি না হরিশ্চন্দ্র? সে দিব্য মহাশ্মশানে ব'সে দিবারাত্র মা মা ক'রে মহাশক্তিকে ডাকছে, পত্নী, পুত্র রাজ্য, ঐশ্বর্য্য—কোন চিন্তাই নাই। আর আমার—রাজত্ব ঐশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে নির্লিপ্ত হয়ে বসলেম- দেখ একবার

বিড়ম্বনা। যোগ—তপস্যার অবকাশ নাই। যজ্ঞ করবার সময় নাই। হোমে সময় নাই। দিবারাত্র কেবল রাজত্ব—রাজত্ব—রাজত্ব। আচ্ছা বিধাতা, তুমি থাক দেখি তোমার কত পাণ্ডিত্য আছে, আমি এইবার তোমায় বুঝে নেব। ও আবার কিসের কোলাহল ?

(জনৈক নাগরিক ও তাহার পত্নীর প্রবেশ)

পত্নী। ওরে মিনসে, করিস কি—করিস কি ?

নাগ। আর করবে কি,এই চল্লেম আমি।

পত্নী। ঘর-সংসারের সমস্ত জিনিস নিয়ে যাচ্ছিস কোথা ?

নাগ। যা'ব আর কোথা, তোমায় ভাল ক'রে শেখাচ্ছি—রোস্; পরিশ্রম ক'রে মরবো আমি, আর তুমি পাঠাবে সব তোমার বাপের বাড়ী; এই চল্লেম, এই ঘটী, বাটী, বিছানা,মাদুর, লেপ, কাঁথা,টাকা-কড়ি,গোরু-বাছুর, সর্ব্বস্ব সেই বিশ্বেস মিত্তিরের গর্ভে দিয়ে আস্‌ছি। তার খুব ক্ষিদে; রাজার রাণী খেয়েছে, রাজত্বটা খেয়েছে, ঘোড়াশালা হাতীশালা খেয়েছে, গোয়ালকে গোয়াল খেয়েছে আর আমার কটা জিনিস খেতে পারবে না ?

বিশ্বা। তুমি কে হে বাপু ?

নাগ। দেখ তো ঠাকুর, যা কিছু আনবো, সর্ব্বস্ব দেব ওঁকে, উনি দেবেন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে—তা আর পারি না।

বিশ্বা। উটী তোমার কে ?

নাগ। উটী কে বুঝতে পাচ্ছ না নাকি ? ঠাকুরের কি ও পাট নাই নাকি ? হাতের জল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয়নি ?

বিশ্বা। কি বলছো, বুঝতে পাচ্ছি না।

নাগ। দেখতে পাচ্ছেন না কে? অত আবদার আর কার হয় ? তৃতীয় পক্ষ—তৃতীয় পক্ষ।

বিশ্বা। তৃতীয় পক্ষ কি ? বালিকাটী তোমার কন্যা ?

নাগ। নেহাৎ মন্দ আঁচেন নি, বয়সে আর আবদারে তাই বটে—কিন্তু সম্পর্কে ভার্য্যা।

বিশ্বা। ভার্য্যা! তোমার সহধর্ম্মিণী ? এ তো বালিকা।

নাগ। আজ্ঞে, একে সহধর্ম্মিণী বলে না—পিত্তরক্ষিণী! এর পূর্ব্বে দু'টী বিশ্বমিত্রকে দিয়েছি।

বিশ্বা। বিশ্বামিত্রকে দিয়েছ ?

নাগ। ঐ যমকে দিয়েছি, তা হলেই হ'ল, দুজনেই তো সর্ব্বগ্রাসী।

বিশ্বা। (স্বগত) বাঃ বাঃ। এই তো উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে। ক্ষত্রিয় থেকে ঋষি, ক্রমে দেব উপাধি লাভ কচ্ছি, এ লোক-চক্ষে যম দাঁড়িয়ে গেছি।

নাগ। কি ঠাকুর,থমকে গেলে যে ? যম-ঋষি আপনারও কিছুতে দৃষ্টি দিয়াছেন নাকি ?

বিশ্বা। না, বিশ্বামিত্র কি কার অনিষ্ট করেছে ?

নাগ। রাম কহো! অনিষ্ট কাকে বলে, তাই সে জানে না। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য-ভার নিয়ে মহা কষ্ট পাচ্ছিলেন, ঋষিঠাকুর এক গণ্ডূষ জল হাতে ক'রে এক কথায় তাঁকে সপরিবারে স্বর্গের পথে এগিয়ে দিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছেন। তা বেশ করেছেন, সেই কৃপাটুকু আমার উপর কল্লে আমিও নিশ্চিন্ত হই।

বিশ্বা। তোমার আবার কিসের নিশ্চিন্ত

নাগ। আবার ভয়ানক ব্যাপার! রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এই ছোট খাট পৃথিবীটুকু শাসন করতে হতো, আর আমাকে তৃতীয় পক্ষের পিত্তিরক্ষিণীর শাসন সহ্য করতে হয়। ঠাকুর,

এর মর্ম্ম তুমি বুঝবে না—তুমি বুঝবে না। এখন ভেবে চিন্তে স্থির করেছি, নারায়ণের ছাতা পর্য্যন্ত গলিয়ে গহনা গড়িয়ে দিয়েছি, আর তো উপায় নাই, এই পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে যাচ্ছি যে, যা কিছু ঢেঁকিটা কুলোটা গরুটা বাছুরটা ঘরে আছে, সব না বিশ্বেস-মিত্তিরের উদরে দিয়ে, এই তৃতীয়পক্ষটীকে পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিয়ে কাশী চ'লে যাব। একবার দেখি, তিনি কত বড় ঋষি, ত্রিবিদ্যা সাধন করতে গিয়েছিলেন তো, এখন একবার তৃতীয় পক্ষের বিদ্যার শাসনটা সামলান, আমি ড্যাং ডেঙ্গিয়ে খালি হাত পায়ে কাশী গিয়ে বম্ বম্ করি। এখন ঋষিকে খুঁজে পেলে হয়।

স্ত্রী। হ্যাঁ রে মিন্‌সে, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় বিলিয়ে দেবে? নোড়া দিয়ে তোমার যে ক'টা দাঁত আছে, ভাঙবো না! আর মিন্‌সে ঘরে আয়। (টানাটানি)

নাগ। ছেড়ে দে বল্‌ছি। আমি যদি দান ক'রে পুণ্য করি, তোর তাতে কি?

স্ত্রী। ওরে কম্‌বক্তে, আগে আমার পা পূজো ক'রে পুণ্যি কর, তার পর অন্য পূজো কর্‌বি, আর কম্‌বক্তে!

[উভয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা। স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী বটেন, কিন্তু একটু বক্রগামিনী হ'লেই সকল অনিষ্টের মূল হন। বিপ্লব-বিপর্য্যয়-উৎপাতাদি যেখানেই উপস্থিত, অনুসন্ধান করলে তার মূলে কোন-রূপে না কোনরূপে বিশ্ব-বিমোহিনী রমণীর সংস্রব পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদ-পুরাণাদির উদাহরণেও তাই নির্দ্দেশ করে; সম্প্রতি তো আমিই এ বিষয়ের জীবন্ত সাক্ষ্য; সাধনা করলেম, মহাতপা ঋষি ইন্দ্রাদি দেবগণকেও শাসন করলেম, সর্ব্বত্রই বিজয়ী, সর্ব্বত্রই সগর্ব্বে মস্তক উন্নত ক'রে কার্য্য করেছি, আর সেই রমণীরূপিণী বিদ্যাত্রয়ের সাধনা করতে গেলেম, অমনি সাধনাও নিষ্ফল, সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষির গর্ব্বিত আসন হতে যাচক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ঘৃণিত স্তরে অবতরণ। স্বেচ্ছায় বর্জ্জিত সংসারকে মলা-মিশ্রিত পরিত্যক্ত বসনের ন্যায় পুনরালিঙ্গন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহ।

কদম্বা ও শৈব্যা।

কদম্বা। বলি হ্যাঁগা, এখানে নিশ্চিন্দি হয়ে ব'সে যে দড়ি ভাঙচো, আর কি কাজ নাই?

শৈব্যা। মা, আপনিই তো বলেছেন, জল-তোলা দড়ি পুরাণ হয়ে গেছে।

কদম্বা। বসেছিলুম কি, এই দেড় প্রহর বেলায় ব'সে ভাঙতে। ও হাল্কা কাজ তো যখন ইচ্ছা করা যায়, রাত্রে সবাই ঘুমুলে টুমুলে তো নিশ্চিন্দি হয়ে ভাঙতে পার। এমন কুড়ে মানুষ তো বাপু বাপের কালে দেখিনি, ব'সে কাজ করতে পাল্লে আর দাঁড়াতে চায় না।

শৈব্যা। এখন কি করবো, অনুমতি করুন।

কদম্বা। ইস্! কাজ করতে বলতে হ'লে তোমায় বুঝি আমার মিনতি করতে হবে?

শৈব্যা। সে কি মা, আমায় মিনতি করবেন কি? অনুমতি করবেন, আজ্ঞা করবেন।

কদম্বা। বটে! যত বড় মুখ—তত বড় কথা! আমি তোমায় আজ্ঞে করবো! দাসীকে আমি আজ্ঞা করবো! তুই আমার আজ্ঞা করবি।

শৈব্যা। সে কি কথা মা ?

কদম্বা। সে কি কথা আবার কি ? কথায় কথায় আমায় আজ্ঞা করবি, উঠতে বসতে আজ্ঞা করবি. আমি যতবার বল্বো দাসী, তুই ততবার বলবি আজ্ঞে। দাসী—দাসী—দাসী, আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে!

শৈব্যা। আজ্ঞে তাই হবে, এখন কি করতে হবে বলুন ?

কদম্বা। কেন, ঐ চাকিখানা নিয়ে কতকগুলো গম ভেঙ্গে ফেল্ না।

শৈব্যা। পরশু তো মা দশসের গম ভেঙ্গেছি।

কদম্বা। পরশু ভেঙ্গেছ ব'লে কি আজ আর ভাঙ্গতে নেই ? যাও ভাঙ্গ গে যাও।

শৈব্যা। আমায় বলেন—ভাঙ্গছি, কিন্তু অত আটা একসঙ্গে প্রস্তুত ক'রে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে আপনারই ক্ষতি হবে।

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ বটে ; তবে যাও গোরুর কুটিগুলো একবার ভাল ক'রে মেখে দাও গে

শৈব্যা। আমার ছেলে তা দিয়েছে।

কদম্বা। জল তুলেছ কি ?

শৈব্যা। হ্যাঁ মা, দুটো কুণ্ড ভ'রে দিয়েছি, ঘড়াও আর খালি নাই।

কদম্বা। এই এর মধ্যে সব কাজ হয়ে গেছে! খুব ফাঁকি দাও ত্তো ; কি কুড়ে গো —কি কুড়ে!

শৈব্যা। অন্য কাজ হাতে ছিল না বলেই দড়িটে নিয়ে বসেছিলেম।

কদম্বা। ও দড়ি এখন থাক, এক কাজ কর—এই তোমার গে—এই—এই কি করবে ?

শৈব্যা। যা বল মা

কদম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি, স্থির হও না। এই—এই—এই তোমার গে—যাও না, একটা শক্ত কাজ আর দেখে নিতে পারি না ? মনেও পড়ে না ছাই,—এই—এই—হ্যাঁ হাঁ। হ্যাঁ, ঐ সিঁড়িখানা এনে তেতলার ছাতে উঠে যাও, গিয়ে—ঐ—ঐ—দেখে এস দেখি, গঙ্গার জল কতটা বেড়েছে ?

শৈব্যা। তা মা, এই খিড়কীটে খুলে ঘাটে থেকেই দেখি না কেন ?

কদম্বা। না না, ঐ ছাতে থেকেই ভাল। কথার ওপর কথা কও কেন ? হ্যাঁ, তোমার ছাতে গিয়ে যে আরও কাজ আছে, ঐ সোনারদের গাছ থেকে উড়ে প'ড়ে এক ছাত নিমপাতা জড় হয়েছে, সেইগুলি সব পরিষ্কার করে নাবিয়ে আন।

শৈব্যা। কোন্ দিকে ফেলবো ?

কদম্বা। ফেলবে কি ? মনে কচ্ছো কি অমনি আলগোছে আলগোছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হবে ; কি কুড়ে গো—কি কুড়ে! শুকনো পাতা কি ফেল্বার জিনিস, গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হবে, উনুন ধরানর কাজে লাগবে। আঁচলে ক'রে চাড্ডি চাড্ডি ক'রে সব আস্তে আস্তে নাবিয়ে নিয়ে এস! অমন চোদ্দ হাত বাঁশের চমৎকার সিঁড়ি হয়েছে, টপাটপ ক'রে উঠবে আর নাববে, তাতে আর কি ; আর কতবারই বা উঠা নাবা করতে হবে, তিরিশ কি পঞ্চাশবার—এই বই ত নয়!

শৈব্যা। তাই যাই মা।

কদম্বা। হ্যাঁ, ভাল কথা—শোন, তোমার আজ উপস, আজ আর ত কিছু খাবে না ?

শৈব্যা। সে আজ তো না মা—কাল যে ষষ্ঠী।

কদম্বা। হাঁ গো হ্যাঁ, কাল ষষ্ঠী, তা কি আর জানিনি, পেটে একটা ধরিনি ব'লে উপসই যেন করিনি, তা ব'লে কি ষষ্ঠী কবে, মার্কণ্ড কবে, জানিনি ? পুতের মা হয়েছ, তা ব'লে ষষ্ঠী দেখিয়ে আমায় ঠাট্টা কেন ? আমি ষষ্ঠীর উপসের কথা বলছিনি, আজ-

কের উপসটা কি করবে না? সধবা মানুষ, তোমার ভালর জন্যেই বলছি।

শৈব্যা। আমি ত জানি না মা। আজ কিসের উপবাস? বল বল, আজ কিসের উপবাস? সধবাকে কর্ত্তে হয়?

কদম্বা। হাঁ গো হাঁ—এ আর জান না, ভারি ফল। আজ যে আমলা শুক্রবার, সধবা মানুষকে আজ একটা আমলা খেয়ে থাকতে হয়, তা' হ'লে আর জন্মে শতেক পতি পায়। দূর মরুকগে ছাই, কি বলতে কি বলি, একশো পতি নয়—একশো পুত্তুর পায়।

শৈব্যা। আহা মা, ভাগ্যে ব'লে দিলে, আমি তো জানতেম না। অবশ্য আপনিও উপবাস করবেন।

কদম্বা। আ ভাগ্যি! আমার উপস করবার যো আছে, আমার যে কুষ্ঠীতে বিছের ঘরে কাঁকড়া, আমার উপস করবার যো নাই। আহা, কর্ত্তা সে দিন পাঁজী পড়্‌ছিলেন, তাই শুনেছিলেম, এ বছরের মত পুন্নির বছর অনেক দিন হয় নি। ফি মাসে ছ'টা সাতটা ক'রে ভাল ভাল উপসের দিন আছে। তুমি বাছা ভাগ্যমানী, সব-গুলি ক'রে নেবে, আর আমি একটাও করতে পারবো না, এমন কুষ্ঠীও হয়েছিল! ঐ যে কিসের ঘরে কি বল্লুম?

শৈব্যা। কাঁকড়ার ঘরে বিছে।

কদম্বা। হাঁ হাঁ বাছা, তা কর বাছা, তুমি বাছা দেখিয়ে দেখিয়ে উপস কর, আমি নয় পাপিষ্ঠী গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখবো, যেমন কপাল!

জটা। (নেপথ্যে) এখানে কেন? চ' তোর মার কাছে টেনে নে যাই!

(জটাধারী রোহিতকে ধরিয়া প্রবেশ)

জটা। আজ তোর হয়েছে কি, একবার দেখাচ্ছি মজা!

রোহিত। তোমার পায়ে পড়ি মামা ঠাকুর, মা'র সামনে নয়; মার সামনে আমায় মের না, তা' হলে মা বড় কাঁদবে, আমায় ঘাটের ধারে নিয়ে গিয়ে যত ইচ্ছা মার।

জটা। তা' হ'লে আর মজা হ'ল কি রে বেটা! তুই বাপ্ বাপ্ ডাকবি, তোর মা আছড়াপিছড়ি খাবে, তবে মায়ের মজা হবে।

কদম্বা। কি হয়েছে জটাই—কি হয়েছে? ছোঁড়াকে মারছো কেন?

জটা। মারবো না, আমার অমন আকন্দ গাছের নকলকে ডগাটা একবারে আধ হাত খানেক মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে।

রোহিত। দিদি মা, আর আমি অমন কাজ করবো না, আঁকসি দিয়ে ফুল পাড়তে গিয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে।

জটা। হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছে, আঁকসি দিয়ে পাড়া কেন? গাছে উঠে পাড়তে পারিস নে?

রোহিত। আমি যে গাছে উঠতে পারি না মামাঠাকুর।

জটা। গাছে উঠতে পার না! চাকর হয়েছিস, গাছে উঠতে জানিস্ নি? বেতের চোটে গাছে উঠতে শেখাব, পিঠের চামড়া তুলে দিচ্ছি। (প্রহার)

রোহিত। ও মা, এখান থেকে যাও, সরে যাও, ও মা, এখান থেকে সরে যাও, ও মা, তুমি দেখতে পারবে না মা, তুমি সরে যাও—সরে যাও, আমি মার খেয়ে তোমার কাছে যাব এখন।

কদম্বা। ওঃ! এ যে কিছু বাড়াবাড়ি আদর গা—মা সরে যাবেন, তবে ছেলে মার খাবে! অপকর্ম্ম করিস কেন? কল্লেই তো মার খেতে হবে!

শৈব্যা। মা গো, এবার ক্ষমা করতে বল।

এখন থেকে আর ও সাবধানে থাকবে, সাবধানে কাজ করবে। আহা, বাছার ননীর শরীর অমন বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

কলঘা। ও মা, কোথায় যাব গো! কালে কালে হলো কি! না—পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম নাই। গরীবের ছেলের আবার ননীর শরীর! বেঁচে থাকলে আরও কত কি শুনতে হবে। অ্যাঁ, ও জটাই, বলে কি রে? চাকরাণীর ছেলের আবার মার গেলে লাগে। তার বুঝি আবার ভদ্দোর লোকের মত কষ্ট হয়? বাছা, এত ঢং যার, তার পরের বাড়ী চাকরী করতে আসতে নাই।

শৈব্যা। ঠিক-ঠিক মা, আমার স্মরণ ছিল না। দুঃখিনীর আবার কষ্ট কি? অদৃষ্টের প্রহারে যে অহোরাত্র জলছে, বেত্রাঘাতে তার আর কি হবে?

জটা। ঐ নাও, ঠাকরুণ আবার বেদব্যাস আরম্ভ কল্লেন। মামী, মাগীকে এখান থেকে যেতে দিও না, ও দেখবে, আমি ছোড়াটাকে পিটবো, তাই ত এখানে টেনে এনেছি, চলে গেলে আর মজাটা হবে কি?

রোহিত। না গো, তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে এখান থেকে যেতে দাও, না হয় আমাকে বেশী ক'রে মেরো, মাকে দেখতে দিও না।

শৈব্যা। মা, যদি তোমার গর্ভে একটা হতো, তা হ'লে বুঝতে যে, সন্তানের যাতনা দেখলে মার প্রাণ কি করে।

কলঘা। দাও, তোমার আর বাক্যযন্ত্রণা দিতে হবে না। জটাই, তু যা মারবি, তার দাঁড়িয়ে দেরি কচ্ছিস কেন, যা হয় ক'রে নে না।

শৈব্যা। বাছা রে, সন্তানের নিরাপদের স্থান মায়ের কোল, কিন্তু ত'ও আমার তোকে দিবার স্বাধীনতা নাই। কাঙালের আশ্রয় দীননাথকে ডাক, আমি অভাগিনী এখান থেকে যাই।

কলঘা। যাচ্ছ কোথা? আমার আজ্ঞা না ক'রে যে চলে যাচ্ছ? জান, আমি মনিব, তুমি দাসী?

শৈব্যা। জানি, জানি মা, আমি তোমার দাসী। জানি মা, যে দিন তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছি, যে দিন স্বাধীনতা বিক্রয় করেছি, সেই দিন সঙ্গে সঙ্গে আমার ইহজীবনের সর্ব্বস্ব তোমায় বিক্রয় করেছি! জানি মা, শুধু এ দেহ তোমার দাসী নয়, আমার মন প্রাণ তোমার দাসী, আমার সুখশান্তি তোমার দাসী, আমার চিন্তা অনুভব তোমার দাসী, আমার স্নেহ, মায়া, বাৎসল্য তোমার দাসী, আমার আর নিজের সুখদুঃখ নাই, শুভাশুভ নাই, সবই মা তোমার। জানি মা, এ দগ্ধ প্রাণ যদি বেত্রাঘাত দেখে ফেটে যায়, শুধু তুমি অনুমতি কল্লে হাসতে হবে। জানি মা, যদি ছেলের মুখচুম্বন ক'রে এ পোড়ার মুখে একটু হাসি আসে, তোমার ভ্রূকুটিতে সে হাসি ঠোঁটের কোণে লুকাতে হবে।

জটা। জান তো সব, তবে চ'লে যেতে চাচ্ছিলে কেন? দাঁড়িয়ে দেখ একবার কি করি।

শৈব্যা। কি করবে ব্রাহ্মণ, কি দেখাবে? এ পাষাণ প্রাণে আর কত সহ্য করতে পারে, তাই দেখাবে? ব্রাহ্মণ, তুমি জান কি আমি কি দেখেছি? জান কি, আমি কি সহ্য করেছি? জান কি, সহস্র পল্লবিত শাখা-প্রসারিত বটবৃক্ষ বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি? অনন্ত অতলস্পর্শ মহাসাগর শুষ্ক হয়েছে, তা দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর জান কি—কার হাত ধ'রে তুমি—তুমি—

তুমি পীড়ন কচ্চো—আর আমি যে দাঁড়িয়ে দেখছি?

জটা। (স্বগত) ও বাবা, কে রে, রাক্ষসী না ইন্দ্রিয়ের শচী? আচ্ছা দাসী তো মামা এনেছে। (প্রকাশ্যে) ঐ নে বাপু, তোর ছেলে নে, বেয়াড়া ছেলে—পারিস আপনি শাসিত কর।

[প্রস্থান।

কদর্যা। ও জটাই, গেলি কেন—গেলি কেন?

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

রোহিত। মা—মা—আমার—

শৈব্যা। দুঃখিনীর ধন—বাবা রে, অঞ্চলের নিধি (ক্রোড়ে ধারণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

শ্মশান।

হরিশ্চন্দ্র।

রাজা। চিণ্ডালের দাসত্ব—কদন্ন ভোজন—মৃতকম্বলাহরণ! শূকর-চারণ—কিন্তু তবু তৃপ্তি—তবু হৃদয়ভার অনেক লাঘব—আমি ঋণমুক্ত। অহো—হো—হো—কি সে জ্বালা! ঋণের জ্বালা! কি বিষের জ্বালা! চরণে দাসত্বের নিগড় পরেছি বটে, কিন্তু প্রাণের কি কঠোর যন্ত্রণাদায়িনী নিগড় খ'সে গেছে, বিশ্বামিত্রের ঋণে তো মুক্ত হলেম, বসুমতীর ঋণমুক্ত হয়ে কবে চ'লে যাব? আর কেন পৃথিবীতে থাকা? কার জন্য থাকা, আর কিসের বন্ধন? যে দু'টী কুসুম-ডোরে হৃদয় বাঁধা ছিল, সে দুটী তো ছিন্ন হয়েছে, যাঁদের দেখে প্রজাপুঞ্জের শোক বিস্মৃত হতেম, তারা তো আর আমার নাই! নাই—কোথায় গেল? কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে এলেম? হরিশ্চন্দ্র! বড় দর্প ছিল, তুমি ধার্ম্মিক, পুণ্য-সঞ্চয়ের দর্পে তুমি একদিন মনে মনে বড় স্ফীত হয়েছিলে, দর্পহারী মধুসূদন তাই বুঝি তোমার পুণ্যের পথ বড় প্রশস্ত ক'রে দিলেন। পতি হয়ে পত্নীকে রক্ষা করতে পার্‌লে না। পিতা হয়ে পুত্রকে পালন করতে পারলে না। রাজধর্ম্ম তো রক্ষা করেছ—পতির ধর্ম্ম, পিতার ধর্ম্ম কি রক্ষা করতে পেরেছ? ধর্ম্ম। বলি হারি তোমার লীলা! কিসে তুমি থাক, কিসে তুমি যাও, কিছুই বুঝ্‌লেম না। এক বুঝেছি যে, কীর্ত্তিপূর্ণ সূর্য্যবংশে খুব কীর্ত্তি রেখে গেলেম। মা ভাগীরথী, তুমি এই বংশের কীর্ত্তি, মা ে ', কলকলনাদে ভগীরথের কীর্ত্তি ঘোষণা করতে করতে তুমি যে তরল নীলিমায় মিলিত হতে যাচ্ছ, সেই অনন্ত সাগরও এই বংশের কীর্ত্তি। আবার তোমার তীরে চণ্ডালবেশে দণ্ডায়মান হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাল-কার্য্য ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও সেই বংশের অদ্ভুত কীর্ত্তি!

(চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ)

ঝিমন। আর ভাই হরিয়া, তুই বোসে বোসে খালি কি শোন্‌তে থাকিস বোলতো? এত ভাবনা কিসের? তোর খানাপিনা কি মনের মোতো হোর না রে ভাই?

পরাহ। আরে খানাপিনা কেমন ক'রে হোবে বোলতো ঝিমন? হামাগোর সাতে খাবে না। অমাবস্যার রাতে এমন পঞ্চাইত হ'ল, তিন ঘড়া সরাব চল্লো, ওতো দিনের পুরাণো ঘুতুয়াকে মারলো, টহলা মাতারি চর্ব্বিসে কি মিঠা পকোড়া বান্‌'লো। তু খালি, হাম খালে, সবকোই খালি, আর টহলাকো মাতারি এতো কিরা দিয়ে হরিয়াকে বোল্লে, হরিয়া খেলো না।

রাজা। ভদ্র, তোমার যত্নের ক্রটি নাই।

তোমার সহধর্মিণীর স্নেহ আমি কখন বিস্মৃত হ'ব না। তোমাদের সকলেরই নিকট আমি কৃতজ্ঞ; বহস্তে শাক ক'রে ভোজন আমার ব্রত; তোমাদের নিকট আমি যথেষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী পাই, আমার কোন অভাব হয় না, আমি যা আহার করি, তা যথেষ্ট পাই।

ঝিমন। হরিয়া, তু তাই কোন্ রাজার বাড়ী কাজ করেছিস্, বড় মিঠা মিঠা বুলি শিখেছিস্, তোর মত মিঠা কথা এ বুড়াকে শিখাবি, এ বয়সে পার্‌বো?

রাজা। ভাই, তত্রতাষা মিষ্টতার আড়ম্বর-পূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু তোমাদের সরল কথা-বার্ত্তা সরল মনের ভাব প্রকাশের যথার্থ উপযোগী। তোমাদের এই ছটাঘটাহীন কথায় আমারও বড় শ্রুতি-সুখ হয়। ভাই, নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ো না, তা হ'লে দুঃখকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঘরে আনবে।

পরাহ। নিমন্ত্রণ খাবি, বোল্ আজই রাতে যোগাড় করি। তুই আপনি রসুই করবি,কোরে লে। দাঁতুই বড় চিকণচাকণটী হয়েছে, বোল তুহার জন্তে মেরে দিই, আর পাঁচ সাতটী কঁকড়া বি কাটিয়ে লিই। হাঁরে হরিয়া, তু শূয়ার খাবি না কেন? হামি শুনেছে, বোড়া বোড়া রাজারাজড়া ক্ষত্রি বাহ্মা, বামুনের মত অইই পলার, বড়া বড়া শূয়ার খায়—ইয়া ইয়া দাঁত। জঙ্গলে গিয়ে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বড়া বড়া শূয়ার আপনি মেরে খায়।

ঝিমন। আরে খায় কি রে খায় কি, শূয়ার না কাটলে রাজা বিটাদের বাপের ছরাদ্দতি হয় না। হরিয়া, তু কি জানিস্ না, তুই তো রাজার বাড়ী নোকর ছিলি।

রাজা। জানি; তুমি যা বল্‌ছ, তা কতক সত্য বটে, কিন্তু যুগধানত বজবরাহ। গ্রাম্য-শূকর-কুক্কুটাদি ভোজন-আর্য্যজাতির নিষিদ্ধ।

পরাহ। না বাবা হরিয়া, তু কাজা করি খাওয়া ওয়া কর, নৈত বুড়া হব্‌না নেয়ে যাবি, মোরে যাবি—বাঁচবি না।

রাজা। প্রভু, তুমি শঙ্কিত হও না,অনেক অর্থ দিয়ে তুমি আমায় ক্রয় করেছ, আমি স্বেচ্ছায় এ জীবন নষ্ট কর্‌বো না; তোমার কার্য্য করবার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

পরাহ। আরে হোঃ হোঃ হোঃ। এ ঝিমন, হরিয়া বাউরা। আরে বেটা, হামি কি হামার লোকসানের কথা বল্‌ছি? বড়া আদমির মত হামারা ওতো সোনা চাঁদির ভাব-ভাবিনা, পেটটা ভোরে খেয়ে দিন গুজার হ'লেই হামারা খুসি থাকি। গঙ্গামায়ীর কসম, আমি সে জন্ত বলি না। দেখ বাবা, তুই কোথা ছিলি,দেখিনি—জানিনি সে জুদা কোথা ছিল, এখোন হামাদের ঘরে আস্‌ছিস্, সামনে খাওয়া দাওয়া করছিস্, টহলার মাতারিকে মা বল্‌ছিস্, এখন যে বাবা তু হামার ছেলিয়ার মাফিক হইয়েছিস্; এই দেখ সব এয়া বি নোকর, তা হামি কি নোকর দেখি, কেউ ভাই আছে, কেউ ছেলিয়া আছে, কেউ ভাতিজা আছে, তুই বি তেমনি হইয়া গিছিস্ বাবা। এখনো যে তোর বেমোতী হলে হামাদের যে সব দুখ্‌ হোবে। বাপ দাদার ধরম আছে মুর্দা জালাই, কিন্তু তোর মুর্দাটী এখানে কে জালাবে বাবা? এ বুড়ার বুকটী যে কাটিয়ে যাবে বাবা! টহলার মাতারি রোয়ে রোয়ে বাউরা হোবে বাবা! তোহার মুখে যাদু আছে, তুই সভাইকে যাদু করিয়েছিস্ বাবা!

রাজা। তাত! তুমি চণ্ডাল, আর—আর আমি মার্জ্জিত-বদন ভদ্র। সত্যই তুমি আমার পিতা, প্রভু ব'লে, অহঙ্কার ব'লে কল—কত কাল—কত কাল এমন স্নেহময়

কথা শুনিনি। ভদ্রভদ্রের পরিপাটী পাঠ শুনে শুনে অরুচি হয়েছে, বাৎসল্যের এমন মধুর ভাষায় কেউ আমাকে অনেক দিন সম্ভাষণ করেনি। (প্রকাশ্যে) চণ্ডাল! দুর্দশার পাঠশালায় অনেক শিক্ষা হয়। মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে আমরা মনে করি যে, বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত হৃদয়ের উৎকর্ষলাভ হয় না। অহো, কে জানতো যে, শববাহক চণ্ডালের কর্কশ অস্থিচর্মে এমন কোমল হৃদয় থাকে? আহা, এমন কত যোজনগন্ধা সুরভি কুসুম তমসাবৃত ঘন বনমধ্যে আপনি প্রস্ফুটিত হয়ে আপনিই শুকায়ে যায়। কে জানে, লোক-লোচনের সুদূর অন্তরে কত কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত রত্নখনির গভীর কালিমার গর্ভে অনাদরে গড়াগড়ি যায়।

ঝিমন। মণ্ডলজী, বুঝ্‌লি কুছু কুছু বুঝ্‌লি, হরিয়া কি বোল্‌লো? আমি ওর শুনিয়ে শুনিয়ে ভদ্রবুলি শিখছি, কুছু কুছু বুঝ্‌ছি। হরিয়া বোল্লে যে, মণ্ডল তু বুড়া ভালা আদমি, তোর মন বি বোড়ো সাচ্চা, তোর মাফিক মিঠা বোল ভদ্দোর আদমির বিচে থোড়া বি আছে। হরিয়া ভাই, ঠিক বল্‌ছুস্‌—ঠিক বল্‌ছুস্‌; পরাহ মণ্ডলজাতটিতে চণ্ডাল আছে, লেকেন প্রাণটিতে রাজা আছে—ভাই রাজা আছে।

পরাহ। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ! হরিয়া এমন কাজটি করিস্‌নি বাবা—করিস্‌নি। বুড়া আদমি দু'চার দিন বাদ ছিন্না লেকড়ী বিছায়ে শোবো, গঙ্গামায়ী আগুন ঠাণ্ডা কোরে দিবে। সোনামুখী বোল্‌কে হামার মাথাটি বিগারে দিস্‌নি বাবা! আরে বাপ রে বাপ! বড়া হয়েছে—হামি বহুত দেখেছি, সোনামুখী বুলিই বড়া কড়া জেলখানায় বাবা, বড়া কড়া জেলা, পরাণ্‌ সে বিক্কিতা।

রাজা। দয়াময় ভগবান্‌! চণ্ডালের মাথায় কয়েক বচন বল্লে, আমি এখন বুঝলাম কাতর হয়েছিলেম, ক্ষমাপরিধান, যে ব্রাহ্মণ চৈতন্যকে আশ্রয় দিয়েছে, দেখো যেন তাঁর এই চণ্ডালের কাছ মহৎ ও কোমলত্ব হয়।

ঝিমন। হরিয়া, আজ ভাই তু কোঠী লিয়ে বাবারসে দুচু মিঠা উঠা দিলে হামা-গোর সাথে বোলে থাকি, তু তকাতে রবি, হামলোক ছোঁবে না, লেকেন আজ একসাথে ফুর্ত্তি করবি। ভাই, আজ মণ্ডলজীকা বেটা টহলাকে লগন হোবো, সাদী হোবো, যেইসা ঠিক হোইছে, আজ লগন হোবো। ঐ শুনো, ঐ শুনো, বেয়াক লোক আসছে, গান-বাজনা করে গুলাজল সব ভরতে আসছে।

(চণ্ডাল-চণ্ডালিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

স্ত্রীগণ—আরে পানিয়া ভরণকে যাই পানিয়া ভরণকে যাই।
রাঙ্গা ঘাঘরি শির পর গাগরি জয়গঙ্গা মায়ী॥
তান দুলাই দুলাইবু, আঁখে আঁখে ভুলাইবু,
বুকসে মিলাইবু রকত সমত সুহাগে গলাই॥
পুরুষগণ—বাজা ডঙ্কা বাজা শঙ্খা জয় গঙ্গা মায়ী॥
হরজটা জটাপটা জয় গঙ্গা মায়ী॥
স্ত্রীগণ—জগতরি সব কোই, জোড়ি জোড়ি মিলই,
জোড়ি জোড়ি রহব কাহে যেরি প্রাণ দুলাই,—
নাচ ঝুম ঝুম যার ঝুমঝুম, ঝুম নাচাও কুসুম ঢলাই॥
পুরুষগণ—বাজা ডঙ্কা, বাজা শঙ্খা, জয় গঙ্গা মায়ী।
হরজটা ঘটা পটাপটা জয় গঙ্গা মায়ী॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—উপকণ্ঠস্থ পথ।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ঐশ্বর্য্যের দ্বন্দ্বে, মৃত্তিকার আধিপত্য লয়ে বিবাদে নররক্তে ধরিত্রীকে প্লাবিত করে, রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করবার বীর অনেক পাওয়া যায়। স্বদেশরক্ষাই বল, স্বাধীনতা-রক্ষাই বল, সকলই লোভ-মাৎসর্য্যের, সকলই আত্মগরিমা প্রভৃতি স্বার্থের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করতে কয় জন পারে? সত্যের জন্য, দীনের জন্য, পরের জন্য, আপনার সুখ ঐশ্বর্য্য যশ মান স্নেহ প্রণয় দেহ প্রাণ ধর্ম্মের অসিতে ছেদন করতে কয় জন বীর সমর্থ হয়? শ্রীরামচন্দ্রের কোন্ বীরত্ব অধিক প্রশংসনীয়, কোন্ বীরত্ব তাঁর অমানুষিক কীর্ত্তি? দুর্জ্জয় দশানন-বধ, না জীবনাধিক জানকী-বর্জ্জন? মানবের সংসারী চক্ষু তার এ তত্ত্ব বুঝে না। আজ যদি হরিশ্চন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসন লয়ে একজন জাতির সহিত বিরোধে ক্ষতাঙ্গ হয়ে প্রাসাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করতেন, তা হ'লে লোকে রাজধর্ম্ম বীরধর্ম্ম ব'লে তাঁর জয় ঘোষণা করতো, কিন্তু যে অলৌকিক বীরত্বের প্রভাবে তিনি সত্যের জন্য স্বার্থকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, অনেকে তা মতিভ্রম বা স্বাভাবিক মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ব'লে মনে করছে। কি ভ্রম! কি ভ্রম! অপরকে জয় করা তো অতি তুচ্ছ কথা, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বর্ব্বরার পশুতে তো তা নিত্য ক'রে থাকে। কিন্তু সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয়—আত্মজয়। আপনাকে জয় করতে হ'লে অলৌকিক বীরত্বের আবশ্যক। ধন্য হরিশ্চন্দ্র! ধন্য হরিশ্চন্দ্র! কিন্তু এখনও পরীক্ষা বাকী, শেষ পরীক্ষা—অতি কঠিন পরীক্ষা মানব-হৃদয়ের অতি কোমল তন্ত্রীতে মায়ার অতিমধুর আবরণে সাংঘাতিক আঘাত। আহা! একে উত্তেজনা অবসাদের দাস পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন পঞ্চভূতের দেহ, তার উপর একটী ষড়রিপু-গঠিত মন—লীলাস্থল এই মায়াকানন; পরমায়ু অতি স্বল্প, তাতে পরীক্ষার উপর পরীক্ষা, কঠোর হ'তে কঠোরতর, অস্থিচর্ম্ম-মর্ম্মভেদী পরীক্ষা! মানবের যে পদে পদে পদস্খলন হবে, তাতে বিচিত্র কি? উপায় নাই। নিয়ম বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান! ভাল, ভয় নাই; যেমন সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমার মাত্র আশ্রয় ক'রে আছ, আমিও তেমনি তোমার আমার সম্পূর্ণ তেজে তেজীয়ান্ রাখবো।

[প্রস্থান।

(কামন্দক ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বলি, দাঁড়াও না ঠাকুর, তোমায় চিনিছি, চিনিছি, ঠিক চিনিছি, মাণিকযোড় তোমরা প্রাণে গাঁথা আছ, ভোলবার যো কি? যখন চিনিছি তোমায় বাপু, তখন সন্ধানটী না নিয়ে ছাড়ছিনি।

কাম। কি চিনেছ? কৈ, আমি তো কোথাও তোমায় দেখেছি বলে, বোধ হয় না, তুমি কাকে মনে কচ্ছো, বল দেখি?

বিদূ। আর কাকে মনে করবো? ইষ্টদেবতার জায়গাটা জুড়ে নিয়ে তোমার কর্ত্তা আজ এই ক'বছর ধ'রে ব'সে আছেন, অপর কিছু আর মনে করবার যো আছে? তোমার ঠিক চিনেছি, বাপু, তুমি তো সেই—সেই

কাম। সে আবার কি ?

বিদূ। বলি দয়ার সাগর বিশ্বামিত্রের চেলা যখন,তখন তুমিও তো একটা করুণা-ফুণু টুণু কিছু হবে। কি একটা মধুর নামও যে তোমার আছে ছাই ভুলে যাচ্ছি,—কি—কি —আহা— হা—রস,— বস,—হ্যাঁ— হ্যাঁ— কাম—কাম কামগন্ধক না তোমার নাম ?

কাম। আমার নাম তো কাম-গন্ধক, মহাশয়ের নাম কি লোভ-চন্দন ?

বিদূ। কতকটা এগিয়েছ বটে।

কাম। দাঁড়াও দাঁড়াও তো, ওহে-হো-হো—বটে—বটে—তুমি সে বিটলে না ?

বিদূ। কেন বাবা, তোমার কোন্ হস্তু-কীর জমীদারীতে আগুন ধরিয়ে দিইছি যে, বিটলে হলেম ?

কাম। বলি, তোমায় অযোধ্যায় দেখে-ছিলেম না, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সভায় ? তুমি সেই হ্যাংলা বামুন না ?

বিদূ। হ্যাঁ দেখ, রাজচক্রবর্ত্তীর খুড়তুতো ভাই, তুমি ঠাউরেছ মন্দ নয়, তবে তখন হ্যাংলামিটি সখের ছিল, এখন কিছু পেশা-দারী রকমের দাঁড়িয়েছে।

কাম। কাশীতে কি কলায়ের চেষ্টায় আসা ?

বিদূ। না বাবা, তোমার গুরুর মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হয়েই মিষ্টান্নকে পরদারেষু মাতৃবৎ করেছি। কাশী এসেছিলেম মহা-রাজকে অন্বেষণ করতে, তা এতদিন ধ'রেও তো তাঁর সন্ধান পেলেম না। রাজারাজড়া পোষাক ছাড়লে খুঁজে বার করা বড় দায় বাবা! তবে দণ্ডী ব্রহ্মচারী যাই সাজুন, আমার চোখে এড়াতে পারবেন না। মাঠে ঘাটে এই এতদিন ধ'রে ঘুরলেম,লুকিয়ে সন্ধান নেবার জন্ত নিজেও বহুরূপী সাজলেম, কিছু-তেই কিছু হ'ল না, তিনজনের একজনকেও পেলেম না, এইবার সন্ধান পাব বোধ হয়।

কাম। আমার কাছে রাজার সন্ধান পাবে মনে কচ্ছো বুঝি ? তবে খুব ঠাউরেছ !

বিদূ। বলি,আছে কি ? আছে ?—তোমার গুরুঠাকুরটী রাজাকে রেখেছেন, না ঝাড়ে বংশে উদরস্থ করেছেন ? যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষিদে ! শেষে যে রাজার হাড় ক'খানা পার পেয়েছে, মনও তো বোধ হয় না।

কাম। কি, আমার সামনে আমার গুরুর নিন্দা কর ?

বিদূ। জগতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেলেন,তাই ঘোষণা কচ্ছি, নিন্দা হ'ল বুঝি ?

কাম। জান, আমিও সেই তেজস্বী বিশ্বামিত্রের শিষ্য ? মনে করলে এখনই তোমায় ভস্ম করতে পারি।

বিদূ। সত্যি নাকি ? ক'রে ফেল্ বাবা ক'রে ফেল্ ? তোমার গেরুয়া চিম্‌টের দিব্যি, একবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে—চা—হাড় ক'খানা জুড়ুক, বরং আমার ছাই-গাদা ক'রে তুই তাতে শুব্, তাতেও আমার আপত্তি নাই , কিন্তু পুরোপুরি বিদ্যে পেয়ে-ছিস তো বাবা ? একবারে নিছক ছাই করতে পারবি,না ঝলসে ছেড়ে দিবি ? যোদ্ধা বাবা, জানিস যদি, রাজার সন্ধানটা ব'লে দে, এক-বার কি অবস্থায় আছে দেখি, তার পর যা হয় করিস।

কাম। হরিশ্চন্দ্রকে পূর্ব্বে কাশীতে দেখেছি বটে, কিন্তু এখন কোথায় কি অবস্থায় আছেন, আমি তো তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না।

বিদূ। ধ্যান ক্যান ক'রে দেখ না বাবা, যদি কিছু জানতে পারিস।

কাম। ধ্যান—ধ্যান—

বিদূ। ধ্যানের নাম শুনেই অজ্ঞান হও দেখি যে। ও বিদ্যেটুকু হয়নি বুঝি ? ঋষি-গিরির ভস্ম করাটা শিখে নিয়েছ—তা ঠিক হয়েছে, যেমন গুরু চেলা!

কাম। গুরু, গুরু কচ্ছো কি? বিশ্বামিত্র কি আর আমার গুরু আছে? আমিও অনেক দিন তাঁকে পরিত্যাগ করেছি।

বিদূ। কেন বাবা, তাল দেবার সময় কর্ত্তা চেলাকে ফাঁকি দিয়েছেন নাকি?

কাম। না ভাই, আমি অনেক দিন সহ্য করেছিলেম, "মহৎ উদ্দেশ্য" "কর্ম্মফল" এই সব বলে বুঝুতো; আমিও ভাবতুম, আচ্ছা, তাই থাকি, দেখি শেষটা কি গড়ায়। কিন্তু যখন ছেলেটার গায়ের গহনাগুলো খুলে কেড়ে নিলে, তখন আর ভক্তি থাকলো না; আমার দিয়েই সেই গহনা অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল, তা বিশ্বাসঘাতকতাটা আর কল্লেম না, মন্ত্রীকে পুঁটুলিটী দিয়ে সেই অবধি গুরুদেবকে দূরে থেকে প্রণাম করেছি। রাজার এখনকার অবস্থা জান্‌বার জন্য আমিও উদ্বিগ্ন হয়েছি, এস,দুই জনেই অনুসন্ধান করি। কিন্তু সন্ধান পেলেই বা কি কর্‌বো?

বিদূ। কর্‌বে আর কি? কর্‌বার উপায় কিছু কি আর তোমার দয়াল ঋষি রেখেছেন, তা থাক্‌লে রাজ্যশুদ্ধ লোক সেই সময় এসে নূতন রাজ্য স্থাপন ক'রে দিত। তবে আমার কথা এই বল্‌তে পারি যে, একবার তত্ত্ব পেলে আর তাঁর সঙ্গ ছাড়্‌বো না। রাজা আসবার সময় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এলেন, আমি জানতে পারিনি বলেই তো ব্রাহ্মণীর কাছে অনেক মিষ্টান্ন খেয়েছি।

কাম। এখানে তুমি কোথা আছ?

বিদূ। যখন বিশ্বামিত্রের কৃপায় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন আর থাকবার স্থানের ভাবনা কি? যেদিন যে না দয়া করে তাড়িয়ে দেয়, সেদিন তার দোরেই রাজপাট বিছিয়ে দিই, এখন চল—তোমার কোথাও বাস-দোয়ারী চৌয়ারী আছে নাকি?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বারাণসী—শ্মশান।

(আকাশে ঘোরতর মেঘগর্জ্জন, বজ্রাঘাত ইত্যাদি।)

(পরাহ ও ঝিমনের প্রবেশ)

ঝিমন। সর্দ্দার,এ সর্দ্দারজী! আরে কাহা বে রে?

পরাহ। আরে ভেইয়া ঝিমন্‌;তু কাঁহা—তু কাঁহা? বুড়া মানুষ হাতটা ধরিয়ে লে—ধরিয়ে লে—কি আঁধার রে বাপ, কি আঁধার! সাড়ে তিন কুড়ি বয়স ভাই মশানে গুজারলো, এমন আঁধার কভি না দেখলো।

ঝিমন। ঠিক সর্দ্দার দাদা, ঠিক বলচুস—যেন লাখে মশানের কয়লা দিয়ে সারা আকাশে ঘষিয়ে দিয়েছে,আকাশ ভরে কালা ঢালিয়ে দিয়েছে, বাপ্‌ রে বাপ্‌!

পরাহ। আর দেখচুস্ ঝিমন, এক একবার এক একদিকে বিজ্‌লী চমক্‌চে যেন নয়া চুল্লি জালিয়ে দিচ্ছে

ঝিমন। হামার আঁখে ভাই বিজলী চমক্ লাগছে, হামি কুছু আর দেখতে পাচ্ছে না। (মেঘগর্জ্জন)

উভয়ে। আরে বাবা—আরে বাবা—সীতারাম! সীতারাম!

পরাহ। কি আওয়াজ রে বাপ্‌, কি আওয়াজ! আসমানে আজ কি দেবতারা লড়াই করবে ভাই?

ঝিমন। না সর্দ্দার দাদা না, আজ বড়া

থাবার হামাজ মনে হচ্ছে। আজ ভূতপ্রেত দানাদের একটা কি ঘটা [illegible]। আজ মশানে মড়া [illegible]! দত্যি দানা, প্রেত পিশাচ, অঘোরি চূড়েল আজ সারারাত মশানে ফিরবে। এমনি কালী রাতটি পেলে ভূত চুড়েলের বোচ্ছো ঘটা হোয়। (বজ্রাঘাত) সীতারাম! সীতারাম! আজ মশানে কোন্ বাহাদুর জাগবে রে ভাই?

পরাহ। আজ রাতে কার পালি আছে রে ঝিমন?

ঝিমন। আজ হরিয়া বেচারীর পালি।

পরাহ। ওঃ, হরিয়ার! হরিয়ার প্রাণে কুছুতে ডর লাগে না; হরিয়া ভাই কেমন মানুষ, আমি তো সমঝেতে পারি না।

ঝিমন। আজ কি রাত বড়ি আঁধার, বড়ে বিজুলী! ভূত চুড়েলের ঘটা, আজ কালভৈরবের ডর লাগে—হরিয়া তো হরিয়া! সর্দার লেড়কা হোয় কি কমহ হোয় কাঁহাকে বলিয়ে লিবে, হামার সাথে রবে, হামি থাকে হরিয়ার জোড়ীদার হোবো। (মেঘগর্জন)

উভয়ে। বাপ রে বাপ! সীতারাম! সীতারাম!

পরাহ। ঝিমন, রাতটা থরিয়ে লে বুড়্‌ঢ়ার, ভাই, হামি কুছু দেখতে পাচ্ছি না। (উচ্চৈঃস্বরে) এই-ই-ই—[illegible] একটা মোশাল দেখা রে, মেশাল [illegible] মাতারির [illegible]।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

রাজা। কি অন্ধকার রজনী! [illegible] প্রলয়ের অন্ধকারে ধরণী আবৃত। হ'ক [illegible] তুমি [illegible] [illegible]। আকাশ, তুমি হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়ের ছবি প্রতিফলিত হয়েছ। রাজ, এই হৃদয়ের সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত হয়েছে—স্নেহ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, সহানুভূতি নাই; সূর্য্যোদয় হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হতে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতের সৎকার দেখেছি। প্রজ্বলিত চুল্লি-ক্ষেত্রে বাস, শবের পর শবের বিকৃত বদন দর্শন। বালক যুবতী বৃদ্ধের রোদন-রোল শ্রবণ আমার জীবনের নিত্যব্রত হয়েছে। আর বিধবার আর্ত্তনাদে আমার হৃদয় চমকিত হয় না। পুত্রহারা জননী বক্ষে করাঘাত করলে এ প্রাণে আর ব্যথা লাগে না। ব্যথা—ব্যথা কার জন্ম? ব্যথা, আমার ব্যথার ব্যথী, জীবনের সাথী কোথায় সেই শৈব্যা! আহা সে কি আছে? অভাগিনী কি আছে? রাজরাজেশ্বরী চির-আদরিণী অভিমানিনী আমার—আমার জন্ম দাসীবৃত্তি স্বীকার করেছেন, আর কি সে শারদ-চন্দ্রিমা এ চণ্ডালের কর্কশ কালিমাভরা হৃদয় আলোকিত করবে? আর কি প্রণয়-বাসরের সেই অমৃতময় যৌতুক—সেই জীবনের জীবন প্রতিপদের চাঁদ শতসাধের রোহিতাশ্বকে আমার কোলে—ও কে ও! বামা-কণ্ঠ! এ আবার কোন্ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ হয়েছে! হ'ক—হ'ক—আমার কি? আমি চণ্ডালের দাস, কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রস্তুত হই। আ-হা-হা শৈব্যা! আ-হা-হা রোহিতাশ্ব!

(শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা। (গীত)

নাই রে নাই রে আহা হা হা নাই।
এই যে ছিল ছিল ছিল অরে সে নাই॥
এই যে এসেছিলি মা মা মা মা বলে,
এই যাদু এসে বসে গেলি কোলে,
এই ডেকে নিয়ে বুকেতে চাপিয়ে মুখেতে চুমিয়ে
[illegible] দিয়েছে মরি মরি মরি এখনি হারাই।

আহা আহা আহা বাপ্ রে আমার,
মা মা বলে আর ডাক একবার,
দুখিনীর সাধ, প্রতিপদ-চাঁদ, শিশুর বলে কাঁয়
আমি কেঁদে বলি যাদু কোথা কিবা পাই।
আহা দু'দিনের স্নেহে যাদু কেন ভুলাইলি,
ভেঙ্গে হৃদয়-পিঞ্জর পাখী কোথা পলাইলি,
মায়ার বন্ধন হ'ল রে ছেদন, ফয়ম যেমন
যাদু রে বাপ রে কোথায় জুড়াই।
তুই ঘুমুবি চিতায় চল কোলে লয়ে সাথে যাই।

শৈব্যা। বাপ রে! এই যে আমার বাছা ছিল কোথায় গেল! এই যে মা মা বলে কোলে উঠেছিলি, কোথায় গেলি! বাপ রে আমার! বাছা রে আমার! বাপ রে আমার!

রাজা। কেন মন কেন! ও কি আবার? চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের ধর্ম্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্নগ্রহণ, শবারণ্যে জীবন যাপন, আবার রোদন-রোলে কেঁপে উঠ কেন? কোন্ অভাগিনী হৃদয় ছিঁড়ে শ্মশানে ফেলতে আসছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে তোমার তায় কি?

শৈব্যা। ওহো-হো-হো-হো—না-না-না—আছে—আছে, এই যে খেলছিল, এই যে ফুল খেতে ফুল তুলতে গেল। এই যে, এই যে! এ কি হ'তে পারে! চাঁদ আমার নাই! দুঃখিনীর ধন নাই! গেছে—একেবারে ছেড়ে গেছে! ওহো হো-হো-হো! না না, আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি; আমার বাছা আছে—ঘুমিয়েছে, আবার উঠবে, আবার মা ব'লে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। আমার বুকের ধন আমি বুকে তুলে ধরে নিয়ে যাই।

রাজা। (স্বগত) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটে রে! ও বড় মজার ঘুম! ও ঘুম একদিন বই দু'দিন আসে না। সবাই জেগে থাকে, আর কে জানে কোথা থেকে একজন ঝাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর একদিন তুই ঘুমুবি। এই যে আমি কত ঘুমন্তর ধাপড় ছাড়িয়ে দিচ্ছি! অঙ্গারের বিছানা পেতে দিচ্ছি! আমিও একদিন ঐ ঘুম ঘুমুবো। কবে ঘুমুবো, কত দূর—কত দূর—আর আর ঘুম, আয় ঘুম আয়!

শৈব্যা। বাবা বিশ্বনাথ, দুখের বাছা আমার তোমার বিল্বমূলে কি অপরাধ করেছিল যে, সেইখানেই তা'র দংশন হ'ল।

রাজা। হুঁ, সর্পাঘাত! যমের রাজ্য-প্রবেশের দ্বার অসংখ্য। বলে,ব্রহ্মশাপ না হলে সর্পাঘাত হয় না। জ্ঞানহীন সুকুমার শিশুকে কেন ব্রহ্মশাপ দিলে! কর্ম্মফল—কর্ম্মফল! জন্মান্তরের ঋণ পরিশোধ। এই যে আমি কি করছি! পত্নীপুত্র বিক্রয় করেছি। আবার আসতে হবে, ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

শৈব্যা। ওহো হো! যদি কখন দেখা পাই, যদি—যদি কখন তিনি আসেন, যদি তাঁর প্রাণের পুত্রকে চান, তখন আমি কি বলবো, কা'কে এনে তাঁর কোলে তুলে দিব। পাব কি—পাব কি! আর কি দেখা পাব! তিনি কোথায়! এতদিন কোথায়! আর কি আসবেন! আর কি দাসীকে ডেকে পচ্ছিত রতন হৃদয়ে নিতে চাবেন?

রাজা। আহা-হা! কে এ অভাগিনী? এও কি স্বামী-পরিত্যক্তা! আহা-হা, আমার একটী গচ্ছিত রতন একজনের কাছে আছে, তাকে তো আমি অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি; আমার নব কিশলয়ও সেই আতপ-তাপিতা হিম-মলিন লতার স্নেহময়ী ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হচ্ছে! হচ্ছে কি—হচ্ছে কি? আছে কি—তারা আছে কি? ওহো-হো-হো! জগদীশ! জগদীশ! এই কাতরা কামিনীর করুণ ক্রন্দনে আজ আমার হৃদয়-তারে বহুদিন বিস্মৃত কোমল সুর কেন বেজে উঠছে?

কেন প্রাণ—কেন প্রাণ—কেন প্রাণ এত অস্থির হচ্ছো? (মেঘগর্জ্জন)

শৈব্যা। ওহো হো-হো, কি ভীষণ! এই ঘোর কালিমাময় রজনী! অসহায়া নিরাশ্রয়া মৃতপুত্র কোলে আমি একাকিনী! বিধাতা, আরও কি দেখাবে? বিপরীত বর্ত্তন তো খুব দেখালে! ঐ আকাশে কাল জ্যোৎস্নার রজত প্লাবন দেখেছি, আজ আবার কপালীর করাল ছায়া দানবের অনল ফুৎকার দেখছি। কে আমি আজ এখানে! অদৃষ্ট আর কত বিদ্রূপ করবে! আমি কে, যে আজ এখানে! যার ইঙ্গিতে শত সহস্র দাস দাসী—(মেঘ-গর্জ্জন)

রাজা। কে এ! কে এ! জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র আছে নাকি? আরও শৈব্যা, আরও রোহিতাশ্ব!—অদৃষ্ট! এক সঙ্গে কত রাজারাণীকে পথে বসিয়েছ!

শৈব্যা। বাপ রে! বাপ রে আমার! তোর এই সোণার অঙ্গ অনলে আহুতি দিতে হবে, তোর মুখ চেয়ে যে বাপ আমি সকল দুঃখ ভুলেছিলেম।

রাজা। রাজচণ্ডাল! এ সঙ্গীত তো অনেক শুনছো, এখনও কি অরুচি হয়নি? আরও শুনতে বাসনা? ওঠ ওঠ, কর্ত্তব্য পালন কর, প্রভুকার্য্য পালন কর। চল, অভাগিনীকে পুত্র-সৎকারে সহায়তা করি। এ ভীষণ শ্মশানে একটা জীবন্ত প্রেত দেখলেও অনাথিনী কতকটা আশ্বস্ত হবে। (অগ্রসর হইয়া) দেখ, তুমি ঘরে যাও, বাল রেখে যাও, যা করবার, আমি করবো এখন, তোমায় আর দেখতে হবে না। তুমি [illegible] নও, আমি বুঝতে পাচ্ছি।

শৈব্যা। ভদ্র। তুমি কে?

রাজা। দেবি! আমি ভদ্র নই, এই শ্মশানরক্ষক চণ্ডালের দাস মাত্র। যে স্থানে এসেছ, এ কাজ তোমার নয়, তোমায় সাজে না। তাই বলছি প্রাণ্য-দাম আমায় দিয়ে তুমি চলে যাও।

শৈব্যা। তুমি চণ্ডাল হ'লেও অতি ভদ্র-হৃদয় যুবলেন, কিন্তু তোমার উপকার নিতে পাচ্ছি না, ক্ষমা কর,—এ ক্ষত্রিয় সন্তানের দেহ কেমন করে চণ্ডালকে স্পর্শ করতে দিব।

রাজা। ক্ষত্রিয়-সন্তান! ক্ষত্রিয়-সন্তান! আর তুমি একাকিনী। ভদ্রে, তোমার কি কেউ নাই, এ বালকের পিতা কি—

শৈব্যা। বলো না—বলো না চণ্ডাল, শুধু ঐ কথাটী শুনতে বাকী, এ ললাটের সব গিয়েছে, কেবল বড় যত্নে—বড় আশায় সিন্দুরটুকু রেখেছি।

রাজা। পিতা জীবিত! না জানি তবে সে কেমন নিষ্ঠুর—কেমন কঠিন তার প্রাণ জীবিত আছে, অথচ আজ তা'র প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠেনি! সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ ক'রে সে এখনও এ শ্মশানে ছুটে এসে পড়েনি! পুত্র মৃত—বনিতা পাগলিনী—সে কেমন পিতা? কেমন সে পতি—

শৈব্যা। কেন ভদ্র, সদয় হয়ে আবার নির্দয় হচ্ছো। পুত্রহারা কাঙ্গালিনীকে কেন পতিনিন্দা শোনাচ্ছ? চণ্ডাল, তুমি জান না, কা'কে কি বলছো, জান না চণ্ডাল, যে তুমি কোমলতার আধার দেবতাকে কঠিন বলছো; জান না যে, সত্যের অবতার, স্নেহের সাগর, দয়ার পয়োধি গুণনিধিকে আমার—আমার সমক্ষে কুবচন বলে হতাহত প্রাণে বিষবাণ বিদ্ধ করছো।

রাজা। পতিব্রতে! অপরাধ ক্ষমা কর। একটা পুরাতন মর্ম্মকথা মনে এসেছিল, তাই মনের ঠিক ছিল না।

শৈব্যা। ভদ্র, মায়ের আশা ফুরায় না। যাহাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল—

বাছাকে আমার—অভাগিনীর কর্ণরোধে কাঁদিতে ওঃ—ওঃ—ওঃ! বুক যে ফেটে যায়, আর বলতে পারিনি।

রাজা। বুঝেছি দেবি, দংশনে মৃত্যু হয়েছে।

শৈব্যা। মৃত্যু! না না,—না হলেও তো হ'তে পারে। ওগো কে তুমি, মায়ের প্রাণে আশা দাও না? বলে যে,ও ক্ষত হ'লে মৃতের মত দেখালেও শীঘ্র মৃত্যু হয় না। শুনেছি, তোমাদের জাতি অনেক মন্ত্রতন্ত্র চিকিৎসা জানে; ওগো, দেখ না, যদি আমার যাদুকে- -অঞ্চলের নিধিকে—আমার সর্ব্বস্ব ধনকে—আমার হারাণ হৃদয়দেবতার পরিত্যক্ত রতনকে বাঁচিয়ে দিতে পার। এই আমি মুখের কাপড় খুলে দিচ্ছি,তুমি একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি। যে অন্ধকার, এখানে কি আলো পাওয়া যায় না? কেমন ক'রে দেখবে? (বিদ্যুৎ প্রকাশ)

রাজা। কি—কি—কি এ! না না! বিদ্যুৎ, আর একবার—আর একবার দেখি। ভগবান্! আর একবার। ইহলোকে সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমার পরলোক নাও,একটী বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও, তার পর যা ভেবেছি,যদি তা হয়, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করো।

শৈব্যা। কেন—তুমি—কেন!—তুমি কে? তুমি কেন অমন করলে?

রাজা। তুমি কে? ও মুখও যেন দেখেছি, চকিতে তবু যেন চিনেছি। তুমি কে? বল—বল—ভাল ক'রে কথা কও! না না, শোকে তোমার স্বর বিকৃত, বুঝতে পাচ্ছিনি। তার রোদনের স্বর তো কখনও শুনিনি, সে স্বর আমার কাণে নাই; তুমি বল, স্পষ্ট ক'রে বল—বল তোমার নাম শৈব্যা তো নয়? বল—তুমি হরিশ্চন্দ্র বলে কা'কেও চেন না তো? তোমার রোহিত ব'লে একটী পুত্র ছিল না তো?

শৈব্যা। ছিল! ছিল! গেছে—আর নাই! মা ব'লে ডাকবার আর নাই। তুমি কে? তাই কি অমন ক'রে উঠলে? সেই—সেই মহারাজ। আমার হৃদয়েশ্বর!

রাজা। ছুঁও না, ছুঁও না, চণ্ডালকে ছুঁও না, স্ত্রীপুত্র-বিক্রয়কারী চণ্ডালকে ছুঁও না।

শৈব্যা। বটে! বাঃ বাঃ! ভগবান্, তবু তোমায় দয়াময় বলতে হবে, তা হবে না? কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে। খুব দেখালে। খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণের কাঁটা তুল্লে। রাজরাজেশ্বর সহস্র কিরীটের অধীশ্বর আজ চণ্ডালের দণ্ডগ্রহণ করে শ্মশানে শৃগাল তাড়না কচ্ছে। বাঃ! বাঃ!

রাজা। শৈব্যা! শৈব্যা! শৈব্যা!

শৈব্যা। আছি—মরিনি, মরবার নয়। পতি আমার, আরাধনার দেবতা আমার, অভাগিনীর ইহকাল পরকাল, খুব কাজ করেছি, খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব যত্নে রেখেছি, ঐ নাও—তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাশ্বকে নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায়!

রাজা। বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র! ক্ষত্রিয়-দ্যাগী ক্ষত্রিয়হিংসক তপস্যাগর্ব্বী যাজ্ঞিক, আরও দক্ষিণা বাকী আছে। এই নাও ভাগীরথী-জলতলে অন্বেষণ করো, পাবে। (বেগে গমনোদ্যোগ)

শৈব্যা। (বস্ত্রে ধরিয়া) নাথ—নাথ—কোথা যাও?

রাজা। আর কেন শৈব্যা—আর জীবনে কাজ কি?

শৈব্যা। রাজধানীতে কথায় কথায় অভিমান করতেন, তাই কি আজ আমায় শাস্তি দেবে? তাই কি শৈব্যার শেষ বৈধব্য ঘটাবে?

তোমার জীবনে যদি কাজ না থাকে, নাথ, তবে এ ছার প্রাণেই বা এত কি প্রয়োজন? তীরে দাঁড়াও, এ অচেতন সোণার পুতুল কোলে ক'রে জলে ঝাঁপ দিই দেখ, তার পর তোমার যা সাধ থাকে, করো।

রাজা। তুমি মরবে? মরতে পারবে? বসন্তের নব মুকুলিতা লতিকা আমার— তোমার চক্ষের উপর অনলে ডালি দিব! তুমি এক ব্রাহ্মণের দাসী হয়েছিলে? মরবার জন্ত তাঁর অনুমতি লয়ে এসেছ?

শৈব্যা। তুমিই কি তোমার চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি লয়েছ?

রাজা। না, মরবারও অধিকার নাই, দাসের নিজ দেহপ্রাণেও অধিকার নাই। না, মরা হ'ল না, বুক ফেটে গেল! শৈব্যা, মরতে পেলেম না! শৈব্যা, ওঃ—ওঃ—ওঃ! শৈব্যা— প্রাণের শৈব্যা আমার—

শৈব্যা। নাথ—নাথ—

রাজা। কি হবে, বল আমার কি হবে, এ স্মৃতি লয়ে কেমন ক'রে বেঁচে থাকবো? ওহো হো হো! শৈব্যা, তোমার কি হবে? অভাগিনী কাঙ্গালিনীর কি হবে? ঐ আবার প্রভাতের আলো আসছে, আবার এই সংসার দেখতে হবে।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা। অবশ্য দেখতে হবে! কেন দেখবে না? সংসারের ঘোর ঘটনাবৃত অমাবস্যা দেখলে, কৌমুদী-হাসি-রাশি-ভাসিত পূর্ণিমা দেখবে না? তোমার পুত্রের মুখচুম্বন করবে না? রোহিতাশ্বকে রাজসভায় বসতে দেখবে না?

রাজা। ঋষি! ক্ষত্রিয়ের মর্ম্মযাতনা লয়ে বিদ্রূপ করা কি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের অধিকার-ভুক্ত?

বিশ্বা। রাজন্ !—না, এ সম্বোধনে তোমার অসম্মান হয় না। না মহারাজ! আমি তোমায় বিদ্রূপ করতে আসিনি, যাতনা দিতে আসিনি, তোমার সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, হৃদয়ের অপূর্ব্ব বল—অলৌকিক মহত্ত্বের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে এসেছি। হরিশ্চন্দ্র! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বামিত্রকে কেউ চমৎকৃত ও মোহিত করতে পারে নাই, তুমি করেছ। আমি সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তুচ্ছ করেছি, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র, নরদেহে তোমার কার্য্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। আর রাজলক্ষ্মী মহীয়সী মানবী, তোমায় আর কি বলবো, তুমিই সত্য সহধর্ম্মিণী! স্ত্রীলোকের এ অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর আমি জানি না চরাচরে দেবনরে তোমাদের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করবে। আপাততঃ আমার প্রথম বক্তব্য সম্পাদন করি। অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জের আশা-কমল, তোমাদের জীবনসর্ব্বস্ব লোহিতাশ্ব বিষাচ্ছন্ন, এই যজ্ঞীয় শান্তিজল-সেচনে তার চৈতন্য হ'ক। (জলসেচন)

রোহিত। মা—মা—

শৈব্যা। বাপধন রে আমার, ডাক— ডাক, আবার বল, আবার বল।

রাজা। জীবনাধার রোহিত আমার! আবার তোমায় দেখলেম—

রোহিত। মা মা—মা—

শৈব্যা। বাবা, বাবা, দেখ, দেখ, আর কে কোল পেতে দাঁড়িয়ে দেখ,—মহারাজ, চিনতে পাচ্ছ না?

রোহিত। আঁা বাবা-বাবা-বাবা, এমন!

রাজা। চণ্ডাল—চণ্ডাল রে রোহিত! বাপ কি কখন পুত্র ত্যাগ করে, তার গর্ভধারিণীকে বিক্রয় করে?

শৈব্যা। মহারাজ! এ আনন্দ-দিনে কেন ভর্ৎসনা করেন?

রোহিত। বাবা—বাবা, আমার কত ভাগ্য যে, আমি আপনার পুত্র।

রাজা। (বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া) দেব! আর তো আমার নূতন পৃথিবী নাই, দ্বিতীয় শৈব্যা নাই, অন্য দেহ নাই, কি দান ক'রে, কি দক্ষিণা দিয়ে আপনার সম্মান করবো? এই মহামূল্য পুরস্কার দেবেন ব'লে কি তুচ্ছ মৃত্তিকামুষ্টি গ্রহণ করেছিলেন? আজ এই অমৃত-হ্রদে অবগাহনের সুখ শতগুণ বর্দ্ধিত করবার জন্যই কি দু'দিন দীনতার তাপ দিয়েছিলেন?

বিশ্বা। মহারাজ! সকলই কর্ম্মফল! তোমারও, আমারও; আজকের ঘটনা তোমার অপূর্ব্ব কর্ম্মফল! রাজদম্পতি, এ ধরাকারাগারে বাস আর তোমাদের সাজে না। যদি আমার তপস্যার প্রতাপ থাকে, তবে তোমরা সশরীরে স্বর্গে গমন করবে, রোহিতাশ্ব অযোধ্যার সিংহাসনে ব'সে পৃথিবী পালন করবে। এই বারাণসীধামে আমি কুমারকে স্বয়ং অভিষিক্ত করবো। তোমার সাধুহৃদয় মন্ত্রী প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন, আমার আদেশে দশাশ্বমেধ তীর্থে তারাই আয়োজন কচ্ছেন, চল, আমরা সেখানে যাই।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

(ধর্ম্মকে দেখিয়া) কি দেবতা! আমি তো কার্য্য সমাধা করলেম, এখন আপনার উদয় কি জন্য? আশীর্ব্বাদ করতে? আপনার সেবা ক'রে এদের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেখলেন তো? দুর্গতিটা আপনার সহোদরা, না জ্যেষ্ঠ সন্তান?

ধর্ম্ম। বল্লি যে কথা তোমাতে আমাতে না হয় পরে বিচার হবে, আপাততঃ ধর্ম্মের প্রভাব ধার্ম্মিকের জয়টা দেখলে?

বিশ্বা। দেখলেম না, খুব দেখলেম। সসাগরা ধরাধিপের পুক্কশচারণ, অকলঙ্ক চন্দ্রমাসম রাজকুমারের সর্পাঘাত, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজমহিষীর মৃতপুত্র ক্রোড়ে নিশীথে শ্মশানে একাকিনী হাহাকার! ধর্ম্ম, তোমায় আমি মর্ম্মে মর্ম্মে চিনি।

ধর্ম্ম। তার পর মৃতপুত্রের জীবনলাভ, সসাগরা ধরার আধিপত্যলাভ, ধার্ম্মিক রাজদম্পতীর সশরীরে স্বর্গলাভ—

বিশ্বা। বটে, বটে, ধর্ম্মের স্মৃতি চিরদিনই দুর্ব্বল। বিস্মৃত হচ্ছেন কেন, এগুলি যে আমার ব্যবস্থা। শুদ্ধ তাই, আমার তপঃপ্রভাবে আমার আজ্ঞায় হরিশ্চন্দ্র সস্ত্রীক সশরীরে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করবে, আর এদের জন্ম পরিগ্রহ করতে হবে না।

ধর্ম্ম। সাধু—সাধু ঋষিবর! এরূপ মুক্তকণ্ঠে পরাভব স্বীকার আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত।

বিশ্বা। পরাভব! বিশ্বামিত্রের পরাভব! কার নিকট পরাভব?

ধর্ম্ম। আর কার! এই আমার নিকট মাত্র। এতে আপনার গর্ব্বিত ভিন্ন লজ্জিত হবার কারণ নাই। অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবে হরিশ্চন্দ্র জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল একজন্মে খণ্ডন ক'রে অক্ষয়স্বর্গ লাভ করবে, তাই ব্রহ্মপদভুক্তকারী তুমি বিশ্বামিত্র, এতদিন রাগদ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে ধার্ম্মিকের রাজ্য রক্ষা করেছিলে। মায়ার অতীত তুমি বিশ্বামিত্র, শৈব্যার অলৌকিক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে মোহিত হয়ে আজ তার মৃতপুত্রকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করলে; [illegible] অবস্থায় তুমি বিশ্বামিত্র, আজ [illegible] হরিশ্চন্দ্রের অতুলনীয় স্বার্থত্যাগে, অনির্ব্বচনীয় সত্যধর্ম্মে মোহিত ও বিস্মিত হ'য়ে স্বয়ং তার অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করলে। ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, আমার মহিমা তোমার ন্যায় আর কে [illegible] ঘোষণা করেছে?

অন্য লোকেই তোমার ন্যায় আমার সম্মান করেছে!

বিশ্বা। ধর্ম্ম, তুমি আছ, আমি বলছি তুমি আছ। ফলটা অনেক সময় অপ্রত্যক্ষভাবে দাও, কিন্তু আছ। বিশ্বামিত্র দর্পী, কিন্তু মুক্ত-কণ্ঠ, তুমি সত্য সত্যই আছ।

(বিদূষক, পরাহ ও কামন্দকের প্রবেশ)

পরাহ। ছুঁসনি ঠাকুর বাবা, ছুঁসনি. হামি চণ্ডাল। আরে আমার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা!

বিদূ। ছোঁব না কি রে বুড়ো, তোকে ছোঁব না কি? তুই চণ্ডাল! আমার মহারাজকে তুই ছেলে বলেছিস, তোকে কাঁধে ক'রে নাচতে নাচতে আমি কাশী প্রদক্ষিণ করবো—ছোঁব না?

পরাহ। আরে বাবা, আমার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা! হামি পাগল হয়েছে রে পাগল হয়েছে! হামার হরিয়া রাজা রে—হামার হরিয়া রাজা! আরে টহ-লাকা মাতারি, হামার হরিয়া রাজা রে—তুহার হরিয়া রাজা! পরাহ চণ্ডালের ছেলিয়া—হরিয়া রাজা রে রাজা।

বিদূ। চণ্ডাল কি! চণ্ডাল কি! আমার মত সাতটা বামুনের সাতগাছা পইতে হলে তবে বুড়ো তোর মান্ত হয়। তুই আমার রাজাকে প্রাণ দিয়ে যত্ন করেছিস, আমি সব শুনলেম।

বিশ্বা। কামন্দক যে, কোথা থেকে?

কাম। আজ্ঞে, জানেনই তো, বুদ্ধি শুদ্ধি তেমন কখনও সুবিধা রকমের নয়, তাই আপনাকে দূরে থেকে নমস্কার করেছিলেম; কিন্তু প্রভু, আপনি যে মধ্যে মধ্যে দেবতাদের নাকানি চোবানি খাওয়ান, তা বেশ করেন। এই সব গবাননীর মতন এত বড় একটা দল-বলে প্রাণ নিয়ে একটা দিক্‌পাল রাজার বুকে না দিয়ে, দেবতারা কি না এই চণ্ডালের হাড় মাংসের ভিতর পুরে দিয়েছে! প্রভু সব করেছেন, এক গণ্ডূষ জলটল দিয়ে এই চণ্ডালটার কিছু করে দিন, এ লোকটা চণ্ডাল!

পরাহ। আরে, কৃছু করতে হবে না রে, কৃছু করতে হবে না। হরিয়া, তুই বাবা মটু-কটা মাথায় দিয়ে বোস হামি একটীবার দেখিয়ে এইখানে শুয়ে পড়ি, মরিয়ে যাই। হামার হরিয়া রাজা রে, হামার হরিয়া রাজা!

রাজা। রাজর্ষি, এই মহানুভব কোমল-হৃদয় চণ্ডাল দারুণ দুর্দ্দিনে বাৎসল্যস্নেহে আমার প্রাণে শান্তি দান করেছে, যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে, আমি তাও অর্পণ করতে প্রস্তুত আছি, আপনি এর স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করুন।

পরাহ। স্বর্গে! ও বাবা, সেখানে বামুন আছে, রাজা আছে, ভদ্দর ভদ্দর আদমি আছে, হামি সেখানে গিয়ে কি করবে বাবা! হামার হরিয়া রাজারে, হামার হরিয়া রাজা!

রাজা। চণ্ডাল! পিতা!

পরাহ। বোল বোল আবার বোল, হামার স্বর্গ হয়েছে রে স্বর্গ হয়েছে। হামি রাজার বাবা রে রাজার বাবা। হামার হরিয়া রাজারে হামার হরিয়া রাজা!

বিশ্বা। সাধুহৃদয় চণ্ডাল, কুসুমদলের সঙ্গে ক্ষুদ্র কীটও দেবতার শিরে স্থান পায়। তোমার নিজের হৃদয় অতি মহান্‌, আবার এই বারাণসীর শ্মশানে অনেকাধিক শবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা তোমার জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল খণ্ডন হয়েছে, হরিশ্চন্দ্রের সাধু সঙ্গে তোমার স্বর্গে অধিকার হয়েছে, যাও, ধর্ম্মের প্রভাবে ও আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সেই-খানে যাও। যেখানে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা বিচার নাই, যেখানে বিশুদ্ধ

পবিত্র আত্মামাত্রকে আলিঙ্গন দিবার জন্য আনন্দময় পরমাত্মা শুভ্র জ্যোতির্ময় অঙ্ক-বিস্তার ক'রে পদ্মাসনে বসে আছেন, তুমি সেইখানে যাও। ধর্ম্ম, আমি আবার বলি, তুমি আছ—আছ—আছ। আমি তোমার নিন্দা করেছি, আমিই তোমার জয় ঘোষণা করছি, ত্রিলোকে অবশ্য করবে। 'যতো ধর্ম্ম-স্ততো জয়ঃ!"

সকলে। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!"

ধর্ম্ম। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

সকলে। জয় ধর্ম্মবীর হরিশ্চন্দ্রের জয়!

যবনিকা-পতন।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

(প্রহসন)

দৃশ্য—কলিকাতা।

সাধারণ বাসাবাটীর গৃহ।

চাটুজ্যে। না দিব্যি গাল্লেম, কল্‌কেতায় থাক্‌তে আর চুল ছাটচিনি; বেটা করেছে কি! সামনে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখে ঘাড়টা একবারে মুড়িয়ে দিয়েছে! বেটাকে বল্লেম, বেশ যাতে মাথা হাল্কা হয়, এমন ক'রে দে; এখন হাল্কা হওয়া চুলোয় যা'ক, ঘাড়ে কিছু না বাঁধলে মাথার পাষাণ ভাঙ্গা ভার! এক রক্ষে, এখানে দেশের লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা হ'বার সম্ভাবনা নাই, তা হ'লে নেড়া না হয়ে আর রাস্তায় বেরনো যেত না। এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির নেওয়া যাক, ৮ টার ভোঁ বেজে গেছে, ৯টা বেজে এক মিনিট হ'লেই আবার তড়ণীর মুখ গোঁ হ'বে। কাটা-কাপড়ের দোকানের চাকরী যকমারির শেষ। (দ্বারে আঘাত) ধাক্কাধাক্কি কেন গো, অবারিত দ্বার, চলে এস ভেতরে।

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। পেন্নাম হই গো চাটুজ্যে মশাই, কেমন—কোন কষ্ট হয়নি তো? ঘুম হয়েছিল বেশ তো?

চাটুজ্যে। সেটা বড় বিশেষ ঠিক ক'রে বল্‌তে পারব না; যে বালিসটা দিয়েছ,তা'র মাঝখানে তো কিছুই নাই, দু'মুড়োর মুটো-টাক্‌ ক্লেমুটোটাক ক'রে তুলোর বীচি আছে বটে, তা' যে আপাততঃ খোলের ভেতর গজিয়ে তা'তে ফসল হয়ে বালিস ভর্ত্তি হবে, এমন তো আমার বিশ্বাস হয় না। তা' একটা চলনসই বালিস দিলে বড় উপকার হয়।

ভব। সে কি, দেব বই কি! চক্রবর্ত্তী মশায়ের তেমন হুকুম নয়, ভাড়াটের যা'তে কোন কষ্ট না হয়। এই স্কুলের ছেলেরা থায়, কত সুখ্যাত করে। তা যখন যা' আবিশ্যিক হ'বে, আমায় অনুমতি করে অবজ্ঞা কল্লেই আমি আজ্ঞা করে দেব!

চাটুজ্যে। ভাল ভাল; তবে এই আরসি-খানা একবার সামনে ধর দিকি, পাগড়ীটে ঠিক করে নিই।

ভব। এই যে, নাও না। ও মা! ও চাটুজ্যে মশাই,ও কেমন ক'রে চুল কপ্‌চেছো গো! সামনের চুলে যে কাঁচি ছোঁয়ায়নি! পুরো একটা পয়সাও দাওনি বুঝি? তাই খালি পেছনটা কপ্‌চে দিয়েছে; বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছে বাপু।

চাটুজ্যে। নজর পড়েচে? তা' হোগগে বিচ্ছিরি; চেহারাটাই বা এমন কি কার্ত্তি-কের বৈমাত্র ভেয়ের মত! এখন বেরনো যা'ক। তার কথা ভব, এ সব জিনিসপত্র তছরূপ হয় কেমন ক'রে? আমার খাট—

ভব। হরি! সে কি চাটুজ্যে মশাই!

চাটুজ্যে। আও শোন; শুধু খাট নয়—

ঘুটে, কয়লা, তামাক, টীকে, তেল, দেশালাই, মসলা-টসলা যা রাখি, তাই দেখি ক'মে যায়।

ভব। রাম! রাম! এ কি কথা! আমার উপর তো বাপু অসন্ত-টন্দ করোনিক্‌?

চাটুজ্যে। উহুঁ, তা কি বলছি? তবে তোমায় বলছিলেম কি যে, এ কাজটা যে বেড়ালে কচ্ছে, সেটা আমার বিশ্বাস হয় না।

ভব। এ কি সর্ব্বনেশে কথা গো!

চাটুজ্যে। কথাটা সর্ব্বনেশে নয়, তবে কিছু দিন এই রকম চল্লেই আমার যে সর্ব্বনাশ হ'বে, সেটা নিশ্চয়। আর কথা পড়লো তো বলি, যখনই ঘর ঢুকি, তখনি দেখি, ঘর ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ—এর মানে কি?

ভব। তা—কেন—তবে বুঝি রান্নাঘরের ধোঁয়া জানালা টানলা দিয়ে সেঁধিয়ে আসে।

চাটুজ্যে। এ সে ধোঁয়া নয়। গাঁজার ধোঁয়া—রান্নাঘরে তো আর গাঁজার ডালনা রাঁধা হয় না, বাড়ীওয়ালা কি গাঁজা টাজা খায়? চক্রবর্ত্তীর ও রোগ আছে নাকি?

ভব। মহাভারত! মহাভারত! অমন কথা মুখে পুরশ্চরণ করো না; ছাপোষা মনিষ্যি—সে গতরে খেটে, রেঁধে, ঘর ভাড়া দিয়ে সংসার চালায়, তামাক ছিলিমটী পর্য্যন্ত আহার করে না, তাকে অমন কথা বলো না।

চাটুজ্যে। তবে কোত্থেকে—?

ভব। তবে—হ'বে—বোধ হয়—হাঁ ঠিক!

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ ঠিক, ঐ জন্ত, ঐ জন্ত—

ভব। কি জন্তে? কি?

চাটুজ্যে। সেটা তুমিও কি বলবে ঠাউরে উঠতে পাচ্ছ না, আমিও তোমার মনের কথা আন্দাজ কর্ত্তে পাচ্ছিনি।

ভব। না, ভাবছিলেম যে, দো-ছত্তরির ঘরের ভাড়াটে বাবুটী মধ্যে মধ্যে ছ'পাঁচ-ছিলেম গাঁজা খেয়ে থাকেন, সেই ধোঁয়া হয় তো এই ঘরে কেমন ক'রে ঢুকে থাকবে।

চাটুজ্যে। কোথাকার ভাড়াটে?

ভব। এই সিঁড়ির উপর দো-ছত্তরি ঘরের...

চাটুজ্যে। তবে, আজ তুমি একটা আমার সংস্কার উল্টে দিলে। ছেলেবেলা থেকে জানা ছিল যে, ধোঁয়া উপরেই উঠে যায়, কিন্তু এ ধোঁয়াটার শুনছি কিছু বিচিত্র গতি; আমার ঘরে ঢোকবার জন্ত চিরকালের পদ্ধতি উল্টে এ নীচের দিকে নেমে আসে।

ভব। তা—কেন—এ্যাঁ—

চাটুজ্যে। লোকটা কে? ঐ বাবুটী বুঝি, হামেসা যা'র সঙ্গে আমার সিঁড়িতে দেখা হয়? যখনই আমি নেমে যাই, দেখি সে উপরে উঠছে, আমিও উঠি, সেও নেমে যায়?

ভব। তাই—তাই—সেই—সেই!

চাটুজ্যে। তা'র ইজের চাপকানে সর্ব্বদাই যে তেল-কালি লেগে থাকে। আমার বোধ হয়, নিশ্চয়ই কোন ছাপাখানার কর্ম্ম করে।

ভব। হ্যাঁ, তাই বটে, আর এদিকে বড় ভদ্দরলোক বাবু।

চাটুজ্যে। যাই, বেলা হ'ল ঢের, ঘরটা দেখো ভব:

ভব। এস—এস, দুগ্‌গা শ্রিহরি! মা মোন্‌সা! সেই যেমন সময় কেরো, তেমনি সময়েই আস্তাজে করবেন।

চাটুজ্যে। হ্যাঁ, রাত্রি নটা হ'বে; তুমি আমার উনোনে আগুন দিও না, আমি এসেই ধরাব; আর বালিসের কথাটা ভুল না। (কিছু দূর গিয়া) হ্যাঁ, পোয়াটাক দুধ এনে রেখো তো ভব, তোমাদের উনুনেই বসিয়ে রেখ, যেন বেস একটু সর পড়ে থাকে।

[প্রস্থান।

ভব। গেল, বা বাঁচলেম। আর থাকতে পারিনে বাঁড় জ্যে এসে পড়ে, এই জন্যে আমার

বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছিল! হরির ইচ্ছের একদিনও দু'জনে ঘরের ভিতর সাম্‌নাসাম্‌নি পড়েনি, আর পড়বেই বা কোথেকে? বাঁড়ুজ্যে মশাই ছ'ঘড়ী না পড়তেই ছাপাখানায় যায়, সেথায় চৌপর রাত কাজ করে, সকালবেলা খবরের কাগজ বের করে দিয়ে, তবে ন'টার সময় বাসায় ফেরে। এদিকে চাটুজ্যে মশাই ন'টার আগেই দোকানে যায়, ছঘড়ীর কম আর ফেরে না! চক্রবর্ত্তীর অদেষ্ট ভাল, এক ঘরে দোতরপা ভাড়া মারছে। আমারই বা মন্দ কি, এক ঘরের বই কাজ কত্তে হয় না—মাইনে দিচ্চে দু'জন। তা আমি না বুদ্ধি দিলে এ শলা চক্রবর্ত্তীর ঘটেও আসতো না। একটা লোকসান্—আমাদের হেঁসেলে দু'জনের একজনও খায় না, তা মাসের মধ্যে দশদিন হয় তো রাঁধে, না হ'লে জলটল খেয়েই তো কাটায়। মরুগ্ গে, বাঁড়ুজ্যে মশায়ের আসবার সময় হয়েছে, এই বেলা চাটুজ্যে মশায়ের কাপড়, গামছা, খড়ম-টড়ম-গুলো সরিয়ে রেখে বিছানাটা ঠিক ক'রে রাখি। বাঁড়ুজ্যেকে বলবো, অত ক'রে গাঁজা না খায়। চাটুজ্যে ধোঁয়ার কথা বলতে আমার একবারে অন্তরবিদ্ধি হয়ে গেছেলো। দিই আবার শিয়োর বদলে দিই। ইনি শোবেন দক্ষিণ-শিয়োরি, ইনি পূর্ব্ব শিয়োরি, যার যেমন পিরবিত্তি। চাটুজ্যের কথাটা দেখ দিকি! আমার এমন বালিসের নিন্দে! এ সেকেলে জিনিস, শুনিছি চক্রবর্ত্তী মশায়ের ঠাকুরদাদার ঝি মা এ বালিস নিজে মাথায় দেবার জন্যে তৈয়ের করেছি'ল, এ সব জিনিস এখন জন্মায় না!

নেপথ্যে চাটুজ্যে। দেখতে পাও না, ঘাড়ের ওপর পড় যে—

(বাঁড়ুজ্যের প্রবেশ)

বাঁড়ুজ্যে। (বায়ের দিকে) তুমি আমায় শুঁতুলে যে, তোমার চোখ নাই?

ভব। কি! কি হয়েছে গা বাঁড়ুজ্যে মশাই?

বাঁড়ুজ্যে। তোর আপনার কাজ দেখ গে যা।

ভব। ও মা, এ কি মেজাজ গা! মুখ টুক যে একবারে শুকুক্ হয়ে গেছে!

বাঁড়ুজ্যে। সারা রাত জেগে খবরের কাগজ ছাপালে মুখ "শুকুক্" হবে না তো কি ঢলঢল করবে নাকি?

ভব। তা বাপু, তেমনি সমস্ত দিনটা তুমি ঘুমুতে পাও।

বাঁড়ুজ্যে। তা'তেও তোমার আপত্তি আছে নাকি? বেশ, এখন তুমি পথ দেখ, আমি কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটু শুই।

ভব। শোও—শোও, আমি স'রে যাচ্চি!

বাঁড়ুজ্যে। রসো, আমায় বল তো, ও লোকটা কে? হামেসা দেখতে পাই, আমিও উপরে উঠি, সে নেবে যায়, আমিও নেমে যাই, সেও উপরে ওঠে?

ভব। হ্যাঁ ও—সে—এই—তা—না - না—

বাঁড়ুজ্যে। তুম্ সে বে তেনে না—

ভব। এই দো-ছুতরির ঘরের ভাড়াটে।

বাঁড়ুজ্যে। বটে? তা এই কথাটা বলবার জন্য রাগিণী ভাঁজছিলে কেন? ও কি করে—নাপ্‌তে বুঝি?

ভব। নাপ্‌তে কি গো? বেরাম্ভণ।

বাঁড়ুজ্যে। তবে অমন ভরার মত পাগড়ী বাঁধে কেন?

ভব। ওনাকে যে সাহেব বিবির সঙ্গে কথা কইতে হয়। রাধাবাজারে সেই যেখানে সাহেবমেমদের পোষাক বিক্রী হয়, ও সেই-খানে কাজ করে। বড় ভদ্দরলোক বাপু, নির্জ্জলা চরিত্তির। হাঁ ভাল কথা, আমায় বিশিষ্ট ক'রে অনুরুদ্ধ করতে বলেছে যে,

তুমি বাপু অত ক'রে গাঁজা না খাও,ধোঁয়ার গন্ধেতে --

বাঁড়ুজ্যে। বটে, গাঁজার ধোঁয়া সয় না! গাঁজার নিন্দে করেছে! এক কাজ কর, তোমার "নির্জ্জলা চরিত্তিরওয়ালা" ও মশা-ইকে বোলো যে, কলকেতা তাঁর স্থান নয়; "গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল"—পারে গিয়ে বাসা করুন।

ভব। সে কি বাঁড়ুজ্যে মশাই! তুমি কি আমাদের একটা তাড়াটে ওঠাবে?

বাঁড়ুজ্যে। একই কথা—না হয় আমিই পথ দেখবো; এই তোমায় পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিচ্চি, ভব, বাবুদিগর গাঁজার নিন্দেও হয়েছে, আমিও ডেরা-ডাণ্ডা তুলেছি, তার আর হুটিস-ফুটীস নাই।

ভব। দেখ যা ভাল হয়। এখন আমার কোন কাজ আছে?

বাঁড়ুজ্যে। বিশেষ।

ভব। বল।

বাঁড়ুজ্যে। আস্তে আস্তে দরজাটী ভেজিয়ে দিয়ে নীচে যাও, আমি বাঁচি!

ভব। কি বাবু! এমন তো পিরথিমিতে দেখিনি—আশ্চর্য্যি! [ভবর প্রস্থান।

বাঁড়ুজ্যে। মাগী জানে, আমায় সারারাত্রি জেগে খাটতে হয়, দিনের বেলায় যে একটু আড় হব, তা যেন মাগীর সয় না; একটা ছল পেলে ত আনর আনর আনর ক'রে বকতে আরম্ভ করে। যাক্ এখন ঘুমে তো চোখ চুলে আসছে,রান্না-বান্না আর ভাল লাগে না, মাথাঘষার গলী থেকে এই পাঁউরুটীখানা আনা গেছে, দুধ দিয়ে খাওয়া বেশ চলবে। এখন খেয়ে শুই? না শুয়ে খাই?-উঁহু'—হুঁ, খেয়ে উঠে তার পর শুই? না শুয়ে উঠে তার পর খাই? শুয়ে উঠেই ভাল। থাক রুটীখানা এই তাকের উপর। একখানা চীকে ধরাই, তামাকটা খেয়ে শোয়া যাক। (দেশা-লাইয়ের বাক্স খুলিয়া) ঐ ফক্কা! কাল সন্ধ্যা-বেলা দেখে গেছি, ৫।৭টা কাঠী আছে, আজ একটাও নাই; না,ভব বেটী জ্বালালে! আমার কাঠ, কয়লা,তেল, মসলা, ঘি বেটী সব সরায়, আমি বিলক্ষণ টের পাই; তার উপর আবার দেশালাইয়ের বাক্সটা রেখেও নিশ্চিন্ত নাই! দূর তোর—নে তামাক খাওয়া! আর দূর তোর—নে দেশালাই! (বাক্স জানালার বাহিরে নিক্ষেপ) চোখ একবারে জড়িয়ে আসছে, শুইগে, আর পারি নে; থাক, আর কাপড় ছেড়ে কি হবে? চাপকানটা শুধু খুলে রাখি (বিছানায় গমন) মশারিটা ফেলে দিই, নইলে মাছিতে তিতিবিরক্ত করবে।

(শয়ন ও নিদ্রা)

(ভবর প্রবেশ)

ভব। বাঁড়ুজ্যে মশাই শুলে?—ও মা! দিনের বেলায় মশারির ভেতর ঢুকেছ নাকি? (মশারিতে উঁকি দিয়া) বাঁড়ুজ্যেমশা—ও মা, পড়েছে আর ঘুমিয়েছে?—আহা, বামুনের ছেলে—সারারাত্ত জেগে গাধার খাটুনি খেটে মরে—থাক থাক, ঘুমুক একটু।

[প্রস্থান।

(চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। "কিং ন করোতি বিধি যদি তুষ্টঃ।' কোথায় ভাবছি একটু দেরি হয়ে পড়েছে,এখনি বকুনি খেতে হবে,না দোকানে ঢুকতেই কর্ত্তা বল্লেন, "চাটুজ্যে, বাসায় যাও, আজ ছুটী, আমি এখনিই দোকান বন্ধ ক'রে হুগলী যাব"। হরি হরি! চাটুজ্যেকে আর পায় কে? ছিপ হুতো হইল বড়শী সব মনে পড়ে গেল; এখন ঘুঘুডাঙ্গা অবধি ঠেল মারি, না বেলগেছে খোট্টাদের বাগানে মালীর হাতে আটগণ্ডা পয়সা গুঁজে দিয়ে কাজ সারি? পরে বিবেচ্য, আপাততঃ পেট ঠাণ্ডা করা

থাক। দুধ আছে, এক পয়সার কলা আনা গেছে, এখন দুটী মুড়কি আনলেই রীতিমত কলাহের বন্দোবস্ত হয়! (দেরাজের নিকট গিয়া) এ কি, পাঁউরুটী এল কোত্থেকে? ভব ভ'বে বুদ্ধি ক'রে আনিয়েছে, বেশ হয়েছে, আর মুড়কি আনতে হবে না। আহা, যার ভব নাই, তার কেউ নাই! ভবসুন্দরী আমার সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ! তবে এখন একটু তামাক খেয়ে নেওয়া যাক্। এ কি, দেশালায়ের বাক্স গেল কোথা? না, এ ভবী বেটী হাড়ে-নাড়ে জ্বালালে—কিছু রেখে নিশ্চিন্ত নাই! এই রেখে বেরিয়ে গিয়েছি, আর এর মধ্যে দেশালাইয়ের বাক্সটা সাত করেছে! বেটী চোরের আঁদি। দূর হোক গে, যাই, রুটীখানা দেখছি বাসি, নীচে থেকে একটু সেঁকে আনি গে, কলা ছড়া থাক এই তাকের উপর, দেখি বেটী দুধটা কি ক'রে রেখেছে—বেটী ভারি পাজি!

[জোরে দোর বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

বাঁড়ুজ্যে। (মশারি হইতে মুখ বাড়াইয়া) কে ও ভব? এসঁ ভিতরে এস; ঢের ঘুম হয়েছে! এখন জাগিয়ে দিয়ে আর অত মায়া হচ্ছে কেন? এ কি বাঃ, দিব্যি একছড়া চাটিম কলা যে! (বিছানা ত্যাগ) ভব বুঝি রেখে গেছে; দেখেছে আমি পাঁউরুটী কিনে এনেছি, কলা দে দুধ দে বেশ লাগবে ব'লে আপনি যত্ন ক'রে কিনে এনে রেখে গেছে; ভবর মত স্ত্রী তপস্যা ক'রে পাওয়া যায় না! আর ভবর জন্যই এ বাসায় থাকা। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে তো একপ্রকার ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক, ভাড়া দিয়ে চিঠি নেওয়া, মাসকাবারে একবার দেখা। (কলা লইয়া) দিব্যি পুরুষ্ট কলা! এ কি, রুটী গেল কোথা? অ্যাঁ কই, কোথাও তো নাই? ইঁদুরে? রাম—সাধ্য কি! তবে—ও বেটী!! পাজি বেটী! চোর বেটী! বজ্জাত বেটী! ভব বেটী! তাই বেটী তাড়াতাড়ি—বেটী দোর দে পালাচ্ছিলে বেটী? হারামজাদী বেটী, নচ্ছার বেটী! সিঁদেল বেটী! বেটী, তোমায় আমি পুলিপোলাও পাঠাব! বেটী আমার রুটী চুরি ক'রে বোনপোকে খাওয়াবে? আবার কোত্থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনে আমার জন্যে দুটো ঠুঁটো কলা রেখে যাওয়া হয়েছে? আমার রুটী তোমার বোন্‌পো খাক্ আর আমি তোমার কলা খাই! তাই ছাই ভাল হোক; ভবী বেটীর ঠোঁটে কলা—যাঃ তোর ভবীর কলা কোম্পানীর নর্দ্দমায় (প্রক্ষেপ)। এখন দেখি দুধের কি করেছে বেটী।

[অপর দিকে প্রস্থান।

(দুধের বাটী হস্তে চাটুজ্যের প্রবেশ)

চাটুজ্যে। দুধটী বেশ সর পাড়িয়ে রেখেছে! রুটীও বেশ মচমচে হয়েছে, থাক এইখানে এখন কলা দিয়ে—কৈ কলা—কলা গেল কোথা? আমার কলা গেল কোথা? আমার কলা—ও তাই বেটী, তাই বেটীর আস্তি! আমার কলা চুরি করবে ব'লে বেটী পাঁউরুটী ফাঁদ পেতেছিলে! বেটী, আমি রাধাবাজারের ঘাঘু, আমি গোরাকে দমবাজি মেরে পয়সা আদায় করি! তুমি বেটী আমার কাছে উড়বে! বেটী তোমার এক ছ্যাচনেচে মিয়োন পাঁউরুটী দেখিয়ে আমার অমন পুরুষ্ট কলা গাপ করবে? কলা আমার যাবে কোথায়? বের করবই! এখন বেটীর পাঁউরুটী—ছোটলোক, লক্ষীছাড়া পাজী পাঁউরুটী যাও এই খানায় যাও। (প্রক্ষেপ)

(দুধের বাটী হস্তে বাঁড়ুজ্যের প্রবেশ)

কে মশায় আপনি?

বাঁড়ুজ্যে। বটে বটে, তুমি কে হে?

চাটুজ্যে। আপনি এখানে কি চান?

চাটুজ্যে। (স্বগত) এই সেই ছাপাওলা।

(দুধের বাটি স্থাপন)

বাঁড়ুজ্যে। (স্বগত) এই সেই কাটা-কাপড়ওয়ালা। (দুধের বাটী স্থাপন)

চাটুজ্যে। আপনার দোহুতিরির ঘরে আপনি যান।

বাঁড়ুজ্যে। আমার দোছতরি? তোমার দোছতরির ঘর।

চাটুজ্যে। ভাখ ছাপাওয়ালা, যদি মার খাবার সাধ না থাকে তো ভালয় ভালয় আমার ঘর থেকে বেরোও।

বাঁড়ুজ্যে। তোর ঘর? বল্ আমার ঘর, ছোট লোক কাটা-কাপুড়ে!

চাটুজ্যে। এই দেখ কার ঘর—হা হা হা! এই দেখ কাগজ, গেল মাসের ভাড়ার চিঠি।

বাঁড়ুজ্যে। কাগজ? এই দেখ্ দেখ্ দেখ্ দস্কে ঐ ঐ ঐ, দেখলি?

চাটুজ্যে। ঢের ঢের ঢের দেখছি—ছাপাখানার ভূত!

বাঁড়ুজ্যে। চুপ রও! রিপুর কর্ম্ম (সুরে) ও রিপুর ক—অ—

চাটুজ্যে। দূর বেটা! কমা, সেমিকোলন, কএর জায়গায় ক, ঢয়ের জায়গায় ঢ়।

বাঁড়ুজ্যে। টেক্ টেক্ টেক্, নো টেক নো টেক—

চাটুজ্যে। (কম্পোজ, কালী দেওয়া ও ছাপার ভঙ্গী)

বাঁড়ুজ্যে। কমিইন্ মিস্ ইওর কালার্স সপ; হেকারচিপ, বনেট, মসলিন—

চাটুজ্যে। (চীৎকার) ওরে, চোর চোর।

বাঁড়ুজ্যে। ওরে ডাকাত রে! খুন কল্লে রে!

চাটুজ্যে। অ—ভব!

বাঁড়ুজ্যে। অ ভব—অ—অ—অ!

উভয়ে। ও ভবী—ঈ—ঈ!

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। কি কি, হয়েছে কি?

(উভয়ে ভবতারিণীর হস্তধারণ)

বাঁড়ুজ্যে। রিপুকর্ম্মটাকে এখনই বের ক'রে দে।

চাটুজ্যে। তেলকালিমাখা ভূতটাকে বের করে দে শীগ্‌গির।

ভব। বলি বাবুরা—

চাটুজ্যে। (ভবকে টানিয়া) বল্ এর মানে কি?

বাঁড়ুজ্যে। বল্ এর মানে কি? (ভবকে টানিয়া) এ কা'র ঘর?

চাটুজ্যে। হাঁা, বল্ মাগী, এ কার ঘর?

বাঁড়ুজ্যে। আমার ঘর কি না?

ভব। না।

চাটুজ্যে। নাও, শুন্‌লে? এ আমার ঘর!

ভব। না না, এ তোমাদের দু'জনকারই ঘর।

উভয়ে। দুজনকারই?

ভব। ঠাকুর মশাইরা শোন, রাগ করো না। এই যে দেখ (চাটুজ্যের প্রতি) ও ঠাকুরটী দিনেই ঘরে থাকেন, আর এঠাকুরটী (বাঁড়ুজ্যের প্রতি) খালি রেতেই ঘরে থাকেন। তাই চক্রবর্ত্তী মশাই বল্লেন যে, পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডার ঘরটা যদ্দিন না মেরামত সম্পূর্ণ হয়, তদ্দিনকার মত এই এক ঘরেই—

উভয়ে। পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডার ঘর কবে ঠিক হবে?

ভব। কাল হয়ে যাবে, এমনি অনুমান হচ্ছে।

চাটুজ্যে। আমি সেই ঘর নেব।

বাঁড়ুজ্যে। আমিও।

ভব। দুজনেই যদি সেই ঘর নেবে, তবে দুজনে কেন এই ঘরেই বাবস্থা কর না?

উভয়ে। তাও তো বটে!

চাটুজ্যে। দেখুন, আমি আগে বলেছি।

বাঁড়ুজ্যে। বাধিত হলেম, পুবের বারাণ্ডার ঘর ম'শায়ের, এখন যাও।

চাটুজ্যে। যাও! আরে—আরে—আরে—

ভব। ঠাকুর, তোমরা ঝকড়া করো না; আগে এই—এই—এই মধ্যস্থি খানে একটা বেড়া ছিল—

উভয়ে। তবে দাও বেড়া।

ভব। রোস দেখছি, যদি সে ঘরটা আজই ঠিক পিরিস্কার ক'রে দিতে পারি, এখন বাবু দু'জনেই একটু শেভ্রুলা হোন।

[ভবতারিণীর প্রস্থান।

চাটুজ্যে। কি গেরো? (পদচারণ)

বাঁড়ুজ্যে। (চৌকীতে বসিয়া) ম'শাই, একটা পরামর্শ দেব কি? পাইচারী কর্ত্তে ইচ্ছা হয় তো দিব্যি গঙ্গার ধার আছে, যান, তোফা হাওয়া।

চাটুজ্যে। হুজুর, আপাততঃ সে রকম কিছু কচ্ছিনি।

(অন্য চৌকীতে উপবেশন)

বাঁড়ুজ্যে। ভাল, ক্ষতি নাই।

চাটুজ্যে। কিছু না; আচ্ছা, আপনি বেড়াতে যেতে পারেন, আমি আপনাকে ধরে রাখছিনি।

বাঁড়ুজ্যে। অত আত্মীয়তার কাজ কি? (গাঁজার কলিকা দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, এক ছিপ তৈয়ের যে—ভুলে আছি! ব্যোম মহাদেব! (কলিকা ও টীকে লইয়া ধূমপানের উদ্যোগ)

চাটুজ্যে। ও কি ও, কি কচ্ছো?

বাঁড়ুজ্যে। কি কচ্ছি? গাঁজা চড়াচ্ছি।

চাটুজ্যে। ছুট! (উঠিয়া জানালা উদ্ঘাটন)

বাঁড়ুজ্যে। ও কি ও, কি কর? আমার চখে আলো বরদাস্ত হয় না।

চাটুজ্যে। আমারও নাকে গাঁজার গন্ধ বরদাস্ত হয় না।

বাঁড়ুজ্যে। জানালা বন্ধ কর, জানালা বন্ধ কর!

চাটুজ্যে। কলকে রাখ, কলকে রাখ।

বাঁড়ুজ্যে। (রাখিয়া) এই নাও রৈল।

চাটুজ্যে। (জানালা বন্ধ করিয়া) এই নাও বন্ধ হ'ল।

বাঁড়ুজ্যে। যাই, আমি আমার বিছানায় যাই।

(শয্যায় গমন)

চাটুজ্যে। (দৌড়িয়া শয্যায় বসিয়া) মাপ কর ঠাকুর, ওঠ, আমি কাকেও আমার বিছানা ঘাঁটতে দিই না।

(উভয়ের উত্থান)

বাঁড়ুজ্যে। তোমার বিছানা! আচ্ছা এ, তুমি ঘুসি লড়তে পার?

চাটুজ্যে। না।

বাঁড়ুজ্যে। না! তবে এস লাগে (ঘুসি লড়ার ভঙ্গী)

চাটুজ্যে। দেখ, তুমি চুপ ক'রে বস তো বসো, নইলে আমি এখনই পাহারাওয়ালা ব'লে চেঁচাব।

(উভয়ের বিপরীতদিকে মুখ করিয়া উপবেশন)

বাঁড়ুজ্যে। বলি শুনছেন?

চাটুজ্যে। কি বলুন।

বাঁড়ুজ্যে। অবস্থাগতিকে কিছুকাল যখন দু'জনকেই এক ঘরে থাকতে হচ্চে, তখন কাটাকাটি ক'রে মরার আবশ্যক কি?

চাটুজ্যে। কোন প্রয়োজন দেখছি না, কাটাকাটি করায় আমার বিলক্ষণ আপত্তি।

বাঁড়ুজ্যে। আর ধরুন গে, আপনার উপর আমার কোন বিশেষ বিদ্বেষভাব নাই।

চাটুজ্যে। আমারও মশায়ের সঙ্গে কোন সাংঘাতিক শত্রুতা নাই।

বাঁড়ুজ্যে। বিশেষতঃ সবই ভবীর দোষ।

চাটুজ্যে। সম্পূর্ণ। (উভয়ের চৌকী টানিয়া নিকটস্থ হওন)

বাঁড়ুজ্যে। কেমন মহাশয়?

চাটুজ্যে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঁড়ুজ্যে। আসুন, একটা পান ইচ্ছা করুন, (পান প্রদান)

চাটুজ্যে। আসতে আজ্ঞা হয়। (পান লইয়া নমস্কার)

বাঁড়ুজ্যে। নমস্কার, নমস্কার! আপনার গানটান গাইতে আসে?

চাটুজ্যে। কখন কখন সখের দলে দোহারকি করেছি।

বাঁড়ুজ্যে। তবে একটা দোহারকই গান না। (কিঞ্চিৎ পরে) আচ্ছা, কখন থিয়েটার দেখতে গেছেন?

চাটুজ্যে। না, আমার পরিবার আপত্তি করে।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার পরিবার! আপনার স্ত্রী আছে না কি?

চাটুজ্যে। হবে—শীগ্‌গির হবে; সম্বন্ধ হয়েছে।

বাঁড়ুজ্যে। তবে সে তো হওয়াই! আচ্ছা আচ্ছা, বড় খুসী হলেম।

চাটুজ্যে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) খুসী!—উঠ্‌ছেন যে? কোথায় যান? যাবেন না, এখানে সে আর আসছে না।

বাঁড়ুজ্যে। ও বুঝেছি বুঝেছি, কাছাকাছি হাঁড়ীকাড়া আছে—কেমন? ভারী চালাক অ্যাঁ (কাঁধ টিপিয়া)

চাটুজ্যে। কি রকম কথা মশায়? দেখুন, ও সব কথা নিয়ে তামাসা নয় মশায়! আমার স্ত্রী—অর্থাৎ আমার কনে—অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ পত্নী, যার সঙ্গে আমার বিবাহ হ'লে যে আমার স্ত্রী হবে, সে—তিনি—সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—দূর ছাই! ব্রাহ্মণকামিনী—দুর কন্যা, অন্ন বস্ত্র অদ্যিজোয়াৎ আছে, পাঁচ ছ'টা রেড়ির কল—

বাঁড়ুজ্যে। কি কি, কোথায়?

চাটুজ্যে। কাছাকাছিই—রেলের ধারে। চম্‌কে উঠলে যে?

বাঁড়ুজ্যে। না কিছু তা—তার পর?

চাটুজ্যে। রেড়ির কল নিয়ে এদিন একটু মোকর্দ্দমা চল্‌ছিল ব'লে কিছু হয়নি।—আহা, সৌভাগ্যক্রমে হাইকোর্টের মোকর্দ্দমা গজেন্দ্রগমনে চলে!—তা এখন মোকর্দ্দমা আপোসে মিটে গেছে। এইবার শীঘ্রই আমাদের শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। আপনি বিবাহিত?

বাঁড়ুজ্যে। আমি? ঠিক নয়।

চাটুজ্যে। আইবুড়ো? বেশ দিব্য, সুখী।

বাঁড়ুজ্যে। না, তাও ঠিক নয়।

চাটুজ্যে। তবে স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে? মহাশয় মদ্দ-বিধবা?

বাঁড়ুজ্যে। তাই বা কেমন ক'রে বলি—

চাটুজ্যে। মাপ করবেন ম'শায়, আমি তো কিছু বুঝতে পাল্লেম না। না আইবুড়ো, না বিবাহিত, না বিধবা, তিনের একও নয়! আপনি এমনতরটা কেমন ক'রে হলেন?

বাঁড়ুজ্যে। কেমন ক'রে হলেম?

চাটুজ্যে। তা বই কি, এ কি মনিষ্যিতে হতে পারে? জীবন্ত মানুষে তো নয়—দেখি শুনি, শুনিশুনি।

বাঁড়ুজ্যে। তা সম্ভব। কিন্তু আমি তো জীবন্ত মনিষ্যি নই।

চাটুজ্যে। (পশ্চাৎ চাহিয়া) ক্ষান্ত হোন মশায়, ও রকম তামাসা আমি ভালবাসি না।

বাঁড়ুজ্যে। তামাসা নয় ম'শায়, সত্যই বলছি, আজ তিন বৎসর হ'ল, আমার মৃত্যু হয়েছে—হায়! হায়! ও হো হো হো!

চাটুজ্যে। (সভয়ে) আপনি চুপ করুন ম'শায়।

বাঁড়ুজ্যে। বিশ্বাস না করেন, নাম ধাম ব'লে দিচ্ছি, আমার আত্মীয়বন্ধুদের বাড়ী জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন আমার নাম কল্লেই তারা ডুকরে কেঁদে উঠবে। তা হ'লে তো বিশ্বাস হবে?

চাটুজ্যে। মহাশয়! প্রিয়বন্ধো! হৃদয়-মাধব! যদি এমন কোন উপায় থাকে যে, বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হ'বার পর মরে যাওয়া যায়, তার র আবার কলে কৌশলে এ পৃথিবীতে থেকে কাজকর্ম্ম করাও চলে, তা হ'লে আমায় বলুন—বলুন, মরে-বাঁচাপ্রাণের পঞ্চানন তৈলিক্ ম'শায়।

বাঁড়ুজ্যে। ওঃ, তবে দেখছি, আপনি আপনার বাগদত্তা সুন্দরীকে লাভের জন্য ততটা পাগল নন।

চাটুজ্যে। না, তা নয়—তবে কি জানেন, প্রণয়ে একটু বাধা আছে, ব্রাহ্মণ-নন্দিনী চন্দ্রবদনীর মেজাজটা কিছু উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা ধাতের, আমার এই কাহিল অঙ্গে তা যে সহ্য হয়, এমনটা বোধ হয় না।

বাঁড়ুজ্যে। বটে, তার তো সহজ উপায় আছে, আমি যা করেছিলেম, তাই করুন।

চাটুজ্যে। তাই করবো, কি বলুন।

বাঁড়ুজ্যে। জলে ডুবে মরুন।

চাটুজ্যে। (সভয়ে) আবার ঐ ধুয়ো! চুপ করবেন মশায়।

বাঁড়ুজ্যে। শুনুন, তিন বৎসর হ'ল, দুর্ভাগ্যক্রমে নইহাটীতে আমি একটী কামিনীর মনোচোরা হই, কুলীনকুমারীর আধা-বয়সেও ছটাখানি বেশ জমকাল আছে।

চাটুজ্যে। (স্বগত) তিনবাস পূর্ব্বে চুঁচড়োতে ঠিক আমারও ঐ রকম হয়েছিল। (প্রকাশ্যে) চুপ করলেন যে, বলুন বলুন।

বাঁড়ুজ্যে। সুন্দরীর প্রেমজাল এড়াবার জন্য আমি আসামে চা-বাগানের চাকরী স্বীকার করেম।

চাটুজ্যে। (স্বগত) আমিও!

বাঁড়ুজ্যে। দাদন নিলেম।

চাটুজ্যে। (স্বগত) আমিও কি—আশ্চর্য্য!

বাঁড়ুজ্যে। দাদন নিয়েই মনে বড় ক্ষোভ হয়।

চাটুজ্যে। (স্বগত) আমারও তাই। বাঃ বাঃ! কি চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

বাঁড়ুজ্যে। আমার প্রণয়িনী, এজেণ্টের কাছে তাঁর গোমস্তা পাঠিয়ে অনেক উপরোধ ক'রে আমার দাদনের টাকা আর আর খরচা সমেত দিয়ে আমায় খালাস করতে চাইলেন, এজেণ্ট রাজি হলেন, আমি প্রথম একটু এদিক্ ওদিক্ করেছিলেম, কিন্তু পরে রাজি হলেম।

চাটুজ্যে। (স্বগত) আমারও ঠিক ঐ, তবে আমি একেবারে রাজি হয়েছিলেম—তার পর?

বাঁড়ুজ্যে। শুভ বিবাহের দিন স্থির হ'ল, ক্রমে দিন ঘনিয়ে এল—

চাটুজ্যে। (করুণস্বরে) হ্যাঁ দাদা, দিন ঘুনিয়ে এল দাদা রে? তোর দিন ঘুনিয়ে এল?

বাঁড়ুজ্যে। হ্যাঁ ভাই রে, প্রাণের লক্ষণ! দিন যত নিকট, প্রাণ তত আকুল! এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ ফুটলো, বুঝতে পারেম, সে অমূল্যনিধি আমার মত নবাবের জন্য নয়। সুন্দরীকে খুলে বল্লেম; কোথা এ প্রশংসার কথায় তুষ্ট হবেন, না রূপসী একেবারে মদমত্ত মাতাঙ্গিনীর ন্যায় আমার দিকে কাঠের চেলা হস্তে ধাবমানিনী আমিও রণরঙ্গে প্রস্তুত! বীর-পদভরে দৌড়দানের উদ্যোগ,

করলেম; "স্ত্রীহত্যা মহাপাতক" জ্ঞান তখন রইল না। প্রেয়সীকে ত্যাগ ক'রে ভুয়ো বলে সবেগে চম্পট। দুদিন পরে শমন প্রাপ্তি; অক্ষতপূর্ব্বা যুবতী বালিকা—জাত যাবে,ড্যামেজের নালিশ।

চাটুজ্যে। কি সর্ব্বনাশ! পাড়ায় উকীল ছিল না কি?—তার পর?

বাঁড়ুজ্যে। সর্ব্বনাশ ব'লে সর্ব্বনাশ! সুন্দরীর গোমস্তা আমলারা মোকদ্দমার রীতিমত যোগাড় করতে লাগল, বাঙ্গালী উকীল সাক্ষী মাটী দিয়ে শামলা কেচে নিলেম, আমার ফৌজদারীতে ফেলবারও শলা হতে লাগলো। আমার যেন হাইড্রোফোবিয়া হ'ল, প্রাণে ধিক্কার জন্মিল! শেষ হতাশ হয়ে যা করবার নয়, তাই করতে সঙ্কল্প করলেম। একদিন সন্ধ্যার সময় কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরুলেম; গঙ্গাধারে ময়রার দোকানে ব'সে তামাক খেলেম,দোকানীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইলেম, নিশ্বাস পড়তে লাগলো চোখ পুঁছলেম, তার কথায় উল্টো উল্টো ছোট ছোট উত্তর দিলেম, তার পর উঠে গঙ্গার কিনারায় এলেম, ঘাটের দিক্ ছেড়ে আঘাটায় গেলেম, কেউ কোথাও নাই, চাদর, জামা, জুতা খুলে কিনারায় রাখলেম, একখান বড় পাথর পড়েছিল, তুল্লেম, একবার আকাশের দিকে তাকালেম, গঙ্গার দিকে চাইলেম, বুকের ভিতর থেকে ডাকলেম, "মা গো", পাথরখানা জোরে জলের মাঝখানে ছুড়লেম, "ঝপা —" আমিও মাঠের দিকে লম্বা।

চাটুজ্যে। বলো বলো,আমি কতক কতক ব্যাপারটা বুঝছি, তুমি নিরুদ্দেশ—জলের ধারে তোমার কাপড়-চোপড় পাওয়া গেল—

বাঁড়ুজ্যে। ঠিক ঠাউরেছ,জামার পকেটে না চাদরের খোঁটে—মনে নাই একটু কাগজে লেখা ছিল, "তোমার জন্য আমার শেষ এই গতি হল—দিগম্বরী—প্রাণেশ্বরী!"

চাটুজ্যে। দিগম্বরী! (চমকিত ভাবে বাঁড়ুজ্যের হাত ধরিয়া অগ্রসর হওত) দিগম্বরী!

বাঁড়ুজ্যে। দিগম্বরী।

চাটুজ্যে। কমলাকান্ত গাঙ্গুলীর কন্যা?

বাঁড়ুজ্যে। কমলাকান্ত গাঙ্গুলীর কন্যা।

চাটুজ্যে। এক মেয়ে—জমী জায়াত রেড়ির কল সব তারই?

বাঁড়ুজ্যে। এক মেয়ে—জমী জায়াত রেড়িরকল সব তারই।

চাটুজ্যে। চুঁচুড়োতে?

বাঁড়ুজ্যে। নৈহাটীতে।

চাটুজ্যে। হলো—ইস্পার কি ওস্পার! কুলীনের মেয়ে মেলের ঘরের অভাবে এদ্দিন বিয়ে হয় নি!

বাঁড়ুজ্যে। তাই?

চাটুজ্যে। বয়েস বছর পঁচিশ।

বাঁড়ুজ্যে। বছর পঁয়ষট্টী।

চাটুজ্যে। সে যার যেমন নজর—নিশ্চয়ই সে! মশায়, আপনি কি তবে খুদিরাম বাঁড়ুজ্যে?

বাঁড়ুজ্যে। আমিই সেই! ছিলেম তো খুদিরামই, এখন একেবারে নেই রাম বাঁড়ুজ্যে।

চাটুজ্যে। আর যার হৃদয়ে আপনি এই শেলাঘাত করেছেন, আমি কিনা তাকেই বিবাহ কর্ত্তে যাচ্ছিলেম!

বাঁড়ুজ্যে। অঃ! তবে আপনি কি পুঁটিরাম চাটুজ্যে?

চাটুজ্যে। আজ্ঞা হাঁ, অবলা গরীব ব্রাহ্মণের ঐ নাম।

বাঁড়ুজ্যে। আমি সব শুনেছি, বড় আন—

নের বিষয় ! পরম সুখে কালাতিপাত কর। ভাল কথা, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

চাটুজ্যে। বাপ রে, সে কি ? আর কি আমি তোমার চোখের আড় কর্ত্তে পারি ! তোমার প্রণয়িনীর হাতে তোমায় প্রত্যর্পণ ক'রে আমার কাজ ।

বাঁড়ুজ্যে। আমার প্রণয়িনী ? তোমার বল।

~~চাটুজ্যে~~। আমি জলে ডুবে মরেচি, আর আমার কেমন ক'রে হবে ?

~~বাঁড়ুজ্যে~~। কি বাজে কথা কও ; আমি তোমাকে দিগম্বরীর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেব, তবে নিশ্চিন্ত হ'বো।

বাঁড়ুজ্যে। তোমার বাগদত্তা বনিতার সঙ্গে আলাপ করবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।

চাটুজ্যে। আমার বাগদত্তা,সে কি কথা ? প্রথমে সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে। তা'তে কি এসে যায় ? আমার অপঘাতমৃত্যু হ'ল, তার পর তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিকঠাক হ'ল।

চাটুজ্যে। বেশ।

বাঁড়ুজ্যে। বেশ কি ?

চাটুজ্যে। আমি অতি অধম, তুমিই তার যোগ্যবর ! আমার প্রাণ অতি অমল কমল ধবধবে ধবল শাদা, আমি আমার সর্ত্ত ত্যাগ করলেম, তুমি পরমসুখে পৌত্র-প্রপৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ-দখল করিতে রহ।

বাঁড়ুজ্যে। মহাশয় সুহৃদ। পরমমিত্র বিভীষণ ! সোণার লঙ্কা পেলেও তোমার যত্নের ধন অমূল্য রতন দিগম্বরীকে আমি আত্মসাৎ করবো না। আমি চল্লেম—নমস্কার।

(গমনোদ্যত)

চাটুজ্যে। (ধরিয়া) দাঁড়াও, দাঁড়াও।

বাঁড়ুজ্যে। ছাড় আমায়, রিপুকর্ম্ম, ছাড়, ছাড়—ছাড়—আমায় ছাড়ু [illegible] আমি নিজ মূর্ত্তি ধরবো।

চাটুজ্যে। খুড় খুড়ো, এ মূর্ত্তিটা তবে কার ? (দুই গালে ঠোকোর)

বাঁড়ুজ্যে। কি ! আমার অপমান ? আমার মুখের উপর অপমান ? নাকের উপর অপমান ? জান এর ফল কি ? এখনই হেস্ত নেস্ত—এস লাগে।

চাটুজ্যে। বেশ, আমিও রাজি—লাগে ! হাতা-হাতি নয়, হাতিয়ার চাই।

বাঁড়ুজ্যে। বেশ—বেশ !

উভয়ে। ভব—ভবী।

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। কি ঠাকুর ! কি—কি ?

বাঁড়ুজ্যে। দু'খানা কাটারি।

চাটুজ্যে। অথবা বঁটী।

বাঁড়ুজ্যে। অভাবে—জাঁতি।

ভব। বঁটী কাটারী কেন গো

বাঁড়ুজ্যে। তোর তায় দরকার কি ? নিয়ে আয় শীগ্‌গির।

ভব। আচ্ছা আচ্ছা, কাটারীই দিচ্ছি।

চাটুজ্যে। দাঁড়াও, তুমি কাটাকাটি করবার জন্য দু' দু'খান। ধারাল কাটারী ধরে রাখ।

ভব। ওঃ পোড়া কপাল, কাটারি কোথা ? দুটো খালি বাঁট পড়ে আছে ?

চাটুজ্যে। শুধু বাঁট ? অমুং দেহি ! অমুং দেহি ! আজ বাঁটের যুদ্ধ !

[ভবতারিণীর প্রস্থান।

চাটুজ্যে। বলি, শুনছেন ?

চাটুজ্যে। হাঁ হাঁ, কি বলবে, প্রকাশ ক'রে বল।

বাঁড়ুজ্যে। যুদ্ধবিষয়ে আপনার মত কি ?

চাটুজ্যে। অতি ছোটলোক অসভ্যের কাজ।

বাঁড়ুজ্যে। আমারও ঐ মত, তবে বাটে বাটে দান্দা হয়, তা'তে তো আপত্তি নাই!

চাটুজ্যে। হাঁ, সে আলাদা কথা।

বাঁড়ুজ্যে। কিন্তু এ বড় বেল্লিকমো! কোথাও কিছু নাই, দু'খানা কাটারির বাঁটে ঠোকাঠুকি করি, এই বা কি ছেলেমানুষি?।

চাটুজ্যে। কিছু না,একটু ইয়ারকি মাত্র।

বাঁড়ুজ্যে। একটা কথা শোন, কেন তুমি দিগম্বরী ঠাকরুণকে বিয়ে কর্‌বে না?

চাটুজ্যে। কেন? আমি তো আগেই বলেছি, তা'র মেজাজের সঙ্গে আমার বনে না, তোমায় তা'তে বেশ সুখে থাক্‌বে।

বাঁড়ুজ্যে। সুখী? আমি যখন মনে মনে জানছি, তোমায় সে ধনে বঞ্চিত কচ্চি! চাটুজ্যে, আর ও কথা বলো না।

চাটুজ্যে। বাঁড়ুজ্যে, আমার কথা তুলো না, তোমার সুখেই আমি সুখী হব।

বাঁড়ুজ্যে। কি ছেলেমানুষি কচ্ছো?

চাটুজ্যে। আচ্ছা পাগলামি কোচ্ছো তো?

বাঁড়ুজ্যে। আমি তারে বে করবো না।

চাটুজ্যে। আমি কাশীমিত্তিরের ঘাটে যাব, তবুও তারে নিয়ে ছাদ্‌নাতলায় যাব না!

বাঁড়ুজ্যে। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, স্ফূর্তিতে যার অদৃষ্টে পড়ে।

চাটুজ্যে। অতি সদ্‌যুক্তি।

বাঁড়ুজ্যে। কড়ি পাড়ান যাক—কেমন?

চাটুজ্যে। বেশ বেশ! কড়ি পাড়ানই বেশ!

বাঁড়ুজ্যে। (স্বগত) বড়ই মজা হয়েছে, ভবীর বোনপোর দশ-পচিশের কড়ি ক' কড়া আমার কাছে আছে। সে কড়িগুলোর কিছু তারিফ আছে, ক্রমাগত ছকাই পড়ে!

চাটুজ্যে। (স্বগত) ঠিক হয়েছে! দোকানের ছোঁড়াটা সে দিন কড়ি খেলছিল, দিব্বি বড় বড় সীসে-ভরা কড়ি দেখে ছোঁড়াকে গোটাকতক পয়সা দিয়ে নিয়েছিলেম—ফেল্লেই ছকা। আজ ঠিক কাজে লেগে যাবে!

বাঁড়ুজ্যে। কৈ মশাই!

চাটুজ্যে। আসুন,আপনি আগে পাড়ান, যে যার নিজের কড়ি!

বাঁড়ুজ্যে। যা ইচ্ছা; যার কম চিত হবে, সেই দিগম্বরীর বর হবে।

চাটুজ্যে। বেশ কথা।

বাঁড়ুজ্যে। তবে আসুন।

চাটুজ্যে। আসুন।

বাঁড়ুজ্যে। (কড়ি পাড়াইয়া) এই—এই ছক্কা!

চাটুজ্যে। বেড়ে পাড়িয়াছেন! এই নিন (কড়ি পড়াইয়া) এই ছক্কা!

বাঁড়ুজ্যে। আপনি কম্‌তি কি?—এই ছকা।

চাটুজ্যে। এই ছকা।

বাঁড়ুজ্যে। ছকা।

চাটুজ্যে। আপনার দিব্বি কড়ি!

বাঁড়ুজ্যে। আপনার কড়িও চমৎকার!

চাটুজ্যে। আসুন বদলাবদলি করি।

বাঁড়ুজ্যে। আসুন। (কড়ি বদল)

চাটুজ্যে। ছ—ছক্কা!

বাঁড়ুজ্যে। ছকা!

চাটুজ্যে। ছক্কা!

বাঁড়ুজ্যে। ছক্কা।

চাটুজ্যে। কি পেয়ো! আপনি ক্রমাগত ছকাই পাড়াতে থাকবেন?

বাঁড়ুজ্যে। যতক্ষণ না পড়তা ফিরবে, এই রকমই চল্‌বে।

চাটুজ্যে। দেখি তোমার কড়ি—সীসে ভরা!

বাঁড়ুজ্যে। তোমার দেখি—ও মাটী পোরা!

চাটুজ্যে। জুচ্চুরী!

বাঁড়ুজ্যে। ঠাকমী।

(উভয়ে তফাৎ থাকিয়া ঘুসী লড়ার ভঙ্গী)

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

উভয়ে। পুবের বারাণ্ডার ঘর তৈয়ের?

ভব। একটু বিলম্ব আছে। সে কাটারির বাঁট তো খুঁজে পেলুম না। এই একখানা চিঠি আছে, কাল ডাকআলা দিয়ে গেছে, আঁচলের খোঁটে বেঁধে রেখেছিলুম, দিতে ভুলে গেছি।

চাটুজ্যে। আঁচলের খোঁটটীতে বরাবর বেঁধে রেখেছ? বেশ্ করেছ!

ভব। হেঁ বাবু, অপরাধ গেরণ করো না বাবু; আমি গাঁটেথে চার পয়সা বেরাগিন্ মাশুল দিয়েছি।

চাটুজ্যে। তা দিয়ে থাক তো সব কশুর মাফ!

[ভবতারিণীর প্রস্থান।

নৈহাটী, নৈহাটীর ডাকঘরের মোহর!

বাঁড়ুজ্যে। নিশ্চয়ই দিগম্বরীর প্রেমলিপি।

চাটুজ্যে। তবে পড়ুন। (চিঠি প্রদান)

বাঁড়ুজ্যে। আমি পোড়ব?

চাটুজ্যে। অবশ্য। আমি কি এমনই মূর্খ যে, আপনার স্ত্রীর চিঠি পড়বো?

বাঁড়ুজ্যে। আমার স্ত্রী! এ যে পরিষ্কার আপনার নামে শিরোনামা চ—ট্টো—পা—ধ্যা—য়।

চাটুজ্যে। এটা কি "চট্টো"? আমার ঠিক "বন্দ্যো" "বন্দ্যো" বোধ হচ্চে!

বাঁড়ুজ্যে। পাগল নাকি—নিন, খুলে ফেলুন।

চাটুজ্যে। (পত্র দেখিয়া) অবাক্! এ কি!

বাঁড়ুজ্যে। (পত্র লইয়া) অবাক্! এ কি!

চাটুজ্যে। (পত্র পাঠ) "বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, দৈবদুর্ঘটনাক্রমে আপনার ভাবি-সহধর্ম্মিণীর পরলোক হইয়াছে।" মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর কথা বলছে—

বাঁড়ুজ্যে। না না, আপনার। যাক্, আর তা'তে এল গেল কি? মোদ্দাৎ সে আপনারই ছিল।

চাটুজ্যে। তা কেমন ক'রে? আপনার সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ।

বাঁড়ুজ্যে। তা হোক না—তার পর তো আপনার সঙ্গে। যাক, আর ও তর্কে দরকার নাই, পড়া যাক। "দিগম্বরী ঠাকুরাণী নৌকাযোগে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে রওনা হন," সেই দিন সন্ধ্যাকালে ভয়ানক ঝড় হয়; বোধ হয়, তাহাতেই নৌকাডুবি হয়, তখন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; দু'দিন পরে জেলেরা দেখে, তলা-ফুটো হইয়া হুগলীর চড়ায় আটকাইয়াছে।" আহা হা, ব্রাহ্মণের মেয়ে! কি ভয়ানক অবস্থা।

চাটুজ্যে। এ নৌকার অবস্থা লিখছে ম'শাই।—"আমি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী, কাগজাদি তল্লাস করিয়া দেখিলাম, তাঁহার মোহরাঙ্কিত একখানি উইল আছে, তাহাতে লিখিত আছে—যদ্যপি কুমারী অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তবে যাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির হইবে, তিনিই আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন।" আহা-হা! অভাগিনী প্রণয়িনীর কি উঁচু প্রাণ।

বাঁড়ুজ্যে। ওহো, সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী আমার।

চাটুজ্যে। হায় হায়, এমন স্ত্রীকে নিয়ে ফুর্ত্তি খেল্‌ছিলেম!

বাঁড়ুজ্যে। তাই তো, কি ঘৃণা! এ রতন কড়ি পাড়িয়ে হারাচ্ছিলেম!

চাটুজ্যে। ম'শাই, আপনিই যথার্থ বন্ধু, আপনি আমার দুঃখে যেরূপ দুঃখিত হয়েছেন—

বাঁড়ুজ্যে। ও বিষয় আপনার কাছে আমি হার মানলেম; আপনি কি সহৃদয়! আপনার নিজের পত্নী হলেও আপনি এত দুঃখিত হতেন কি না সন্দেহ।

চাটুজ্যে। আমার নিজের পত্নী? আমারই তো, প্রায়ই তো হয়েছিল।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার হয়েছিল? এই এতক্ষণ যে বেশ জ্ঞানীর মত কথা কচ্ছিলেন; বলছিলেন, যখন আমার সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ হয়, তখন সে আমারই।

চাটুজ্যে। আপনিও তো বেশ বিচক্ষণের মত বলছিলেন যে, আপনার অপঘাতমৃত্যু হয়েছে?

বাঁড়ুজ্যে। মিথ্যা কথা, আমি তা স্বীকার করি না।

চাটুজ্যে। হাঁ, আপনার মৃত্যু হয়েছে।

বাঁড়ুজ্যে। এ বিষয় আমার।

চাটুজ্যে। আমার—আমার।

বাঁড়ুজ্যে। আমি দখল করবো।

চাটুজ্যে। আমিও করবো।

বাঁড়ুজ্যে। আমি আদালত করবো।

চাটুজ্যে। আমিই কোন্ ছাড়বো? হুগলী খয় করবো।

বাঁড়ুজ্যে। রসো, একটা পরামর্শ আছে, আদালতে গিয়ে বিষয়টা ভস্মরূপ না ক'রে, এস না কেন ভাগ করে নি?

চাটুজ্যে। সমান সমান।

বাঁড়ুজ্যে। হাঁ, বেশ কথা, সমান সমান—আমার দশ আনা।

চাটুজ্যে। পরিষ্কার কথা—চুল চেরা ভাগ—আমার বার আনা।

বাঁড়ুজ্যে। তা হ'লে তো হলো না।—আধা আধি।

চাটুজ্যে। রাজি।

বাঁড়ুজ্যে। হাতে হাত দাও।

চাটুজ্যে। এই নাও।

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছ গো? ডাকের চিঠি আছে, নে যাও।

চাটুজ্যে। আবার ডাকওয়ালা?

বাঁড়ুজ্যে। কাল ডাকওয়ালা—আবার আজ ডাকওয়ালা?

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। এই আর একখানা চিঠি গো, আর চার পয়সা হলো।

চাটুজ্যে। আচ্ছা ভব, এবারও পয়সাটা তোমার মাফ কল্লেম। এও যে নৈহাটী থেকে।

(পত্র পড়িয়া) অবাক্! এ কি!

বাঁড়ুজ্যে। (পত্র দেখিয়া) অবাক্! তাই তো!

চাটুজ্যে। (পত্রপাঠ) "সুখের বিষয়—মিথ্যা আশঙ্কা"—

চাটুজ্যে। "হঠাৎ ঝড়—নৌকা ডুবি—আপনার ভাবিপত্নী দিগম্বরী ঠাকুরাণী—"

চাটুজ্যে। "জাহাজের লোকে তুলিয়া—"

বাঁড়ুজ্যে। "শান্তিপুরে লইয়া যায়—"

চাটুজ্যে। "অদ্য প্রাতে এখানে পৌঁছিয়াছেন—"

বাঁড়ুজ্যে। "কল্য কলিকাতায় রওনা হইবেন—"

চাটুজ্যে। "শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন প্রয়োজন! ঠাকুরাণী নিজে নিজের মালিক, নিজেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিন স্থিরাদি করিবেন, বেলা ১টার সময় বাসায় থাকিবেন—"

উভয়ে। বেলা কত?

বাঁড়ুজ্যে। চাটুজ্যে; আ তোমার কত সুখের দিন!

চাটুজ্যে। বাঁড়ুজ্যে, তোমার সুখেই আমার সুখ!

বাঁড়ুজ্যে। বড় আক্ষেপ হচ্ছে, আজ

রৈল-তে, এখনই আমার আবার বেরুতে হবে, উপস্থিত থেকে তোমাদের শুভমিলন দেখতে পেলেম না ; আসি এখন—নমস্কার।

(গমনোদ্যত)

চাটুজ্যে। ও কি ! ও কি ! আমিই স'রে যাচ্ছি। এত কালের পর আপনাদের পুনর্মিলন হবে, এ সময় কি আমার থাকা ভাল দেখায় ? আসি আমি— শুভ যাই।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার ভ্রম হচ্ছে, আমাদের শেষ তর্কে তো মীমাংসা হলো যে,আপনার সঙ্গে সম্বন্ধই প্রকৃত।

চাটুজ্যে। না, আপনার সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্যে। আপনার সঙ্গে।

উভয়ে। আপনার।(একটার তোপের শব্দ)

বাঁড়ুজ্যে। অ্যাঁ ও কি ! তোপ পড়লো ? তবেই তো এল ! (গাড়ীর শব্দ)ঐ যে গাড়ী দাঁড়াল। (জানালার কাছে গিয়া)

চাটুজ্যে। একটী স্ত্রীলোক নামছে না ?

বাঁড়ুজ্যে। সেই মোটাসোটা চেওড়া চৌড়া দিগম্বরী !

চাটুজ্যে। তোমার ভাবি-স্ত্রী।

বাঁড়ুজ্যে। তোমার।

চাটুজ্যে। তোমার। (উভয়ে দরজায় কাণ দিয়া)

বাঁড়ুজ্যে। শুনছো, উপরে উঠছে ?

চাটুজ্যে। দরজা বন্ধ কর, বন্ধ কর, ঠেলিয়া দাঁড়াও। (উভয়ে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান)

নে-ভব। চাটুজ্যে ম'শাই,চাটুজ্যে ম'শাই !

চাটুজ্যে। আমি এই কতক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছি।

বাঁড়ুজ্যে। আমিও বাড়ী নাই গো।

নে-ভব। চাটুজ্যে ম'শাই, দোর খোলো, দোর খোলো, আমি ভব।

চাটুজ্যে। ভব ? তবে যে স্ত্রীলোকটী গাড়ী থেকে নামলো, সে গেল কোথা ?

নে-ভব। চোলে গেছে।

চাটুজ্যে। সত্য বলছো ?

বাঁড়ুজ্যে। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ?— হ্যাঁ ভব, সত্য ?

নে-ভব। হেঁ হেঁ, চাটুজ্যে ম'শাইকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।

চাটুজ্যে। কৈ, দাও।

নে-ভব। দরজা খোল।

চাটুজ্যে। চৌকাঠের ফাঁক দে গুঁজে দাও, (চিঠি লইয়া) এ আবার কি ?

বাঁড়ুজ্যে। তাই তো!

চাটুজ্যে। (পত্র পাঠ)"সম্প্রতি ঠাকুরাণীর কুষ্ঠী দেখান হইয়াছিল, তাহাতে জানা গেল, তিনি আপনা অপেক্ষা বত্রিশ বৎসর তিন মাসের বড়—"

বাঁড়ুজ্যে। "সুতরাং সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া কল্য রাত্রে অন্য পাত্রের সঙ্গে তাঁহার শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—"

চাটুজ্যে। "তিনি একণে শান্তিপুরে মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন।" বোম্বারা ! তেরেয়ারা !

বাঁড়ুজ্যে। তাধিনিধা ধিনিক ধা ! বেঁচে থাক মুখোজ্যের পো ! হাতের 'নো' ক্ষয় যাক।

চাটুজ্যে। বেঁচে থাক,বেঁচে থাক। (নৃত্য)

বাঁড়ুজ্যে। তেল লেগে যাক দিদিগ দিনা। (নৃত্য)

ভব। (দরজায় মুখ বাড়াইয়া) বারাণ্ডার ঘর অপরিষ্কার হয়েছে গো।

চাটুজ্যে। চমৎকার হয়েছে। আমার দরকার নাই।

বাঁড়ুজ্যে। আমি ত চাই নেই।

চাটুজ্যে। আর কি আমরা ভিন্ন হই, মাণিক-জোড় দুটী ভাই !

বাঁড়ুজ্যে। দুকে আমাদের তফাৎ করে, ওরে দেখিয়ে দে মা—দে না তারে।

চাটুজ্যে। বাঁড়ুজ্যে।

বাঁড়ুজ্যে। চাটুজ্যে! (আলিঙ্গনোন্মত — চাটুজ্যের হাত ধরিয়া) একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না? দেখ, আমার একটী ভাই বেটেরা পূজার দিনে আঁতুড়ে মারা পড়ে, তোমার মুখের দিকে আমি যত চাচ্ছি, আমার ততই তাকে মনে পড়ছে। ওঃ হো! হো! হো!

চাটুজ্যে। কি আশ্চর্য্য, আমিও তোমায় ঠিক ওই কথা বলতে যাচ্ছিলেম! উঃ হু! হু! হু!

বাঁড়ুজ্যে। আচ্ছা ভাই বে। ওঃ। একটী কথা বল! আমার একটা কথার উত্তর দাও! তোমার বাঁ-কাঁধে একটী লাল জড়ুল আছে?

চাটুজ্যে। না।

বাঁড়ুজ্যে। জড়ুল নাই! তবে ভাই না হয়ে আর যায় কোথা! (আলিঙ্গন)

চাটুজ্যে। বাঁড়ুজ্যে!

বাড়ুজ্যে। চাটুজ্যে, চাটুজ্যে!

উভয়ে। আমরা আজ থেকে "চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে" দুটী সহোদর!

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে। — আমরা দুটী সহোদর।

যবনিকা-পতন।

ব্রজলীলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

যমুনা-বক্ষ।

(আবক্ষোমগ্না গোপীগণ)

গোপীগণ।—আও আও অলি, করি জলকেলি,
সব সখী মিলি, যমুনা উছলি।
বঁধুয়া বিহনে, নিশি জাগরণে,
মদন-দহনে, তনু যায় জলি ;—
জলন জুড়াতে, তাই জলে উলি॥
কাঁচলি ফেলেছি খুলে, দুকূল রেখেছি কূলে,
সরম গিয়েছি ভুলে ;—
আও সখি দলে দলে, কাল জলে খেলি॥

২

রাধিকা।— সখি রে!
ঢেউগুলো ওলো ভেঙ্গে দে না।
ঢেউ বুকে এসে বসে মানা মানে না॥
তরঙ্গের কিবা রঙ্গ হেরি,
অঙ্গে অঙ্গে খেলে লুকোচুরি,
উঁকি মেরে হেরে মাধুরী ;—
লহরীর চাতুরী কিছু বুঝা যায় না॥

৩

গোপী।— যমুনার কাল জলে,
কায়া ভাসাইয়ে দিই।
ভেসে ভেসে কত দূরে যাই।
যাই লো ভেসে ভেসে, যাই লো যেন দেশে,
ননদী-বাঘিনী যথা নাই।
দিবানিশি যথা কালায়ে পাই॥

৪

কৃষ্ণ।— সোণার কমল জলে ভাসে,
তাই দেখিবারি আশে, আশা এ পুলিনে।
কদম্বেরি আড়ে থাকি, চুপি চুপি রূপ দেখি,
আঁখি আড়ে থেকে লুকি,
রাধার আঁখি কি কি বলে ;
কা'র হিয়ার ছায়া আছে নয়ন-নলিনে॥

৫

প্র, গো।—আমার যেমনি বেণী তেমনি রবে,
চুল ভেজাব না।
দ্বি, গো।— আমি খুব ডুব দেব সই,
তোর সনা তো শুনবো না॥
তৃ, গো।— আমি জল ছেটাব, জল ছড়াব,
তোদের গায়ে দেব,
চ-প গো।— আমরা তবে চলে যাব
জলে রব না।
সকলে।— আর ভাই সাঁতরে সাঁতরে,
এপারে ওপারে করি আনাগোনা॥

৬

কৃষ্ণ।—বিবসনা ব্রজাঙ্গনা যমুনা-সলিলে।
রঙ্গে ভঙ্গে সোণার অঙ্গ, অপাঙ্গে নেহালে॥
মাধুরী হেরিয়ে চিত্ত হ'ল মাতুয়ারা,
এ শোভা ঢাকিতে দিতে যায় না পারা,
ঝাঁপ দিব যমুনায় এ রূপ ঝাঁপিলে।
নাগরীরে দিয়ে ফাঁকি ঘাঘরী হরিয়ে রাখি,
লাজেতে মুদিবে আঁখি, কূলেতে আসিলে॥

৭

গোপীগণ।—ওলো সই লো! এ কি হইল।
বসন সব কোথা গেল, কে সরে পলাইল॥
কুরতি, কাঁচরী, আঙিয়া, ঘাঘরী,
হরি হরি হরি, কে হরে নিল॥

প্র,গো।—হরিই হরে ছ বাস বুঝিনু স্বজনি।
শূন্য হ'তে কোথা যেন বংশীরব ধ্বনি।
সকলে। — ওই দেখ কদম্ব-ডালে,
রাঙ্গা দুটী চরণ দোলে
কালা বিনা হেন ছলা কে খেলিবে ধনি॥

৯

কৃষ্ণ।—মরি মরি কি মাধুরী হেরি ব্রজনারী।
গোপীগণ।— বসন দাও না ফিরে
পায়ে ধরি হরি।
কৃষ্ণ।—পীত ধড়া কটিতটে, গলে বনমালা,
বসনে কি প্রয়োজন মোর ব্রজবালা,
বাসে রেখে এসে বাস কেন হে চাতুরী॥
গোপীগণ।—রাধার মাথার কিরে,
দাও হে ঘাঘরী ফিরে,
কুলবালা লাজে মরে কি কর মুরারি॥
কৃষ্ণ।—কটি বেড়ি কলকলে, যমুনা-লহর চলে,
ঝাঁপিতেছ হৃদিকমল চারু করতলে॥
লাজমাখা আঁখি হ'তে মতিঝারা ঝরে,
এলোকেশী শশীমুখী মরি স্মর-শরে।
গোপীগণ।—ননীচোরা বাসচোরা
ছাড় না চাতুরী।
চোরেরে ফিরে না হেরে ব্রজকুলনারী॥
কৃষ্ণ।—সরমে মরম জলে যদি হে গোপিনী।
যোড়করে দিবাকরে পূজ লো ভামিনি॥
গোপীগণ।—সাধি হে তপন, হর হে কিরণ,
আলোক ঝলকে, হৃদয়-গোলকে,
বাস হরি হেরে, গোলোকবিহারী॥
কৃষ্ণ।—জলমাঝে আলো ঢেলে দেখ দিনমণি।
সলিলে বিরলে রতন রেখেছে গোপিনী॥
গোপীগণ।—ছি ছি কে কোথা আছে,
কেউ দেখে পাছে,
অরি ফিরে পাছে পাছে, জান না শ্রীহরি।
উহু উহু শীতে মরি, সলিল সহিতে নারি,
পায়ে ধরি বংশীধারী, আমরা মানিলাম হারি॥

কৃষ্ণ।— ভাল এই লহ বাস,
পূরাও প্রেমিক-আশ,
প্রেমদানে কিসে তোষ, বল গো কিশোরী॥
গোপীগণ।—প্রেমময়ী আর কি পাবে,
প্রেমসুধা দান দিবে,
তরু তলে এস তাঁরে বাজাও বাঁশরী।

১০

গোপীগণ।— এখন বল না কালা
কোথায় যাবে।
যে লাজ দিয়েছ আজ কুঞ্জে তার সাজা পাবে।
আয় আয় সহচরি, লম্পট শঠেরে ধরি,
কিশোরীর কুঞ্জে, চোরের বিচার হবে।
আজি গো বাসর-দ্বারে, বাঁশী ফেলে অসিকরে'
সারা নিশি শ্যাম, পাহারা দিবে॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—*—

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

(চন্দ্রাবলী ও সখীগণ)

১১

চন্দ্রা।— ছি ছি কেন বলে গেল।
আসবো বলে আশা দিয়ে,
শ্যাম আমার নাহি এল॥
চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, শ্যামচাঁদে ধেয়াইয়ে,
আমার আশায় নিশি, কুঞ্জে বসি পোহাইল॥
রাধারে যে ভালবাসে, আসবে কেন মম বাসে,
পড়ে তার প্রেমফাঁসে আমার বঁধু লহা হ'ল॥



১২

সখীগণ।—শ্যামের প্রেমের লীলা সই লো
বল না।
মন নিয়ে মন দেয় না কালা এম্নি ছলনা॥
কানুর মোহন বেণু, জিনেছে লো ফুলধনু,
মদনে মোহিয়ে মাধব মাতায় ললনা॥

১৩

চন্দ্রা।—পায়ে ধরে সাধি, নিরবধি কাঁদি,
তবু সে গো করে ছল।
কি গুণে ভুলাব, শ্যামপ্রেম পাব,
বল সখি ত্বরা বল॥

সখীগণ।—চতুরা সে রাই, তাই ত কানাই,
সদা বাঁধা প্রেমফাঁদে।
কত খেলে কান, প্রতি পলে মান,
বঁধু পদে পড়ে কাঁদে॥
তুমি লো সরলা, পীরিতি-বিহ্বলা,
জান না পুরুষ-মন।
যতন বিহনে, পেলে প্রেমধনে,
সদা করে অযতন॥
কর দেখি মান, রাখে কি না মান,
দেখি দেখি সখি কালা।
তোর চারু পায়, মুকুট লুটায়,
তবে ত ঘুচিবে জ্বালা॥

১৪

চন্দ্রা।—হেরিলে বয়ান, থাকে নাকো মান,
প্রেমের তুফান প্রাণেতে গো বহে।
সে বঙ্কিম আঁখি, কি যে বলে সখি,
আঁখিতে আঁখিতে কত কথা কহে॥
মধুর মুরলী প্রেম-মন্ত্র বলি,
ইন্দ্রজালে যেন লয় মন হরি।
মান অভিমান, প্রেম অপমান,
নিমেষে সকলি, সখি লো পাসরি॥
কি যে হ'ল জ্বালা, দেখিলে বিহ্বলা,
না দেখে উতলা কি হবে উপায়।
সহে না যন্ত্রণা, কর লো মন্ত্রণা,
কালা যেন আর নাহি ঠেলে পায়॥

১৫

সখীগণ।—[illegible] কুঞ্জেতে [illegible] কথা
ক'য়ো [illegible] লো।
শুন [illegible] কথা [illegible]না।
(ক'য়ো) ক'য়ো না লো॥
আসিলে সে কাল শশী, মানভরে রবে বসি,
চেও না লো ফিরে কভু চেও না লো॥

১৬

চন্দ্রা।—যার তরে কুলমান, দিছি সখি বলিদান,
কেমনে তার অপমান করিব লো ধনি।

সখীগণ।—মোরা কি বলিব আর,
জান তার ব্যবহার,
মর্ম্ম বুঝি কর্ম্ম কর শ্যাম-সোহাগিনি॥

১৭

চন্দ্রা।—সাধি কাঁদি পদতলে,
সাধ শ্যাম-দাসী বলে,
তাই কি কৃষ্ণ কাঁদাইলে অবলা বালায়।
কোথা আছ প্রাণসখা, মরি নাথ দেহ দেখা,
তোমা বিনা প্রাণ রাখা, হলো বুঝি দায়॥
সখি সব পায়ে ধরি, আন হরি ত্বরা করি,
নহে প্রাণ পরিহরি, বিরহ-জ্বালায়॥

১৮

সখীগণ।—
তবে চল লো চন্দ্রাবলি শ্যাম-অন্বেষণে।
খুঁজি গিয়ে শঠরাজে বৃন্দাবনের বনে বনে॥
ধরি রাখালের সাজ, শ্যামের মত বাঁকা ধাঁজ,
কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজি আজ,
তোমার সেই প্রাণধনে।
দেখি চল কোথা কালা
করে কেলি অন্য সনে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনা।
(তরী'পরে কৃষ্ণ, রাধিকা ও গোপীগণ)

১৯

গোপীগণ।—তরী ধীরে বাহ কাজ কি ছলে
শ্যাম জোরে বাহিলে দধি উছলে॥
গা টলে, পড়ি ঢলে,
আহা এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে,
দুলে দুলে একটু হেলে,
থেকে থেকে এম্‌নি টলে,
আহা এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি চলে,
ঐ শুন কিশোরী কি বলে॥

২০

কৃষ্ণ।— আমি নবীন পাটনী।
কাজের কি জানি ধনি॥
পসরা সরায়ে রাখ, দধিঘট ধ'রে থাক,
আমারে দুষ না প্যারি টলিলে তরণী॥
কোলে লয়ে ব্রজবালা, লহরী করিছে খেলা,
হের তায় হেলা দোলা, চতুরা গোপিনি॥
(রাখালবেশে চন্দ্রাবলী ও সখীদ্বয়ের
কূলে প্রবেশ)

২১

চন্দ্রা ও সখীগণ।—ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে,
চল লো আজ রাখালসাজে,
খুঁজি গিয়ে শঠরাজে সারা ব্রজ বুলে।
আবরি কবরী কুসুম-চূড়া, পরেছি নাগরি
পরেছি ধড়া,
নারীর নিশানা বুকে, ঢাকা নবফুলে।
মধুর মধুর বইছে বায়, পুলকে সই উল্লাসে
কায়,
হৃদ্‌মাঝারে ঝিকি ঝিকি, কিন্তু কি জ্বলে।
মোহিনী যমুনা উজান চলে তরণী হৃদয়ে
লইয়ে খেলে,
সুনীল লহরী দেখ, হেলে দুলে চলে॥

২২

চন্দ্রা।—
সখি, ওই না আমার শ্যাম।
সেই সে মোহন আঁখি সেই বাঁকা ঠাম॥
তরী'পরে কর্ণ ধ'রে, গোপিকারে পার করে,
পূরায় রাধার হৃদি-কাম॥

২৩

সখীদ্বয়।—
দেখ দেখ কালা কায়া ভ্রমে কূলে।
তোমার সখার সাজ, সখাগণে দেয় লাজ,
মোহন নয়ন পশে শ্রুতিমূলে॥
মুখ ফুল্ল কোকনদ, বাড়াইছে বাম পদ,
নর কিম্বা নারী, বুঝিবারে নারি,
রূপ হেরে তবু মন যায় ভুলে॥

২৪

চন্দ্রা ও সখী।—
ভাল ভাল হে গোপিনি,
পাটনী পেয়েছ ভাল।
কাল নায়ে,কাল নেয়ে,
কাল-জল করেছে আলো॥
সুধাই ওহে ব্রজগোপাল,
কোথা গেল তোমার গো-পাল,
ভাল নাকাল, হোলে রাখাল,
ভাল রাধার প্রেমের জাল॥

২৫

কৃষ্ণ।—
মরি কি মোহন বেশ ওলো চন্দ্রাবলি।
ফেলে প্রেম-ফাঁদেতে, বল কারে কাঁদাতে,
ফুল্ল ফুলে আজি ঝাঁপ হৃদি-কলি॥
হেরিয়ে মোহিনী বেশ, পাগল হ'লো মহেশ,
আজিকার ছদ্মবেশ, মোহন বেশে যাবে ভুলি,
যাও লো বালা কুঞ্জে চলি॥

২৬

চন্দ্রা।—
নাহি ভয় শ্যামধন, রাধার জীবনধন,
লব না হে হরি।

কুরূপা কুৎসিতা আমি, উপবাসে যাপি যামী,
তুমি শ্যাম তাহে বাম ;
আশা দিয়ে তুষে এসে যমুনায় বাহ তরী ॥

২৭

কৃষ্ণ।—
চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলি কম অধীনে।
আমি প্রেমে নবীন ব্রতী, তুমি লো প্রবীণে ॥
তোমায় আমি ভালবাসি,
"আস্‌বো বোলে" বলে আসি,
দেখে রাধার মধুর হাসি আস্‌তে পারিনে।
রাধা মম প্রেমের গুরু,বলি রাধা"কৃপাং কুরু"
রাধা বাঁধা যে মোর আধা জীবনে ॥

২৮

চন্দ্রা।—
নিদয় কপট শ্যাম ধিক্ ধিক্ হে
তোমায়।
প্রথম মিলনকালে, কাঁদি তব পদতলে,
রাধার বাধার কথা বলেছিনু শ্যামরায় ॥
তবে কেন সে সময়, রসভাষে রসময়,
ছলে ছলি ভুলাইলে ভিখারিণী অবলায়।
যাও যাও হে লম্পট, থাক রাধার নিকট,
করিয়ে কপট, আর ছল' না আমায় ॥
[চন্দ্রাবলী ও সখীগণের প্রস্থান।

২৯

গোপী।—
করি এ কলি ও কলি, তুমি ভ্রম
হে অলি,
কেমন ফল তার আজি ফলিল বল।
ভাল ভাল শঠরাজ, তুমি যে পেলে লাজ,
আনিয়ে যমুনা-মাঝ তরী কেন টলমল।
চাপি পুনঃ কর্ণধর, শ্রীমতীরে পার কর,
কুঞ্জেতে যেও না আর করি প্রেমছল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন-পথ।
রাধিকা ও সখীগণ।

৩০

রাধা ও সখী।—
হাসি হাসি পূর্ণশশী,
সুনীল আকাশে ভাসি,
হাসাইছে বসুমতী আজি সিত করে।
তারাদল ঝলমল, রজত ধরণীতল,
উতলা বিরহিণী, ধরিতে নাগরে।
রাসেতে বসিবে আসি, বলে গেছে শ্যামশশী,
সেই আশে কুঞ্জে বসি, পূজি শশধরে ॥

৩১

রাধিকা।—
ষোলশ' গোপিনী শ্যাম-
সোহাগিনী,
রাধা অভাগিনী কোন্ গুণ ধরে।
এ শারদ নিশি যাবে কি লো হাসি,
পাব কি লো নটবরে।
নিদয় কালিয়ে, প্রতিজ্ঞা পালিয়ে,
বাঁচাবে কি স্মর-শরে ॥

৩২

বৃন্দা।—
রতি-সুখ সারে, গতমভিসারে,
মদন মনোহর-বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি, গমন বিলম্বন-
মনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীর-সমীরে, যমুনা-তীরে,
বসতি বনে বনমালী।
গোপী-পীন-পয়োধর-মর্দ্দন-
চঞ্চল কর-যুগশালী।

নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং
বাদয়তে মৃদুবেণুং।
মন্যতে নম্নু তে, তন্নু সঙ্গত
পবনচলিতমপি রেণুং॥
পতিত পতত্রে, বিচলিত পত্রে,
শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিত নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিসুলোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সহ গোপীপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং॥
উরসি মুরারে, রূপহিত হারে,
ঘন ইব তরল বলাকে।
তড়িদিব পীতে, রতি বিপরীতে,
রাজসি সুকৃত বিপাকে॥
বিগলিত বসনং, পরিহৃত রসনং,
ঘটয় জঘনমপিধানং।
কিশলয়-শয়নে, পঙ্কজ-নয়নে,
নিধিমিব হর্ষনিধানং॥

৩৩

তোমার মিলন আশে, মদনমোহন বেশে,
কুঞ্জবনে আছে বসি শ্যাম।
বিলম্ব করো না প্যারী, অধীর মুরলীধারী,
বাঁশরীতে সদা রাধা নাম॥
বৃক্ষপত্র খসে যায়, চকিত নয়নে চায়,
অনুমানি তব পদধ্বনি।
সুখের রজনী যায়, চল যথা শ্যামরায়,
ব্যাজে কাজ নাহি বিনোদিনি॥

৩৪

রাধা।—

চল সখি চল চল, হৃদি মম সচঞ্চল,
মিলন বিহনে, ধৈরয না ধরে।
যদি মম শ্যামরায়, ব্যাজ হেরি চলে যায়,
ত্যজিব জীবন ফিরিব না ঘরে॥
সখি মোর করে ধর, নয়নে না হেরি আর,
পূর্ণিমার নিশি, সতিমির মানি।
কত কথা উঠে মনে, পাব কি লো শ্যামধনে,
কি আছে ললাটে, কিছু নাহি জানি॥

৩৫

সখীগণ।—

বৃন্দাবন বিহারিণী, সুকুমারী বিনোদিনী,
নটবর দরশনে যায়।
শরতের চাঁদ মুখ, হেরে শশী পায় দুখ,
অমৃত অধরে ধরে তায়।
লালসা-পূর্ণিত নেত্র, রতিপতি-রণক্ষেত্র,
আবেশেতে আধা মোদা প্রায়॥
কুঞ্চিত কেশের রাশি, নিতম্ব চুম্বিছে আসি,
কাদম্বিনী বর্ণে লাজ পায়।
তাহাতে মতির ঝারা, পুরাতনী পূতধারা,
গঙ্গা যেন যোগীন্দ্র-জটায়॥
আমাদের রাধারাণী, অবনীতে নারায়ণী,
প্রেমধর্ম্মে সঁপি প্রাণ কায়।
চলে কৃষ্ণভাবিনী, আলো করি যামিনী,
হৃদি পূর্ণ প্রেম পিপাসায়॥
নরেন্দ্র-কুমারী সতি, হরি চারু পায় রতি,
শ্যামরূপ সদত ধেয়ায়॥
পুরাইতে মনোরথ, শ্যাম দেছে দাসখত,
রাজবালা শ্রীমতীর পায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিধুবনের দ্বার।

কৃষ্ণ উপস্থিত।

৩৬

কৃষ্ণ।—

কিশোরী কেন এল না।
মানে কি মগন পুনঃ হলো সে ললনা॥

এ যে দেখি ঘোর দায়, কিসে প্রবোধি রাধায়,
হৃদে বাঁধা সে আমার, করি না ছলনা ॥
সাজায়ে রাস-বাসর, বিহারে নাহি দোসর,
হানিতেছে স্মর-শর, কি করি বল না ॥
কারে বা সুধাই আমি, নীরব নিভৃত যামী,
বল বল যদি পার, বল ওহে নিশাকর,
বল কিসে যায় যাতনা ॥
(রাধিকা ও সখীগণের প্রবেশ)

৩৭

সখীগণ।—
চল্‌তে পার না ধনি।
ছি ছি রাধা বিনোদিনী ॥
আজি না রাসের নিশি,
কুঞ্জে বসি শ্যামশশী,
বনে বনে তবে কি লো, যাপিবে যামিনী ॥
(কৃষ্ণকে দেখিয়া)
এই লও মনচোরা, তোমার হৃদয়তারা,
হায় ক'রে কণ্ঠে পর,
নইলে রবে না শ্যামসোহাগিনী ॥

৩৮

কৃষ্ণ।—
আহা মরি মরি।
বাজে যে চরণে, কুসুমে দলিতে,
কত ব্যথা পেলে কাননে চলিতে,
কেমনে সহিলে বল লো কিশোরি ॥
নিরঞ্জন করি এ ছার জীবন;
তব ঋণ কভু হবে কি মোচন,
এস প্রাণেশ্বরি, এস হৃদে ধরি,
এস কোলে করি, কাননে বিচরি ॥

৩৯

রাধিকা।—
রমণী-হৃদয়-হার,
রাধার প্রাণ-আধার।
কার ধার চাহ শুধিবারে ॥
রমণী-সর্ব্বস্ব সার, দিয়েছ যে প্রেমধার,
বিনিময়ে গুণময়, রাধা কিবা দিতে পারে ॥

৪০

সখীগণ।—
না না কোলে কর,
চাঁদ হৃদে ধর,
মোরা দেখি সখী মিলে।
শুন শুন রাই, কাঁদিবে কানাই,
হেন সাধে বাধা দিলে ॥
কৃষ্ণ।—
এস প্রাণেশ্বরি, হৃদে ধরি।
এস কোলে করি, কাননে বিচরি ॥

৪১

রাধিকা।—
যা জান তা কর সখা,
বিনা তব মন রাখা,
কিছু জানি না শ্রীহরি ॥
(রাধিকাকে স্কন্ধে লওয়ার ছলে কৃষ্ণের
উপবেশন ও সহসা অন্তর্দ্ধান)

৪২

রাধিকা।—
কই সেই কালা কোথা গেল।
কোলে করা ছল ক'রে কোথা লুকাল ॥
অবলা রমণী ব'লে, কেন ভুলাইলে ছলে,
দেহ দেখা ওহে সখা হৃদয় বিকল ॥

৪৩

সখীগণ।—
কেঁদ না স্বজনি চল নাগর আনি।
দিব লো দিব লো মণি সাগর ছানি ॥
ধৈর্য্য ধর সখি কালা কোথা দেখি,
কোথা গেল দেখি সে যে পোষা পাখী,
কেঁদ না কেঁদ না পরাণ বাঁধ না,
মুরারি তোমারে দিবে না বেদনা,
আনিব শ্যামেরে ঢুঁড়ি ভেব না ধনি ॥
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নিধুবন—রাসমণ্ডপ।

কুসুম-সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ আসীন,
পার্শ্বে সখীগণ দণ্ডায়মান।

৪৪

সখীগণ।—

শোভে রাধা-শশী, শ্যামচাঁদ-পাশে,
মিলি চাঁদে চাঁদে।
(হেরি) মধুর মাধুরী, রূপের লহরী,
চিত পড়ে ফাঁদে।
রাধা সুধাকর, শ্যাম সে চকোর,
বাঁধা সুধা সাধে।
কিশোরী বিজলী, ঘন বনমালী,
দোঁহে দোঁহে বাঁধে॥

৪৫

রাধিকা।—

কেন ছলনা।
কিবা অপরাধ প্রতি পদে বাদ,
সাধ—শ্যাম বল না॥
হীনমতি নারী, প্রেমের ভিখারী,
পদে তা'রে দল'না।
যা করি ছল, বল বল বল,
ত্যজিবে না ললনা॥

৪৬

কৃষ্ণ

শ্যাম-প্রাণধন, হৃদয়-ভূষণ!
কেন ভাব অকারণ॥
ব্রজপুরে প্রেমের তরে, এসেছি যশোদার ঘরে,
প্রেমিকা গোপিকায় আমি স'পেছি জীবন।
শুন লো শ্রীমতী সতী, তোমার প্রাণের পতি,
"পাদমেকো ন গচ্ছতি" ত্যজি এই বৃন্দাবন॥

৪৭

সখী।—

আজি ব্রজ মাতিল রে।
ধরা হাসিল রে॥
ঢালি পরিমল, হাসে ফুলদল,
কোকিল কাকলী করে, মধুর লহরে রে।
হাসে রাধা-শশী, হাসে শ্যাম-শশী,
হাসি নভে শোভে শশী, সুধা ঝরিল রে।
রাসের রজনী, হাসিছে গোপিনী,
ব্রজবাসী প্রাণ হা নব হাসি রে॥

যবনিকা-পতন।



বিবাহ-বিভ্রাট

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র।

পুরুষগণ।

গোপীনাথ সরকার ...	... গৃহস্থ ব্যক্তি (বরের পিতা)।
চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	... প্রতিবাসী ধনী।
মন্মথনাথ মিত্র ...	... কন্যার পিতা।
নন্দলাল সরকার ...	... গোপী বাবুর পুত্র (বর)।
লোকনাথ দে ...	... মন্মথ বাবুর ভগ্নীপতি।
মিষ্টার সিং ...	... বিলাত-ফেরত ডাক্তার।
গৌরীকান্ত কারফরমা	... বিলাসিনীর স্বামী।
ঘটক।	

পরামাণিক, ভৃত্য, মুদী, রেলওয়ে কন্‌ষ্টেবল ও প্রতিবাসিগণ।

স্ত্রীগণ।

গিন্নী ...	... গোপী বাবুর স্ত্রী।
সুরঙ্গকুমারী, নৃত্যকালী, মনোমোহিনী, বসন্তকুমারী	... বাসর-সঙ্গিনী।
কুমুদিনী ...	... মন্মথ বাবুর কন্যা।
চাঁন্‌দিদি ...	... মন্মথ বাবুর খুড়ী।
বিলাসিনী কারফরমা ...	... উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা বঙ্গমহিলা।
ঝী।	

বিবাহ-বিভ্রাট

(সামাজিক নাট্য-লীলা)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গোপীনাথ বাবুর বহির্ব্বাটী)

গোপীনাথ সরকার ও চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আসীন।

চন্দ্র। তবে ও টাকাটাও বাড়ী মর্টগেজের সঙ্গে ধ'রে দিয়ে রেজেষ্টরী করে দিন, থতে আর আমি রাখ্‌তে পারি না।

গোপী। আর মেয়ে কেটে দাদা ডেড্‌টা মাস, এতদিন সয়ে'চ, আর এই ক'টা দিন; এই এখনই ঘটকের আসবার কথা আছে; হোগলকুঁড়ের মন্মথমিত্রের মেয়ে— বারো বৎসর উত্তীর্ণ হয়—আর রাখ্‌তে পারে না, আমার দরেই ঘাড় পাত্তে হবে।

চন্দ্র। ছেলের বে দেখিয়ে দেখিয়ে কত দিন টাল্‌ছেন বলুন দেখি? আর, এক ছেলের বে দিয়ে কি এমন রাজা হবেন যে, রাজ্যের দেনা শুধবেন? ধার কত্তে তো আর বাকী রাখেননি কারো। আমায় দু-শো লোক জিজ্ঞাসা করে, "আপনার টাকার কি কল্লেন? আপনি চুপ ক'রে আছেন ব'লেই আমরা কিছু করিনি।"

গোপী। তা দাদা, তোমার কথা মান্‌বে না, এ তল্লাটে এমন লোক কে আছে? একটু সকলকে থামিয়ে রেখ ভাই, ফুল-শয্যার পরদিন আর কারও একটী পয়সা বাকী থাক্‌বে না।

চন্দ্র। আপনারা তো মৌলিক, কুলীনের মেয়ে আনতে হবে—তা'তে এমন কি টাকা পাবেন যে, সব দেনা শুধবেন? শুনুন, কেন মিছে সুদ বাড়াচ্ছেন—বাড়ীখানি ছেড়ে দিন।

গোপী। বাড়ী ছাড়ব কি! এল-এ পাশটা অবধি তোমরা অপেক্ষা কত্তে তো আর একখানা বাড়ী কত্তেম। এখন কি আর বল্লালি-কুলীন চলে?—এখন কুলীন-মর্য্যাদা কালেজের 'পাশ,' মুখ্যো কনিষ্ঠ উঠে গিয়ে এখন এম্ এ, বি, এ হয়েছে। কিছু ভেব না— আমি যদি সোণার ষোড়শ কোট করি, তা হ'লে তাই দিয়েই মেয়ে পার কত্তে হবে।

চন্দ্র। কি কসা'য়ে কারখানাই ধরেছেন! আপনাদের [redacted] দেখাদেখি [redacted] ঘরেই আস্তে আস্তে ঐ সর্ব্বনেশে চাল ঢুকছে।

গোপী। যাতে বিলক্ষণ লাভ, তা আবার সর্ব্বনেশে চাল কি?

চন্দ্র। বুঝতে পারতেন মেয়ে থাকত যদি।

গোপী। থাকলে সে খরচাও ছেলের শ্বশুরের ঘাড় দিয়ে চালাতুম ; এই সময় সব চাপিয়ে নিতুম।

চন্দ্র। আহা,—সরকার মশাই কি সদাশয়!

গোপী। কেন, এতে আর দোষ কি ?

চন্দ্র। আপনার কিছু না, বিধাতার কর্ত্তব্য বটে—চোখের চামড়াটা কম দিয়েছেন।

গোপী। চক্ষুলজ্জা করে ব্যবসা চলে না, আপনারা কি সুদের বেলা কমতি করেন ?

চন্দ্র। তাও তো বটে, ছেলের বিয়ে আর তেজারতি এক ই কথা !

(ঘটকের প্রবেশ)

ঘট। কল্যাণ হোক, এই যে ছোট বাবু এখানে বসে, নমস্কার, ছোট বাবু, ভাল তো ?

চন্দ্র। হ্যাঁ, নমস্কার—তুমি এখানে যে ?

ঘট। বায়ু আর কুলাচার্য্য উভয়েরই সর্ব্বত্র গতি।

চন্দ্র। কুলাচার্য্য না পাশাচার্য্য ! সরকার মশাই বলছিলেন যে, এখন কুল উঠে গিয়ে পাশ হয়েছে।

গোপী। চন্দ্রবাবু আমার পরমাত্মীয়, ওঁদের সঙ্গে আমাদের [redacted] ভেদ নাই।

ঘট। মস্ত লোক ওঁরা, আমার প্রতি ভারী অনুগ্রহ। এদিক্‌কার তো এক প্রকার কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে এলেম, মন্মথ বাবুর সম্পূর্ণ মত।

গোপী। মত তো হ'তেই হবে, পাশ-করা ছেলে পেলে আর অমত হয় কার? এখন দেওয়া থোয়ার বিষয় কি ?

ঘট। গা সাজান এদিকে সমস্তই দেবে ; চুড়ি সুট—ওপর হাতের সমস্ত—সিঁথি, চিক—

গোপী। মেয়েটি কি খুব মোটাসোটা ?

ঘট। না, দিব্য একহারা, শ্যামবর্ণের উপর চমৎকার মুখশ্রী। [redacted]

গোপী। তবে সুট হিসাবে চলবে না, গহনা সব হালকা হ'য়ে পড়বে, ও ভরি হিসাবে ধরাই ভাল।

চন্দ্র। বলেন কি মশাই, সেটা [redacted] ঘরে কি ভাল দেখায় ? ও চাল সোণারবেণের ঘরে আছে।

গোপী। লক্ষ্মীও তাই তাদের ঘরে আছে, টাকার বিষয়ে সোণারবেণের দৃষ্টান্তে চলাই ভাল; ও ভরি হিসাবেই দিতে হবে।

ঘট। হ্যাঁ হ্যাঁ, [redacted] পন্থা" তা সোণারবেণেরাই হ'ল আজ মহা-জন, আর বিবাহ বিষয়ে আমরা যা চালাব, তাই চলবে। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি" ঘটকের বুদ্ধিতে কর্ম্ম ক'ত্তে সবাই বাধ্য। আচ্ছা, তা হ'লে কি রকম হবে ?

গোপী। [redacted] এক-শো ভরির কম আর গা-সাজান ক'রে গহনা হয় না, এক-শো ভরি সোণা ধর।

ঘট। তা হ'লে বড় চাপাচাপি হয়—পেরে উঠবো কেন? আমি কি আর সাধ্যমত আপনার দিকে টানতে কসুর করবো ? তবে টানতে টানতে না ছিঁড়ে যায়।

গোপী। আর রূপোও দু শো—না হয় এক-শো পঁচাত্তর, আচ্ছা, কাজ নাই, দেড়-শো ভরিই ধর ; আমাদের গেরস্ত ঘরের বৌ ঝী তো আর বুট মোজা পরবে না, গহনাতেই পা ঢাকতে হবে ; পায়ে তো আর সোণার গহনা পর বার রীতি নাই, পূর্ব্বাপর একটা বন্দ নিয়ম চ'লে আসছে, কাজেই মানতে হবে, কি বলেন মশাই ?

চন্দ্র। ওখানটায় মুসলমানের দৃষ্টান্ত ধরেই খাটিয়ে নিতে পারেন।

গোপী। কেন, মুসলমানেরা পায়ে সোণা পরে নাকি?

চন্দ্র। এমনি তো শোনা আছে।

গোপী। তা থাক, তায় আর কাজ নাই, আমি গেরস্থ লোকের উপর বেশী পেড়াপীড়ি কত্তে চাই না। এই এক-শো ভরি সোণা আঠার টাকায় দরই ধর—আঠার-শো টাকা, আর বানি গড়ে নিবেন ছু টাকার হিসাবে—ও ধর দু-শো টাকা, এই হ'ল দু-হাজার; আর রূপো দেড়-শো ভরি দেড়-শো টাকা, একটু খেদো হয়—তা মরুক গে; আর বানি এক টাকা করে দেড়-শো—হ'লো—তিন শো—ছুয়ে তেইশ-শো;—

ঘট। গহনার টাকা কি নগদ নেবেন নাকি?

গোপী। না তো কি? আজকালকের বাজারে গহনাও গড়াতে আছে? স্যাক্‌রা ব্যাটারা সব চোর, খাদে পানেই সর্ব্বনাশ করবে, বেচতে গেলে আধা কড়িতে বেচতে হবে; নগদ টাকার চেয়ে আর কিছু আছে?—হাজা শুকো নাই।

চন্দ্র। তবে আপনি বানি ধরছেন কেন?

গোপী। ভায়া, এইটে আর বুঝতে পাল্লে না? গড়তে গেলে তাঁর তো লাগতো, টাকাটা স্যাকরাকে না খাইয়ে জামায়ের ঘরে গেলে মিত্তিরজা মশায়ের লাভ, না লোকসান?—কি বল্লেন ঘটক মহাশয়?

চন্দ্র। মিত্তিরজা মহাশয়ের লাভ যে দিন থেকে কন্যা-প্রসব করেছেন, সেই দিন থেকেই!

ঘট। ছোট বাবু, কন্যাদান আর গৌরীদান সমান কথা, এতে ব্যয়ভূষণ চাই, এ একপ্রকার দুর্গোৎসব ব্যাপার।

চন্দ্র। তবে বলিদানের আড়ম্বরটাই কিছু বেশী, তোমার মুখে মন্ত্র আর সরকার মশায়ের হাতে খাঁড়া;—সাবধান! যেন দম বন্ধর মুখেই কোপটা পড়ে; নইলে বেধে যাবে।

গোপী। হাঃ হাঃ হাঃ! বুঝেছ ঘটক মশাই, নাতি সম্পর্ক ব'লে খুব ঠাট্টা কচ্ছে। (স্বগত) বড় ক্যাট্ কাট্ বোলতে আরম্ভ করেছে, টাকাগুলো ফেলে দিতে পাল্লে বাঁচি।

ঘট। কত ধল্লেন তবে?

গোপী। হ্যাঁ, ঐ গেল তেইশ শো—আর সিঁথির কথা বলছিলে না?—তা কি জান, ও জড়োয়া জিনিস কেনা আর টাকাগুলো জলে ফেলে দেওয়া একই কথা; তা ও হিসাবে বেশী কাজ নাই, আড়াই-শো টাকাই ধর;—এই হ'ল সাড়ে পঁচিশ-শো, কেমন? আমার আবার হিসাবে ভাল এসে না। আর মুক্তার মালার দর গে—কত ধরবে?

চন্দ্র। গোপীনাথ বাবু, কচ্ছেন কি? এ যে নেহাত ভদ্রলোকের গলায় ছুরি দেওয়া হয়! আমি বরং কিছু সুদ ছেড়ে দিতে রাজী আছি। আমি—কোন্ মন্মথ মিত্তির বুঝেছি, তিনি অত টাকার মানুষ নন তো!

ঘট। ছোট বাবু বলছেন ঠিক, এত চাপান দিলে পেরে উঠবে না; আর আমার আপনিও যেমন, তিনিও তেমন, দু'দিকেই তো টানতে হবে।

গোপী। পাঁচ জায়গায় ঘুরে এস, এল-এ পড়া ছেলে এর চেয়ে কোথায় সস্তা পাও, ত্যাখ, কিন্তু এই হিসাবে হয় তো আমার কাছে আসবে স্বীকার ক'রে যাও।

ঘট। দেখুন, যা রয় সয়, এমনি ক'রে ননি, মন্মথ বাবুর সম্পত্তির মধ্যে ঐ বাড়ী-

খানি, আর একশোটা টাকা মাইনে; ছোট বাবুও তো সব জানেন বল্লেন।

গোপী। তা ঐ মুক্তার মালারও আড়াই-শো টাকাই ধর, পুরোপুরি আটাশ-শো টাকা; খাট-বিছানা কাজ নাই, তেমন ঘর নাই, কোথায় রাখি, আর রূপোর বাসন নেওয়া খালি চোরের দৌরাত্ম্য বাড়ান, তা তোমারই কথা রাখলুম—বেশী কাজ নাই—দু'য়েতে সাত-শো টাকা ধ'রে পুরোপুরি পঁয়ত্রিশ-শো টাকা হ'ল, আর নগদ পাঁচ-শো টাকার যা কথা আছে।

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ! চার হাজার টাকা নগদ! তা হ'লেই তো ভদ্রলোকের বাস্তু-খানিতে হাত পড়বে।

গোপী। তাই, আজকাল মেয়ে পার কি অমনি হয়? আজ এই বলছি, আর ছ' মাস বাদে একটা পাশ বাড়লেই দুনো দিতে হবে; তা আমারও একটু টানাটানি হয়েছে, আর বেশী দিন ধ'রে রাখতে পাচ্ছিনি, তাই আধা কড়িতেই ছেড়ে দিচ্ছি।

ঘট। তা দেখুন, আমি কথা শেষ ক'রে যেতে চাই, আমার সঙ্গে মিত্তিরজা মশা'র নেহাত ঘটক সম্পর্ক নয়, আমরা পুরুষানু-ক্রমে ওঁদের আশ্রিত; আদি বাড়ী ওঁদের আমাদেরই দেশে, তা চার হাজার টাকার কম আপনি রাজি হচ্চেন না?

গোপী। না, তা হ'লে আমার মায়া যেতে হয়, আর আমি রাজি হ'লেও ছেলে রাজি হবে না, আর তার গর্ভধারিণী অমত করবেন। গিন্নী বলেন, নন্দলালের বৌ যদি দশ হাজার টাকার কম ঘর ঢোকে, তবে তাকে দুধে-আলতায় পা দিতে দেব না।

ঘট। ও বাবা! তবে গিন্নীকে ডাকুন, তিনি থেকেই সব মোকাবেলা হোক, "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে ছ' কুল যায়; শেষ মেয়েটীকে না ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

গোপী। না, সে ভয় নাই, আর গিন্নী এই আড়ালেই আছেন, তাঁর কোন কথায় অমত হ'লে কবাট নাড়া দেবেন, আমার সঙ্গে এই বন্দোবস্ত আছে।

ঘট। তবে এই চার হাজার টাকা?

গোপী। হ্যাঁ, আর ছেলের সোণার ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, হীরের আংটী আর সোণার চসমা।

ঘট। চস্‌মা!

গোপী। ছেলে কি তবে শুধু চখে কালেজে যাবে?

ঘট। কেন, চক্ষের কোন ব্যাম হ'য়ে-ছিল নাকি?

গোপী। তুমি দেখ্‌ছি কিছুই খবর রাখ না, এল্, এর বিদ্যা এখন সূক্ষ্ম হ'য়েছে, চস্‌মা না হ'লে স্পষ্ট দেখা যায় না।

চন্দ্র। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হচ্চে, তবে একটা প্রধান অঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?

গোপী। কি দাদা—কি দাদা—বল তো, বুড়ো হয়েছি, কত রকম কি নূতন হয়েছে, সব জানিও না, মনেও পড়ে না।

চন্দ্র। একটা সোণার ল্যাজ, বিদ্যার চাপে ছেলে ঝুঁকে পড়লে চাড়া দিতে হবে তো?

ঘট। হাঃ হাঃ হাঃ!

গোপী। হাঃ হাঃ হাঃ! তোমাদের নেবা-দের কি কি দরকার, তোমরাই ভাল জান। (স্বগত) সোণার ল্যাজ দেব নাকি?

ঘট। তা ওগুলোর কত ধল্লেন?

গোপী। না, ও সবের আর নগদ না, নন্দলাল ও সব সখ ক'রে পরবে, নগদের মধ্যে আর ফুলশয্যার দু-শো টাকা!

ঘট। তা মিত্তিরজা যদি এ সব দিতে

সম্বন্ধ হন, তবে পাত্র দেখতে আসবার দিন স্থির ক'রে আসবো?

গোপী। পাত্র আর দেখ্‌বে কি? ছবি তুলিয়েছে, নে যেও, আর একখানা সার্টিফিকিটের নকল দেব তখন।

ঘট। না, তবু শুভ কার্য্যে যা রীতি আছে, কত্তে হয়, তাঁরাও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন, আপনারাও আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবেন।

গোপী। আমি এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তাঁরা যে দিন হয়, একদিন এসে দেখে যাবেন, খবর আর দেবে কি? সকালে আসবেন, অন্ন উদ্যুগ দ্ব্যুপ আর তো কিছু কত্তে হবে না।

ঘট। আর পত্র—সে তো আপনাকে গিয়েই কত্তে হবে?

চন্দ্র। আমার পরামর্শে সেটা উকীলের বাড়ী থেকে করে নেওয়াই ভাল।

গোপী। (স্বগত) এ কথাটা নেহাত মন্দ বলছে না। (প্রকাশ্যে) সেটা কি চলিত হয়েছে? কাজটা পাকা হয় বটে।

চন্দ্র। হ্যাঁ, একেবারে রীতিমত ষ্ট্যাম্পের উপর কনট্রাক্ট লেখা-পড়া ক'রে রেজেষ্টরী করে নিন, তা হ'লে চাই কি সেই পত্র বন্ধক রেখে টাকা ধার কত্তে পারবেন।

ঘট। ছোট বাবু, বিবাহের উকীল-মোক্তার সব আমরা; আর মন্মথ বাবু যা বলবেন, সে কথার নড়চড় নাই "মরদকা বাৎ হাতীকা দাঁত" একেবারে পাকা।

চন্দ্র। সরকার মশায়, তা ব'লে আপনার কাজ ছাড়বেন না। নিদেন লেখাপড়া কত্তে হ'লে যে খরচটা হতো, সেটা ধরে নিন, সেও একটা নেহাত অল্প বাদ হবে না;—ধরেছেন ছুরি তো পুঁচিয়ে কাটুন। আমি এখন চল্লুম, আপিসের বেলা হ'লো, ঘটকঠাকুর, টাকা দেবার সময় আমায় জানিও—আমাদের বিস্তর টাকা ওঁর কাছে আটকে আছে।

[প্রস্থান।

গোপী। (স্বগত) একবার ফেলে দিতে পাল্লে এর শোধ নেব, এমন শোনায় না তো। (প্রকাশ্যে) কিছু দেনা পাওনা আছে তো একবারে দিগ করে তুলেছে, সংসার কত্তে গেলে কার না ধার কত্তে হয় ঘটকঠাকুর?

ঘটক। তার আর ভুল কি, আমার যে এই জমিদারের বিস্তর বাকী খাজনা পড়ে গিয়েছেল, গেল বৈশাখের লগনশার শোধ কল্লেম; তা দেখুন, যদি ক'রে দিতে পারি তো আমায় সন্তুষ্ট কত্তে হবে, ও পক্ষে যে এ সব দিয়ে থ'য়ে আর ঘটক বিদায়ের কড়ি থাকবে, এমন তো বোধ হয় না।

গোপী। ওর ওপর আর যা করতে পার, অর্দ্ধেক তোমার।

ঘট। ওর ওপর হ'লে তবে ঘটক বিদায় হবে? হয়েছে আর কি!

গোপী। না, তা নয়, এদিকে তোমার ন্যায্যগণ্ডা রইলই, তবে ওর ওপর হয় তো আরও ভাল না?

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী। বলি হ্যাগা কত্তা মশাই, কেন আমার এত অপমান করা বল দেখি? গতর খাটাতে এসেছি ব'লে কি আর মান অপমান নেই? এত-ই কি? কিসের এমন চাকরি!

গোপী। কেন—বক্‌ছিস কেন? কি হয়েছে কি?—কে কি বলেছে?

ঝী। না বলেছে কি, বলতে বাকী রেখেছে কি? আরও বলবার আছে না কি?—না হয় তুমিই বল; ঐ যে বামুনঠাকুরটী বসে আছেন, উনিই না হয় বলুন; বল না গো ঠাকুর—বল, [illegible]

[redacted]—বল, বল্‌তে বলতে যেন সবার মরণ হয়।

ঘট। ওগো বাছা, আমার ওপোর কেন? [redacted]?—আমি তো তোমায় কখনও চক্ষে দেখিনি।

স্ত্রী। না, তা দেখবে কেন? গরিব-দুঃখীকে দেখতে হ'লে সবাই চক্ষের মাথা খেয়ে বসে, চক্ষে আগুন লাগে—

গোপী। আরে, চুপ কর্‌ [redacted], উনি ঘটকঠাকুর, ওঁর সঙ্গে কি বক্‌চিস?

ঝী। হলোই বা ঘটকঠাকুর, আমি তো আর বের ক'নে নই যে, ঘটককে ভয় ক'রে চলতে হবে—আমায় সবাই বলবার কে?

গোপী। কে বলেছে কি তোকে, তাই বল্‌ না?

ঝী। কেন, কে না বলেছে? রাজ্যিশুদ্ধ বলেছে, এই তোমার আদরের মুদী মিন্‌ষে, পোড়ারমুখো মিন্‌ষে, গিন্‌ষের দোকানে আগুন লাগে না। ওর বাড়ীতে জোড়া মড়া মরে না।

গোপী। কেন, মুদীর সঙ্গে আবার লাগতে গেছিলি কেন?

ঝী। লাগতে গিছিলুম! সে কি না আমার যুগ্যি লোক, তাই লাগতে গিছিলুম; তবে ভাঙবো হাটে হাঁড়ী? দেশশুদ্ধ ধার ক'রে রেখেছ, জান না? ছেলের বে দে টাকা দেব দেব ক'রে আমাকেও টাল্‌ দে রেখেছ—দেশ-শুদ্ধ লোককেও রেখেছ; কেন, আর লোক দেবে কেন ধার? বেশ করেছে মুদী মিন্‌ষে! সে বলা তো আমায় হয়নি, তোমাকেই হয়েছে—[redacted]।

গোপী। তা বেশ হয়েছে, আমাকেই হয়েছে, এখন তুই বাড়ীর ভেতর যা।

ঝী। বাড়ীর ভেতর যাব তো খাবে কি! নেয়ে উঠে চিবিয়ে খাবার চালটী ঘরে নেই, কয়লার ধামা খালি, দাল তরকারী তো চুলোয় যা'ক্‌।

গোপী। (স্বগত) [redacted] তো বড় পাজী হয়েছে। (প্রকাশ্যে) তা তোরা সব না ফুরুলে তো আমায় বল্‌বিনি, গিন্নীরও যেমন—

(মুদীর প্রবেশ)

ঝী। এই যে মিন্‌ষে বাড়ী পর্য্যন্ত এসেছে। কি, বাড়ী বয়ে গাল দিতে এসেছিস্‌ নাকি? আ মর মিনষে, আস্পর্দ্ধা কম নয়।

মুদী। কি রে [redacted], অত রেগেচিস কেন?

ঝী। [redacted]! যাই দেখি মাঠাকরুণের কাছে, কেমন কর্ত্তা বুঝে নেব! আমার এখনি হিসেব গণ্ডা চুকিয়ে চাই; আমি চোদ্দ পোনের বছর কল্‌কেতায় এসেছি—বড় বড় ঘরে কর্ম্ম করেছি—[redacted]! দেশে আমার দেওরের তিনখান লাঙল, ভাত তো আর জুটবে না!

[ঝীয়ের প্রস্থান।

গোপী। কি হে চিনিবাস, চালটাল দাওনি কেন?

মুদী। কোথেকে আর দেব বলুন? দেড় বচ্ছর সব যুগিয়ে আস্‌ছি, তা পুজোর সময় পর্য্যন্ত একটীও পয়সা দিলেন না।

গোপী। আর ভাবনা নেই, মেরে কেটে কার্ত্তিক মাসটা; অগ্রহায়ণ মাসের ৬। ৯। ১০। ১৫ই চারটে লগ্নর একটা লাগাবই লাগাব; এই ঘটক ঠাকুর বসে, তখন আগাম দু শ টাকা নিও না, কারবার ক্যালোয়া ক'রে তুলো না হে।

মুদী। বড় বাবু এক মাস ধ'রে অবধি তো ঐ কথা বলেছেন, চেয়ে চেয়ে দেড় বৎসর কেটে গেল; কিছু মনে করবে না,

আপনার যে থাঁই, তা কেউ দিয়ে উঠতে পারবে না।

গোপী। চিনিবাস দিতেই হবে, সে কাল আর নাই; তখনকার চেয়ে এখন দেড়া দিতে হবে, তখন ছিল এক পাশ—

চিনি। এখন কি বড়বাবু দেড় পাশ?

গোপী। না হে, এখন ছেলে এল-এ।

চিনি। এলে ফেলে সব বুঝি মশাই টাকা এলে।

গোপী। এই সামনে রয়েছেন ঘটক, জিজ্ঞেস কর এঁকে, বাইরে থেকে আসে তো আর কেন ঘরের টাকাটা বার করি?

ঘট। হ্যাঁ হে, এবার আমি যখন কাজে হাত দিয়েছি, তখন নিশ্চিন্ত থাক গে; সব ঠিক, অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে সব শেষ ক'রে দেব, আমি তোমার জামিন রইলুম।

গোপী। তুমি মনে ক'রে যাও যেন নগদ পেয়েছ, টাকা বাক্সর ভরেছ; যাও, জিনিস-পত্তর পাঠিয়ে দাও গে।

চিনি। আজ্ঞা—তা দিচ্ছি—কবে না দিয়েছি, যোদ্দাৎ—

গোপী। দেখেছ? নগদ টাকাটা পেলে কি না,চিনিবাসের আর হাসি ধরে না! যাও—যাও—দাও গে।

চিনি। আজ্ঞে—

গোপী। আবার আজ্ঞে কি? যাও—যাও।

চিনি। দেখুন ঠাকুর, আপনার কথা ভরে রাখলুম।

ঘট। পরে দেখে নিও, যেন মিথ্যা হবে, তবু ঘটকের কথার নড় চড় নেই।

চিনি। চল্লেম তবে, প্রণাম হই।

ঘট। কল্যাণ হোক—এস।

[মুদীর প্রস্থান।

আমিও তবে এক্ষণে বিদায় হই।

গোপী। হ্যাঁ, বেলাও হয়েছে—আমিও স্নান করবো। দেখুন, আপনি ঘরের লোক, বেয়াই-বাড়ী যেন এ সব কথা না ওঠে, আমি নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঘটক বিদায় করবো।

ঘট। রাম! রাম! আমরা এখানকার কথা ওখানে বল্লে কি আর ব্যবসা চলে, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না, এখন আসি তবে—কল্যাণ হোক। বিদায়ের কথাটা যা বল্লেন—

গোপী। হাঁ হাঁ, তার আর নড় চড় হবে না। আসুন, আসুন, প্রণাম।

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিলাসিনীর বসিবার ঘর)

বিলাসিনী কারফর্মা ও মিষ্টার সিং।

সিং। গত বৎসর আমার এখান থেকে ছাড়বার কিছু পূর্ব্বে—সকল রকম দে'খে আমার বেশ অনুমান হয়েছিল যে, আপনি উমাচরণ গুপ্টাকেই সুখী করবেন।

বিলা। অনুমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি একপ্রকার বিবাহ কত্তে স্বীকারও করেছিলেম বটে, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে, জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী ব'লে কি ক'রে নিই?

সিং। নেংটো পা? নেংটো পা? লেডীর সামনে?—horrible!

বিলা। (Shocking!) শকিং।

সিং। মিষ্টার কারফর্মা কচ্ছেন কি?

বিলা। আগে টিচারি কত্তেন, আমি তা

ছাড়িয়ে একটা প্রেস ক'রে দিয়েছি। কামিনী ভট্টাচার্য্যের স্বামীতে আর এঁতে মিলে একখানা বাঙ্গলা কাগজ বার করেন, আর এদিকে আমার সংসারের সকল কাজকর্ম্ম দেখেন।

সিং। সুখী মিষ্টার কারফরমা যাঁর এমন স্ত্রী! এবার এম্-এর জন্য কি subject সবজেক্ট নেছেন আপনি?

বিলা। physics, ফিজিক্স, স্ত্রীলোকে বিজ্ঞান না শেখাতে আমাদের দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছে; বিলাতে বোধ হয় অনেক স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিখেছেন?

সিং। বিস্তর! অণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ের এঞ্জিন্-ড্রাইভার, ফায়ার-ম্যান্ পর্য্যন্ত লেডী; বিজ্ঞান স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে এমনি কোমল দাঁড়িয়েছে যে, সে সব গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে।

বিলা। পার্লেমেণ্টে লেডী মেম্বার আছেন ক'জন?

সিং। তিনজন। আমাদের প্রাইম-মিনিষ্টারের খুড়ী একজন, আর দু'জন আইরিশ মেম্বার, এঁরা তিনজনেই ইণ্ডিয়ার জন্য ভারী লড়াই করেন।

বিলা। আপনি ছিলেন কদিন হলো?

সিং। এ—এ—ইয়ে—যাওয়া আসা নিয়ে —দশ মাস।

বিলা। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, এম্-এটা দিয়ে একবার যাই।

সিং। যাবেন—যাবেন! যান—যান, সেই যানেই এম্-এ—দেবেন, যান।

বিলা। নেটিভ স্ত্রীলোক গেলে সাহেবেরা যত্ন করে বোধ হয়?

সিং। লুফে নেয়—লুফে নেয়! যান—যান, You will be a curiosity there! ওঃ! আপনি বাড়ীতে খাবার শোবার time পাবেন না! Tea there, Dinner here, Picnic abroad, Yachting, Skating, Riding, Driving Sightseeing, আর Crystal palace, আর Vaux Hall, holiday everyday! আর Presents! Rings brooches, Dresses a-la—Paris আর অমনি barristerটা হ'য়ে আস্‌বেন। আপনি সিভিল সার্ভিসেও enter করতে পারেন, আপনার এখনও ডিনিশ হয়নি। যাই হোক, আপনি নিশ্চয়ই যান; এই বেলা থেকে চাল-চালগুলো প্র্যাকটিশ ক'রে নিন। আপনি গাউন টাউন পরেন না কেন? আপনাকে তা বড় চমৎকার দেখায়।

বিলা। কেন, এ ড্রেসে কি আমায় কুৎসিত দেখায়?

সিং। কুৎসিত? angel!—angel! but i'll prfer you as an Eiglish angel to a native angel.

(গৌরীকান্ত কারফরমার প্রবেশ।)

বিলা। ওয়েল্ গৌর ডিয়ার, কি খবর? এস তোমায় মিঃ সিংএর সঙ্গে intoduce ক'রে দিই; Mr. Sing my old friend, Mr, Karforma my dear husband,

গৌরী। বড় আনন্দিত হ'লেম, নাম শোনা ছিল মাত্র, আলাপ হ'ল;—আসা হ'ল কবে?

সিং। This day week—আজ রোজ হলো।

গৌরী। আপনি কোন্ লাইন চয়েছেন?

সিং। Surgeon, Physician, accoucher M. B, L, R, C, P, L, R, C, S. (Edin), late Clinical clerk Rotunda Lying-in-Hospital, Member Obstetrical Society London &c, &c, &c,

গৌরী। বাঃ বাঃ বাঃ! খুব আশ্চর্য্য

তো। এই খান আর্টেকের ভিতর আপনি এতগুলো টাইটেল পেলেন? বেলাই এক্জামিন দিতে হ'য়েছিল দেখছি।

সিং। Nothing of the kind; বিলাতে আমাদের মত জেণ্টলম্যানকে এক্জামিন্ দেবার ইচ্ছা না থাক্‌লে compell ক'রে insult করে না। আমাদের ইংলিশ manners দেখলেই বিছা হ'য়েছে বুঝে নেয়, কি দিলেই বুঝতে পারে, respectable, আর ডিগ্রি দেয়; আমার একটু প্র্যাক্‌টীশ জমলেই ওভারল্যাণ্ড মেলে এম্-ডিটা আনিয়া নেবার ইচ্ছা আছে।

গৌরী। বাড়ীতেই আছেন?

সিং। না, কাপড় ছাড়তে বলে, ভাত খেতে বলে, আমি 5-I গোরস্থান লেনে আছি।

গৌরী। Excuse me, কিন্তু কাপড় ছাড়ায় হানি কি?

বিলা। Husband—husband—

সিং। don't mind Mis karforma, আমাদের বিলাত-ফেরতদের duty হচ্ছে, লোককে এ সব বিষয়ে enlighten আলোকিত করা; কি জানেন Mr. karforma, এখন আমায় পাগলই মনে করুন, আর যাই করুন, সময়ে এই ড্রেশ whole worldকে ব্যবহার কর্ত্তে হবে, সুয়েজ পার হয়েই দেখুন, সব এই ড্রেশ।

গৌরী। কিন্তু asiaতে—

বিলা। Shut up; তোমার কাণ্ড কেমন?

গৌরী। হ্যাঁ, এটাই প্রশ্ন দেখে দিয়ে এমন ভাল কথা, মিঃ সিং মশাই আমার একটা ভারী উপকার কর্ত্তে পারেন; আজকাল কাগজে বিলাতের কথা থাকলে খুব পশার বাড়ে, আপনি যদি বিলাতের তারিখ দিয়ে পত্র ধরণে কতকগুলো সেখানকার বর্ণনা ক'রে আমার কাগজের জন্য চিঠি দেন।

সিং। মিঃ কারফর্ম্মা, আপনি হচ্ছেন আমার dearest friend, বিলাসিনী কারফর্ম্মার husband, আপনাকে oblige করা আমার প্রথম কর্ত্তব্য; কিন্তু there is one drawback প্রায় এক বৎসর বিলাতে থেকে বাঙ্গালা একপ্রকার ভুলে গেছি, এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, সে অনেক কষ্টে মনে মনে ইংরাজীকে তর্জমা ক'রে; আর বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরাজী কথা কইবই বা কি, এই জন্য; কিন্তু লেখা আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে আমি এক কর্ম্ম কর্ত্তে পারি, একখান অনেক দিনের published old Diary আমার কাছে আছে, পাঠিয়ে দব, date বদ্‌লে translate ক'রে নেবেন, exactly suit কর্ব্বে।

গৌরী। থাক, বড় oblige হ'লেম।

সিং। Nothing--Nothing —don't mention.

বিলা। ও বেলা রান্নার কি উদ্যোগ ক'রেছ?

গৌরী। কি খাবে বল?—ক'রে দিচ্ছি।

বিলা। বেশী কিছু না, আমি সকাল সকাল খেয়ে বেরুব; আজ আমাদের "পুরুষ দমন" সভার anniversary, রাত্রে ফিরতে পারব কি না বলতে পারিনি, তোমার মাছের ঝোলটোল না হয় পরে ক'র, আমার এক প্লেট sago-pudding, আর খান চোদ্দক কট্‌লেট ভেজে দিও; কিন্তু দেখো যেন সেদিনকার মত পুড়িয়ে ফেল না।

গৌরী। কয়লার আঁচে ঠিক আঁচ বোঝা যায় না—

বিলা। what a stupid this dear

husband of mine is as stupid mr, Singh as—as—as—

সিং। What d'ye call it.—

বিলা। yes quite so, I half regret my choice in taking him for my partner; আমি তোমায় দু'শ দিন বলেছি যে, আমার অবসরমতে ঘণ্টাখানেক ক'রে আমার কাছে ব'সে একটু একটু সায়েন্সের লেকচার শুনো, তা তোমার হ'ল না, theory of heat জান না,রাঁধবে কি ক'রে?

গৌরী। তা দিও একখানা বাঙ্গলা বিজ্ঞানের বই কিনে দিও, তোমার গ্যানোট আমি বুঝ্তে পারিনি—

বিলা। গ্যানো বুঝ্তে পার না? fie! গোটা দুই সোজা কথা মনে রাখ না, আর থার্মোমিটারের useটা শিখে নাও,তা হ'লেই হলো: এক-শ ডিগ্রি centigrade এ boilig point, সরসের তেল দু'শ ডিগ্রিতে জলে উঠে! ১২৫ কি ১৩০ ডিগ্রি হ'লেই বেশ ভাজা হয়। কাট করবার আল। সায়েন্স শিখলে বরফের আলে রাঁধা যায়।

গৌরী। বরফের আল? বরফ—বরফ!

বিলা। হ্যাঁ হ্যাঁ বরফ; যাকে আইস বলে, ভাবতে ভাবতে আমরা যা মাথায় দিই অস্বাস্থ্য হ'লে তোমরা যা খাও—সেই বরফ, Sir humphrey Davyর মতে দু'খান বরফ যথাযথি কল্লে রীতিমত heat পাওয়া যায়! আজ বাদে কাল আমি সায়েন্সে এম-এ দেব, আমার hnsband কি না heat এর theory বোঝে না।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। গুড ডে মিঃ কারফর্মা, নমস্কার Mrs. dito গুড-ডে গুড-ডে নীলরতন বাবু।

সিং। Mrs. singh, if you please—

নন্দ। ভেরি গুড, ভেরি গুড, excuse me নীলরতন বাবু, I mean Mr. Singh. আমি আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেম, সেখানে শুন্লেম, আপনি গোরস্থানে আছেন, গেলুম সেখানে, আপনার খানসামা বল্লে, মিসেস্ কারফর্মার বাড়ীতে গেছেন, অমনি এখানে এলেম।

সিং। আমি তো Noontimeএ বাড়ীতে থাকলেও Not at home; যা হোক,— আবশ্যক কি?

নন্দ। এই বিলাতের সব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো ব'লে। আচ্ছা, আপনি তো এই দশমাস ছিলেন, দশমাসে সব সাহেবদের মত হওয়া যায়?

সিং। ভাল Intelligence থাকলেই পারে।

নন্দ। আপনাকে বলি, আমি এবার এল্-এ দেব, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি, সেখানে একজামিন দিলে হয় না?

সিং। আপনার সেখানে কি যাবার ইচ্ছা আছে নাকি?

নন্দ। ইচ্ছা? যাবই।

সিং। আপনার বাবাদের মত হবে?

নন্দ। আবশ্যক? বুড়োদের মত আর কোন্ সৎকার্য্যে হয়?

সিং। তবে টাকার যোগাড় কি রকমে হবে?

নন্দ। সে যোগাড় বাবাই কচ্ছেন, এক রকম ঠিকও হ'য়েছে।

সিং। তাঁর মত নেই অথচ টাকার যোগাড় কচ্ছেন, কি রকম?

নন্দ। তিনি আমার বিবাহের সম্বন্ধ কচ্ছেন, তাতে চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবে

বিলা। বিবাহ! কিরূপ পাত্রী?—কি পাশ করেছে?—কি মতে বিবাহ?

নন্দ। যে সব বিশেষ কিছুই জানা যায় নি, বাবাও টাকার কথা ঠিক কচ্ছেন, আমিও তাই হাতাবার অপেক্ষায় আছি।

বিলা। কিরূপ পাত্রী জানেন না? দেখতে কেমন?—আপনার চেয়ে বড় কি ছোট—কতদূর লেখাপড়া জানে?—আপনাকে বশে রেখে চালাতে পারবে কি না?—কিছুই জানেন না? হয় তো কোন অপবিত্র সেকেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে,—এ সব না জেনে—না ঠিক ক'রে আপনি বিবাহ কত্তে যাচ্ছেন?

নন্দ। দেখুন,আমি এক ঢিলে তিন পাখী মারবো। সমাজকে শাসিত করবো, বাবাকে শিক্ষা দিব, আর আমার শ্বশুর হবার যে বেয়াদবি রাখে, তারেও শাস্তি দিব। বাবা যেমন লাভের লোভে আমাকে একটা জানোয়ার জুটিয়ে দিচ্ছেন, সেই জানোয়ারের বাপ যেমন বাবাকে ঘুষ দিয়ে আমার মত educated manকে একটা [redacted] মূর্খের সহচর ক'রে দিচ্ছেন, আর সমাজ যেমন এ সব দেখে শুনেও বিন্ধ্যাচলের মত পা ঢেলে দিয়ে প'ড়ে আছে—আমিও তেমনি বাগে-যোগে টাকাটী হাত করবো অথচ বিবাহ null and void হবে।

বিলা। কিন্তু—বালিকার দশা কি হবে?

নন্দ। There are ten thousand bachelors to choose from যাকে ইচ্ছা, সেই যে কত্তে পারে। I will get one milk white wife with a pair of cat's eyes.

সিং। Nothing like it my lady! আপনি এ কাজ করুন, যদি এতে কোন পাপ থাকে, তবে বিলাত যাওয়ায় তা কেটে যাবে; বিলাত যাওয়ার উপযোগী গুণ; আপনার অনেক আছে, হাট-কোটের মান আপনি রাখতে পারবেন। you will make a capital john Bull.

নন্দ। তা দেখে নেবেন, একবার কলাগেছে পার হ'লে কে আমাকে বাঙ্গালীর ছেলে বলতে পারে দেখব! বাঙ্গলা কথাটা ভুলে যাওয়া যায় কি ক'রে বলুন দেখি?

সিং। That's secret amongst our fraternity; আগে প্যাসেজ এন্‌গেজ করুন, তার পর প্রাইভেটলি বলে দিব।

নন্দ। আর আপনার মত ঐ গায়ের গন্ধটা?

সিং। তাও হবে।

বিলা। নন্দবাবু, আপনি বিলাত গেলে "চাদরনিবারিণী সভা" চালাবে কে?

নন্দ। আমাদের সেকেও ইয়ারে সবাই উপযুক্ত লোক, একজন যে হয় ভার নেবে; আর একবার ফিরে আসি, চাদর কি—"ভাত কাপড়-নিবারিণী সভা" করবো।

বিলা। গৌর, তুমি ব'সে এ সব কি শুনছ? যাও, রান্নাঘরে যাও, কিছু বুঝতে পার না, শুধু ষ্টুপিডের মত চেয়ে আছ।

গৌরী। এই যাই। (স্বগত) খুব সায়েন্‌টিফিক মামী পেয়েছি বাবা,—মামী যেন পুলিস।

[গৌরীকান্তের প্রস্থান।

সিং। আপনার হাজব্যাণ্ড খুব তো docile.

বিলা। পতির প্রধান গুণ স্ত্রী-ভক্তি। ~~যে পতি স্ত্রীকে না ভক্তি করে, সে ব্যভিচারী, পুরুষ-বেশ্যা~~; আর আমরা যদি স্বামীকে দমন কত্তে না পারবো, তবে আমাদের হাই এডুকেশনের ফল কি?

নন্দ। দেখুন দেখি,—আর ষ্টুপিড বাবা কি না আমার একটা ব্যানুঘেনে মেয়ে জুটিয়ে দিচ্ছেন। ঘোমটা দিয়ে থাকবে, দাস্ত চড়ে

কথা কইবে না, নাচতে জানে না, গাইতে জানে না, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে, খবর রাখে না।

সিং। তা আজ যাই, আমার মেডিকেল এডভাইস প্র্যাক্টিসের সময় হলো, ডিস্‌পেন্সারীতে বসতে হবে।

বিলা। উঠবেন?—আবার দেখা হবে কবে?

সিং। যবে ইচ্ছা করেন [No dog ever answered his Mistress' whistle so willingly and promptly.

বিলা। Fie—flatterer!

সিং। Then call your mtrior by that name.]

বিলা। আমি কাল ইভনিংএ আপনার ভিজিট রিটার্ন কত্তে যাব—বাড়ীতে থাকবেন তো?

Oh sure!

সিং। ~~At home and alone,—we will have a cup of tea and sweet tete—a—tete,~~] now goodbye. (shakeshand) Now Nanda babu, come to me auy morning যা যা iuformation চাই, সব দেব।

নন্দ। শুধু information, আপনাকে আমার সাহেব বানিয়ে ছেড়ে দিতে হবে; আমি আজ থেকেই ছুরি কাঁটা আর আগুন পোয়ান অভ্যাস কত্তে সুরু করবো।

সিং। বেশ বেশ; Ta-ta for the present old chap—expect you to-morrow evening Mrs. karforma.

বিলা। I remember.

[সিংহের প্রস্থান।

তবে নন্দবাবু, বিবাহ কত্তে চল্লেন?

নন্দ। বিবাহ! হয় বিবি, নয় আপনার মত গ্র্যাজুয়েট। আহা, গৌর বাবুর কি অদৃষ্ট!

বিলা। কি, jealousy হয় নাকি?

নন্দ। কার না হয়? আমি বিলেত থেকে ফেরা অবধি যদি আপনি মিস্ থাকতেন?

বিলা। ওয়াইফও তো উইডো হয়।

নন্দ। Would to God! সে দিন কি হবে!

বিলা। আপনি সায়েন্স পড়ছেন, গড বল্লেন যে? গড মানেন নাকি?

নন্দ। রাম! ওটা কথার কথা বল্লেম, যে দিন গ্যানো কিনেছি—সেই দিন বুঝেছি, গড নেই, তা আজ আসি, আপনাকে আর কষ্ট দেব না।

বিলা। কষ্ট কি—কিছু নয়; তা যাবার আগে দেখা হবে তো?

নন্দ। দেখা হবে না, আমাকে একখানা আপনার ফটোগ্রাফ দিতে হবে।

বিলা। কত বিবি দেখবেন, আমার ফটোগ্রাফ নিয়ে আর কি হবে?

নন্দ। আপনি গাউন পরলে কোন্ বিবি আপনার কাছে লাগে! তবে গুডবাই।

[নন্দবাবুর প্রস্থান।

বিলা। বেহারা—

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা। ~~বহু মহারাজ~~! হুজুর

বিলা। বাবু কা করতা?

বেহারা। মশেলা পিস্‌তা।

বিলা। জল্‌দি হামারা খানা লেয়ানে বোলো, হাম গোসলখানা সে আতা হায়।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

গোপীনাথ বাবুর গৃহ।

গোপীনাথ সরকার।

গোপী। চার হাজার ছ'শ নগদ ; চার হাজার ছ'শ যদি হলো—তার থাকছে কত ? চার হাজার আলাদা ধ'রে রাখ, থাকে ছ'শ; ছ'-শর ভেতর বের খরচ, গায়ে হলুদ—আইবুড় ভাত— নান্দীমুখ—গুরু, পুরোহিত, নাপ্তে—বর আসা যাওয়া এ সব নিয়ে পঞ্চাশের কম আর হচ্চে না। ঘটককে বলেছি পঞ্চাশ, তা দিচ্ছিনি—পনের দেব, বেশী পেড়াপীড়ি করে,আর প'াচ, তা হ'লে হলো পঞ্চাশ আর কুড়িতে সত্তর, থাকে গে একশ ত্রিশ ; তা হ'লে আর রইল কি ? চিনিবাস মুদীকেই দিতে কুলাবে না ! ওদিক্‌কার বড় ধর গে চন্দ্র চক্রবর্ত্তীদের কাছ থেকে বাড়ীখানা খালাস ক'রে নেবার—সেও সুদে আসলে তেরশো টাকার ওপর হয়েছে,—

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। ধোপা এয়েছে গো, কাপড় দেবে ?

গোপী। তের-শই ধর—

ঝী। তরসু আসতে বলবো ?

গোপী। খতে আর গহনা বাঁধা—সেও পাঁচ সাত-শ।

ঝী। কি বিড়ির্‌ বিড়ির্‌ হিসাব কোচ্চ গো ? আমার কথা কাণে তুলছো না যে ?

গোপী। কি হয়েছে ?

ঝী। না, এমন কিছু নয়, আজ মাসের ক-দিন ?

গোপী। তেইশ দিন। এই তো প্রায় দু হাজারের ওপর হাতে হাতেই বেরিয়ে যাচ্ছে,—

ঝী। এখন কি হবে—দেবে ?

গোপী। কি দেব ?

ঝী। এতক্ষণ পরে বল্লে কি না কি দেব !

গোপী। কি বল, না ছাই, আমার এখন মেজাজের ঠিক নেই, মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

ঝী। উঃ! তবু এখনও টকার পুঁটলি ঘরে তোলেনি, ধোপা এয়েছে, কাপড় দেবে আর সে ট্যাকা চাচ্চে।

গোপী। তা কাপড়-চোপড় দিগে যা, এখানা আর ছাড়বো না,বেশ ফরসা আছে।

ঝী। আর টাকা ?

গোপী। টাকা ? বল্‌গে ফুলশয্যার পরদিন সব চুকিয়ে দেব।

ঝী। এ চুলোর ফুলশয্যা কবে হবেগা ? —মনিষ্যির হাড় জুড়ুবে !

গোপী। আ মর্‌ মেয়ে! ব্যাটার বেতে অকল্যাণের কথা কস্‌ ?

ঝী। একে আর বেটার বে বলে না—প্যাটার হাট! মেয়ে দেখা নাই, ঘর দেখা নাই, কেবল ট্যাকা—ট্যাকা, আমাদের গরিবের ঘর হ'লে একঘরে কর্ত্তো।

[ঝীর প্রস্থান।

গোপী। বেটীকে যে আর চলে না, মাইনেটা জমে গিয়ে বড় মুখ ছুটিয়েছে, আর রাজ্যির দেনা জুটে আছে, পাওনাদারেরা একেবারে মুখিয়ে আছে, এর ভেতর দু-এক ব্যাটা মরে,—তা কি বজ্জাত ব্যাটারা মরবে! ছেলেটার বে দে কিছু পাব—ব্যাটারা মার্কণ্ডের প্রমাই নিয়ে বসে আছে!

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নি। এর যে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে, এমন তো বোধ হয় না।

গিন্নী। হুঁ হুঁ! গুরুর কথা না শোন কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হঁ্যাচকা টানে! আমি তো বলেছিলুম, অত কমে রাজি হয়ো না, নন্দলাল আমার চার হাজারের

ছেলে! কর্ত্তাপনা করা অমন মেনী-মুখোর কাজ নয়।

গোপী। কি জান, এই দিতেই তাদের সর্ব্বনাশ হবে।

গিন্নী। তাদের সর্ব্বনাশ হলো তো আমার কি? আহা, কে আমার সাত পুরুষের কুটুম গো! নন্দলালের পায়ে মেয়ে দেবে, তাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে, এতে পোড়ারমুখো মিন্‌ষের টাকা খরচ কত্তে হাতে আগুন লেগে যায়! আর সে মাগীই বা কেমন? মেয়ের মা?—চোখ খাগীর জামাইকে দিতে চোখ টাটায়? গায়ে গহনা টহনা নেই?—বেচুক না।

গোপী। আমি একটা ঠাউরে আছি, আগে সব ঠিক হয়ে যাক না, নন্দকে আড়ালে শিখিয়ে দেব এখন—সম্প্রদানের সময় একটা কোট করে ব'সবে।

গিন্নী। আচ্ছা, এবার তুমি কোচ্ছ কর—আমি আর হাত দেব না, কিন্তু বছরের ভেতর বৌটির যদি ভালমন্দ হয়—নন্দর তদ্দিনে পাশ বাড়বে, দেখো দেখিন—তখন ছেলের ফের বে দিয়ে আমি দোতালা বাড়ী, আর নিজের গা-ভরা গহনা কত্তে পারি কি না।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। বাইরে যাও গো—সব এয়েচে।

গিন্নী। কে এয়েছে?

ঝী। সেই মড়িপোড়া মিন্‌ষে, একটা কুপো, আর একখানা বেবুবো কাঠ—

গোপী। মড়িপোড়া মিন্‌ষে কে রে?

ঝী। সেই তোমার সখের ঘটক—যে এই ছেরাদ্দের যোগাড় কোচ্ছে।

গিন্নী। ও কি কথা রে?

ঝী। আদের ছেরাদ্দের কথা বলছি,—যার ট্যাকা খরচ, তারই তো ছেরাদ্দ, আমরা নেব, আমরা তো নেমো বই নয়।

গিন্নী। (সহাস্যে) মাগী যেন কি!

গোপী। বুঝি ছেলে দেখতে এয়েছে; গিন্নি, কপাটের আড়ালে দাঁড়াবে এস, দেখি, যদি কিছু আরও বাড়াতে পারি। ঝি, যা দেখিন চট ক'রে, নন্দকে ডেকে আন, বুঝি এই চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতেই আছে।

[কর্ত্তা ও গিন্নীর প্রস্থান।

ঝী। বাবা!—বাবা!—বাবা!—এ কি বেটার বে দেওয়া গা! আহা, বেচারার মেয়ে হ'য়েছে ব'লে কি যত অপরাধ! একেবারে জবাই করা! কর্ত্তাগিন্নীতে মুখোমুখি ক'রে কেবল পরামর্শ আঁটছেন। গিন্নী আবার কর্ত্তার বাবা, বলে বাড়ীখানা ছেলেকে লিখে দিক না; সব চুকে যাক। এরা কায়েত না কসাই? কোথেকে এক উঠুনের পাশ পাশ হয়েছে—ছেলে পাশ হলো তো অমনি মা-বাপের হাঁসের মত পেট হলো, যত দাও, খাই আর মেটে না। আহা, সেবার ঘোষেদের উপরো উপর ছুটো মেয়ের বে দিয়ে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল; ভিটে গেল, চাকর লোকজন ছাড়িয়ে দিলে;—আহা, তাদের ঘর থাকলে কি আর এ হতভাগা সংসারে ঢুকি? পোড়া কোম্পানীতে এত কচ্চে, এর আর একটা কিছু কত্তে পারে না? ঘাটে ঘাটে যেমন মড়াপোড়ানর রেট বেঁধে দিয়েছে, ছেলে-মেয়ের বেরও তেমনি একটা কিছু ক'রে দেয়, তা হ'লে মুদ্দফরাস বরের বাপগুলো জব্দ হয়। যাই, কোথা আবার ননীর গোপাল আছেন, খুঁজে আনিগে, পাশ ক'রে তো রাজা ক'রেছেন, কেবল দেখতে পাই, চক্ষু ছুটীর মাথা খেয়েছেন,—নাকের ওপর সার্সী খড়খড়ী বসিয়েছেন।

[ঝীয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

গোপীনাথের বহির্ব্বাটী।

গোপীনাথ, মন্মথ বাবু, লোকনাথ বাবু ও ঘটক।

ঘটক। কৈ—তামাক দিলে না? চাকরেরা সব গেল কোথা? ও গোপাল! রাখালে!—বাজার টাজারে গেছে বুঝি? সংসারে কাজ তো কম নয়;—ঝি! ঝি! আসছে—এই আসে আর কি। গোপীনাথ বাবুর সব সেকেলে চাল—বুঝলেন মন্মথবাবু! পৈতৃক সেকেলে ঘরদোর কিছু বদলাননি, বল্লেন, চণ্ডীমণ্ডপ ভেঙ্গে দালান ক'রে কি কর্ত্তাদের কীর্ত্তি লোপ করবো? মেয়ে পরম সুখে থাকবে, নিজের মেয়ে হয়নি, শাশুড়ীর বৌ-অন্ত প্রাণ হবে; সোণার সংসার, কিছুরই অভাব নেই, চাকর-দাসীতে খাটবে, মেয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবে। গোপীনাথ বাবু নিজে পছন্দ ক'রে সব ভারী ভারী গহনা গড়িয়ে দেবেন, তাই নগদ টাকা নিচ্ছেন।

গোপী। মহাশয়ের কার বাড়ী কর্ম্ম করা হয় বল্লেন?

মন্মথ। swindle smuggle companyর বাড়ী ক্যাসএ থাকি।

গোপী। ক্যাস আপনার হাতে? তবে উপরিও দশ টাকা আছে?

মন্মথ। বৎসামান্ত। সে কাল আর নাই, কোন মতে সংসার চালান, আর নিজে ঐ আড়তখানি করেছি।

ঘটক। (জনান্তিকে) চুপ চুপ।

গোপী। আড়ত করেছেন? কৈ, ঘটক মশাই, সে কথা তো আমায় বল্লে নি?

ঘটক। সে লোকসেনে আড়তের কথা আর মুখে আনতে আছে এই শীতের মরসুমটা দেখেই তুলে দেবেন।

গোপী। তুলে দেবেন কেন? জামাইকে দিন না।

ঘটক। (স্বগত) এই সামলে রে!

মন্মথ। আজ্ঞা, সেখানি আমার পরিবারের স্ত্রীধন।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। গিন্নী বলছেন ভালই তো, ব্যান কেন জামাইকে দিক না। মাসীর এক মেয়ে আর আহ্লাদ কি? এমন দিন আর কবে হবে?

ঘটক। ওরে বাছা—তুই এয়েছিস? চু'ই কল্কে তামাক আন্ দেখি।

ঝী। রোস, আমার এখন একডাঁই বাসন পড়ে রয়েচে; তামাক কোথা?—বাজারে টৌকুলা সাধতে যাব, তবে তো সব আসবে,—একলা মানুষ আর কত করবো?

গোপী। তুই এখন যা যা, পাগলী কোথাকারে! নন্দ কোথায়?

ঝী। দাঁড়াও এখন, আধ ঘণ্টা ধরে সিঁতি বাগান হোক; সে জলের ঘটী পড়েছে আরসি বেরিয়েছে, আঁচড়াচ্চেই—আঁচড়াচ্চেই, পোড়া চুল আর ফেরে না, সে শোয়ারের কুঁচি সোজা হবে কেন? ব্যাটাছেলের অত সিঁতে কেন গো? সিঁদুর পরবি না কি?

গোপী। যা যা, তুই বাড়ীর ভেতর যা; আমার বাড়ী এদ্দিন রয়েছে, আজও কথা কইতে শিখলে না, যা আপনার কাজ কর গে যা।

ঝী। তা যাচ্ছি, যাব না তো কি দাঁড়িয়ে থাকবো? কৈ, মেয়ের বাপ কোন্‌টা? ঐ মোটা মাহুষটা বুঝি?—বলি হাঁ গো বাছা, বসে বসে গোঁপ মোচড়ালে চলবে না, আমার তাগা, বালা ভসর চাই; কর্ত্তা তো টাকা

পাবে—দেনা শোধ করবে, মেয়েকে ঘর কর্ত্তে হবে আমার সঙ্গে; গিন্নী ঠিক ক'রে আছেন, বৌ এলে আর হেঁসেলে ঢুকবেন না। আমি এখন গয়লার মেয়ে এই এখন বুঝে [redacted]।

গোপী। ওরে বাপু, তোর গুষ্টীর পায়ে পড়ি—বাড়ীর ভেতর যা।

মন্মথ। হবে—হবে,তোমার হবে বৈ কি।

ঝী। হাঁ—হাঁ

[ঝীয়ের প্রস্থান।

গোপী। পুরোণো লোক হ'লে যেন মাথায় চড়ে, তার ওপর আবার [redacted] পাগল, তবে বিশ্বাসী লোক বলেই রাখা। বাবুর কি নাম?

লোক। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীলোকনাথ [redacted] দে।

মন্মথ। উনি আমার ভগ্নীপতি, বাসদেবপুরে হাইস্কুলের হেডমাষ্টার, পূজার ছুটীতে বাড়ী এসেছেন।

ঘটক। মস্ত লোক গো, ভাজরহাটির দে ওঁরা, যত মুখ্যি কুলীনের সঙ্গে ওঁদের ক্রিয়া আর লেখাপড়ায় একেবারে কেরাণী, এখনকার পাশফাস নয়—ওঁরা সেকেলে।

(নন্দলালের প্রবেশ)

গোপী। এস বাবা বস', এই দেখুন, এইটী আমার পুত্র।

ঘটক। কার্ত্তিক—কার্ত্তিক জামাই হবে! মন্মথ বাবু, দেখুন, চেহারাটা একবার—তবু এখনও নায়নি।

মন্মথ। নামটী কি বাপু তোমার?

নন্দ। এন্ সরকার।

ঘটক। বাঙ্গলা ক'রে বল বাবু, নাম বাঙ্গলায় বলতে হয়, ইংরাজী লেখাপড়ার কথা পরে হচ্ছে।

নন্দ। তুমি কে?

ঘট। আমি কে, জান না? আমিই মুলাধার—প্রজাপতির পাখ্‌না, আমি না হ'লে কি বে হয় বাপু? আমি ঘটক।

নন্দ। ঘটক? দালাল? তোমার লাইসেন আছে?

ঘটক। আমার লাইসিনি ফাইসিনি সব তোমরা।

নন্দ। Idiot!

লোক। পুরো নামটী কি বাপু?

নন্দ। নন্দলাল সরকার; কিন্তু এখনকার ইউনিভার্সিটীতে হাণ্টারের মত চলিত, সেই মতে এন্, সরকার বল্লেই Sufficient হলো—লোকেরও বুঝে নেওয়া উচিত।

লোক। ঠাকুরের নাম?

নন্দ। কি ঠাকুর?

মন্মথ। পিতার নাম জিজ্ঞাসা কচ্চেন।

নন্দ। সামনেই ব'সে আছেন—জিজ্ঞেস কোত্তে পারেন; আমায় ফর্‌নাথিং ট্রবল্ দেওয়ার আবশ্যক?

মন্মথ। (স্বগত) বাবা, এ কি ছেলে গো! যেন জাহাজী গোরা!

ঘটক। দু'টো লেখা-পড়ার কথা জিজ্ঞেস করুন দে মশাই, এখনকার সব কালেজের ছেলে, বাপ-পিতামোর নামের ধার ধারে না।

নন্দ। আবার তুমি কথা কইচ? কথার কি বোঝ, ইংরেজী পড়েছ?

লোক। পড়া হচ্ছে কোথায়?

নন্দ। সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস, ফ্রিচার্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন্, কলেজ ডিপার্টমেণ্ট।

লোক। One divided by Zero কত হয় বল দেখি?

নন্দ। What a question! আপনি গ্র্যাজুয়েট?

লোক। না বাপু।

নন্দ। তবে আপনার কাছে আমি এক্‌জামিন্ দিতে পারি নি।

মন্মথ। উনি একজন সেকেলে senior scholarship holder. পাকা লেখাপড়া জানা লোক, হাই স্কুলের হেডমাষ্টার।

নন্দ। হ'তে পারে, স্কুলের পড়া এক রকম চালাতে পারেন, কিন্তু সেকেলে লেখা-পড়া কলেজে চলে না; Univers'tyর vast area of different knowledge grasp কর্‌বার capacity ই ওদের নাই। physics, Dynamics' accoustics' Optics উঃ! এ সব আইডিয়াই কোত্তে পারবে না।

গোপী। একটু বল, যা জিজ্ঞেস কচ্চেন, শোনই না, এত শিখেছ—কিছু পরিচয় দাও।

নন্দ। পরিচয় আর দিব কি! আমার "চাদনিবারিণী সভার" সব লেকচার পড়েন নি?—Graduates Guardainএ সব বেরিয়েছিল, গেল Anniversaryর স্পিচে বলেছিলেম—Of mans first disodedience the evil treat befell on the intellectual biped breed nothing excels in enormity' the curse that alighted like a bombarded bombshell on the heads of Bengalees, (hear hear, loud applause) I mean the use and abuse of sinfnl sheets vulgarly kuown as Chadar—এই চাদরের চখরে পড়িয়া বঙ্গবাসী যে কি রাশি রাশি দুঃখার্ণবে দহন হইতেছে, তাহা বলিতে গেলে ওয়েবেষ্টারের Emphasis খুঁজিয়ে পাওয়া যায় না;—(ঘন ঘন করতালি) আর কত বল্‌বো—এই নিন, এই pampinet এ সব আছে, পড়ে নেবেন।

ঘটক। দেখুন মন্মথ বাবু, মোহনলাল বাবু দেখছেন। একেবারে অদ্বিতীয় কেমন লেন! ইংরাজী বেরুল যেন তুবড়িতে আগুন দিলে, আর বাঙ্গালাও—কিবা শুনিতে! নিন, বেলা হ'ল, আশীর্ব্বাদ ক'রে ফেলুন—খাওয়া যাক।

মন্মথ। এস বাবু, দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক। (মোহর প্রদান।)

নন্দ। আমায় মাপ করুন, আর বসতে পারি না বিলাসিনী কারফর্‌মার বাড়ীতে আমার এন্‌গেজমেন্ট আছে, সেখান থেকে গোরস্থানে যাব, Mr,Sing নেমন্তন্ন করেছেন।

ঘটক। এস এস, আহারাদি কর গে, বেলা হ'য়েছে।

গোপী। ওটা আমার কাছে নয় তোমার গর্ভধারিণীর কাছে রেখে যাও, হারিয়ে ফেলবে।

নন্দ। তুমি আর আমাকে political economy শিখিও না। Cood morning to all of you.

[নন্দলালের প্রস্থান।

মন্মথ। বাবাজী দেখতে শুনতেও ভাল — লেখা-পড়াও হচ্চে, কিন্তু মেজাজটা কিছু রুক্ষ।

গোপী। আগে ছিল না, এই বছর দেড়েক হ'ল হয়েছে; বোধ হয়, ওটা কালেজের গরমি, গোরা মাষ্টারদের কাছে পড়ে কি না।

ঘটক। হাঁ হাঁ, হ'তেই পারে, "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" যেমন করাও, তেমনি করে; আর গোরাদের সংসর্গে থাকলেই মেজাজটা একটু ঘুলোঘুলি রকম হয়।

লোক। ওটার জন্য ভাববেন না—অতটা থাকবে না। এই এল-এ ক্লাশটা সর্ব্বনেশে ক্লাশ, আমিও বেশ দেখেছি; ওটা পার হ'লেই অনেক ঠাণ্ডা হ'য়ে আসবে। একেবারে স্কুলের বেতের হাত এড়িয়ে কলেজে ঢোকে, প্রোফেসরে বাবু ব'লে ডাকে, উঁচু

উঁচু subjectএর ছু-এক পাতা প'ড়ে গরম হ'য়ে ওঠে।

ঘটক। দেখেছ, ম্যাষ্টার মানুষ কি না—ঠিক ধরেছে; ম্যাষ্টার না হ'লে ছেলেও চেনে না, আর গয়লা না হ'লে গরুও চেনে না।

মন্মথ। তবে অনুমতি হয় তো আজ উঠি, আবার একবার আলিপুর যেতে হবে; একখানা সফিনে আছে।

গোপী। সাক্ষী দিতে ? ওঃ! আপনার তবে অনেক কাজ ?

মন্মথ। হ্যাঁ, এক গেরো।

গোপী। না না, গেরো নয়, মাসে ছ'-একটা অমন জুটলে ভাল, ওতে ছ'পয়সা আছে।

লোক। সম্বন্ধী, ব্যাই মশাই এক হাত বড় নিলেন। সত্য সত্য ব্যবসা সুরু করেছ নাকি ?

মন্মথ। ব্যাই মশাইদের চাপাচাপিতে চুরি না কোত্তে হ'লে হয়।

গোপী। হাঃ হাঃ হাঃ।

ঘটক। হাঃ হাঃ হাঃ! ভাল ভাল—ছ'পক্ষ থেকে আমার একখানি ছোটখাট কোটা ক'রে দিতে হবে, এবার হরগৌরী মিলন ক'রে দিচ্ছি।

(ঝীয়ের প্রবেশ)

ঝী। ই নাও, তামাক খাও।

ঘটক। এস এস।

ঝী। ওরে আমার ইষ্টঠাকুর! তোমার জন্তেই নিয়ে এলুম কি না ? মেয়ের বাপকে দেব—আমার ভাগা দানা ভসর চাই।

গোপী। [redacted]

মন্মথ। না আমরা কেউ তামাক খাইনে, তুমি বামুনের হুঁকো এনে দাও।

ঝী। বাউনের হুঁকো কোথায় খুঁজতে যাব ?

গোপী। যেখানে পাস্ খুঁজে আন্।

ঘটক। থাক থাক, আর কাজ নাই।

মন্মথ। তবে অসি মশাই—নমস্কার!

গোপী। নমস্কার, নমস্কার!

লোক। মশাই, আর কষ্ট করছেন কেন ?

—[redacted]!

[লোকনাথ ঘটক ও মন্মথের প্রস্থান।

গোপী। তুই কি ঠাউরেছিস বল্ দেখি ? লোক মানিস না, জন মানিস না, যা মুখে আসে, তাই বলিস ?

(গিন্নীর প্রবেশ)

গিন্নী। তাই বলতে আমিও আসছি—ছোট মুখে বড় কথা,—[redacted]!

ঝী। ও বাবা! কত্তা-গিন্নীতে ছ'জনে যে একবারে তেড়ে এলে,—কি মারবে না কি ?

গিন্নী। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব, বেরো বেটী আমার বাড়ী থেকে, আমার খাস—আমারই ছেলেকে গাল!

ঝী। কি গাল দিলেম তোমার ছেলেকে ? ওঃ! মুখ দেখ! ঝ্যাঁটা!—ঢের ঝ্যাঁটা দেখিছি!

গিন্নী। আমার ছেলের চুল শোরের কুঁচি ? পোড়া চুল ? [redacted]!

ঝী। গাল ধরবো না কি ? শুনবে একবার গাল ? ছুটোবো মুখ ?

গোপী। থাক থাক গিন্নি, আর কথায় কাজ নেই, অমন লোক রাখতে নেই, ওকে বিদেয় ক'রে দাও।

ঝী। দাও না বিদেয় ক'রে—যাচ্ছি চলে, দাও—এখুনি আমার মাহিনে পত্তর চুকিয়ে দাও।

গোপী। নে যাস্—যখন আমার সময় হবে, তখন দেব। [illegible]

[illegible] যুনিনি।

[illegible] স, [illegible], নালিস কর গে যা।

ঝী। নালিস কর্ব্বো? গালাগালের চোটে আদায় কর্ব্বো, রাস্তায় বেরোবে না? [illegible] না! দেখি টাকা আদায় হয় কি না! অন্ন যোড়ে না—ঝী রাখা, কি আমার ভদ্দর গো!

গিন্নী। বেরো [illegible],—বাড়ীতে বসে গালাগাল!

ঝী। [illegible] এই রাস্তার দাঁড়িয়ে গাল্ দিচ্চি গে, [illegible]। আমার টাকা মারলে ভগবান্ দেখবেন, তেরাত্তির পোয়াবে না, অই বেটার পে ঘুরে যাবে। আজও দর্ম্ম আছে, এখনও সোমবারের পর মঙ্গলবার হচ্চে, সুয্যির পর চাঁদ উঠছে; আমি যদি সত্যি গয়লার মেয়ে হই, মধুসূদন, যেন তেরাত্তির না পোহায়! এই ব্যাটার শোক যেন পেতে হয়!

[ঝীয়ের প্রস্থান।

গিন্নী। দেব বেটীকে ঝেঁটিয়ে?

গোপী। আর কাজ নেই, যাক বেরিয়ে গেছে—চল বাড়ীর ভেতরে চল।

[illegible]!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্মথ বাবুর বহির্ব্বাটী।

গোপীনাথ, মন্মথ, ঘটক ও পন্নামাণিক।

মন্মথ। হ্যাঁ গো ব্যাই মশাই, এখন আবার এ কি কথা?

গোপী। আমি কি কর্ব্বো বলুন?

মন্মথ। হ্যাঁ গো ঘটকঠাকুর, কথা কচ্চো না যে? ছান্‌লাতলায় দাঁড়িয়ে এ কি কথা?

ঘটক। তাই তো---তা যা হোক, একটা মোটামুটী ক'রে ফেলুন, শুভকার্য্য সম্পন্ন কর্ব্বার আর বিলম্ব কর্ব্বেন না।

মন্মথ। বলি ব্যাই মশাই, উপায় কি? আমার যে জাত যায়, [illegible]; যা কিছু সঞ্চিত ছিল, দিয়েছি, বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়েছি, আর পাঁচ-শ টাকা আমি এখন পাই কোথা?

গোপী। কি জান ভাই—দেখলে তো আমি ওর একটা পয়সা ছুঁয়েছি? তোমার জামায়ের হাতেই সব, তাকে যাতে সন্তুষ্ট কোত্তে পার, কর। আমি এক পয়সা—গোরক্ত!—[illegible]!

মন্মথ। এ যে ঘোর বিপদ, কথাবার্ত্তা সব চুকে গেল, যা বল্লেন, তাই স্বীকার কল্লেম, মাথা বিক্রী ক'রে এক রকম সর্ব্বস্ব দিলেম, এখন পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পেড়াপীড়ি—আমার জাত নষ্ট করা!

ঘটক। "গতাং বহুত্যা কান্তা যন্না তিষ্ঠতি শর্ব্বরী"—এত সয়েছেন, আরও কিছু সন; বাবাজীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একরকম

মাঝামাঝি রাজী করুন, চলুন, বাড়ীর ভিতর চলুন, আমিও যাচ্ছি।

গোপী। হ্যাঁ হ্যাঁ দ্যাখ—ব্যানের ঠেঁয়ে কিছু থাকতে পারে।

মন্মথ। পরম শত্রুরও না মেয়ে হয়, আসুন ঘটকঠাকুর।

[মন্মথ ও ঘটকের প্রস্থান।

গোপী। পরামাণিক, চট্ যা, নন্দর কাণে কাণে ব'লে দিগে, নিদেন আধাআধি। আছে আছে, মাগীর হাতে আছে! আর দ্যাখ, সব টাকা আজকের মত নন্দ নিজে রাখে, আমায় যেন সাফ রাখে; তার আমার হাতে টাকা না থাকলে—গুরু, পরামাণিক, ঠাকুর-প্রণামী, শয্যাতোলানিগুলোর জন্তেও পেড়াপীড়ি কোত্তে পারিবে না। যা—চট্ যা।

পরা। যে আজ্ঞে, আমি ঠিক বুঝিয়ে দিচ্ছি।

[পরামাণিকের প্রস্থান।

গোপী। আমার ছেলে তো, তায় আবার এলে পড়েছে, ঠিক সময়ে কোট করেছে; বাহবা নন্দলাল! দেব, দেব, ওর বরাবর সাধ বাইরের ঘরটা পরিষ্কার ক'রে, টেবিল চেয়ার কিনে বসে, দেব—কিনে দেব; টাকা পঞ্চাশ ষাট নন্দর প্রতি খরচ কর্ব্বো, না হ'লে ভাল দেখায় না, ধত্তে গেলে এ সব টাকা তো ওরই। আঃ, রাতটে পোহালে বাঁচা যায়! পাওনাদার ব্যাটাদের সঙ্গে একটা রফা কোত্তে হবে; একবারে টাকা চুকিয়ে দেব, কিছু কিছু ছুট দেবে না? না দেয়—একটী পয়সাও দিচ্ছিনি—নালিশ করুক গে, খরচা ক'রে মরুক। তার পর কোম্পানীর কাগজ কিনি, না কোটীর খাটাই? কোটীর মত টাকা বাড়াবার সুবিধে কিছুতেই নেই। চক্রবর্ত্তীরা বড় নাক উঁচু করে চলছে, এইবারে দেখবো। গিন্নীর মনস্কামনা সিদ্ধি হয়, নন্দর বিয়ে পাশ হতে হতে এই বৌটীর ভাল মন্দ হয়, তা হ'লে দশ হাজারের একটী পয়সা কম নয়! একপ্রকার বড় মানুষ হওয়া যায়। আজকালকার ছেলে যে দু'বিয়ে কোত্তে চায় না, আবার তাও বলি—সতীনে যে মেয়ে দেবে, সে আর পয়সা দেবে না। গিন্নীরও অন্যায়, একটা বেটা বিইয়ে বসে রইলেন—দেব না তো সব গহনা খালাস ক'রে, ফের বেটা বিউক, সে দিক, গহনা খালাস করুক।

(ঘটক ও মন্মথের প্রবেশ)

ঘটক। জানি প্রাজাপতির লীলা, সিদ্ধিদাতা গণেশ সব শুভ কর্ব্বেন, আর যেখানে শর্ম্মা আছেন—সব শুভ! সব শুভ!

গোপী। কি কি? কি হ'ল কি?

মন্মথ। আর হবে কি? ঝেড়ে পুঁছে নগদ সোত্তরটা টাকা বেরুল, আর আমার পরিবারের কাঁকালে পনের ভরির সোণার গোট ছিল—দিলেম।

ঘটক। বেশ হয়েছে—উত্তম করেছেন, আর ও কথা উত্থাপন করবেন না, সব আপনার মেয়েরই রইল, দেখে নেবেন আমার কথা, মেয়ে ঐ গোট কাঁকালে দিয়ে আবার এখানে আসবে, ও টাকা আপনার মেয়েরই বাক্সে থাকবে; আজকালকার মেয়ে, স্বামীকে কাণে ধ'রে ওঠাবে বসাবে! দেখলেন তো গোপীনাথ বাবু এক পয়সাও হাতে কল্লেন না।

গোপী। রাম রাম! ~~ও টাকা আমার ভাতারখং~~, আমি ও টাকা ছুঁই? আর আমার আবশ্যকই বা কি? যা হোক, এখন তো সব চুকে গেচে?

ঘটক। নির্ব্বিঘ্নে! বর-কনে বাসরঘরে গিয়েছে, বিস্তর মেয়েছেলে জড় হয়েছে; মন্মথ বাবুর যত বড়মানুষ কুটুম, খরচেরও ত্রুটি করেননি।

মন্মথ। এখন আসুন, আপনি কিছু জল-টল খাবেন।

গোপী। আমি—আর না, যাই—গিয়ে একটু গড়াই গে, আবার সকালে আসতে হবে; ন'টার পরই বারবেলা পড়বে, এর মধ্যেই এদিক্‌কার সব সেরে বর-কনে নিয়ে যেতে হবে।

মন্মথ। কিছু মুখে দেবেন না, সেটা কি ভাল দেখায়?

গোপী। না, আজ থাক—খাবই তো, এখন ঘর হ'ল—রোজ খাব, শ্রোত্রিয়ের হাত ধ'রে এসে পাত পেড়ে খাব, এখন আসি।

মন্মথ। তবে আর কি বলবো; কিন্তু একটু যা হোক—

গোপী। কিছু না, কিছু না—আপনি শয়ন করুন গে, রাত্রি অধিক হয়েছে,। আর বাড়ীর ভিতর ব'লে দেবেন, নন্দকে একটু ঘুমুতে দেয়, নইলে অসুখ করবে।

ঘটক। হাঁ, আজ তাই দেবে। এখন চলুন, আমিও বাসায় যাব, তার পর দুই বেয়ারে কাল সকালে আমায় সন্তুষ্ট কর্বেন; তা হ'লে শুভকার্য্যের চূড়ান্ত হয়ে যায়, ব্রাহ্মণ—আশীর্ব্বাদ কোত্তে কোত্তে যাব।

গোপী। তবে আসি এখন।

মন্মথ। মশাই! মশাই!—প্রণাম হই ঘটকঠাকুর।

ঘটক। কল্যাণ হোক—কল্যাণ হোক—খুব কাজ করেছ, রাজা-রাজড়ার মত কাজ কোরেছ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাসর-ঘর।

নন্দলাল, সুরতকুমারী, নৃত্যকালী, মনোমোহিনী ও বসন্তকুমারী।

নৃত্য। কি হে বর! একমনে ভাবছ কি? দুটো কথাবার্ত্তা আমাদের সঙ্গে কও, আমরা তোমার সঙ্গে রাত জাগতে এলুম।

নন্দ। (স্বগত) ঠকা হবে না, বাসরে বোবা বেরসিক না বলে।

সুর। কি, নৃত্য কি বোল্লে? ওর কথার উত্তর দাও, ও তোমার বড় শালী।

নন্দ। কি নাম [illegible] ওঁর?

সুর। নৃত্য—নৃত্যকালী।

নন্দ। বেশ নাম তো,—নৃত্যকালী কি?

সুর। নৃত্যকালী কি আবার? নৃত্যকালী—তোমার শালী।

নন্দ। আপনি দেখছি একজন প্রসিদ্ধ কবি, মুখে মুখে কবিতা রচনা কোত্তে পারেন, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম নৃত্যকালী—ওরা কি?

মোহি। কি আবার? কায়েত,—তোমার শালী কি ডোম হবে নাকি? ওর শ্বশুররা বোস, কালেজে পড়েছ, আর এটা জান না? সে তো [illegible] শালার কাণ ম'লে।

নন্দ। তাই বলুন, নৃত্যকালী বোস।

সুর। ও মা, কোথায় যাবো! হাঃ হাঃ হাঃ! নৃত্যকালী বোস? হাঃ হাঃ হাঃ! আর ঠাকুরজামাইকে বলিস, নাম জিজ্ঞাসা কোল্লে বলে, জীবনকৃষ্ণ দাসী! হাঃ হাঃ হাঃ! নৃত্যকালী বোস—যে শালার কাণ ম'লে, টান তো মোহিনী দিদি ডানকাণ ধ'রে, আমি শালার বাঁকাণে টাক দিয়ে বোস বের কচ্ছি (কাণমলন)

নন্দ। উঃ উঃ উঃ! লাগে—লাগে—লাগে! ছাড় ছাড়,—স্ত্রী-স্বাধীনতার এতদূর করবার কথা নাই! কাণ গেল যে! এ কি স্ত্রী-স্বাধীনতা? কৈ, বিলাসিনী কারফরমা তো গৌরবাবুর কাণ ম'লে দেন না, ছাড়—ছাড়—

মোহি। কেন শালা তবে আমাদের মেয়ে মানুষের নাম বিগ্‌ড়ে দাও? আমাদের অমন "অবলা-সরলা" নামগুলিতে ওঁদের কট্‌কটে পদবী জুড়ে দিচ্ছেন; নৃত্যকালী বোস, আমি তবে মনোমোহিনী দত্ত, ও তবে সুরতকুমারী হাজরা?

বস। আমিই তবে গেছি ভাই, আমার ভাতার যে দিন শুনবে, আমি বসন্তকুমারী মজুমদার, সেই দিনেই আমায় পরিত্যাগ করবে, বিট্‌কেল নামের উপর সে বড় চটা।

নৃত্য। যা হোক, বাসর ভাল, যুদ্ধই চলতে লাগলো, দুটো ছড়া বল, গান শোন।

মোহি। হাঁ, ভাই ঠিক—ঠিক বলেছিস, একটা গান বল তো ভাই বর।

নন্দ। দাঁড়াও, এখন কাণ জলছে।

বস। এস এস, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, আহা! দেখ দেখিন রাঙা হ'য়ে উঠেছে, সুরি, তুই বড় দুষ্টু, মোহিনীও কম নয়,—তুমি গাও ভাই।

নন্দ। আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, আপনারা যে কুসংস্কার বর্জ্জন ক'রে স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলে গীতবাদ্যাদি [illegible] শিক্ষা করেছেন, এ ভারতের উন্নতির পাষাণ-সোপান। এ চেলির পুঁটুলিটীর ভিতর কি—সাড়া-শব্দ নেই!

বস। ওর ভেতর সাত রাজার ধন।

সুর। তোমার কলা-বৌ, বুঝেছ গণেশ-রাম, এখন গাও, ওর [redacted] পরিচয় নিও।

নন্দ। সভায় গীত-বিষয়ে স্ত্রীলোকই নেতা।

সুর। নেতা? নে ভাই নেতাদিদি, বর বলেছে, নেতাকেই গাইতে হবে।

মোহি। বেশ বেশ, বের বাসর, তোর সেই গানটী গা; শোন একবার তোমার শালীর গলা শোন, যেন শেখা বিদ্যে।

নৃত্য। না ভাই, বাবা শুনতে পেলে বকবেন।

সুর। মামা, কোথা? সেই সদরের ঘরে ঘুমিয়েছেন, তুই গা।

নৃত্য। দেখ ভাই, নিন্দে টিন্দে ক'র না, তোমরা কত জায়গায় গান শোন, আমরা গেরস্থের বৌ—শুনে শেখা বৈ ত নয়!

নন্দ। আপনি গান্ না, নিন্দে কি? আমি এ বিষয় কাগজে ভাল ক'রে ছাপিয়ে দেব।

নৃত্য। সর্ব্বনাশ! এমন কাজ ক'রো না, তা হ'লে আমি গাইব না।

বস। না না, লিখ্‌তে যাচ্ছে ভাই, তুই গা।

নৃত্য।— (গীত।)

"ও মা কেমন যোগী ছি ছি লাজে মরি।
সাধে পায়ে ধরে, বল কি করি লো;—
ভাসে নয়ন দুটী তোলে বদনখানি,
বলে রাখ রাখ মানিনী লো;—
যোগী অনুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,
(ওলো) যোগীরে যেতে বল আমরা কুলনারী॥

নন্দ। চমৎকার! Bravo! রচনা অতি সুন্দর, আপনার গলাও মধুর।

নৃত্য। ~~এইবার ভাই তুমি গাও~~ কত থিয়েটার শোন, একটা থিয়েটারের গান গাও।

নন্দ। থিয়েটারের গান! পবিত্র বিবাহ বাসরে ভগ্নীদের সামনে অপবিত্র থিয়েটারের গান গাইব, আপনাদের কি কুরুচি!

মোহি। আর এই যে থিয়েটারের গান শুনলে, [redacted] যে থিয়েটারের গান গাইলে, ওর স্বামী ওকে হামেসা থিয়েটার দেখতে নে যায়, ও কত থিয়েটারের গান শিখেছে। কেমন সব গান, ভাই ভাই ঠাকরুণ বিবর।

নন্দ। থিয়েটারের গান গাইলেন! থিয়েটারের গান শুনলেম! ওঃ, তাই এত অশ্লীল! এ কথা আমায় আগে বল্‌তে হয়, আমি উঠে যেতেম; মিসেস কারফর্মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এর প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হবে।

সুর। [redacted] ভগ্নীদের সামনে গাইবেন না বল্লেন, এখানে [redacted] ভগ্নী কে—জিজ্ঞাসা [redacted] কী?

নন্দ। কেন, সকলেই—আপনারা সকলেই ভগ্নী।

সুর। সবাই ভগ্নী? বাঁয়ে বেটী ব'সে?

নন্দ। হাঁ, উনিও ভগ্নী—গৃহে স্ত্রী হ'তে পারেন, কিন্তু সমাজে ভগ্নী!

(সকলের হাস্য)

[redacted]!

[redacted] নৃত্য। [redacted] ভাই—বাক্যি রাখ, এখন [redacted] গাও; ভাই, তোমার যা ইচ্ছে গাও।

নন্দ। শুদ্ধ ভাব, মনটা একটু পবিত্র করুন, ([redacted])

(গীত)

অন্তিমের সে দিনের উপায় কি হবে।
দেহ ছেড়ে আত্মাপাখী হবে উড়ে যাবে।
ধমনী হইবে শুব্ধ, কণ্ঠে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ,
চক্ষু হবে দৃষ্টিহীন, চস্‌মা পড়ে রবে॥
গৃহে রোদনের রোল, স্বজনের হরিবোল,
সবে বাহ্বা করবে, তুমি শুন্‌তে নাহি পাবে॥

(ঠান্‌দিদির প্রবেশ)

ঠান। কে রে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া—অলুক্ষণে! শুভকর্ম্মের দিনে মড়াকেলার গান কচ্ছে?

সুর। গাল দিও না গো ঠান্‌দি', তোমার রসিক নাতজামাই।

ঠান। হাঁ হে দাদা, সত্যি নাকি? এ রসিকতা শিখলে কোথায়?

নন্দ। হায়! দেশের কি ভয়ানক পতিতাবস্থা! কবে আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বিলাসিনী কারফর্মা কামিনী ভট্টাচার্য্যির মত হবে!

ঠান। বিলাসিনী কামিনী কে হে? [redacted]? ক'নে কি মনে ধরেনি?

নন্দ। ওঁর সঙ্গে আমার এখনও কোনরূপ আলাপ হয়নি, বিশেষতঃ মেয়েটী এখন বালিকা, এখনও জ্ঞানের গভীরত্ব হয়নি, আমার বিজ্ঞান-কথোপকথনের সঙ্গে চাল রাখতে পারবেন কেন?

ঠান। যা হোক ভাই, এদ্দিন আমাদের ছিল, এখন তোমার হ'ল; তুমি লেখাপড়া শেখাও—শিখবে, যেমন চাল শেখাবে, সেই চেলে চলবে; এখন রাত প্রায় পুইয়ে এসেছে, এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও। নেত্য, যা দিদি, তোরা শুগে যা, বরকেও একটু ঘুমুতে দে।

নন্দ। (স্বগত) আর দেরি করা হবে না, সকাল হবে, সব ফস্‌কে যাবে, এই বেলা সট্‌কাতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) আমার পেটটা কেমন কচ্ছে,—বোধ হয়, একবার বাইরে যেতে হবে।

ঠান। তা যাও না, নেত্য, নে যা ছো—সঙ্গে ক'রে, যাকে বল গা, খিড়কিতে জল দেয়, আলো দেয়।

নৃত্য। এস ভাই এস, [illegible]।

সুর। হ্যাঁ যাও, যে গান গেয়েছ, ফিরে পা[illegible] তো কথা!

নন্দ। (স্বগত) [illegible] এই এড়াচ্ছি তোমাদের হাত; (প্রকাশ্যে) চলুন।

[নৃত্য ও নন্দর প্রস্থান।

ঠান। নে, বর গেছে, ঘোমটা [illegible] কুমী; বর কেমন?—মনে ধরেছে? পছন্দ হ'য়েছে তো?—কথা ক'সনে কেন—বল্ না?

কুমু। যাও—

ঠান। পছন্দ হ'য়েছে?

কুমু। যাও—

ঠান। পছন্দ হয়নি?

কুমু। আমি জানিনি—যাও—

ঠান।—ইংরিজী শিখতে পারবি তো? নইলে যে বর, ওর ঘর কোত্তে পারবিনি।

কুমু। আমার দায় পড়েছে।

সুর। দায় পড়েচে কি লো?

কুমু। আমি যাব কি না—

সুর। যাবিনি কি লো?

(নৃত্যর প্রবেশ)।

নৃত্য। ও ঠান্‌দিদি, বর কোথা গেল?

ঠান। বর কোথা গেল কি লো? তোর সঙ্গেই তো গেল।

নৃত্য। খিড়কিতে তো নেই, ঝী মুখ ধোবার জল নিয়ে গেল—দেখতে পেলে না!

ঠান। তবে বুঝি অমনি অমনি গলীর পথ দিয়ে সদরে গিয়েছে।

নৃত্য। যেমন গাড়ু ভরা জল, তেমনি রয়েছে, [illegible]?

ঠান। চ' দেখি তবে, ফরসা হ'য়েছে, সদরেই গ্যাছে; কুমীকে নিয়ে আয় সুর, সকাল [illegible] বাসি-বিয়ের উয্যুগ কোত্তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্মথ বাবুর বহির্বাটী।

মন্মথ বাবু ও ভৃত্য।

মন্মথ। সে কি কথা! ভাখ দেখিন চৌমাথায় বেড়াচ্ছে বোধ হয়।

ভৃত্য। আমি খিড়কি দে ঘুরে, এ মোড় ও মোড় সব খুঁজে এলুম, কোথাও দেখতে পেলুম না।

মন্মথ। পাশাপাশি তো কোন আলাপী লোকের বাড়ী নেই, সেথায় যায়নি তো?

ভৃত্য। তত ভোরে আর কে দরজা খুলে-ছিল? আর বেড়াতে যাবেন কি শুধু পায়ে? খিড়কির দোরে জরির জুতা পড়ে রয়েছে।

মন্মথ। তাই তো, এ কি হ'ল তবে? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছিনি, ভাখদেখিন আর একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে, এয়েছে কি না?

[ভৃত্যের প্রস্থান।

কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল? বাসি-বিয়ে কল্লে না—টাকাকড়ি নিয়ে সল্লো না কি? যে ইংরেজী মেজাজের ছেলে—আশ্চর্য্য নেই, সব পারে; তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ!

(গোপীনাথ ও ঝীর প্রবেশ)

গোপী। এই যে উঠেছেন, আমার আর রাত্রে ঘুম হয়নি, একটু গড়াগড়ি দিয়েই এসেছি।

মন্মথ। বর গেল কোথা? বাড়ী ফিরে যায়নি তো? আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

গোপী। সে কি! বাড়ী যাবে কি? বাসিবে হবে, আমি এসে বর-কনে একত্রে নে যাব—সে বড়ী যা'বে কি?

মন্মথ। তবে গেল কোথা? ভোরের হাত মুখ ধুতে গিয়েছিল, আর দেখতে

পাওয়া যাচ্ছে না ; রাস্তা গলীটলি সব খোঁজা হয়েছে,—জুতো পর্য্যন্ত পড়ে আছে।

গোপী। সে কি সর্ব্বনাশ ! [redacted]ভূতে গেছলো ? জোঁকোর এখন পড়ে যায়নি তো ?

মন্মথ। রাম ! সে একতারা যন্ত্র, ছেলে-জের সঙ্গে যোগ করা,—পড়বে কোথা ?

গোপী। তাই তো— তার কাছেই যে সব টাকাকড়ি ! সে সব কোথায় রেখেছিল ?

মন্মথ। সে নিজের কোঁচায় খুটে বেঁধে —কসে পেটের কাপড়ের ভিতর গুঁজে রেখেছিল ?

গোপী। তবে তো কেউ রাহাজানি কত্তে পারে !

মন্মথ। বর লোটবার জন্য ডাকাত কি শেষ রাত্রে খিড়কিতে ওৎ পেতে বসেছিল ? আর তা হ'লে গোল হতো না ? বাড়ীশুদ্ধ লোক জেগে—চেঁচালে শুনতে পেত না ?

গোপী। তবে এ কাজ বাড়ীর ভেতরই হয়েছে। কথা সোজা নয়, ছেলে খুনখুন হয়েছে। আমি এখনি পুলিসে যাব,—ক'নে আর বাসরে যে যে ছিল, এদের খানাতল্লাসী কল্লে মাল পত্তর বেরুবে।

মন্মথ। আমি যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বে দিলেম, আর আমার মেয়েরা ভাগ্নীরা মিলে বাসরে খুন ক'রে রাতারাতি লাশ চালান কল্লে ? আপনি বলেন কি ?

ঝী। দেখতে পাচ্ছ না, ভীমরতি হয়েছে মিন্‌ষের ! ছেলেটী কি না ছারপোকা, তাই মেয়েরা বালিসের ওপোর টিপে মেরে ফেলেছে ! যণ্ডা ষাঁড় ছেলে,—বিচুলি কাটা বঁটীতে কেটে বঁটী ভেঙ্গে যায় ! সে পালিয়েছে, বাপের হাতে ট্যাকা দিতে হবে ব'লে রাতারাতি সরেছে। [redacted] ?

গোপী। [redacted] বলে কি লো ! তুই কোত্থেকে [redacted] ?

ঝী। ওৎ পেতে আছি, তোমার পিছনে পিছনে এয়েছি, এইখানে টাকা বুঝে নেব। এখন মাগী যা বলে ঠিক, সে আদত বরাটে ছেলে, সে তোমার হাতে ট্যাকা দেবে—তুমি দেনা শুধবে, মাছের মুড়ো খাবে ? নান্দীমুখ হয় না—বয় দেখা মোহরটা চেয়েছিল যে ? —সেই যে গো, যেটা তোমরা দিয়ে এসেছিলে—দিলে না ; বলে, আমি বোতাম গড়াতে দিয়েছি—আমি সব খবর টের পাই।

গোপী। তবেই তো আমার সেরেছে !

মন্মথ। তোমায় সেরেছে—না আমার সর্ব্বনাশ করেছে ? এদিকে যথাসর্ব্বস্ব খোয়ালেম, আবার তার উপর এ কি দায় !

ঝী। দিক এখন [redacted]—যেথেকে পারে, ছেলে খুঁজে এনে দিয়ে বাসি-বে করা'ক।

গোপী। [redacted] বড় মুখ ছুটিয়েছিস তো, মনিবকে মানিস নে ?

ঝী। উঃ ! কি মনিব গো ! "[redacted]প-দের আত্তার নয় নাক কাটবার গোঁসাই !" দেড় বচ্ছর একটা পয়সার নাম নেই, মনিব ! দে [redacted] আমার সব ট্যাকা দে, জোচ্চোর [redacted]! দোকানী পশারি সবাইকে মজিয়ে রেখেছে গা ! বলে, ব্যাটার বে দে ট্যাকা দেবে ; এখন কোত্থেকে ট্যাকা দিবি ? [redacted] চোর ব্যাটা আছে ? তা তো নেই—[redacted] আছে, [redacted]।

(ঘটকের প্রবেশ)

ঘট। এই যে দুই বেয়াইয়ে উপস্থিত ; এখন আমার বিদেয়টা ভাল রকম হ'লেই সব চুকে যায় ; দুজনের কাছে দু-শ টাকার কম আর ছাড়ছিনে, দেশে একখানি কোঠা করবো। ঝী এসেছিস ? ক'নে দেখলি ?—কেমন ক'নে ? সাক্ষাৎ গৌরী !

ঝী । এদিকে গৌরীর গোর পটল তুলেছে ।

ঘটক । সে কি ?

মন্মথ । বরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ।

ঘটক । সে কি কথা ! কোথা গেল ?

~~ঝী । তোমার ঘটক বিদেয় পৌঁছুতে গেছে, ছেলেটাব করে এখন এলে কেন ।~~

(প্রতিবাসিগণের প্রবেশ)

১ম প্রতি । মন্মথ বাবু, এ কি শুনতে পাচ্ছি ?

মন্মথ । আর আমার মাথা !

~~২য়~~ প্রতি । বর নাকি পালিয়েছে ?

~~৩য়~~ প্রতি । আপনার বড় মেয়ের গহনার বাক্স সেই ঘরে ছিল, তাও নাকি নিয়ে সরেছে ?

২য় ~~প্রতি । শুনলেম—সে নাকি কায়েতের ছেলে নয় ।~~

১ম প্রতি । মন্মথ বাবুর যেমন কীর্ত্তি ! পাশ করা ছেলে শুনে একেবারে নেচে উঠলেন, আমাদের পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ নেই—কেমন ঘর, তার ভাল ক'রে সন্ধান নেওয়া নেই, কোথাকার জোচ্চোর ছোট লোকের ঘর !

২য় প্রতি । বরকর্ত্তা আসেনি ?

মন্মথ । এই যে দাঁড়িয়ে ।

২য় প্রতি । বলি হ্যাঁ হে, মাথা শোণের নুড়ী করেছ, মুর্দ্দফরাস খোজা নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে, আজ বাদে কাল মরবে—তোমার এ কি জুচ্চুরী ?

গোপী । আমার অপরাধ কি বলুন ?

~~৩য়~~ প্রতি । তোমার অপরাধ কি ? ছেলের সঙ্গে যোগসাজি ক'রে ভদ্রলোকের জাত নষ্ট করা ! শুনলুম, ভালমানুষের সর্ব্বনাশ করেছ, যথাসর্ব্বস্ব নিয়েছ ।

ঝী । জোঁক জোঁক !—মিন্‌ষে জোঁক গো । ভাল মানুষের ছেলেকে চুষে খেয়েছে ।

২য় প্রতি । আর এখন টাকার মোট ঘরে তুলে—ছেলে সরিয়ে দিয়েছে ?

ঝী । সে দিকে নবডঙ্কা ! ছেলে ট্যাকা শুদ্ধ সরেছে । জোচ্চোর বাপমার ছেলে কি সাধু হবে ?

~~৩য়~~ প্রতি । এর ঘটকটা কে ?

ঝী । এই যে মড়িপোড়া মিন্‌ষে ; মিন্‌ষে আবত জোচ্চোর—জোচ্চোর নইলে অত কথা কয় ? বিদেয় নিতে এয়েছে, দিতে পার বাছারা মিন্‌ষেকে ভাল ক'রে বিদেয় ?

ঘটক । (স্বগত) এখন স'রে পড়াই ~~বিদেয়~~ ।

~~৩য় প্রতি । বাড়ী কোথা হে তোমার ঠাকুর ?~~

~~ঘটক । বাড়ী আমার দক্ষিণ মল্লিকপুর !~~

~~৩য় প্রতি । আবত জোচ্চোরের বেশ !~~ এ জুচ্চুরী ঘটকালি কদ্দিন কচ্চো ?

ঘটক । আজ্ঞে—ঘটকালি কচ্চি সাত-পুরুষ, জুচ্চুরী কখন করিনি ।

~~৩য়~~ প্রতি । যা এই কোরে ! ডাক তো কেউ পাহারাওয়ালা ।

ঘটক । বাবা রে—ও কি কথা রে !

[দৌড়িয়া প্রস্থান ।

~~৩য়~~ প্রতি । ধর ধর । (পশ্চাদ্ধাবন)

ঝী । এ মিনবেকে ধ'রে রাখ, নইলে ওও পালাবে ; সদরের কপাট বন্ধ ক'রে দেব ? আদায় কর ছেলে ওর কাছে' নইলে সব ট্যাকা যেখেকে পারুক ফিরিয়ে দিক, বাড়ী বেচুক, আমার এক-কম-সাতগণ্ডা ট্যাকা পাওনা, তাই থেকে কেটে দিও, দেশে চ'লে যাই ; নয় তোমরা রাখ তো তোমাদের ঘরে চাকরী করি ।

(লোকনাথ বাবুর প্রবেশ)

লোক। এই যে সব—কেমন, বেশ সব নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল? কাল এত তাড়াতাড়ি করেও ট্রেন মিস্ কল্লেম, সমস্ত রাত ষ্টেশনে থেকে এই ভোরের গাড়ীতে আসছি।

মন্মথ। আরে ভায়া—সর্ব্বনাশ হয়েছে! জান তো—সর্ব্বস্ব খুইয়ে এ কাজ কল্লেম, এখন জাত যায়।

লোক। সে কি কথা! কেন, এঁরা কায়স্থ নয় নাকি?

মন্মথ। কায়স্থ তো বোধ হয় না,—চামারের চৌদ্দপুরুষ! বাসর থেকে বর পালিয়েছে।

গোপী। টাকাকড়ি আমি একটী পয়সাও হাতে করিনি, সমস্ত নিয়ে গিয়েছে।

লোক। আমরা সে সব বুঝিনি, ওর দায়ী আপনি; এখন গেল কোথা—কিছু সন্ধান হলো?

মন্মথ। কিছু না; শেষরাত্রে পেট কামড়াচ্ছে ব'লে খিড়কিতে যায়, পেটটেট সব মিছে, গাড়ুতে যেমন জল, তেমনি রয়েছে, ছুতো ক'রে সরেছে।

লোক। রোস রোস—আমি হাবড়ায় নেমে এখানে আসবার জন্ত গাড়ী খুঁজচি, দেখি সাহেবের পোষাক পরা ঠিক সেই রকম চেহারা একটা ছোঁড়া আর এক ছোঁড়া ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেড়াচ্ছে; আমায় দেখে যেন তাড়াতাড়ি ফিরে জেটীর দিকে গেল। তখন অতটা খেল কল্লেম না, আর করবোই বা কোত্থেকে? এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে; সেই চসমা চোখে—গোঁরারের ঢঙে চলন—ঠিক সেই। [একটা ছুঁড়ীও সঙ্গে আছে, জুতোটুতো পায়ে, বোধ হয় তাকে নিয়ে পলাবে, কেউ চিনতে পারবে বলে ইংরিজী পোষাক পরেছে]

মন্মথ। তা হলে সব আগে থেকে মতলব করা ছিল? সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখন হাবাতেকেও যেয়ে দিলেম হে!

ঝী। আমি আমি—ও ছেলের অনেক দিন থেকে দোষ ধরেছে, নইলে ব্যাটাছেলের অত সিঁতে কাটা কেন? অত সাবান মাখা কেন?—

গোপী। মশাই, এখনও গেলে ধত্তে পারবো কি?

লোক। চলুন—সকলকেই যেতে হচ্ছে, অপ্ ট্রেণ যাবার এখনও দেরি আছে, এখনও ধরা যেতে পারবে।

মন্মথ। আর দেরি নয়—আমার গাড়ীর বন্দোবস্ত— চলুন, চলুন।

[ধী প্রতি ...]

১ম প্রতি। এই নাও—এই নাও, আমার এইখানাই গায়ে দিয়ে যাও, আর দেরি করো না—দুর্গা শ্রীহরি!

ঝী। আমি গাড়ীর পিছনে বসে যাব—মাইনে আদায় করবো, আর সেই পোড়া চেহেরায় কেমন বাঁদর সেজেছে দেখবো। আর পারি ত যে গতরখাগী ভাইঝী সঙ্গে আছে, তাকে দু ঘা ঝাঁটা দিয়ে আসবো—চল গো চল।

[সকলের প্রস্থান। নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হাওড়া—রেলওয়ে প্লাটফরম।

(মিষ্টার সিং, বিলাসিনী ও নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। আপনার সুটটী ঠিক আমার গায়ে ফিট হয়ে গেছে।

সিং। ইংরেজের ঢঙে ধরা পড়বে, নেটী

ভের বাবারও সাধ্যি নেই যে ধত্তে পারে, ড্রেসের কি জানে ওরা।

নন্দ। তা এইটুকু বই ত নয়, বম্বে গিয়ে সব ড্রেস কিনবো, সেখানে সব তৈরি পাব তো?

সিং। Every thing; বরং এখানকার চেয়ে ভাল মেক্ আর দরে চিপ; আর শুদ্ধ প্যাসেঞ্জারদের মতন কাপড়-চোপড় কিনবেন, সেখানে পেঁছে সব নূতন তৈয়ার কোর্ত্তে হবে, এখানকার ড্রেস সেখানে একটাও চলবে না।

নন্দ। মিসেস কারফরমা, হাসছেন যে? আমায় কি সঙের মত দেখাচ্ছে?

বিলা। ওঃ ডিয়ার; নো! আপনার পালানর Manoeuvre মনে হচ্ছে, আর হাসি পাচ্ছে।

নন্দ। কেন—ভাল হয়নি?

বিলা। Cleverly done, আচ্ছা, ঐ শুধু পায়ে চেলির কাপড় পরে দৌড়ুচ্ছিলেন, রাস্তায় কেউ কিছু বলেনি?

নন্দ। অমন সময় বড় লোক চলতে সুরু হয়নি; হেদোর কাছে একব্যাটা পাহারাওয়ালা আটকেছিল, তারে বল্লেম আমার বাবার শ্বাস হ'য়েছে, গঙ্গাযাত্রা করবো, তাড়াতাড়ি খাট কিনতে যাচ্ছি।

সিং। আপনি ফার্ষ্ট ক্লাশ সাহেব হবেন, খুব presence of mind, I wonder what the old fool is doing now!

নন্দ। দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়চে, গালে মুখে চড়াচ্ছে; শ্বশুর মহাশয়েরও বোধ হয় ঐ হাল।

~~বিলা। হায়াতির মনে প্রণয় না জন্মিয়ে বিবাহ দেওয়ার উন্নত প্রতিফল! Marriage without love is like a —like~~

~~a—a—a—a—~~

~~সিং। Goat without a tail.~~

~~বিলা। Thank you, just~~ so.

(কনষ্টেবলের প্রবেশ)

নন্দ। কনষ্টেবল! উপর্ যা গাড়ী ক্লাউ-ফরমূকা পাশ কব আওয়েগা?

সিং। Don't you speak to that fellow, I'll enquire of the station-master.

কনষ্টেবল। আপ তো বোম্বাই লৈন্যে যাগা? উস্‌কা আবি দের হ্যায়। ও সব হাম ঠিক্ কর দেগা, টৈন হোনেসে হাম সব চিজ বম্ব গাড়ী পর উঠায় দেগা, আপ্‌কো কুচ নেহি কর্‌নে হোগা।

নন্দ। বহুত আচ্ছা, হাম্ টোম্‌কো বক্‌সিস্ ডেগা।

কনষ্টেবল। হুজুর কা মেহেরবানি।

[কনষ্টেবলের প্রস্থান।

(গোপীনাথ, মন্মথ, লোকনাথ ও ঝীর প্রবেশ)

লোক। ঐ—ঐ, ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে, কেমন দেখুন দেখি, ~~ঐ ছোঁড়ার ডানধারে যে দাঁড়িয়ে~~, ঐ কি না?

গোপী। ওই ~~হতভাগাই~~ সে! দেখছ ব্যাটার দাগাবাজি, আজ পাজিকে পয়জার পেটা করবো। (অগ্রসর) বলি, ~~ও হতভাগা ক্ষণজন্মা মুখ্যু~~, এ কি কাজ তোর? একেবারে মাথা খেয়েছ? আমায় ফাঁকি দে, বাসি-বের ক'নে ফেলে টাকাগুলো নিয়ে ~~এই আর একটা মেয়েকে নিয়ে~~ পালাচ্ছ?

বিলা। Sir! Sir!

সিং। old man! a repetition of another such language, and your grey hairs will not protect you from my wrath.

গোপী। কি সাহেব, তুমি কি বকছ!

সিং। বুড়ামানুষ, আমি তাবার পুনরুক্তি এবং টোমার সোদা ভুল টোমাকে আমার রাগ হইতে রক্ষা করিটে পারিবে না।

গোপী। কেন সাহেব, কিসের রাগ? আমার ছেলেকে আমি বক্‌বো, তোমার রাগ কিসের?

সিং। তুমি এই লেডীকে বেশ্যা বলিলে কেন?]

ঝী। তা, আর জুতো পায়ে দিয়ে, ওড়না উড়িয়ে এখানে যে বড়লার মা পোঁদাই এসেছেন, তা বুড়োমানুষ কেমন ক'রে জানবে?

সিং। চুপ রও! টোম্ কোন্ হায়?

ঝী। আমি যে হায় সে হায়! ইস. চুপ রহো· ভারী সাহেব!

গোপী। ঝি, তুই থাম্—ও মেয়েমানুষটা [redacted]?

ঝী। ঐ সাহেবের [illegible]।

সিং। ইনি মিসেস্ বিলাসিনী কারফরমা বি-এ, এইবারে সায়েন্সে এম্ এ দিবেন।

গোপী। তা যা ইচ্ছা করবেন, আমার গরিবের ছেলের ঘাড়ে চেপেছেন কেন?

নন্দ। ছি বাবা! তুমি বড় অসভ্য।

সিং। আপনার পুত্র ব্যারিষ্টার হ'তে বিলাত যাচ্ছেন, ইনি এঁর বন্ধু -গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছেন।

ঝী। ও হতচ্ছাড়া ছোঁড়া! এতক্ষণ গ্যাডম্যাড হচ্ছিল, সাদা কথা কইতেই চিনতে পেরেছি। ও সাহেব কোথা! বুঝেছ গা মেয়ের বাপ, ও কলুটোলার তিতু সিঙ্গির ছেলে,ওদের বাড়ী আমি অনেককাল ছিলুম। ঐ ছোঁড়াকে বলতে গেলে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, "ঝীমা ভুকিয়ে একটা লালকোমলাট দেনা" সে সব এখন ভুলে গ্যাছে, এখন আমাকে কোন্ হ্যায়! আহা! মাগী অল্প বয়সে রাঁড় হয়েছিল; ঐ ছেলে-টীকে মানুষ ক'রে তুলে, ও মা! ছেলে এক-দিন মাগীর সিন্দুক খুলে যা কিছু ছিল নিয়ে নিরুদ্দেশ! "ছেলে কোথা গেল? ছেলে কোথা গেল?" দিনকতক পরে খবর এল, ছেলে বিলেতে গ্যাছে;—সেদিন গেছলুম গো মাগীকে দেখতে, আহা! কত কাঁদলে! বল্লে, ফিরে এসেছে প্র্যাক্টিস কোর্ত্তে চায় না, কোথায় নেড়েপাড়ায় বাড়ী ভাড়া ক'রে আছে। ঐ মোহনমন্ত্রী মাগীর সঙ্গে জুটেছে বুঝি; মাগী নিঃঝুম ঘরের মেয়ে, আর সোণার চাঁদ বৌ ঘরে পড়ে কাঁদছে! নিজের মুখ পুড়িয়েছে, আবার একটা ভদ্দর লোকের ছেলেকে বানর সাজিয়ে সেই মক্কায় পাঠাচ্ছে।]

মন্মথ। বাপু, আপনার মা, স্ত্রীকে বজ্জিয়েছ, আবার দু'দুটো ঘর কেন মজাচ্ছ?

সিংহ। আপনার কোন কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই, ঝি, তুমি কোমল জাতি, তাতে আমার স্মরণ হচ্ছে, লেখাপড়া শিখনি, তোমার মাফ কল্লুম।

ঝী। লেখাপড়া শিখতুম তো গুলী কত্তে বুঝি?

গোপী। নন্দ, যা হয়েছে, হয়েছে, এস বাবা, বিয়ে টিয়ে ক'রে ঘরে এস।

বিলা। নন্দবাবু! ঘোর পরীক্ষানল উপস্থিত, হৃদয়কে কারার প্রস্তুত করুন।

গোপী। ওগো বাছা, কেন আর ধূনো দাও?

বিলা। ভগ্নীগণ না পৃষ্ঠ দিলে ভ্রাতারা কখনই উচ্চ কার্য্যে উত্তেজিত হতে পারে না। আমার কর্ত্তব্য আমি কচ্ছি।

লোক। বি-এ পাশ ক'রে এম্-এ.পড়ছেন শুনলেম, হাই এডুকেসন পেয়েছেন, আপনার কর্ত্তব্য কি মা বাপের কাছ থেকে

ছেলেকে তফাৎ করা ? ~~বিবাহের বন্ধনে পতি-পত্নী ভেদ করা~~ ?

বিলা। ~~পতি-পত্নী ভেদ কি ? একজন বয়স্কা বালিকার আমার প্রতি কি — সে প্রথমের কি কাজে ? সে হয় তো অধিক গুরুর মত ভক্তি করতে শিখবে, দাসী হয়ে সেবা করবে, কিন্তু ভালবাসতে — সে ত ভালবাসা নয় — যে ভালবাসাকে মহৎ বলে — যে ভালবাসা করতে শিখবে না, — আপনার অধিকার স্থাপন করতে শিখবে না, আর একদিকে দেখে — তুলনা করে কার্য্যের বিচার,~~ নি, এখন ওঁকে ছেড়ে দে ? কিন্তু যখন ইনি ফিরে এসে ঘরে সাইন্ করবেন, তখন এর, -অহঙ্কারের বাপ বলে ওঁর মুখ কত উজ্জ্বল হবে।

ঝী। এই তুমি কেমন কুল-উজ্জ্বল ক'রে বসেছ!

বিলা। তুমি যদি লেখাপড়া জান্‌তে— তোমার সঙ্গে আমি ঘুসি লড়তুম।

ঝী। লেখাপড়ার দরকার কি ? অমনি লেগেই দেখ না! আমি অমন ঢের [redacted] দেখেছি!

বিলা। [redacted] - ফের যদি—

সিং। Let her alone, let her alone, [redacted]e ; come, let us be off.

[বিলাসিনী ও সিংহের প্রস্থান।

গোপী। আয় বাবা নন্দ, বাড়ী আয়।

নন্দ। আমি যাব না।

গোপী। যাবিনি ?

নন্দ। না।

গোপী। তোর ~~গর্ভধারিণীর~~ মা'র সঙ্গে দেখা করবিনি ?

নন্দ। আমার কম্‌প্লিমেণ্ট দিও, ফিরে এসে দেখা হবে।

মন্মথ। আমার মেয়ের উপা— ?

নন্দ। আমি কি জানি ?

মন্মথ। তুমি যে কল্লে—তুমি জান না ?

নন্দ। যে পূরো হয়নি, এখনি null and void হয় ; তবু আমি স্বীকার ক'রে যাচ্ছি— যে যদি আপনার মেয়েকে মিসেস্ আমকরমার মত লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন কোত্তে পারেন, তবে ফিরে এসে আইনমত রেজেষ্টরী ক'রে আমার স্ত্রী কোত্তে পারি।

মন্মথ। হায়! হায়! পাশ-করা ছেলে ছেলে ক'রে সর্ব্বস্বান্ত না হয়ে, আমি যদি চাকুরী-বাকরি করে, এমন একটা পাত্র দেখে মেয়ে দিতেম, তা হ'লে আর একবারে ধন, কুল, মান, জাত সব নষ্ট হতো না! আমি তোমায় ছাড়ছিনি গোপীনাথ বাবু, ডুবেছি না ডুবতে আছি—আমি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাব—দেখি, এর বিচার আছে কি না ?

নন্দ। এ সমস্ত কথা, আপনি বাবার কাছ থেকে ড্যামেজ আদায় কোত্তে পারেন।

গোপী। তুই বেটা সমস্ত টাকা গাপ কল্লি, আর আমি ড্যামিজ দেব ?

নন্দ। ব্যাটা ব্যাটা কর্‌বো না বলছি— আমি টাকার রসীদ দিয়েছি ?

গোপী। তোর মত ব্যাটাকে—ব্যাটা বলা ঝকমারি, তুই ব্যাটা-শুওর ব্যাটা।

নন্দ। দ্যাখ বাবা, বাবা ব'লে চের সয়েছি, বাপ তুলো না বলছি।

(কনষ্টেবলের প্রবেশ)

কনষ্টেবল। ক্যা হায় বুড্ঢা, সাবকো কাহে দিক্ করতা— হট যাও।

গোপী। ওরে বাবু, সাহেব নয়—এ আমার ছেলে।

কনষ্টেবল। তোমরা ছেলিয়া ? তো পাগল হুয়া ?

গোপী। হঁ রে বাপু, আমার ছেলে— জিজ্ঞেস কর বরং।

কনষ্টেবল। ক্যা পুছে গা, হামরা আঁখ নেই ? হাম বাঁহাদুরা লেড়কা—বাঙ্গালীকা লেড়কা পহচানা নেই ?—হট যাও!

নন্দ। (স্বগত) দেখেছ, কনষ্টেবলটা আমায় আবছে চিন্‌তে পারেনি, বাবার কথা বিশ্বাস কচ্চে না—কথাগুলো ঠিক এড়িয়ে রেখে যেতে হবে।

ঝী। ও জমাদার সাহেব, হামারা কথা শোন, ও এই বুড়োকাই ছেলে হ্যায়, টাকা চুরি করকে বৌরূপী সেজে পালাতা হ্যায়, তুমি গ্রেপ্তার কর।

কনষ্টেবল। আরে চুপ রহো [redacted]!

ঝী। আ মর [redacted]! কাজ নেই বাবু আমার কথায়, বুঝুগগে বাপ ব্যাটায়, ও দু-নরুকেই সমান, ধর্ম্মের টাকা হয় তো আমার আসবেই আসবে।

[ঝীর প্রস্থান।

লোক। এস ভাই, বাড়ী যাই, সেথায় আবার সব ভাবছে। এরা বাপ বেটা দুই পাজী, বিহিত এর করবই, আদালত আছে—সমাজ আছে।

মন্মথ। চল।

[লোকনাথ ও মন্মথের প্রস্থান।

গোপী। আচ্ছা, তুই যেথা ইচ্ছা উচ্ছন্ন যা, আমার টাকা দে যা।

নন্দ। এক পয়সা না।

গোপী। অর্দ্ধেক দে—কিছু দে।

নন্দ। আমার তা হ'লে চলবে না—আমাকে সেথায় ভাল ষ্টাইলে থাকতে হবে।

গোপী। আমি যে তোকে দেনা ক'রে খাইয়েছি- কালেজে পড়িয়েছি—পাশ করিয়েছি; পাওনাদারেরা কাল যে আমায় জেলে দিবে।

নন্দ। কুচ পরোয়া নেই, আমি কৌন্‌সিল ক'রে আসছি—তোমায় ইন্‌সলভেন্ট নিয়ে খালাস ক'রে দেব—কি দেব না।

কনষ্টেবল। বাবু—এ কুচ মাংতা ?

নন্দ। হাঁ, ক্রোধ লেকোচো, ও যাব কাঁহা গিয়া ?

কনষ্টেবল। আচ্ছা হুজুর, গাড়ীকি বি টৈন হো আয়া।

[কনষ্টেবলের প্রস্থান।

নন্দ। আচ্ছা—হাম ওয়েটিং রুমমে যাতা। দেখ বাবা, এখানে একটা চলাচলি করো না. মনের অগোচর পাপ নেই; তুমিও মেয়ে দেখা নাই, কিছু নাই—আমার একটা যা তা বিয়ে দিয়ে টাকাটা হাতাবার চেষ্টায় ছিলে; আমিও কলেজে পড়েছি—পলিটিক্স বুঝি—তুমি আমার চখে ধূলো দেবে ? কিছু ভেবো না, টাকা সৎকার্য্যে ব্যয় হবে—তখন তোমাকে আর মাকে বিলাতে পাঠাতে পারবো, বুড়ো বয়সে একটী কীর্ত্তি রেখে মরতে পারবে। বাউ গুড্‌বায়! [redacted], মাকে আমার কম্‌প্লিমেণ্ট দিও, আর দু'জনেই একটু ইংরাজী প'ড়।

[নন্দের প্রস্থান।

গোপী। অবাক্! নন্দ বলে কি! তা ওর দোষ কি ? নন্দ বাড়ানোর জন্যে পাশ করা ছেলে বলে আমিই ফুলিয়েছি, এখন দুনিয়া সরা দেখছে; আর যেমন কোন দিকে না দৃষ্টি ক'রে আমি কেবল টাকার লোভ ছেলেকে দিলুম, [redacted] ভগবান্ তেমনি [redacted] আমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিলে [redacted]

টাকা থাকে না—গাঁটের গোসাঁইর টাকাও থাকবে না। যাই—গিন্নীকে খবর দিই গে—সিন্ধুক খুলে বসে আছেন—বলি গে, তাঁর এল-এ ছেলে সাগর ডিঙ্গিয়েছে। এরা আবার নালিশ করবে করবে ব'লে শাসিয়ে গেল; যাই, হাতে পায়ে ধ'রে বৌটীকে ঘরে এনে মিটমাটের চেষ্টা করি গে। আসুক ফিরে—প্রাচিত্তির করিয়ে—নয় এক রকম করবো। ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ী আছে—সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে—অতি ইতর! অতি চামার!! অতি কসায়ের কাজ!!!

যবনিকা-পতন।



বৈজয়ন্ত-বাস

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ভিমকড়িমামা, বিপিন, কমলাকান্ত, গৌরীকান্ত, হেমেন্দ্র,
সুচারু, রাজভট্টগণ, অপ্সরগণ।

স্ত্রীগণ।

ব্রিটানিকা, ইয়ুরোপা, এসিয়া, আমেরিকা এবং আফ্রিকা।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

(রাজভট্ট ও অনুচরবর্গের প্রবেশ ও গীত)

ধীরে কথা কও, ধীরে চলে যাও,
ধীরে দেখ ঐ বহিছে সমীর।
অতি ধীরে ধরা-শিরে নামে কালছায়া
অতীব গভীর॥
দেখ তরুশাখে পাতা, নোয়ায়েছে মাথা,
আহা আহা দেখি পশু পাখী আঁখি আজি
ভরা অশ্রুনীর।
ঃবিকর আজ আকাশে না হাসে,
ছড়াছড়ি হীরা জলে নাহি ভাসে,
কালের নিশ্বাসে দেবদূত আসে বসুমতী তাই
স্থির।
মানব নীরব মুখে নাহি শব্দ,
আঁধারে আবরি নগরী নিস্তব্ধ,
অনন্ত শয্যায় মহারাণী যায় রাখিতে পবিত্র
শরীর।
মহীরাণী বহিবী হায়া বরি কি শোক মহীর।

রাজভট্ট। অশীতি শরতে ফুটেছে নলিন,
অশীতি হেমন্তে হয়েছে মলিন,
আশী বার ধরা করে রবি প্রদক্ষিণ।
অশীতি আমায়ে নিয়ে নব ধান্য,
বঙ্গে ঘরে ঘরে করেছে নবান্ন;
যেই দিন হতে রাণী ভিক্টোরিয়া
বিরাজিল এই ধরায় আসিয়া
সুশোভিল বসুমতী পুলকে হাসিয়া;—
সেই দিন হতে আর একবার
ধরা পরেছিল নীহারের হার;
অমনি রাণী গো আমার—জননী আমার
ছেড়ে গেলে সবাকারে রেখে হাহাকার।
সুদীর্ঘ বরষ রাজ্য করিয়া হরষে
আর্দ্র করি প্রজাহৃদি স্নেহ-সুধারসে
যেই মাতা রাজকন্যা পালিল ধরায়,
সে গো আজ ছেড়ে রাজ কোথা চলে যায়
হায় তার মসুধার দেবী যায় চলে।
নিরানন্দ প্রজাবৃন্দ কাঁদে "মা মা" ব'লে;
শত্রু কাঁদে, মিত্র কাঁদে,
কাঁদে দৌহিত্র সম্রাট;

স্বদেশী বিদেশী কাঁদে গণিয়া বিভ্রাট ;
রাজা গেলে রাজা হবে,
রবে নাকো শূন্য সিংহাসন,
আছে বটে পাত্রমিত্র সুপুত্র-রতন,
কিন্তু কই দয়াময়ী রমণী অমন !!!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাগরবেষ্টিত ইংলণ্ড দ্বীপ।
শূন্যে ব্রিটানিকা।

(গীত)

ও গো অনেক দিনের পরিচয়।
করে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত এম্নি কি ভুলতে হয়॥
সেই বালিকা এই বুকে রাখা কত মধুর খেলা,
যৌবনে আবার পাতিয়া সংসার মধু
পরিবার মেলা।
তার আগে অনুরাগে পেতে সিংহাসন
(দীন-বেদনা-হারিনী রাণীকুলরাণী)
কোরে আকিঞ্চন, তোমারে আসন,
দিয়াছিল গো তো এ হৃদয়।
আজ ব্রিটানিকা কাঁদে
ভিক্টোরিয়া সাধে চলে গেলে দেবালয়॥
(ইয়ুরোপা, এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার
আবির্ভাব ও সকলে সমস্বরে গীত)
কাঁদ কাঁদ বালা আজ করি না বারণ।
অশ্রুধারা ঢালিবার তোর আছে গো কারণ॥
শুভ্রহাসিনী সাগরবাসিনী,
দীন-দাস-দুঃখ-চির-বিনাশিনী,
হেসেছ তো বহুদিন,
একদিন দেখি কর গো রোদন॥
শুন গো ব্রিটানিকা সতী শ্বেত অঙ্গে,
কাঁদিতে এসেছি আজ মোরা তব সঙ্গে,
এসিয়া ইয়ুরোপা আফ্রিকা আমেরিকা
সবে মনোভঙ্গে ;
সহস্র সহস্র আঁখিতে আর
করি আজ অজস্র বরিষণ।
মহামহিমাময়ী প্রতিমা ঐ তব হয় বিসর্জ্জন॥

ইয়ু। কাঁদ ভগ্নি কাঁদ, আজ শুধু তোমার নয়—সারা ধরার কাঁদবার দিন ; আমরা চার কোণ হোতে চারজন তোমার সঙ্গে কাঁদতেই এসেছি। আজ কি দিদি শুধু তোমার দুঃখ, যে মণিময়ী প্রতিমা আজ তোমার হৃদয়সিংহাসন হতে অনন্তের জলে বিসর্জ্জিত হলো, তোমার বড় আপনার বটে, কিন্তু আমাদেরও পর নয়। আজ তেষট্টি বৎসর ধরে তাঁর যশ ও করুণার কিরণে দিগ্দিগন্ত উজ্জল হয়েছে, আমার সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁর সঙ্গে অতি নিকট স্নেহের সম্বন্ধে আবদ্ধ ; আমার জার্ম্মানি তাঁর দৌহিত্র, নবসাম্রাজ্ঞী তাঁর প্রাণের জ্যেষ্ঠা বধূ ডেনমার্কের দুহিতা, বিস্তৃত রুষিয়ার কর্ত্তা তাঁর কুলের কুললক্ষ্মী, আর কত বলবো—তুমি তো সব জান ; তা ছাড়া ভিক্টোরিয়ার পুণ্যময় পবিত্র জীবন, তাঁর আদর্শ পাতিব্রত্য, বিমল অপত্যস্নেহ, অতুলনীয় প্রজাবাৎসল্য আমার কোলে যত মুকুট আছে, সকলকেই যে স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা চরিত্রবান্ ও পুণ্যময় করেছে ; তোমার ভিক্টোরিয়ার হৃদয় সবিতার জীবনদায়িনী জ্যোতিঃ যে এই ইয়ুরোপের সমস্ত নক্ষত্র-নিচয়কে সমুজ্জল করেছে।

ব্রিটা। দিদি! আমি তোমার কোলে থাকি ; কনিষ্ঠা ভগ্নী, কন্যা বল্লেও বলা যায়, একটা জল তোমার আমার আড়াল রেখেছে বটে, কিন্তু আমার এই ভিক্টোরিয়ার পুণ্যময় জীবনকালেই বৈজ্ঞানিক বাষ্প সেই দুরেব

নিকট ক'রে এনেছিল, আমার কল্যাণী রাণীর প্রভাব সৌদামিনীকে বশে এনেছিল, তাই তোমার মঙ্গলবার্ত্তা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শুনতে পাই।

এসিয়া। দেবি ইয়ুরোপা, তুমি তো ভাই তবু কাছে, কিন্তু আমি ভাই বল দেখি কোথা? আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভারত,—আমার বয়স দেখেই বোঝ, সে কতদিনের হয়েছে; তার সন্তানগণ এখন ধর্ম্মে বৃদ্ধ, কর্ম্মে বৃদ্ধ, বীরের পুত্র আজ স্থবির, অশান্তির কারাগারে অজ্ঞানের অন্ধকারে কত দিন কষ্ট পাচ্ছিল; বেদমাতা সরস্বতী কালবশে তাদের ছেড়ে তোমার সন্তানগণকে ক্রোড়ে ক'রে পালন কচ্ছেন। কশ্যপ ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামিত্রাদি ঋষির বংশ, ব্যাস বাল্মীকি মনু পরাশর যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সন্তান, হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র ভরত যুধিষ্ঠির প্রভৃতির উত্তরাধিকারিগণ, বিক্রমাদিত্য প্রতাপ কালিদাস ভবভূতি আদির শোণিত যাদের ধমনীতে এখনও ক্ষীণরূপে প্রবাহিত, তারা কেবল গোলামীর সেলামী কার্য্যে আপনাদিগের আর্য্যজীবন নিযুক্ত ক'রে রেখেছিল; কিন্তু দিদি! তোমার ভিক্‌টোরিয়ার বিমল পুণ্য-বিভবে, শুভ্র যশের প্রভাবে তাঁর বিপুল স্নেহের অধিকারী হয়ে আজ তাদের জাতীয় জীবনে আবার নূতন প্রদীপ জ্বলছে। একদিন যে বিদ্যার অঙ্কুর তুমি তার কাছে নিয়েছিলে, তার উন্নত তরু আজ ফলে ফুলে শোভিত ক'রে তোমার ভিক্‌টোরিয়া তাদের দান করেছেন; তুমি আবার তাদের শিখিয়েছ যে—মনুষ্যত্ব অর্থে, মানব নয়, তোমার সাহিত্য তাদের আত্মসম্মান জাগিয়ে দিয়েছে, তোমার রাজনৈতিক টীকাই তাদের প্রজাস্বত্ব ভিক্ষা চাইতে শিক্ষা দিয়েছে, তোমার বিজ্ঞান তাদের ব'লে দিয়েছে যে, জ্ঞানই উন্নতির সোপান, বিদ্যার সৌধশিখরে আরোহণ কল্লে মানব সব সমান, তোমার ভিক্‌টোরিয়া সাম্যের এক অপূর্ব্ব ছবি জগতে দেখিয়ে দিয়েছেন—যে তোমার সন্তান এবং ভারতসন্তানের পাশাপাশি এক বিচারাসনে অধিষ্ঠান। দিদি ইয়ুরোপা যে সৌদামিনীর কথা তুলেছিলেন, আমি তারই কথা ব'লে বলছি, সেই একদিন আমায় মুহূর্ত্তে বার্ত্তা দিয়ে আনন্দে বিহ্বল ক'রে দিয়েছিল যে,—আনন্দমোহন বসু পারঙ্গপ্যে র‍্যাংলার হয়েছে, কেশব, লালমোহন, সুরেন্দ্র ইংরাজী বক্তৃতায় ইংলণ্ডকে মোহিত করেছে, রমেশ ইংরাজ যুবকের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়েছে, রণজিৎ ক্রিকেটে জগজ্জিৎ, অতুলের সিভিলিয়ান পরীক্ষায় প্রথম আসন; দিদি গো! সেই সৌদামিনী আবার কাল হয়ে কালবিলম্ব না ক'রে আমায় ডুকরে গিয়ে কেঁদে বল্লে যে, তোদের ভিক্‌টোরিয়া যায়, তাইতে ভাই হায় হায় ক'রে ছুটে এসে আজ তোর কাছে পড়েছি; জানিস তো ভারত আছে, তাই আমি এসিয়া, নইলে—থাক, আর সে কথায় কাজ নেই।

আমে। আমি আর কি বলবো! তোরই তো ছিলুম বোন, তোরই করুণায় আমার দাস ছেলেগুলোর পায়ের শেকল খ'সে গিয়েছিল, কিন্তু জানিস তো, আজকালকার ছেলেরা বড় হলে একটু আপনার কাজ বুঝে নিতে চায়, আপনার মতে চলতে যায়, তোমার আশীর্ব্বাদে তারা আছেও ভাল, কিন্তু যে যা বলুক, স্পষ্ট কথা কইতে গেলে সবই তোমা হতে, অনেক উন্নতি করেছে, অনেক বিজ্ঞান শিখেছে; কিন্তু তুমি যে দিদি গোড়া,—তুমি শটকে শিখিয়েছ, তাইতে আজ তারা গড়গড় নামতা পড়ে, তুমি চাকা গড়তে শিখিয়েছ, তবে তো আজ তার উপর গাড়ী চড়িয়েছে; আর তারা কারা? তোমার আর ইউরোপা দিদির ছেলে বই তো নয়। আমি কোথায় সাগরপারে পড়েছিলুম—খুঁজে পেতে কলম্বস

বার কল্লে, তার পর তোমাদেরই উন্ত শীল সন্তানগণ আমার কোলে গিয়ে ঠাঁই নিলে, তাই তো আমি আজ তাদের মুখ চাই আর মনে মনে তোমার গুণ গাই। এখনও তো আমার বাড়ীর লক্ষীর ঘর ক্যানেডার পাতা আছে, তোমার পূজাও সেথানে নিত্য হয়, তোমার ভিক্টোরিয়া গেছে, একবার চোক চেয়ে দেখ—আমার ছেলেরা কাঁদছে কি না।

আফ্রিকা। আমি আর কি বলবো বল! বিধাতা নাম দিয়েছেন আফ্রিকা—তাই ছেলেদের বলে কাফ্রি; লোকে তো তাদের মানুষ বলেই গণে না, অপমানে অভিমানে দেহের আধখানা তো মরুভূমি হয়ে গেছে; তুমি দিদি স্নেহের চক্ষে চাইলে—তাই বালি ফুঁড়ে একটুজল উঠলো, গহন বনে ফুল ফুটলো, বুকের ভিতর অনেক মণি-কাঞ্চন পুতে রেখেছিলুম—কেউ দেখতো না, জানতো না, আমায় একজন বলেই গণতো না। তুমি আগে গেলে, বুকের বালি হাত বুলিয়ে সরিয়ে দিয়ে হীরে মাণিক আলোয় আনলে, তার পর ইয়ুরোপা দিদির আর ছেলেরাও গেল; আমি আবার সভ্য জগতের সুনজরে পড়লেম। দিদি, আমি চিরদিন মলিনকান্তি—তাই আমার বুকে অশান্তি দেখে দয়ার আধার ভিক্টোরিয়া তোমার কাতর হয়েছিলেন; বোন, হাতে ধরে সাধি, আর একসঙ্গে মিলে কাঁদি—এই অশ্রুজল যেন আমার হৃদয়ে শান্তিজল ঢালে, যেন বহুগুণময় রাণীর তনয় ধর্ম্মের গার্ড এডওয়ার্ড আমার সহায় হন। দেখ, আমার পোষ্যপুত্রগণ বয়ার নয়, তারা দয়ার পাত্র।

ব্রিটা। দিদি আফ্রিকা, তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমার ভিক্টোরিয়া তোমাকে বড় ভালবাসতো; কিসে তোমার মরুর বালি সোণায় কণায় পরিণত কর্ব্বেন, তাই মার আমার নিত্য চিন্তা ছিল; যে যুবরাজ আজ আমার হৃদয়ে রাজাধিরাজরূপে বিরাজ কচ্ছেন, তিনি মাতার প্রতি চরণক্ষেপ আজীবন নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছেন, দয়া তাঁর জীবনের ব্রত হবে ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। তুমি দুঃখ কর্‌য়ো না দিদি, ভয় নাই—ভয় নাই।

(ব্রিটানিকা ব্যতীত সকলের গীত)

ভয় নাই ভয় নাই দিদি দিয়েছে অভয়।
তবে এ ধরায়, কে অসহায়,
আর কারে কার ভয়।
সারা ধরাবাসী, যার দুঃখে কাঁদি,
সুখে সুখে হাসি,
সেই ব্রিটানিকা আপনি যে আসি হয়েছে সদয়॥
ঐ ব্রিটিশ পতাকা, চাই ওর মাকরাখা,
বল সবে বল ব্রিটনের জয়।
ভারত পায়তপক্ষে, যেষ রিষ ধরে না বক্ষে,
জলধারা চক্ষে—তবু রাজগুণ কয়॥
পুনরায় পুনরায় গায় ইংলণ্ডের জয়।
জয় ব্রিটনের জয় জয় ব্রিটনের জয়॥

[রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের অন্তর্দ্ধান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতানগরী।

বিপিন ও তিনকড়ি মামা।

বিপিন। কি হে তিনকড়ি মামা, এ কি —খালি পায়ে?

তিন। বুঝতে পাচ্ছ না?—কেন, টেলিগ্রাম কি পড়নি?

বিপিন। ওঃ, মহারাণীর মৃত্যু!—তাই? তা এতে আমাদের খালি পা করা কি উচিত?

তিন। কেন উচিত নয়? রাজারাণী যে পিতামাতাস্বরূপ।

বিপিন। অবশ্য সম্মানের হিসাবে তা বটে, কিন্তু অশৌচগ্রহণ কোন্ শাস্ত্রে আছে?

তিন। সকল সংহিতাকারই এ ব্যবস্থা দিয়েছেন, আপাততঃ মনু বলছেন—"প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাবিষয়ে স্থিতঃ" *

বিপিন। বটে?—এ তো ঠিক নজীর বার করেছ দেখছি, কিন্তু এ রাজা তো আমাদের নিজের জাতি নয়।

তিন। মনু কৃতাভিষেক রাজা দিয়েছেন, অন্য কোন জাতিসম্বন্ধীয় বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করেন নি; তা ছাড়া একটা হৃদয়ের কথা ধর,—যিনি আমাদের ধন প্রাণ ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন, বিদ্যাদানে মনুষ্যত্ব প্রদান করেছেন, যাঁর প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে অন্ন অর্জ্জন ক'রে সপরিবারে পরিপোষিত হচ্ছি তাঁর মৃত্যুতে আপনাকে এক দিনের জন্য জুতা পায়ে দেওয়ার আরামে বঞ্চিত করা—এটা কি অন্যায়? আর এই কৃতজ্ঞতাটুকু দেখানর জন্য কোন্ শাস্ত্রই বা আমার পণ্ডিত হবে?

(কতিপয় সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রবেশ)

গৌরী। কি হে পণ্ডিত কিসের? তারী ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা হচ্ছে যে।

বিপিন। হ্যাঁ—তিনকড়ি মামা আবার নূতন শাস্ত্র বার করেছেন; মহারাণীর পরলোক হয়েছে, তাই জুতো ছেড়ে অশৌচ নিয়েছেন।

গৌরী। তা এত মহাপাতকটাই বা কি করেছেন? এ তো কর্ত্তব্যই আমাদের, ইংরাজ রাজতন্ত্র অতি উদার, প্রজার ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি বা পারিবারিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না; তা না হ'লে যদি আজ রাজাজ্ঞা হতো যে, সমস্ত প্রজাকে কঠোর নিয়ম পালন ক'রে অশৌচ গ্রহণ কত্তে হবে, তা হ'লে কি হতো বাপু?

হেমেন্দ্র। তা বৈ কি, মামা ঠিক কাজ করেছেন। আমরা যে মহারাণীকে ভক্তি শ্রদ্ধা কত্তেম, জাতি ও ধর্ম্মভেদ মনে না ক'রে তাঁকে শাসন-পালনকর্ত্রী জননী—মুকুটবিভূষিতা ভারতেশ্বরী ব'লে পূজা কত্তেম, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই দিনে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন, যখন প্রজাস্বত্বের দোহাই দিয়ে সিংহাসনের চরণে আমরা দিন দিন কত উন্নতি, কত প্রতিপত্তির জন্য প্রার্থনা করেছি, তখন তো বলিনি যে, আমরা হিন্দু প্রজা, তোমার ব্রিটিশ সন্তানকে যা দিয়েছ, আমাদের তা দিয়ে কাজ নেই; সুখের জন্য যে সিংহাসনের নিকট ব্রিটিশ সন্তানের সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী করেছি এবং কর্ব্বো, সেই সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অন্তর্দ্ধানে শোকাশ্রু বিসর্জ্জনের অধিকার শুধু তাঁর শ্বেত সন্তানগণকেই দিব কেন? এই শ্যামলা ভারতের শ্যাম সন্তানগণ যে মহারাণীর পরলোকে ব্যথিত হয়েছেন, সে ব্যথা হৃদয়ে ধারণ কর্ব্বার তাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা যে জাতীয় প্রথামত সে ব্যথা প্রকাশ কত্তে উৎসুক, আমরা আজ জগৎকে অবশ্য দেখাব।

কমলা। আর ঐ যে শ্বেত শ্যামের সমান অধিকারের কথা বল্লে, সে তো আমাদের এই স্বর্গীয় জননী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াই আমাদের দিয়েছেন আমাদের শিখিয়েছেন। বণিক্-সম্প্রদায়ের হাত থেকে ভারতের ভার নিজ করে গ্রহণ ক'রে যে দিন তিনি প্রথম সিংহাসন হতে সেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত অপূর্ব্বশ্রুত "রাজপাঠ" পাঠ করেন, সেই দিন হতে জগতের ইতিহাসে এক নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে।

* ব্রাহ্মণাদি যাহার অধিকারে বসতি করেন, সেই কৃতাভিষেক রাজার মরণে সজ্যোতি অর্থাৎ দিবসে মরিলে দিবাতে আর রাত্রিতে মরিলে রাত্রি অশৌচ হয়।—মনুসংহিতা, ৫ অধ্যায়, ৮২।

তিন। তবে বল তো বাবা, বল তো, আমি জুতো জোড়াটী ছেড়ে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করেছি ?

সুচারু। কিছু নয় মামা, কিছু নয়, তুমি লুকিয়ে কল্লেছ; আপনার কর্ত্তব্য পালন ক'রে মনে মনে আপনি সুখী আছ, কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে এই শোক প্রকাশ কর্ব্বো। ধনে মানে বিদ্যার নগরে যাঁরা প্রধান আছেন, তাঁদের কাছে যাব, সমস্ত ভদ্রলোকের দ্বারস্থ হব, দেশের ভাবী ভরসা ছাত্রদিগের বলবো, সকলের হাতে ধর্ব্বো, যেন—যেদিন স্বর্গীয়া মহারাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হবে, সেদিন লক্ষ লক্ষ নগরবাসী নগ্নপদে শুভ্রবাসে গড়ের মাঠে যান, সকলে একত্রিত হয়ে সেখানে স্বর্গগতা জননীর গুণ গান করেন।

গৌরী। হ্যাঁ, আর এই নগর ও উপকণ্ঠে যত সঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায় আছে, তাদের সকলকেই অনুরোধ কত্তে হবে—যে তাঁরাও হিন্দু প্রথ.মতে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কত্তে কত্তে সেথায় উপস্থিত হন।

তিন। কিন্তু বাবা, শ্রাদ্ধে যেমন সঙ্কীর্ত্তনের প্রথা আছে, তেমনি কাঙ্গালী-বিদায়ের বিধিও তো আছে।.

হেমেন্দ্র। আছেই তো, তাও হবে। কত দিকে কত অর্থব্যয় তো ক'রে থাকি, এতেও সকলে যথাসাধ্য দিব। সব বড়লোকের দ্বারে যাব, এর জন্যে ভিক্ষা কত্তে আমি অপমান মনে করি না।

গৌরী। সুরেশ, তুমি সেই কবিতা না গান কি লিখেছ, পড় তো।

সুরেশ। (কবিতা পাঠ)

আমরা বঙ্গবাসী অতি দীন
শুনেছিলাম নাকি
একদিন ছিল গো সুদিন ॥
নাকি বঙ্গরাজ্যে ছিল রাজা বাঙ্গালী
বাঙ্গালী তখন নাকি হয়নি কাঙ্গালী,
যারা হৃদি ভুজবল—কেবল সম্বল
আঁখি ভরা জল হীনের হীন।
পড়ে ইতিহাস, চোখে জল আসে,
নাকি বঙ্গদেশে কার্য্য হতো বঙ্গ
ভাষে বঙ্গভাবে, বাঙ্গালী ছিল গো স্বাধীন।
সে সব তো গেছে অতীতের পাতে,
শুনি যেন কথা উপকথাতে;
ছিল পূজ্য জাতি আর্য্য নিজ রাজকার্য্য—
সে মাৎসর্য্যের দিন বহুদিন লীন।
তুমি দেখেছিলে মাতা অতি পতিত দুর্ব্বল,
তাই স্নেহে টেনে দিলে কোলে স্থল,
পড়ালে শিখালে কাজকর্ম্ম দিলে
জীবন হ'ল মা নবীন ॥
নিয়ে রাজ্য নিজ করে, মহতী মহিমা ভরে
পড়েছিলে "রাজপাঠ" আছে মা স্মরণ—
স্মৃতিপটে সদা জাগরণ;
(দুটো মধুর কথার ভিখারী আমরা)
সেই বাণী মহারাণী ভুলি কি কখন ?
"আমার এই স্নেহ চক্ষে,
এই মাতৃ-প্রেমমাখা বক্ষে,
শ্বেত শ্যাম সম চিরদিন।"
ভারতের ধ্রুবতারা,
তোমারে আজ হয়ে হারা,
আত্মহারা ক্ষিপ্ত পারা
ভেঙ্গে পড়ে দেহ মন যেন হয়ে ক্ষীণ।
ও মা রাণী ভিক্টোরিয়া, আছ শান্তি-
রাজ্যে সুখে গিয়া,
অকূলে কাঁদিয়া ফিরি যেন মীনহীন।
একমাত্র আশা মনে, যুবরাজ সিংহাসনে,
প্রজা-হৃদি আকর্ষণ করেছেন কর্ষণ
(Curzon)
স্নেহদয়া বিতরণ, ব্রত ধরে উচ্চারণ
বিষাদে হরষ মোরা—এ তিন অধীন

গাও মা দেবের কান্তি,সুখ স্বর্গসুখ শান্তি,
অন্তিমের প্রার্থনা প্রয়াণে এ দীন॥

তিন। বাঃ, মন্দ হয়নি, কি বল বিপিন?

বিপি। হ্যাঁ, কেমন যেন একটু জাতীয়-হীনতা দেখান—না?

তিন। প্রবলপ্রতাপশালী আর্য্যসন্তান, ক্ষান্ত হও; মশায়ের যে অনারারি মাজিষ্ট্রেরি ও রায় বাহাদুর উপাধি, তা যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত নয়, স্মরণ রাখবেন।

কমলা। চল, এখন সব উদ্যোগ করা যাক। যে কীর্ত্তনটা সে দিন গাইতে গাইতে যাওয়া যাবে, সেইটাই গাইতে গাইতে যাই চল।

(গীত)

চল ভাই চল ধীরে—অতি ধীরে।
দিতে মাতার প্রতিমা বিসর্জ্জন অনন্ত নীরে॥
কি ফল বিফল কুকারি রোদন,
পুষে রাখ হৃদে হৃদয়-বেদন,
কেঁদে চিরদিন দীন মোরা আর,
পাব না অমন মাতা ফিরে॥
যাও মা গো যাও বৈজয়ন্তধামে,
দেবের সমাজে,
জ্যোতির্ম্ময়ী সাজে বিরাজ বিরামে;
করুণা-মূরতি, ও মা পুণ্যবতী,
পর অমর-মুকুট শিরে।
নাহি রসনায় ভাব—হৃদি গদগদ,
শাস্ত্রেতে অশৌচ তাই নগ্নপদ,
হরিপদ-কোকনদে পাবে মা আসন অচিরে॥
কর রে নীরব সংসারের রোল,
সারা বঙ্গবাসী বল, হরি হরি বোল,
হরিনামে স্বর্গধামে ওই যায় গো রাণী সশরীরে!
দয়াল হরি দিও তরী (মহারাণীরে)
ভবপারাবার-তীরে।

শেষ দৃশ্য।

ত্রিদিবধাম।

সর্ব্বজাতীয় পুণ্যাত্মাগণের সমাবেশ।

(স্বর্গের পুষ্পময় দ্বার উদ্ঘাটন করিতে করিতে অপ্সরোগণের সঙ্গীত)

ঢাল সুধাধারা, খোল খোল ত্বরা,
ত্রিদিবের দ্বার।
শুন শুভবার্ত্তা, আসে পুণ্য-আত্মা
সতী পবিত্রতাধার।
বসে যথা সীতা ভীমের বনিতা;
চিতোরের সতী ভীমের বনিতা;
যশোমতী এলিজাবেথ,
পুণ্যবতী অন্য রাণী যথা সমবেত,
কর রে সাজন তথায় আসন,
আসে ভিক্টোরিয়া স্বর্গ উজলিয়া
ধরা ক'রে অন্ধকার।
ডাক সব তারাদলে,
যেন এক সাথে জ্বলে,
বিমলা বিমল শিরে ঢালে শুভ্র জ্যোতির্ধার।
অপ্সরের দলে দেয় গলে পূত পারিজাতহার॥
ত্রিলোকেতে সবে কয়,
জয় ভিক্টোরিয়া জয়,
ধরা কাঁদে বিষাদে—স্বর্গে আনন্দ-আলয়॥

(মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সুপ্রকাশ)

ত্রিদিবে ধরায়, ভিক্টোরিয়া জয়,
সবে বল বদনে।
দেবীরূপে মানবী এল দেবের সদনে॥

যবনিকা-পতন।

কালাপানি

বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা।

তালিকা।

দুলালচাঁদ	...	...	কলিকাতাস্থ ধণাঢ্য যুবক।
সাধুরাম / মাখমলাল	...	...	দুলালচাঁদের সহচর।
তিনকড়ি	...	...	ঐ প্রতিবেশী।
পণ্ডিতজী	...	...	ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিত।

দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বালকবালিকাগণ, পাকমায়া ও তাহার পত্নী, বিলাতযাত্রিগণ, অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ সাহেববিবিগণ।

নিস্তারিণী	...	...	দুলালচাঁদের পত্নী।

মেজ-বৌ।

ন-বৌ।

কাঁসারি পিসী।

নাপ্‌তিনী।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—উদ্যান।

—*—

নারীগণ।

ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন
হিঁদুমতে সাহেব হ'তে সতত যতন॥
যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট,
আগে দেবে হরির লুট,
ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন।
না 'য়ে গো গঙ্গাস্নান,
করেন নাকো ব্রাণ্ডি পান,
নেশা হ'লে হরি বলে কেঁদে অচেতন॥
পাছে সকৃড়ি লাগে হাতে,
তাই চাম্‌চে-চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে, ধর্ম্ম শুতে, ধর্ম্মতলায় মন।
পাখী যদি রাম নাম ধরে,
মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে তারে যেন উদরে ব'লে নারায়ণ ;—
(আবার) শালিক শকুন খান না
কভু এমনি কঠিন পণ॥

প্রথম দৃশ্য

—*—

দুলালবাবুর বৈঠকখানার ছাদ।
(দুলালচাঁদ, সাধুরাম ও মাখনলাল)

দুলাল। বটে বটে,বাধা দিচ্ছে,বাধা দিচ্ছে, আমার কাজের উপর কথা; বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্রে সই করবে না? সে কত বড় তর্কচূড়ামণি, আমি দেখে নিচ্ছি। সাধুরাম বাবু! আজই নোটিশ লিখে দেবেন তো, যেন তিন দিনের ভিতর সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমী ছেড়ে উঠে যায়।

সাধু। আজ্ঞে, ঠিক ঠাউরেছেন, এ নোটিশ দেওয়াই উচিত; তবে একটা কথা হচ্ছে, দেওয়ানজীর মুখে শুনেছিলেম যে, তর্কচূড়ামণিদের ওখানে তিনপুরুষ বাস, বন কেটে টোল বসান, তিন দিনের নোটিশ (Illegal) ইল্‌লিগ্যাল হবে, আদালতে মঞ্জুর হবে না, নিদেন পনর দিনের (Time) টাইম দিতে হবে।

মাখন। এ বড় বেজাই আইন, যার জমী, সে মনে করলে যখনই ইচ্ছা কেড়ে নিতে পারবে না? ইচ্ছা করলে যদি না মেয়েতকে উঠাতে করতে পারা যায়, তবে আর রাজা-প্রজা সম্পর্কটা রইল কি?

দুলাল। মাখন বাবু, তবে আর আমি বিলাত যাবার জন্ত এত ব্যস্ত হয়েছি কেন? এখানকার সাহেবদের তো কোন মতে বুঝাতেও পারা গেল না, বাগাতেও পারা গেল না; একবার বিলাতে যেতে পারলে, বক্তী-বাবুকে দিয়ে গোটা দুই লেক্‌চার ঝাড়াব, আর বিলাতী সাহেবদের হাত ক'রে, এখান-কার আইন করার কাজটা নিজের হাতে নেব, তা হ'লে বাঁ বাঁ ক'রে, কুসংস্কারমূলক যত বদ আইন আছে, সব রদ্ ক'রে ফেলব। একবার একটু চেপে যাও না, সাগরটা পার হয়ে যা'ক। সাধুবাবু, যত কম মেয়াদে আইনমত হয়, তাই লিখে আজই নোটিশটা দেওয়া চাই।

সাধু। তা বেশ, আমি কোর্টে গিয়েই নোটিশ লিখে দিব।

মাখন। একটা কথা বল্‌ছিলেম কি দুলালচাঁদ বাবু, তর্কচূড়ামণির দরুণ যায়গাটা খালি হ'লে আমার হাতে একটা প্রজা আছে, আমার প্রেস্‌ম্যানের ভাই, একটা হোটেল করতে চায়, ও অঞ্চল হ'লেই তার সুবিধা হয়, আমাদেরও তাতে সুবিধা আছে, ব্যায়রাম স্থায়রাম লিপ্তি আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থামতে সুরুয়া খেতেই হয়, জিনিসটা ঠিক পাওয়া যাবে; বিশেষ সে এগ্রিমেণ্ট লেখাপড়া ক'রে দেবে, কেরোসিনের বাতি জ্বালাবে না, কয়লার জাল ব্যবহার কর্‌বে না, খাঁটি হিন্দুমতে বোকনোয় ক'রে গঙ্গা-জলে ফাউলকারি তৈয়ের করবে।

দুলাল। বেশ, সে যদি হিন্দুমতে ইংরাজী হোটেল করে, তা হ'লে সে তো একজন দেশহিতৈষী, তাকে যায়গা দেওয়া তো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।

মাখন। দেখেছ, দেখেছ সাধুবাবু, দুলাল-চাঁদ বাবুর (Duty) ডিউটী বোধটা একবার দেখেছ, কি (Uprightment) আপরাই-টমেণ্ট, কি (Straightforwardity) ষ্ট্রেটফর্‌ওয়ার্ডিটী; এরি নাম (Moral class book eourage) মরাল্ ক্লাস বুক করেজ, এরেই বলে (Spirit) স্পিরিট, এরেই বলে (Alcohol) অ্যালকোহল্।

দুলাল। এই যাও, মাখনবাবু আবার কতকগুলো বাজে বকা আরম্ভ করলে, দেখ, এই নিয়ে যেন তোমার কাগজে একটা (Artielo) আর্টিকিল্ লিখে বসো না।

মাখন। দেখুন ঢুলালচাঁদ বাবু, লোকে যা বলে বলুক, আমি কারুর খোসামোদ করিনে, কাগজওয়ালাদের মধ্যে অর্থাৎ (Editorial Fatality) এডিটোরিয়াল্ কেটালিটীর মধ্যে আমার মত (Braverousness) ব্রেভারাস্‌নেস খুব কম এডিটরের আছে, এ কথা আমি জাঁক্ করে বলতে পারি; আপনি যখন সুখ্যাতির কাজ করেন, তখন তা (As an Editor) অ্যাজ অ্যান এডিটর, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য (Interjective duty) ইণ্টারজেক্টিভ ডিউটী মনে ক'রে লিখি। আপনি বড় লোক বলে আপনাকে ভয় ক'রে আমি যখন (Right) রাইট বুঝব, তখন যে আপনার সুখ্যাতি লিখতে ছাড়ব, তা (Dont do In your mind) ডোণ্ট ডু ইন ইওর মাইণ্ড, কখনই মনে করবেন না।

ঢুলাল। তা ব'লে সে বিষয়টা আমি অত গোপন রাখবার চেষ্টা কল্লেম, আর তোমায় ছাপিয়ে প্রকাশ ক'রে দেওয়াটা কি ভাল হয়েছে?

মাখন। (what property) হোয়াট প্রপারটী, কোন্ বিষয়?

ঢুলাল। সেই যে একটী বিধবাকে আমি লুকিয়ে কত থেকে পাঁচটী টাকা দান কল্লেম, তার পর যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই পই ক'রে মানা ক'রে দিয়েছি, যেন এ কথা না প্রকাশ করে, আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাঙ্গালা কাগজে ছাপিয়ে দিলে? শুধু তাই নয়, আবার তাতে আমার নামের আগে মহারাজ পর্য্যন্ত জুড়ে দিয়েছিলে।

মাখন। সে কাজটা আমার নয়, (printers devil) প্রিণ্টার্স ডেভিল্, ছাপাখানার ভূতের, ভূতে যদি আপনাকে মহারাজ বলে, আমি তার জন্য দায়ী নয়, আমি অমন (Flattery) ফ্লাটারী নই. আমায় খোসামুদে বলবার যো নাই।

সাধু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কাগজে কেউ ওঁর বিষয়ে লিখলেই বাবু চটে যান; ইংরাজী কাগজে কে কোথায় সব (Correspondence) করেস্‌পণ্ডেন্স লেখে, উনি আমাকেই ধ'রে বসেন; ও (Truth) ট্রুথও আমি, (one disinterested) ওয়ান ডিসইণ্টারেষ্টেডও আমি, (Veritus) ভেরিটসও আমি, (pro-bono publico) প্রো বোনো পব্লিকও আমি; যেন আমি ছাড়া আর কেউ ইংরাজী লিখতে জানে না, কার মুখ আপনি বন্ধ করবেন, আপনি দেশের জন্য যে রকম লেগেছেন, তাতে তারতমাতা একেবারে থরহরি কম্প, চারিদিকে যশের জয়ঢক্কা বাজছে, চেপে রাখবার যো কি?

মাখন। বলুন ... মহা মহা পণ্ডিতেরা হিঁদুমতে সাহেব হওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছে, তাও আপনার খোসামোদ ক'রে?

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। হাঁ বাবা, তোমরা নাকি সব বিলাতে যাবে ঠিক করেছ?

ঢুলাল। ঠিক কি জিজ্ঞাসা? এই চল্লেম আর কি, তবে আমরা যার তার মত মানিনে, আমরা আসল হিন্দুমতে বিলাতে যাব।

তিন। তা যাবে বৈ কি বাবা, যাবে বৈ কি। তোমরা কি যার যে সে ছেলে, একটা কিছু বিদ্‌ঘুটে রকম অদ্ভুতই করবে, তা আমি জানি; তা বাবা, এ শাস্ত্রমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

ঢুলাল। তা আর হয়নি, বড় বড় পণ্ডিতেরা সব পুঁথি থেকে বেছে ব্যবস্থা দিয়েছে।

তিন। কি যোগাড়, কি যোগাড়! কাঁচা টাকা, বা কত খরচ পড়লো।

মাখন। কিসের খরচ?

তিন। এই ব্যবস্থা নেবার, আর কিসের?

দুলাল। ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যবস্থার খরচ! সে-সে-সে সে আবার কি?

তিন। এই দক্ষিণে গো দক্ষিণে, যাকে এখন কি বলে। এই যেমন উকীলকে কি দিয়ে ওপিনিয়ন নয়, তেমনি ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যবস্থা নেবার কি চাই তো?

সাধু। তিনুমামার সকল কথায় ঠাট্টা।

তিন। না বাবা, ঠাট্টা নয়, আমারও এইখানে একটু গরজ আছে; জান তো আমার ভাঁড়ে মা ভবানী, মোটা দক্ষিণে টক্ষিণে ঝাড়বার যোত্র নাই, তোমাদের ঐ বিলাতের ব্যবস্থার উপর একটা ফাউ ব্যবস্থা আমার দিইয়ে দাও না বাবা।

দুলাল। তোমার আবার কিসের ব্যবস্থা চাই, গাঁজার নাকি?

তিন। না না, সে তো সকল ব্যবস্থার গোড়াতেই আছে, আমার এই বোষ্টুমীমতে পাঠা খাবার ব্যবস্থাটা ক'রে দিয়ে যাও। গোঁসাইয়ের সেবক হয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি, জগতের মহা সুখাদ্য পাঁঠা-কুল-তিলককে আমি উদরস্থ করতে পাই না।

দুলাল। দূর পাগল, তা কি হয়।

তিন। কেন বাবা, হিঁদুমতে সাহেব হওয়া যায়, আর বোষ্টুমীমতে পাঁঠা খাওয়া যায় না? আমি দিবি মোটা মোটা তুলসী গাছ কেটে হাড়িকাঠ তৈয়ের করবো, বলিদানের বদলে অবতারকে বানিয়ে নেব।

দুলাল। যাও যাও বাবা, এ সব (Serious) সিরিয়স বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করো না। গাঁজাখোর বাবুর যায় যাও জান না, মিছে বক কেন? বেদে কি লেখা আছে জান?

তিন। খুব জানি, স্পষ্ট লেখা আছে যে, বিলাতে না গেলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়। রঘুঠাকুর ব্যবস্থা নিয়েই নিজে যাবার জন্য জাহাজ খুঁজেছিলেন, তার পর যখন বাবা শুনলেন, বিলাতে গাঁজার তেমন সুবিধা নাই, তখন যাত্রা স্থগিত করলেন।

মাখন। বেদ না জান, মহাভারত তো পড়েছ, মহাভারতের ভিতর সমুদ্রযাত্রার ঢের প্রমাণ আছে, মহাভারত মানবো না?

তিন। মানবে বৈ কি যাদু, মানবে না।

মাখনলাল। কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদীর পাঁচটী পতির কথা আছে, আর তাঁর শ্বশুরদেরও জন্মের বিষয় কি কি সব লেখা আছে, সেটার বিষয় কি রকম ঠাওরাচ্ছ?

মাখন। ও সব মিছে কথা।

তিন। মিছে কথা কেন বাবা? গোপিনী হরণটীর বেলা মেনে নেবে, আর গোবর্দ্ধনধারণের বেলা পেছোবে? গরজ বুঝে শাস্ত্রের একটা কথা সত্যি, একটা কথা মিথ্যে?

মাখন। কি জান তিনুমামা—

দুলাল। মাখনবাবু, তুমি থাম, আমি বলছি, গাঁজা খেয়ে তিনুমামা সব ভুলে টুলে গেছে, ও শাস্ত্র টাস্ত্র এখন বুঝবে না, বিশেষতঃ ইংরাজীতে বেদ টেদের যে সব (Translation) ট্রান্সলেসন হয়েছে, সে সব ওঁর তত দেখা শুনা নাই; আমি একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি ঠিক হিঁদুমতে বিলাত যাওয়া যায়, তাতে দোষ কি?

তিন। কি রকম, মামারণীর পেণ্ট লেন্ পরে?

দুলাল। ঠাট্টা রাখ, মনে কর, যদি আলাদা জাহাজ ভাড়া ক'রে, সঙ্গে বামুন, হিঁদু চাকর টাকর, খাবার টাবার সবই নিয়ে লোকে বিলাত যায়, তা হ'লে?

তিন। তা হ'লে যখন সাড়ে মণ তেলও

পুড়বে, রাধাও তখন সেইয়া মেরি ক'রে আসরে নাব্‌বেন ; কিন্তু বাবা অত পয়সা কার আছে ? আমাদের অনেকেরই যে গঙ্গা পার হবার আধলার অকুলন।

দুলাল। কি, আমি মনে করলে এখনই ঐ রকম ক'রে বিলাত যেতে পারি, দেখি কে আপত্তি ক'রে।

তিন। বিলাত কেন বাবা, তুমি মনে কল্লে উচ্ছন্ন পর্য্যন্ত যেতে পার যে, তার উপর কথা কবে, এমন কার বাবার মাথার উপর মাথা আছে ? কিন্তু সকলের তো আর তোমার মত আট্‌কে বাধা নাই ?

সাধু। সমুদ্রযাত্রা না করলে, নানাবিধ দেশ না দেখলে মনের উন্নতি হয় না।

তিন। ভারতবর্ষের ভিতর বোধ হয় বরা-নগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ প্রভৃতি এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশ সকল-গুলিই ম'শায়ের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত।

সাধু। ভারতবর্ষে আবার দেখবার আছে কি ? ভারতবর্ষ কি আবার একটা দেশ ; এই ভারত উদ্ধার করবার জন্যই তো আমরা বিলাত যেতে চাচ্ছি।

তিন। চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্য তো বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলাতে গিয়ে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে ?

মাখন। যখন বিলাত থেকে ভারত উদ্ধার ক'রে ফিরে আসবো, তখন টের পাবে, কি পিণ্ডি কার পাদপদ্মে দিয়েছি। স্বাধীনতা কাকে বলে, তা তো জান না ? খালি দাসত্ব করতে শিখেছ ; এই যে ভারতবাসীরা বড় চাকরী পায় না ; দেখ দেখি তার একটা উপায় ক'রে আসতে পারি কি না ?

তিন। এ কথার আর আমার উত্তর নাই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা বজায় থাকে ?

দুলাল। আচ্ছা, রেখে দাও, চাকরীকে নাই স্বাধীনতা বল্লে ; যদি জাহাজে করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, আমেরিকা, এ সব জায়গায় না যাওয়া যায়, তা' হ'লে বাণি-জ্যের উন্নতি করা যাবে কি প্রকারে ? বৈদে-শিক বাণিজ্য ভিন্ন কখনও জাতীয় উন্নতি হ'তে পারে না।

তিন। দেশে যে বাবা এমন কিছু বাণি-জ্যের ফ্যালাও ক'রে বসেছ, তা তো কৈ দেখতে পাচ্ছিনে ; উন্নতি তো পরে করবে, সুরুটা এখান থেকে ক'রে নমুনা দেখাও না কেন ? এই যে পুরুষানুক্রমে মেয়েদের রক্ত, হ্যাণ্ডনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে দেহখানা পুষ্ট কচ্ছো, অপাত্রে দানের ভয়ে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্তও তো বন্ধ করা হয়েছে।

উভয়ে। Hear ! Hear !

তিন। জমিয়েছ তো বিস্তর, কিছু ভাঙ্গিয়ে কেন ব্যবসা-বাণিজ্য কর না ; তিনি তুমি ঘাঁটা অসভ্যতা হয়, কে মাথার দিব্য দিয়ে বারণ করেছে বাবা, কলকজা কর না ; বিলাত থেকে, মার্কিণ থেকে কাপড়ের, কাগজের, ছুরি-কাঁচির কল আনাও ; আপা-ততঃ না হয় ইংরাজ চাকর রেখে চালাও, ক্রমে শিখে নিও।

মাখন। সাহেবের কাছে শেখা !

সাধু। Never ! Never !

তিন। হালফিলই বা কোন্ কম্পানি খ'রে জাহাজ চালাতে পাচ্ছ, সেও তো গোরা কাপ্তেনকে মুরুব্বি ধরতে হবে ; ডাং-কোটলয়ই বা একেবারে কালাপানির জল খাইবে শ্রীমত দরবারে না হয় নাই সাজালে ? তোমার নররত্নে তো আট-বুটের অভাব নাই, জাহাজে চড়িয়ে তাঁদের

বাণিজ্য করাতে তো বিস্তর খরচ পড়বে; আপাততঃ দু-একশ টাকা দাদন দিয়ে পাল্সী ক'রে বৈষ্ণবীর হাটে পাঠিয়ে দাও দেখি, সেখান থেকে কাহন দশকাহন বেগুণ, দশ বিশ কাঁদি কলা পাঠিয়ে কেমন কেরামতি দেখান, দেখা যা'ক; দশ বিশ টাকার চাকরীর উমেদারীতেও তো ঘোরেন, এতেই বা কোন্ তা না পোষাবে?

মাখন। কি, চাষাভুষোর কায করবো? পোস্তার আলু বেগুণওয়ালা হ'ব? (Down-right degratdation) ডাউন্‌রাইট ডিগ্রেসডেসন।

তিন। না (Upright elevation) অপরাইট এলিভেসন চাই; একেবারে এও কোঁ না হ'লে আর চলছে না? সাদা কথা বল না বাবা, সাহেব হতেই হ'বে; তবে মেয়েটা আসটার বিয়েও আছে, পুজি ভোজনের লুচি খাবার লোভও ছাড়তে পাচ্ছ না, তাই এই শাস্ত্র, বাণিজ্য,হ্যান্ ত্যান্ একটা চং তুলেছ। বাবা, আমাদের এই বাবুদের বিদ্যাবুদ্ধি সব বুঝে নেওয়া গেছে, "দাসত্বং পরাবেদা, দাসত্বং পরাজন্মা, দাসত্বং পরামুক্তি, দাসত্বং পরা গতিঃ"। এই তো হ'ল তোমাদের ইষ্টমন্ত্র, এইরূপ করতে করতে গঙ্গাযাত্রাটা হ'লেই শেষ হ'ল, আর সমুদ্রযাত্রায় কাজ নাই।

সাধু। কৈ, সমুদ্র-যাত্রার ব্যবস্থা চ'লে যাক দেখি, দেখাচ্ছি কেমন আমরা বাণিজ্য করতে না পারি।

তিন। দেখে রেখেছি, সমুদ্রযাত্রাও আমার বাকি নাই। একবার গাঁজার খোলে বিবাগী হ'য়ে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাওয়া গেছলো; মৌলমেয়্যাম, বর্মা, সুরাতি মুসলমান, আজ্ঞামাণি সাহেব সব কাপড়ঘড়ি সব দোকান সাজিয়ে বসে আছে। নোয়াখালি, চাটগাঁ অঞ্চলের অসভ্য বাঙ্গালীরাও দুঘটা দৈটার কারবার ক'রে থাকে, আর আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে দেখা হয়, মহাশয়। এখানে কি করেন? আজ্ঞে, পোষ্ট আফিসে কর্ম্ম করি; মহাশয়! আজ্ঞা আমি রেলওয়েতে আছি, মহাশয়! আজ্ঞে আমি একজন মাড়োয়ারী তরফে কাঠ চালান দিয়ে থাকি। ব্যবসাদারের মধ্যে জনকয়েক বাবু আছেন, কথার বাণিজ্য ক'রে থাকেন, শামলা মাথায় দিয়ে উকীল (present company always excepted) প্রেজেন্ট কোম্পানী অল্‌ওয়েজ একসেপ্টেড, মাফ কর সাধু বাবাজী।

দুলাল। আরে পাগল, বিলাত গেলে যে সাহেবদের সংসর্গে বাণিজ্যে প্রবৃত্তি জন্মাবে।

তিন। কৈ বাবা, নমুনায় তো আজ পর্য্যন্ত তার কিছু পাওয়া যায়নি; সংসর্গ-গুণে অনেক প্রবৃত্তি জন্মেছে, কিন্তু মহাজনী প্রবৃত্তি তো দেখ্‌তে পাইনে। দেখ,যা করবে, ক্রমে ক্রমে কর, একবারে বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তোমরাও শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছ, আমিও শাস্ত্র কোট করছি দেখ।

উভয়ে। (Quote) কোট কর (Quote) কোট কর।

তিন। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথা তো জান? সাগরপারে সীতার অন্বেষণ করতে হবে, কে যায়—বাঁদর-কুলতিলক হনুমান্। কি ক'রে যাওয়া হয়, না একেবারে লম্ফপ্রদানে। বাঁদুরে বুদ্ধি,লাফ দিলেন, সাগর পারে গেলেন, সীতার খবরও আনলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও পুড়িয়ে এলেন। একেবারে লাফ দেবার গুণ দেখ। আর রেবুদ্ধি রামচন্দ্র ব্যবস্থা করলেন যে, আস্তে আস্তে সাঁকোটা বেঁধে, দলবলের বন্ধন পার হও। লঙ্কা জয়, রাবণ বধ,

সীতার উদ্ধার; তার পর যে যার ঘরের ছেলে সোণারচাঁদের মতন ডঙ্কা বাজিয়ে ঘরে ফিরে এল, তাই বলি, একেবারে লাফ মের না।

সাধু। শুধু দেশী বাণিজ্যেতে ভাল রকম লক্ষ্মী-শ্রী হয় না, দেশের ধন বৃদ্ধি করা চাই।

তিন। এই এক কথা শিখেছ কি না, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? "তদৰ্দ্ধং কৃষি-কর্ম্মণি"—আচ্ছা লক্ষ্মীর একবারে কোটা বালাখানা করতে না পার, নেহাত হালফিল একখানা আটচালা মতন ক'রে দাও না বাবা। কৃষিকর্ম্মে তো বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ফল, তা চাষ-বাস কর না কেন? দেশ যুড়ে মাঠ পড়ে আছে,তা ত আর বিলাত থেকে মাথায় ক'রে আন্‌তে হবে না?

দুলাল। এইবার মামা ধরা পড়েছে, আপনার ফাঁদে আপনি পড়েছে।

মাখন। Trap in his own catch.

দুলাল। বিলাত না গেলে, ভাল রকম বৈজ্ঞানিক চাষবাস শেখা যাবে কোত্থেকে? হাঁ হাঁ বাবা, মামা, এর জবাব আর তোমার গাঁজার বুঝিতে কুলুচ্ছে না।

তিন। বাবা, দেশে থেকে দাঁড়ি টানাটা রপ্ত কর না, তার পর যখন মহামহিম পাঠ লেখবার উপযুক্ত হবে, তখন বিলাত-ফিলাত যাবার কথা বোঝা যাবে। এই তো বাবা,তুমি একজন দিগ্‌গজ জমীদার,একেবারে বিলাতী রকম না হয় নিজের এলেকাতে পয়লা পয়লা একটু দেশী রকম চাষ আরম্ভ কর দেখি, কেমন না কম হয় দেখা যাক। এই তো বাবা, বারমেসে দুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে। এ বছর কি? না বৃষ্টি হয় নি, সব শুকিয়ে গেল। ক বছর কি? না ভারি জল, সব হেজে গেল। যত দোষ সেই বুড়ো বেটা ভগবানের উপর চাপান হচ্ছে, কিন্তু আসল কাথাটা তলিয়ে একবার কেউ দেখেন না।

মাখন। আসল কথাটা আবার কি?

তিন। বল দেখি, এই যে দেশ শুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কা'র উপর দিয়ে রাখা হয়েছে? চালে খড় নাই, বাড়ে মাটী নাই, পরণে কপ্নী, মাথায় জট, পেটে পিলে জনকতক চাষার উপর।

মাখন। চাষার উপর নয় তো কা'র উপর দিতে হবে?

সাধু। গাঁজাখোরের মতে বুঝি (L, L, B. L.) এল্, এল্, বি, এলদের লাঙ্গলে যুতে দিতে হবে?

তিন। আগে চাষ করতো কারা? আমাদের মতন গৃহস্থেরা, বড় বড় জমীদারেরাও নিজের ক্ষেত রাখতে অপমান বোধ করতো না; এখন যারা চাষী, তারা আমাদের কাছে মাইনে খেয়ে, খোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মুঠ ধরতো বই তো নয়; তাদের সাধ্য কি যে ধাক্কা সাম্‌লে খরচ ক'রে জমীর পাট ক'রে নিজে আবাদ করে। এখন আমরা ইংরাজী পড়েছি, বাবু হয়েছি, সভ্য হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, চাপকান এঁটে আফিস যেতে শিখেছি; তারা ভাঙ্গা লাঙ্গলখানা, আধমরা বলদটা নিয়ে ক্ষিধের ম'রে, জলে কেঁপে বা দু'টী চারটী পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের খতে টেরা সই দিচ্ছে, এতে দুর্ভিক্ষ হবে না তো কি ধনে ধানে মাচা বোঝাই হবে?

সাধু। তবে মামা, তোমার মত কি ঘরে ব'সে ব'সে খালি গাঁজায় দম মারা?

তিন। আহা! যত্তি যত্তি, বাপরে, তা যদি করতে পারিস, তা' হ'লে আর তোদের ভাবনা কি?

মাখন। আচ্ছা, তুমি বিলাত যাওয়ার উপর এত চটা কেন?

তিন। কৈ, চটার কথা তো কিছু কইনে বাবা; প্রাণে বিশেষ সখ থাকে বা বেশী প্রয়োজন হয়, তুমি যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নাই; তবে আমার কথাটা হচ্ছে যে, এখনও ঢের কাজ আছে যে, দেশে থেকেই করতে পার; আর নিতান্তই যদি যেতে হয়, তার জন্য এত মিটিং ফিটিং বহ্বাড়ম্বর কেন? পয়সা থাকে, সাহস থাকে, বিদ্যা থাকে, গেলে ভাল হবে বোঝ, সোজা পথ আছে, ঢেউ গুণতে গুণতে চলে যাও।

দুলাল। হাঁ, তার পর ফিরে এলে তোমরা আমাদের একঘরে কর। এই আমারই কথা ধর, সমাজে একটা নাম আছে, বংশমর্য্যাদা আছে, এখন মনে করলে আমি কত লোকের জাত রাখতে পারি, নিতে পারি, আমার কি একঘরে হ'য়ে থাকা পোষায়?

তিন। বাপ দুলালচাঁদ। ঐ একঘরে সম্বন্ধে আমারও একটা ভারি ধোঁকা আছে; নেশা-টেশা জমলে মাথাটা যখন স্থির হয়, তখন এক একবার ভাবি যে, লোকে বিলাত থেকে এলে আমরা তা'দের একঘরে করি, না তা'রা আপনারা একঘরে হয়? বাপ মা শিষ্টশান্ত ছেলেটীকে দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে টাকার রাশ্মি খরচ করে, দুর্গানাম বোলে, ছেলেটীকে বিলাতে পাঠালেন, সখ—যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মস্ত লোক হয়ে আসবে। ও বাবা! ছেলে একেবারে জাহাজ থেকে নামলেন, ধুচনী মাথায় যে গ্যাড্‌ম্যাড্‌ ক'রে। জাত হ'ল থাস্‌কা বীচি, মোচা হ'ল কেলাকা ফুল; চলন বলন ও ঢং ঢাং সব বিপরীত, কাজেই ভেভোবাঙ্গালী বাপ মা কি করে, ভয়ে ভোরে খিল দেয়, "খৃদিপা দখহত্তেন, বা জিনা শতহত্তেন, গজের সহস্রহস্তেন।" আর সাহেবের, বিশেষত দেশী সাহেবের, লক্ষহস্তেন লক্ষহস্তেন, যত তফাৎ থাকে, ততই ভাল।

দুলাল। কেন? ইদানী অনেক আমাদের বাঙ্গালী তো বিলাত থেকে এসে দেশী চালে চলছে।

তিন। তা'রা সমাজে মিশেও যাচ্ছে অনেকটা, যাও একটু আধটু খোঁচ আছে, সে ঐ আগে গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে বলে; একটা প্রায়শ্চিত্ত ফ্রায়শ্চিত্ত ছুটো একটা হিন্দুমতে ক্রিয়াকাণ্ড করলে সব চুকে যায়, কালমহিমায় কোন বিষয়েই এখন তত কড়াকড়ি নাই। তোমরা যে হিঁদুমতে যাওয়ার হুজুগ বাধিয়েছে, এতে সত্যি জাত রেখে যায়াও যেত তা'রাও পেছবে; কে বাবা সাক্ষী-সাবুদ রেখে কৈফিয়ৎ দেয়; আর হিঁদুয়ানির হাটে যে সব নেড়া গোঁড়া আছেন, লাভে হ'তে তাঁদের বাহচাল্লিটে বাড়বে।

সাধু। প্রায়শ্চিত্ত কি জন্য? পাপ করলে তো প্রায়শ্চিত্ত; লেখাপড়া শিখতে, আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি করতে বিলাত গেছে, তাতে আবার পাপ কি? হিন্দুশাস্ত্রের ঐ কতকগুলো ভিটকিলেমি।

তিন। আচ্ছা, মনে কর বাবা, আমি এক রাত্রে ঘরে ভেউড়ে মেউড়ে আছি, তিন কুলে তো কেউ নাই জানিস, তোরা মামা বলিস, দয়া ক'রে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলি, এটা সুকাজ, না কুকাজ করলি?

সাধু। তোমার কেন, একটা রাস্তার লোকেরও সৎকার করলে সেটা সুকাজ বলতে হবে।

তিন। সুকাজ তো, কিন্তু পরে প্রকাশ হ'ল যে, মুখ দিয়ে ছিটে দুই রক্ত উঠেছিল; সুতরাং শাস্ত্রমতে তারও একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এই তো বাবা সুকাজেও প্রায়-

শ্চিত্ত আছে; এটা আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্মলঙ্ঘনের জন্ম, যাকে (Hygienic rule) হাইজিনিক্ রুল্ বল; তেমনি সমাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্ম, একটু সমাজের মান রক্ষা। বলি বাবা, তোমাদের ইঙ্গিরি ক্লব টুবের রুল ভাঙলে কি জরিমানাটা আদটা দাও না?

দুলাল। ও সব ঝুট্ ঝুট্—শাস্ত্র (Non-sense) বল্লেম।

তিন। কেন বাবা, গোরার মুখ থেকে ইঙ্গিরি ক'রে বেরয়নি বলে; এই তো বাবা, সাহেবেরা বলছে আর অমনি উত্তরশিয়রি শোয়ার নিষেধটা মানতে হচ্ছে। যারা অনেক দিন বিলাতে ছিল, তাদেরই জিজ্ঞাসা কর বাবা, শুনতে পাবে, সাহেবদেরও বিস্তর হাঁচি-টিকটিকি আছে। আর বাবা বুড়ো ঋষিগুলো এত খামোকা লিখবে কেন; কাগজও সস্তা ছিল না, ছাপাখানাও ছিল না, অর্দ্ধমূল্যে ঝুড়ি ঝুড়ি বইও বিক্রী হতো না, খবরের কাগজেও সমালোচনা হতো না, (Author) অথর্ বলে (Belvedere) বেল্‌ভেডিয়রে খানা খাবারও নিমন্ত্রণ হ'ত না, আর স্মৃতি শ্রুতিতে তত কিছু বেশী রকম বিরহ, প্রেম, দীর্ঘনিশ্বাসের ছড়াছড়িও ছিল না, যে ঠাকরুণরা খাটে শুয়ে পড়তে পড়তে গ্রন্থকারকে নবীন নটবর ঠাওরাবেন; তবে তাদের এত মাথা ঘামাবার কি মাথাব্যথা পড়েছিল?

দুলাল। ও যাই বল, আমরা বিলাত যাবই যাব।

তিন। যা' বাবা যা, এখনি যা, কে মানা করছে বাপ? কিন্তু ঐ বাহচল্লিগুলো ছেড়ে দে, মাথা খাস। এই যে বাবা, বাণিজ্য বাণিজ্য রব তুলেছ, যারা যথার্থ বাণিজ্য করে—আমাদের হাটখোলার বেলেঘাটার মহাজনদের কথাই বল, আর মাড়োয়ারী টাড়োয়ারীদের কথাই বল, তারা যখন বিলাতে বাণিজ্য করতে যা'বার সময় হয়েছে বুঝবে, তখন মিটিংও করবে না, লেক্‌চারও ঝাড়বে না, ঠিক আপনাদের বন্দোবস্ত করবে, চলে যাবে; গোলও করবে না, কাজও হাঁসিল হবে।

মাখন। সে সব তাল্লা ইংরাজী জানে না, সভা-সমিতির মানেই বুঝে না; তা ক'রে লেকচার টেক্‌চার না দিলে কি কোন কাজ জমে?

তিন। ওঃ, তাই কেন ভেঙ্গে বল না; অত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন? সাফ বল, তোমাদের একটা হুজুগ চাই। আপাততঃ অন্য হুজুগ মন্দা পড়ে এসেছে, তাই এইটে নিয়ে খেপেছ; তা হ'লে বাবা এত মিছে বকে মচ্ছিলেম কেন? আর একটা কিছু নূতন না পেলে এ আগুন তো তোমের নিভবে না। কর হুজুগ, কর হুজুগ, আমার মৌতাতের সময় হয়েছে, চল্লেম।

[প্রস্থান।

মাখন। মামা একটা আস্ত পাগল!

সাধু। কিন্তু বড় (Impertinent) ইম্পার্টিনেণ্ট, মুখের উপর যা তা বলে!

দুলাল। কিন্তু লোকটা বড় শাদা, আর এ ছাড়া সকল কাজে চোস্ত, হাপে হাপে আছে।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। বাবুজী, পণ্ডিতজী দপ্তরখানায় ব'সে আছেন, বল্লেন, বিদায়ের জন্য বামুনরা সব উপস্থিত হয়েছেন, আপনি একবার আসুন; আমি পাইটে ছুয়ে দিয়ে যাই।

দুলাল। হাঁ, চল চল, এস মাখন বাবু, ব্যবস্থার কাগজ-টাগজগুলো ঠিক ক'রে রেখে এস।

মাখন। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুলালবাবুর অন্তঃপুর।

(ন-বৌ, নিস্তারিণী ও মেজ-বৌ)

ন-বৌ। আইরি মেজ ঠাকুরঝি! জাহাজের নাম শুনে ভাই আমার মাথা ঘুরছে সেবারে ওঁর সঙ্গে সাঁতরাগাছির রামসীতে দেখতে গিয়েই আমার যে অসুখ হয়েছিল, এ সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে গেলে আমি তো আর বাঁচব না।

নিস্তা। ন-বোয়ের ন্যাকাপনা দেখে গা জলে যায়, ন-দা তোকে বলেনি যে, আমরা হিঁদুর মত জাহাজে যাব, দেবতা-বামুনের আশীর্ব্বাদে ঢেউ লাগবে না, জাহাজ ডুববে না। রামায়ণে পড়িছিস্ তো "রামনামের মহিমাতে শিলা জলে ভেসে যায়, বান্দরে সঙ্গীত গায়।" এ তো একখানা জাহাজ বৈ নয়।

মেজ-বৌ। আমি ভাই ঠকুরঝি দোলা-ছুলির ভয় কচ্ছিনে, আমাদের পাড়ায় মাঠে চড়ক হতো, বের আগে ঢের নাগরদোলায় চড়েছি, দোল খাওয়া আমার সওয়া আছে। আমি ভাবছি, জাহাজের কল চালাবে তো সব সাহেবে, পাছে ছোঁয়া-ছুঁই হয়, তা হ'লে কি হবে! হাঁ মেজ-ঠাকুরঝি, ঠাকুর জামাই তো সব যোগাড় করছে, তার কিছু উপায় ঠাউরেছে?

নিস্তা। ও মা, তা আর ঠাওরায়নি! একে তো তার নিজেরই অত নিষ্ঠে, তার ওপর তো আমার বদনামি আছে শুচিবাই; আমায় খুব জানে; আমায় বল্লে, কাপ্তেন সাহেবকে ব'লে জাহাজের খানিকটে জায়গা গোবরছড়া দে টবে করা তুলসীগাছ দিয়ে ঘিরে রাখবে, সে গণ্ডীর ভেতর আর কেউ আসতে পারবে না।

(গাহিতে গাহিতে কাঁসারিপিসীর প্রবেশ)

(গীত)

বিবি হতে চল্লি নাকি বল্লি মেয়ে তোরা।
বায়মহলে শুনে এল আমাদের ওরা॥
শুনে চমকে উঠে গাটা,
তোদের বুকের বলি পাটা,
পেটে পেটে ছিল কি লো সবার এত পোরা॥
শুনলে যাদের নাম, ও মা গায়ে আসে ঘাম,
ছি ছি রাম রাম রাম;—
সেই সাহেবের বগল ধরে করবি ফেরাঘোরা॥

নিস্তা। কি গো কাঁসারিপিসি! অত গরম কেন, হয়েছে কি?

কাঁ-পি। হয়েছে কি, নেকি, জানেন না নাকি। ও মা, কোথায় যাই, কারে বলি, এ যে ঘোর কলি! মেয়েরা সব একবারে খিঙ্গী, হবেন ফিরিঙ্গী। নাকি জাহাজ চড়ে, ঘাগরা প'রে, মুরগী খেয়ে, চল্লো সব কালাপানি, ও মা, এ সব দেখবার আগে আমার চোখে পড়েনি ছানি। যেমন সব ভাতার হয়েছেন ভদ্রক উদ্রুক, মাগ নে চল্লেন মগের মুল্লুক।

নিস্তা। পিসী আমাদের পাগল, কোথায় কি একটা তুল্লে কি না গোল। আসল কথা জানা নেই, তলিয়ে বোঝা নেই। শুন্‌লেন সাড়া তো নিলেন পাড়া।

কাঁপি। নে নে থাক থাক থাক, অমনি অমনি ঢেকে রাখ। করিসনেকো বাকচাতুরী এখনই ভাঙবো হাটে জারিজুরী।

মেজ বৌ। পিসি, আমাদের কি নাইকো ধরম নাইকো সরম, না বুঝে না সুঝে কেন মিছে হচ্ছো গরম। যত তার ফুট্ ফুট্ বিজা-বিধি, বলে দেছে বেদের বিধি। সাহেব হ'লে হিঁদুর মতে, স্বর্গে যায় সোণার রথে। টোল খুলে সব পুঁথি পেড়ে, পুরাণ তন্ত্র ফেড়ে চেড়ে, আসল বিচে বেছে বেছে। যেমন সত্যি কালের তিথী ছিল বৃন্দাবন আর গয়া কাশী,

বলায় এখন তিথী হ'য়ে অর্দ্ধ, বোৰ পিসী। লণ্ডনেতে সজানেতে যদি গেলা যায়, গোর খুঁড়ে সব রাতারাতি গোলোকেতে যায়।

সকলে। মরি হায় হায় হায়!

কাঁ-পি। ও মা, কি আশ্চর্য্যি কি আশ্চর্য্যি! তারা আবার অসচার্য্যি! হিন্দুর তিথী ম্লেচ্ছয় রাজ্যি! শাস্তরে বুঝি এই ব্যবস্থা, হতে পারে, তোমার ডাক্তারের পয়সা সস্তা।

নিস্তা। হুঁ হুঁ পিসী, আমার দাদার নয় তো এমনি মান, হাত ধরা তাঁর হাতীবাগান। হাবরাই হয়ে সব ছুটলো লোক, কাকেও কি গিলতে দিলে ঢোঁক। যার যেমন পত্তি, তার তেমনি নৈবিদ্যি। আর নিজে গেল নবদ্বীপ, গড় করলে টিপ্ টিপ্। ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা ঢাল্লে, বস্তা বস্তা ব্যবস্থা এনে বাড়ীতে এঁবো পোস্তা বসিয়ে ফেল্লে।

(গাহিতে গাহিতে নাপতিনীর প্রবেশ)

(গীত)

টুকটুকে তোর পা দুখানি
আল্তা পরাই আয়।
চটক দেখে অবাক্ হবে
সে লো থাকবে চেয়ে ঠায়॥
আগে চাই যতন পায়ে,
সোণা তখন পরবি গায়,
পাখানি ধরলে মনে
(তবে লো) মুখের পানে চায়॥
সোণেলা আঙুলগুলি, আফুলো চাঁপার কলি,
তুলি করে আল্তা দিলে বাহার খুলে যায়;
ঘুরে ফিরে মনচোরা লুটিয়ে পড়ে পায়॥

ন-বৌ। ইস্! আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, নাপতে বোয়ের দেখা পেলুম। এখন বড়লোক হয়েছিস, আমাদের তো মনে পড়ে না!

নাপ।—
কত জান ছলা, ছলিনী অবলা,
নানা কথা বল ভাই।
আছি চিরদাসী, চরণ-পিয়াসী,
বড় কিসে হনু ভাই?
চখের পশরা, সদা শিরে ধরা,
বোয়ে বোয়ে হই সারা।
দীনভাবে দিন, যায় দিন দিন,
জানিনি বড়র ধারা॥
আল্তা পরাতে, ফিরিতে পাড়াতে,
সারা বেলা যায় চলে।
না জলিতে বাতী, ঘরে আসে পতি,
অলসেতে পড়ি ঢলে॥

ন-বৌ।—
বেশ, বেশ, বেশ, ছেড়ে যাই দেশ,
আর তো রব না পুরে।
চরণ রঞ্জন, হ'ল নিরঞ্জন,
বালাই চলিল দূরে॥

নাপ।—
বালাই বালাই, শত্রুমুখে ছাই,
থাক ঘর আলো ক'রে।
অপরাধী হই, তোমা সবা বই,
তবে ক্ষমা কেবা করে॥
সিঁতের সিঁদুর, হবে নাকো দূর,
পতি যে অমর রবে।
বাড়িবে সোহাগ, নব অনুরাগ,
দাসী খুসী হবে তবে॥

কাঁ-পি। ওলো খুস্খুসুনি, ঝাবা ঘষুণি, তুই তো হবি খুসী, এদিকে ধনীরা যে সব মোড়ায় না বসে, ঘোড়ার লাগাম কসে, চালাবে বিলিতি খুবি। [illegible] কি ছিল না কাবে, না নিয়ে গিয়েছিল কোন্খানে? শুনিশনি কি সব, পাড়ায় পড়েছে রব। চষক্ লেগেছে পীরেতে, চল্লো সব বিলেতে। বৌট বসেছে যোড়ে যোড়ে, যাবেন

সব জোড়ে জোড়ে। তাতারগুলো বুদ্ধির ঢিবি, মেমেদের করবেন বিবি; তখন কি আর জুতোর ওপর আলতা রবে দিদি? এই শোন নাপতিনি! আমি বলে রাখলেম আজ, বাবুনীরা বিবি হবে ঘুচবে তোদের কাজ!

নাপ।—

আই আই মরি লাজে,
কাণে কাণে যে কেমন বাজে,
এ কথাটা সত্যি নাকি দিদি?
বল মোরে মাথা খাও, কুল নাকি ছেড়ে যাও,
সাধিবে কি বাদ তবে বিধি?
অকূল সাগর পার, কুলমান থাকা ভার,
কুলনারী সেথা কি গো যায়?
ধরম সরম ভুলে, মুখের ঘোমটা খুলে,
নারী সেথা মাংস মদ খায়।
মরি যেও না যেও না, ছি ছি ধরম খেও না,
ধরে রাখ ধরে নিজপতি।
পুরুষ পাগল জাতি, নারী ধরমের সাথী,
পতিরে সুমতি দাও সতী॥
তাপিত নাপিত-মেয়ে, মুখ তুলে দেখ চেয়ে,
অয়োতার দিও নাকো ছাই।
নরম নরম পায়, ফোস্কা পাছে পড়ে যায়,
জুতো তায় পোরনাকো ভাই।

কাঁ-পি। হ্যাঁলো ও পরামাণিকের বৌ, তোর মুখে দেখছি খুব মৌ। যেন দাওয়ায়ের চেলা, ছড়া বল্লি মেলা। এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্তে, হয়েছেন সব হন্তে। মুখে আর ভাত রোচে না, শাড়ীতে আবরু ঘোচে না! আর কি মাথায় দেবেন ঘোমটা, সাহেবের বগল ধরে নাচবেন বিবিয়ানা থ্যামটা। টেবিলে বসে খাবেন খানা, বাগানে করবেন আনাগোনা। বাপ বাপ, বাপ! মেয়েমানুষের এত দাপ, ছুঁলে পাপ, ছুঁলে পাপ। নেলে ছুঁড়ীরা যাবি যখন, মানা তো মানবিনে, ভাল কথা তো শুনবিনে। সেই তো খোয়ারি ধর্ম্ম, করিল আমায় একটা কর্ম্ম। আসবার সময় আমার জন্তে—ঐ যে কি মনে পড়ে না। বাজাই—হ্যা হাঁ, আনিস বাক্স কতক দেশালাই।

নিত্য। নাপতে-বৌ শোন, শোন কাঁসারি গিন্নী, আমার ভায়েরা তেমন নয়, যাবে বিলেতে, কিন্তু থাকবে আসল দিশী। ওগো কত ধর্ম্মে মন—কত ধর্ম্মে মন, যেন সব সাক্ষাৎ সনাতন! থাকবে সব পুরো হিন্দু, জাত যাবে না এক বিন্দু। কেমন মেজবৌ। আমি যা বলছি, সত্যি কি না ভাই?

মে-বৌ। তা আবার জিজ্ঞাস্ করছো ভাই? যা বল্লে, তা ঠিক ঠিক ঠিক। আমি চেয়েছিলাম নেক্লেশ, বলে না না, ধর্ম্ম যাবে পরতে হবে চিক্, ধর্ম্মের বেলা এঁদের জ্ঞান থাকে না দিক্‌বিদিক্।

কাঁ-পি। আচ্ছা, তোদের কাছে তোদের ধর্ম্ম, কিন্তু জাহাজে চড়া কি মেয়েমানুষের কর্ম্ম? জাহাজ হেল্‌বে দুল্‌বে, টল্‌বে, কার গায়ে কে ঢল্‌বে, লোকে শুনলে কি বলবে, কে কত কথা তুলবে। তা কি প্রাণে সয়, গোল উঠবে রাজ্যিময়।

নাপ। ছি ছি লাজের কথা, তা কি হয়, তা কি হয়।

বোষ্ট। আমাদেরও ঐটুকু ভয়, ঐটুকু ভয়।

কুলনারীগণ।— (গীত)

কেমন কেমন মরি করবে গা।
কেমনে লো কুলনারী দেব জাহাজে পা॥
নাগর সাগরে যায়, সবে সাথে নিতে চায়,
সব থাকে যায় যাক সে ভেসে,
আমরা যাব না।
তরী নাকি, তারী দোলে,
কার গায়ে কে—পড়ে ঢলে,

প্রাণে যে যার ম'রে,
আমার সবে না গো আ—
অবাক্ হয়েছি শুনে, সই সয়ে না রা।
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুলালবাবুর সদর-বাটীর প্রাঙ্গণ।
(ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ)

প্র, ভ। ও সার্ব্বভৌম! এবারে আবার কি বন্দোবস্ত? চিরকাল তো আসি আর বিদায় লয়ে যাই, এ থাম্‌কা থাম্‌কা অপেক্ষা করিয়ে রাখলে কেন?

সার্ব্ব। বড়লোকের বাড়ী, ঠিকানা কি, বোধ হয়, বিদায়ের পূর্ব্বে কিছু ফলাহারের আয়োজন আছে।

দ্বি, ভ। তোমার মুণ্ড-আহারের আয়োজন আছে, সার্ব্বভৌম কি বাতুল হ'লে নাকি? বৃথা কতকগুলো প্রলাপ বকছো। এখন সব নব্যবাবুরা কর্ত্তা, ফলাহার দূরে থাক, বিদায়ের পরিবর্ত্তে প্রহার না দিলেই রক্ষা।

প্র, ভ। প্রহার, সে কি? ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বাটীর মধ্যে প্রহার? এমনটা হতে পারে না! অবশ্যই পূজার বিদায় পাব; আমার প্রপিতামহ থেকে এদের খাতায় নাম লেখান রয়েছে।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেও। আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আর আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সব কোথায়?

সার্ব্ব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অভাব নাই, তবে দেওয়ানজী মহাশয়ের উপস্থিতি অভাবেই সকলে বড় ভাবিত হয়ে, কেহ কেহ বারান্দায়, কেহ কেহ প্রাঙ্গণে, এইরূপ নানা স্থানে অবস্থান কচ্ছেন; এক্ষণে আপনার উদয় হ'ল, আমাদের যথাযোগ্য বিদায় পেলেই আপনাকে ও বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চ'লে যাই।

দেও। এবার আর শুধু আমার একলার হাত নয়, বাবু আসছেন, যিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে বিদায় করবেন।

সকলে। কারণ—কারণ?

দেও। কারণ অবশ্যই আছে, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম।

সার্ব্ব। উত্তম উত্তম, যজ্ঞেশ্বর যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করবেন, তখন অবশ্যই কোন বিশেষরূপ বিদায়ের বন্দোবস্ত আছে, সে পক্ষে সন্দেহ এব নাস্তি।

(দুলালচাঁদ ও পণ্ডিতজীর প্রবেশ)

পণ্ডিত। (See see My Babu, all Brahmin mouth open stand have) সি সি মাই বাবু, অল্ ব্রামিন মাউৎ ওপন, ষ্টাণ্ড হ্যাভ, সব বামুন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

দুলাল। পণ্ডিতজী, এখন যা বল্‌তে হয়, এঁদের বলুন।

পণ্ডিত। (you tell, that good show) ইউ টেল, ভাট গুড্ সো, তুমি বল্লেই ভাল দেখাবে (I as nothing know) আই য়্যাজ্ নাথিং নো, আমি যেন কিছু জানিনে।

সকলে। জয় হোক, বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করি যেন অজর অমর হন।

প্র' ভ। আহা, দেখ একবার বাবুজীর কি রূপ!

চ, ভ। মরি মরি, যেন কর্ত্তার ছাঁচে ঢেলে গড়েছে।

বি, ভ। কি গজেন্দ্র-বিনিন্দিত নধর গঠন।

সার্ব্ব। দেওয়ানজীর শ্রীমুখাৎ শ্রুত হলেম যে, এবার বাবুজী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাদের সম্মান রক্ষা করবেন। ভালই হয়েছে, উত্তমই হয়েছে, আপনার পিতৃ-পিতামহেরা অতি সুবন্দোবস্তই ক'রে গেছেন, আপনা হ'তে তা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আমরা প্রত্যাশা করি।

দুলাল। বাবাদের আমলে যা ছিল, তা ছিল, আমি এখন সে সব রাখছিনে, (Will) উইলে কতকগুলো বার্ষিক দেবার কথা আছে, দিতেই হবে, কিন্তু তোমাদের আমার একটা কাজ আগে করতে হবে।

সার্ব্ব। শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, একোদ্দিষ্ট আপনার যা করতে বলেন, আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি, কি বল তর্কবাচস্পতি?

বি, ভ। নিজহস্তে খোলা কেটে।

দুলাল। তা নয়, তা নয়, সকলকে এক একটা সই করতে হবে।

সার্ব্ব। এ আর কি, এ আর কি, শুধু সই বই তো নয়, প্রয়োজন হয়, অনুমতি হ'লে আপনাকে জলসই পর্য্যন্ত করতে অসম্মত নহি।

দুলাল। না না, আমাদের সমুদ্রযাত্রা করতে হবে, তার একটা ব্যবস্থা চাই।

সার্ব্ব। এ তো পড়েই রয়েছে, এর আর ব্যবস্থা কি? যখন তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধওয়ালাদের অন্তিমকালে গঙ্গাযাত্রা ব্যবস্থা আছে, তখন দানসাগর শ্রাদ্ধওয়ালাদের চরমকালে যে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা হবে, তার আর সন্দেহ কি?

দুলাল। তা নয়, তা নয়, সমুদ্র-গমনের ব্যবস্থা।

সার্ব্ব। নন নন, যার ব্যবস্থা প্রয়োজন নন, আর ব্যবস্থার রাজা ঐ তো স্বয়ং পণ্ডিতজী উপস্থিত রয়েছেন।

পণ্ডিত। সবাইকে বলুন (Who who sign arrangement letter) হু হু সাইন য়্যারেঞ্জমেণ্ট লেটার, যে যে ব্যবস্থাপত্রে সই করবে, (he he get farewell) হি হি গেট্ ফেয়ার্‌ওয়েল্, সেই সেই বিদায় পাবে।

দুলাল। পণ্ডিতজী কি বলছেন, সবাই শুনছো; ব্যবস্থাপত্রে সই করতে হবে, বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্র।

সার্ব্ব। আনেন, কি ব্যবস্থাপত্র সই করে দিচ্ছি, বিলাতে পাঠিয়ে দিন, সেখানে ডাক যায় তো?

পণ্ডিত। (Eye finger give. shut up tell) আই ফিঙ্গার গিভ, সট অপ টেল; চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলুন, নইলে এরা বুঝতে পারবে না।

দুলাল। কথাটা হচ্ছে কি, আমরা হিঁদু-মতে বিলাত যাব, তোমাদের ব্যবস্থা দিতে হবে, তাতে কোন দোষ নাই।

সার্ব্ব। কঠিন সমস্যা—কঠিন সমস্যা! কৈ, আমি গঙ্গা-স্তবের ভিতর তার তো কোন উল্লেখ দেখি না।

স্মৃ, ভ। মনসাপূজার মন্ত্রেও তো কৈ বিলাত এমন কোন কথা নাই।

বি, ভ। কি মনসাপূজা, গঙ্গাস্তব বল্‌ছো, সমস্ত ব্রতমালা আমার কণ্ঠাগ্রে, তার মধ্যে তো বিলাত শব্দই প্রয়োগ নাই।

পণ্ডিত। (Tell) টেল্ বেদে (have) হ্যাভ, মহুতে (have) হ্যাভ।

দুলাল। বেদে আছে, মহুতে আছে, মনুকে চেন তো? একজন ভারি খোট্টা পণ্ডিত ছিল।

সার্ব্ব। সে খোট্টা কোট্টার কথা আমরা গ্রাহ্য করতে চাই না, কি রকম বিলাত

যাত্রা কি ব্যবস্থা, আমাদের সব ভেঙ্গেচুরে বলুন।

পণ্ডিত। (Yes break break and tell) ইয়েস্ ব্রেক্ ব্রেক এণ্ড টেল্ ভেঙ্গে-চুরেই বল।

দুলাল। বলি বেদ্ কটা ছিল, তা তো জান ?

সার্ব্ব। ঋিয়োজুভব,ঋিয়ো কব। একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চেরে বেদ; হ্যাঁ, চারিটী বেদ ছিল।

দুলাল। সেই বেদে আর মনুতে আর—আর—আর—

পণ্ডিত। শ্রুতিতে।

দুলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুঃতিতে লেখা আছে যে, বিলাত যাওয়ার কোন পাপ নাই। বেদব্যাস, কলিদাস, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, ধৃতরাষ্ট্র এরা সবাই বিলাত গিয়েছিলেন।

সার্ব্ব। বিলাত তো সাগর পারে, তা হনুমান্ তো সেইখানে গমন করেছিলেন, তা বাবুজী কি সেই পথ অবলম্বন করবেন মনস্থ করেছেন ?

সকলে। সাধু! সাধু!

দুলাল। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা জাহাজ চড়ে যাব, বিলাতের আসল নাম হচ্ছে লণ্ডন, তা তো জান ?

সার্ব্ব। সম্ভব—সম্ভব; ভাল কাল, হ্যাত-লণ্ঠন তো সব সেইখান থেকেই আমদানী হয় ?

দুলাল। পণ্ডিতজী, সেই কথাটা আপনি বলুন, আমার ভাল মনে আসছে না।

পণ্ডিত। Very good Very good I tell, I tell) ভেরি গুড্, ভেরি গুড্, আই টেল, আই টেল। কি জান সার্ব্বভৌম! সেবারে এসিয়াটিক্ সুসাইটীর মিটিংএ বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ঐ লণ্ডন, যাকে তোমরা বিলাত বল, সেইখানেই বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল, সীতাকে রামচন্দ্র সেইখানেই বনবাস দিয়েছিলেন।

সকলে। কিরূপ? কিরূপ?

পণ্ডিত। ঐ লণ্ডন হচ্ছে (Thames) টেমস্ নদীর তীরে, আর বাল্মীকির তপোবন তো জানই,- তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন Thames টেমস্ বলে।

সার্ব্ব। সম্ভব, সম্ভব। কিষ্কিন্ধ্যা যে ঐখানটা বরাবর—তার আর সন্দেহ এব নাস্তি।

পণ্ডিত। আমাদের বাবুজী সেই বিলাত যাবেন, তোমাদের সেই ব্যবস্থাপত্রে সই দিতে হবে যে, বিলাত যাওয়া শাস্ত্রসম্মত।

সকলে। কি বল সার্ব্বভৌম? কি বল তর্কচঞ্চু?

পণ্ডিত। (Tell sign no giv farewell no get) টেল্ সাইন্ নো গিভ্ ফেয়ারওয়েল নো গেট্, সই না দিলে বিদায় পাবে না। (Annual stop) আনুএল ষ্টপ, বার্ষিক বন্ধ।

দুলাল। ও গুরু গুরু, কচ্চো কি সব! আমার কাছে সাফ কথা, সইটী দাও, বার্ষিক নাও, বিদায় নাও, না হয় আমার বাড়ী এই পর্য্যন্ত।

সার্ব্ব। ও তর্কচঞ্চু, বিদায় যে একেবারে বন্ধর কথা বলছে।

তু, চ। তাই তো।

সার্ব্ব। এ বিষয়ে গুরুজন কি লিখেছেন বাসায় গিয়ে একবার পুঁথিখানা দেখার আবশ্যক করে না? আর বার্ষিক তো আমাদের বরকোলে হ'চ্ছে, প্রাপ্যের মধ্যে

হয়ে গেছে ; এ ব্যবস্থায় অস্ত অস্ত দক্ষিণার কিরূপ বন্দোবস্ত হয়েছে ?

পণ্ডিত। (That my burden tell a give) ভাট্ মাই বর্‌ডেন্ টেল্ এ গিভ্, সেটা আমার ভার—বলে দিন।

দুলাল। সে পণ্ডিতজীর কাছে একেবারে ধরে দেওয়া হয়েছে, ইনি যাকে যা ভাল বুঝবেন, তাই দেবেন ; এখন সই করবে কি না বল ? আমার আর মিছে বক্‌বার সময় নাই।

তু, ভ। ও সার্ব্বভৌম! আর কচকচিতে কাজ নাই, যে যাবার উচ্ছন্ন যাবে, আমাদের কি, একে তো আমাদের মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অন্ন মারা যেতে বসেছে, যা কিছু পাওনাগণ্ডা হয়, ছাড় কেন ; দাও এক একটা আঁচড়ে ; আর শাস্ত্রেও তো আছে, "যস্মিন্ দেশে যদাচার" দেশ বুঝে আচার করবে। কৈ, নিয়ে আসুন বাবু, কোথায় আপনার পত্র, আমরা সকলে সই ক'রতে প্রস্তুত, কেমন গো সকলে—

সকলে। হাঁ্যা—না, হাঁ্যা,—না, তা অবিশ্যি তা—তা—হাঁ্যা, না।

সার্ব্ব। নাও তর্কচঞ্চু, তুমিই আগে।

তু, ভ। আরে কও কি সার্ব্বভৌম? তুমি থাক্‌তে,—তুমি থাক্‌তে, না হয় বিদ্যে-ফুটফুটই কর না।

চ, ভ। আরে বল ঐ ন্যায়-কচ্‌কচিকে।

সার্ব্ব। রেখে দাও তোমাদের গণ্ডগোল, এস, কোথা পত্র কৈ ?

দুলাল। দেওয়ানজী!

দেও। আজ্ঞা সেই ছাপান কাগজ তো? আমার হাতেই আছে, আসুন ঠাকুরয়া দস্ত-খৎ করুন।

পণ্ডিত। (One One) ওয়ান ওয়ান, এক একে (round goods do not) রাউণ্ড্ গুড্‌স্ ডু নট্, গোলমাল করো না।

(সকলে সইকরণান্তে বার্ষিক গ্রহণ)

(তর্কনিধির প্রবেশ)

তর্ক। বার্ষিক না কি জানি সব বাটা হইল ? রও, দোওয়ানের পোলা রও, বাণ্ডার বন্ধ করিও না, এহনও অধ্যাপক বিস্তর বাকি আছে। তাহ তাহ, আমার নাম তাহ, হল-ধর তর্কনিধি, নিবাস সুবর্ণগ্রাম, জিলা বিক্রমপুর, বার্ষিক দুই মুদ্রা।

পণ্ডিত। আরে এস এস তর্কনিধি! এত বিলম্ব যে ? বার্ষিক যে সব দেওয়া সাঙ্গ হ'ল প্রায়, (This East Bengal Brahmin, name Plough Catch. Discussion Jewel. very much opposite) দিস্ ইষ্ট বেঙ্গল ব্রামিন্, নেম্ প্লাউ ক্যাচ্ ডিস্‌কসন্ জুয়েল, ভেরি মাচ অপোজিট, বড় বিপক্ষ, (His signature must take be) হিজ্ সিগ্‌নেচের মাষ্ট টেক্ বি, ওঁর সই নিতেই হবে।

দুলাল। এস ঠাকুর! ঐ দেওয়ানজীর কাছে একখানা কাগজ আছে, ঐটা সই ক'রে বার্ষিক নিয়ে যাও।

দেও। এই যে—এই যে।

তর্ক। কিসের কাগজ ? স্বাক্ষর কিসের? এ ত কোন বৎসর করি না।

দুলাল। একটা শাদা কাগজে সই—একটা শাদা কাগজে সই।

তর্ক। শাদা কাগজে স্বাক্ষর কিরূপ? আমি অধ্যাপক বটি, নিবাস খাস বিক্রমপুর জেলার অতি সান্নিধ্যে ; উকীল রোহিণীকান্তর বাস আমাগোরি গ্রামে, আইন-কানুনের খবরও রেখে থাকি, শাদা কাগজে স্বাক্ষর অত্যন্ত বেআইনী, কি লেখা আছে দেখি।

পণ্ডিত। (Paper show, paper

show, he not see leave) পেপার শো, পেপার শো, হি নট সি লিভ, না দেখে ছাড়বে না।

ছুলাল। দাও দেওয়ানজী, ছাপার কাগজটাই দেখাও, না সই করলে তো বিদায় পাবেন না।

দেও। এই দেখুন, এই ছাপা।

তর্ক। হঃ, কি ল্যাকছেন ; হিন্দু-হিন্দু-হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা—কারণ ? গঙ্গাতীরে আর কি সংকার অইতে দিবে না কোম্পানি নাকি ? শব-দ্যাহ কি সমুদ্রযাত্রা করাইতে হইবে নাকি ?

পণ্ডিত। আরে না হে তর্কনিধি! এ শব-দেহের যাত্রার কথা হচ্ছে না, এ হিন্দু-সন্তানগণের সুস্থ শরীরে সমুদ্র যাবার ব্যবস্থা।

তর্ক। সুস্থ শরীরে গঙ্গাযাত্রারই আব শুক হয় না, তা সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন ?

পণ্ডিত। হাঃ হাঃ হাঃ, (Leg round, eg round) লেগ রাউণ্ড, লেগ রাউণ্ড, পাগল, পাগল! তা নয় তর্কনিধি! কথাটা হচ্ছে কি তোমায় স্পষ্ট বলি, শাস্ত্রসাগর মন্থন ক'রে স্থির করা গিয়েছে যে, পোতারোহণে হিন্দুমতে সমুদ্রপথ দিয়া বিলাতাদি ম্লেচ্ছ-দেশগমনে দোষ এব নাস্তি।

তর্ক। কেডা কইছে—এমন শাস্ত্র ? কোন্ পুত্তিতে এরূপ বৈদিক তন্ত্রের ব্যবস্থা আছে ?

ছুলাল। বেদে আছে, বেদে আছে।

তর্ক। আরে বাবু, আপনি শূদ্র।

ছুলাল। কায়স্থ—কায়স্থ, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়।

তর্ক। বেদে আপনার অধিকার কি ? বেদের কি জানেন আপনি ? মা কোমলা ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, ভোগ করেন, আর গাচজন ব্রাহ্মণ সজ্জনকে প্রতিপালন করেন; বেদ-শাস্ত্রাদির কথায় অনধিকার প্রবেশ করবেন না।

পণ্ডিত। (Babu stop, Babu stop, I make him addition) বাবু ষ্টপ, বাবু ষ্টপ, আই মেক্ হিম্ এডিসন, আমি ওকে ঠিক করছি। তর্কনিধি! শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার কোনরূপ নিষেধ নাই, বরং স্মৃতি শ্রুতি আদিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তর্ক। আরে রাখেন আপনার স্মৃতি আর শ্রুতি, কলিযুগের কথা কন। আমাগোর ঘরে আমার প্রপিতামহের অস্ত-লিখিত এমন সব পুথি আছে, যাহা কুত্রাপি পাইবার নয়, ইসে নামডাই হরণ হইছে না, কি এক পুথিতে আমি ভাখছি, স্পষ্ট উক্ত আছে—

'গোমাংসভক্ষণং যজ্ঞো হয়মেধ স্তথৈচ,
সমুদ্রযাত্রা চণ্ডালসংস্পৃষ্টান্নস্ত ভোজনম্,
কলৌ সর্ব্বং নিষিদ্ধং স্যা—মহেশানি ন সংশয়ঃ।
কুম্ভীপাকে তু তৎকর্ত্তা নিবসেৎ কৃমিসঙ্কুলে॥

ইত্যর্থে—গোমাংস ভক্ষণ, হয়মেধ কি না অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমুদ্রযাত্রা, চণ্ডালের অন্ন ভোজন, কলিযুগে এ সমস্ত নিষিদ্ধ। ইতি পার্ব্বতী প্রতি মহেশোবাচ, যে লঙ্ঘন করে, তার কুম্ভীপাক নরকে কৃমিমধ্যে বাস, ইথে সংশয় নাস্তি।

ছুলাল। দেখ ঠাকুর, তোমার ও বাঙ্গালে শাস্তর আমি শুনতে চাই ন; সই করবে কি না বল,সই কর তো বিদায় পাবে, নয় তো পাবে না, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

তর্ক। কি! অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিমু, তবে বিদায় পাইমু ?

ছুলাল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব সই ক'রে গেল, আর উনি এলের কোথা ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর থেকে নূতন শাস্ত্র বের করতে, গামছা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হবার

শাস্ত্র আছে, আর জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্র পার হবার শাস্ত্র নাই ?

তর্ক। তাঁরা চেপে বুড়িগঙ্গার পার হউন, বুড়িগঙ্গার জল তো লবণাক্তও নয় আর কৃষ্ণবর্ণও নয়; আর পণ্ডিতজী আপনারে না প্রশ্ন করি, কোন্ কোন্ পণ্ডিত এইরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিছে? তাদের শাস্ত্রে কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান নাই—

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি ব্যবতিষ্ঠন্তি যে নরাঃ,
রৌরবে নরকে তে তু বসেয়ুর্যুগসপ্তকম্।"

ধর্ম্মশাস্ত্র না জেনে ব্যবস্থা যে প্রদান করে, সপ্তযুগ তার রৌরব-নরকে বাস হয়।

সার্ব্ব। বলি ওহে তর্কনিধি, তুমিই ব্যবস্থা দিতে পার আর আমরা জানি না, শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে—

"আস্তীকস্য মুনের্ম্মাতা বাসুকের্ভগিনীতথা।
জরৎকারু-মুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তু তে॥"

সকলে। গরুড়—গরুড়—গরুড়।

তর্ক। আরে, তুমি বড়ই অর্ব্বাচীন।

সার্ব্ব। আমরা অর্ব্বাচীন, আর তুমিই বাচীন।

দুলাল। না, বড় বড় পণ্ডিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন না, আর উনিই জানেন।

তর্ক। শাস্ত্র-জ্ঞান থাকতে মিথ্যা ব্যবস্থা দিইছে, তার তো আর পরিত্রাণ নাই, শাস্ত্রকার কইছেন—

"জানাপি যো বদেন্মিথ্যাং তস্য মূঢ়স্য যৎ কৃতং,
সপ্তজন্ম ভবেত্তেন বিষ্ঠাকীটো ন সংশয়ঃ॥"

সে মহাপাতকী সাতজন্ম বিষ্ঠাকীট হয়ে বাস করবে।

দুলাল। হাঁ, তারা বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ার মাছী হবে; এখন কাগজে সই করে বিদায় নেবে, না অমনি অমনি পথ দেখবে?

তর্ক। এ অশাস্ত্রীয় স্বাক্ষর না করলে বিদায় পাইমু না?

দুলাল। না।

তর্ক। প্যাচ্ছাব করি তোমার স্বাক্ষরে, আর প্যাচ্ছাব করি তোমার বিদায়ে, এ হেজিপেজি অধ্যাপক পাও নাই; আমার বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গ অত অর্থলোভ রাখি না, লাঙ্গল তো আছে, শাস্ত্র লোপ হয়, ব্যাশে চাষ ক'রে খাইমু; অর্থলোভ দেহায়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, নরকের কীট অইয়ে রও।

দুলাল। দরওয়ান! দরওয়ান! এই বামুনকো নিকাল দেও।

পণ্ডিত। (Cold be, cold be) কোল্ড বি, কোল্ড বি, ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্।

তর্ক। কে রে পাপিষ্ঠ দরয়ান এছে, মেরুয়াবাদি ঠেকাইয়ে ব্রাহ্মণেরে অপমান করবা, ত্রিরাত্র যাব না, ত্রিরাত্র যাব না।

(অর্জ্জুন ঠাকুরের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কঁড় হইছন্তি? কঁড় হইছন্তি? দঙ্গা হইছি কাঁই? বড়াড়ী পণ্ডিত ঠাকুড় ক্রোধং নকুড়ু, ক্রোধং নকুড়ু,; ব্রাহ্মণকুড় জন্মগ্রহণং অভিশাপ দানম্ নৈব কর্ত্তব্যং ইমা পণ্ডিতজী স্বয়ং উপস্থিত, বিদায়ং দীয়তাম্, বিদায়ং দীয়তাম্।

তর্ক। হঃ, উয়ে বেরা পণ্ডিত আইছে, ইহারে স্বাক্ষ করাইয়ে ব্যবস্থা লয়ে লও।

অর্জ্জুন। কিং স্বাকড়? কিং স্বাকড়? ওটা টঙ্কা বিদায় বৰিক অছি, মিলিব, আশীর্ব্বাদ কড়িকিড়ি চলি জিব।

তর্ক। আরে, ও শুনছো কি কটকের পোলা, বাবুর পোলা বাবু বিলাত যাইবন, সমুদ্র পার হইবন, ম্লেচ্ছ সহবাস করবন, তোমার উৎকল শাস্ত্রে আছে নাকি? ব্যবস্থা দিবে? লও বত উয়ে মেরার ব্যবস্থা লইকে

উৎসন্ন পথে যাও,নিপাত যাও, নিপাত যাও। প্যাচ্ছাব করি তোর বারীতে, প্যাচ্ছাব করি তোর মুখে, প্যাচ্ছাব করি তোর টাহায়, মা কোমলা মস্তকে রহেন।

[প্রস্থান।

দুলাল। বাঙ্গাল বামুন ভারী পাজী, কি বলেন পণ্ডিতজী,ওর পৈতে উলিয়ে ঘা কতক দেব নাকি? তা তো হিন্দুমতে পারা যায়।

ভট্টা। হাঁ হাঁ, শাস্ত্রসঙ্গত—শাস্ত্রসঙ্গত।

পণ্ডিত। (Keep Keep) কিপ্ কিপ্, থাক্ থাক্, "নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে। " (Low if high float, intelligent fly goose) লো ইফ্ হাই ফ্লোট ইন্টেলিজেণ্ট ফ্লাই গুজ্, ও অর্জ্জুন ঠাকুর! সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা দিতে হচ্ছে।

অর্জ্জুন। আপনরুড় কঁড় কইছন্তি? সমুদ্র পাড়্, কইকিড়ি কৌঠি জিব? পুরুষোত্তম—যাউ, যাউ, দোষ নাস্তি।

"পুরুষোত্তমসন্দর্শে ক্ষেত্রে চৈব ভূমাপতেঃ।
সমুদ্রযাত্রা চাণ্ডালস্পৃষ্টান্নস্যাপি ভোজনন্॥
সুপ্রশস্তং সদা প্রোক্তং নৈব নিন্দ্যং তথা বুধৈঃ।
জাতং পাপং ততো যস্মাৎ নায়তে বিষ্ণু-
দর্শনাৎ॥"

ইতি শাস্ত্রবচনং টীকাকার অর্থ কড়িছন্তি, সমুদ্রযাত্রা কুড়্, চণ্ডাল অন্ন ভোজনং কুড়্, পরন্তু জগড়নাথ বিদ্যমান। পুরুষোত্তম ঠাকুড় দড়শন যেঠি করছন্তি, সেঠি পাপ ন বর্ত্ততে, জগড়ন্নাথ যে ঠায়েড়, সৈ ঠায়েড় সকল জাতের অন্ন খাও, আর জাহাজ চড়ি কিড়ি সমুদ্র যাও।

সার্ব্ব। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ তো ঠিক হয়েছে, শাস্ত্রে তো স্পষ্টই ব্যবস্থা রয়েছে—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা যৎ পলায়ন্তি স জীবতি।"

ভট্টা। সটী—পতী।

বি, ভ। তার আর মার নাই।

পণ্ডিত। (Good been, Good been) গুড্ বিন, গুড্ বিন, ভাল হয়েছে, ভাল হয়েছে।

দুলাল। কি রকম? কি রকম?

পণ্ডিত। (Afterwards tell, Afterwards tell) আফ্টার ওয়ার্ডস্ টেল্, আফ্টারওয়ার্ডস্ টেল্, পরে বল্‌বো। অর্জ্জুনঠাকুর, ঐ ব্যবস্থাটা লিখে তোমার নামটা দস্তখৎ ক'রে দাও। দেওয়ানজী, অর্জ্জুনঠাকুরের বিদায় দাও। ওঁর এক টাকা ক'রে লেখা আছে বুঝি, দুটো টাকা দাও, দুটো টাকা দেও।

দাও। এই যে—এই যে।

অর্জ্জুন। রক্ষা হও বাবুজী, রক্ষা হও, পুরুষোত্তম মঙ্গল কড়ুন।

পণ্ডিত। Hear Dulal Babu business compromise be হিয়ার দুলাল বাবু বিজ্‌নেস্—কম্প্রোমাইস্ বি, কাজ রফা হয়েছে, আমার এতদিন এটা মনে হয়নি, হিন্দুর দেবতা জগন্নাথ তো সমুদ্রের ধারেই রয়েছেন, আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষও নাই। যদি কোন ফিকিরে জগন্নাথকে নিয়ে বিলাত যাওয়া যায়, তা হ'লে আর কারুর কোন কথাটা কবার যো থাকবে না, যেখানে জগন্নাথ, সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র।

দুলাল। বাহবা বাহবা। এ বেড়ে কথা, সময় মাফিক ঠিক লেগে যাবে, রসুন, এর একটা কমিটি করছি, তাতে ঝাঁ (Resolution) রেজোলিউসন্ পাশ ক'রে দিব যে, হিন্দুধর্ম্মপ্রচার করবার জন্ম জগন্নাথকে নিয়ে আমরা বিলাত যাব, আর আর ঠাকুরের নানান্ নিষ্ঠে, নানান ভিন্নকুটী, জগন্নাথ সমুদ্রের ধারেই আছেন,যার তার ভাত খাচ্ছেন, তাঁর কখনও বিলাত গেলে জাত যাবে না; আজই একটা (Brahch) ব্রাঞ্চ

সভার আয়োজন করা যাক আসুন, তার নাম রাখা যাবে—"হিন্দুধর্ম্ম মহা বিস্তারিণী গণ্ডগোল।"

পণ্ডিত। বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে, কেল্লা মার দিয়া, কেল্লা মার দিয়া—(Beat the Fort william beat the Fort william) বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম, বিট দি ফোর্ট উইলিয়েম।

পণ্ডিতগণ।— (গীত)

ধন ধন ধন ধন ধনং।
বাবুদের বিলাত গমনং,
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা গৃহে মরণং,
আসছে সব বিধি নিতে,
এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেননি যা বিধির পিতে, চৌদ্দ ভুবনং॥
মহাতীর্থ কলিকালে, পুরাণে লণ্ডনে বলে,
পুথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং।
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরা মুক্তি,
ভক্তিভরে পেটং ভোরে মুরগী মারণং।
আকণ্ঠ মটনং খেলে, বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং
জলযোগে নিশিযোগে দধি ভোজনং
ইতি শাস্ত্রশাসনং
হ-য-ব-র-ল, জ-ড-দ-গ-ব, চ-ট-তক-প, সহবর্গৈঃ,
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ ভূরি ভূরি শাস্ত্রবচনং।
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি অর্থ,
ভো ভো স্মার্ত্ত শিরোমণি ন্যায়ভূষণম্,
যেন তেন প্রকারেণ (চাই) ধন ধন
ধন ধন ধনং॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।



দুলালবাবুর বাটীর সম্মুখ।

(বালক-বালিকাগণের প্রবেশ)

(গীত)

আর আমাদের সাহেব হবার বাকী কি।
বাবারা সব চল্লো বিলাতে,
আমরা শিখিচি এই এ, বি সি॥
ফুট ফাট গড়ের মাঠ,হ্যাট কোট পেণ্টুল আঁট,
চটু ক'রে চাঁদপালঘাট, টলে টলে চলেছি।
খেলে মুরগী ভাতে ভাত,
আর যাবে নাকো জাত,
দাদারা সব খুদে সাহেব, দিদিমণি বিবিটী॥
জাহাজেতে করবো পূজো,ইংরাজী মা দশভুজো,
সাহেব কেষ্ট, সাহেব বিষ্ণু বোম ভোলানাথ বিলাতী।
সাহেব হবো হিঁদু রবো, বাবাদের কি বুজরুকি॥

প্রথম। বনেট পরা ঘাঘরা ঘেরা,
মা জননী মোর,
সাজছে কেমন বেজা দাদা,
বল না বাবা তোর।

দ্বিতীয়। ল্যাজ কাটা কোট গায়ে মাথায় ধুচুনি,
আমার বাবার দেখিস যদি হাত পা খেঁচুনি।

তৃতীয়। আমার বাবা কিচমিচ করে,
আর বলে না বোল দিশী,
আহ্লাদেতে যাচ্ছে চলে, বগলে ঝুল্‌ছে পিসী।

চতুর্থ। নূতন খুড়ী মাথায় ঝুড়ী হাতে মালার ঝুলী।
নামাবলি কেটে এঁটে করেছে কাঁচুলী।
বুড়ো খুড়োর দেখে শুনে লেগে গেছে ভাব,
যেন গোলাম কচ্ছে সেলাম, বলে বিবিসাব।

সকলে।— (গীত)

আয় আয়, সাহেব বিবি,
সাহেব বিবি খেলবো নূতন ধাঁজ।
লুকিয়ে ভাই পরেছি ভাই, ইংরিজী এই সখের
সাজ॥
দাদা যেন জন সাহেব, আমি যেন নেলী,
খেলবো না, (হুর্‌রে) "তেলি হাত পিছলে
গেলি,"
সে খেলা খেলতে গেলে, কেমন লাগে লাজ।
আগডুম বাগডুম ঘোড়ডুম সাজে,
ডান মৃদং ঝাগর বাজে,
ইকৃড়ী মিকৃড়ী চামচিকৃড়ী, চামে কাটা
মজুমদার,
ছি ছি খেলবো না আর
হাল্কা খেলা, পল্কা নাচি আজ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

বন।

(পাকমারা ও বেদিনীর প্রবেশ)

(গীত)

ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা দেখি দায়।
তারে পায় না নাগাল সাত-নলায়॥
সে যে মানে নাকো পোষ, পাখী ছুঁলে ক'রে
ফোঁস,
ফুল ক'রে উড়ে যায় সাড়া যদি পায়॥
মিছে আটাকাঠী করা, তাতে দেয় না সে ধরা,
বাণ মেরে প্রাণ বধতে হবে, ঝাড়ে থেকে
হায়॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

টাউনহলের সম্মুখস্থ পথ।

(দুলালচাঁদ, মাখনলাল, সাধুরাম, পণ্ডিতজী ও অন্যান্য স্ত্রীপুরুষগণ)

সকলে।— (গীত)

পূজিতে গোরাচাঁদে আমরা করেছি এ
জীবন পণ।
সাগর বাহিয়ে যাইছি ধাইয়ে,
গোরার দেশেতে তাই হে এখন॥
আহা মরি মরি কবে বিলেত দেখিব,
গোরাপদ পূজে, রজে গড়াগড়ি দিব,
গোরেতে গাড়িবে ঘণ্টা নাড়িবে,
চরণ পীড়নে সেথা হইলে মরণ॥
ধপ্‌ধপে বিবিগুলি দলে দলে দলে,
হাতে ধরে সাথে সবে নাচিবে গো 'বলে'
রূপের মেলাতে তুফান খেলিবে,
যুড়াবে যুড়াবে এ পোড়া নয়ন॥
হ্যাটে কোটে বুটে নটবর-বেশে,
(আহা গোরার কিবা বুটের প্রহার)
যখন ফিরিব নেটিভের দেশে,
তরাসে স্বদেশী কাঁপিবে দেখিয়ে
মূরতি ভীষণ॥

মাখন। কেমন পণ্ডিতজী, হুজুগ কেমন জাঁকিয়ে উঠেছে? বাবুর কীর্ত্তি দেখে লোকে সব বলছে কি?

পণ্ডিত। বলবে আর কি, সব দেখে শুনে (Head round go) হেড রাউণ্ড গো, মাথা ঘুরে গেছে।

সাধু। কীর্ত্তি রেখে গেলেন, ধ্বজা উড়িয়ে গেলেন।

পণ্ডিত। (Flag Fly) ফ্ল্যাগ ফ্লাই।

দুলাল। আমি কে, আমি কে, আমাকে বাড়ান তোমাদের একটা রোগ।

পণ্ডিত। (No sickness, no sickness, all true) নো সিক্‌নেস্, নো সিক্‌নেস্ অল্ ট্রু।

সধু। (True) ট্রু কি না বাঙ্গাকর (Dai.ly News এ, a true Hindu) ডেলি নিউসে এ ট্রু হিন্দু সই করা একটা (Gorrespondenee) করেস্পণ্ডেন্স দেখতে পাবেন,শেষ বলবেন না যেন আমি লিখেছি।

দুলাল। গুজব খুব উঠে গেছে, কেমন?

মাখন। হাটে—বাজারে—বাইরে ঐ কথাই কেবল। ও (Municipal) মিউনিসিপালই বলুন, (Leper Assylum) লেপার এ্যাসাইলম্, (Consent Bill) কন্‌সেণ্ট বিলই বলুন, পাঁচ সাত বছরের ভিতর যত কাজে হাত দেওয়া গেছে, কোন হুজুগ এমন জাঁকে নাই।

দুলাল। হুজুগ হুজুগ কর কেন? ইংরাজী ক'রে (Agitation) য়্যাজিটেসন্ বলতে পার না?

পণ্ডিত। (yes, vegetation, vegetation tell) ইয়েস্, ভেজিটেসন্, ভেজিটেসন্ টেল্।

দুলাল। (Agitation) য়্যাজিটেশন্ না ক'রে তিনকড়ি মামার কথা শুনে অমনি আস্তে আস্তে বিলাতে চলে গেলে কি এত ধূমধাম পড়ে যেতো? না আমার—আমার না হোক, তোমাদের পাঁচ জনের নাম বেরুতো?

মাখন। তার আর সন্দেহ কি! কত রাজা-রাজড়া তো হিন্দুমতে বিলাত গিয়েছে, কিন্তু তাতে কি এত হাঙ্গামা পড়েছে? এই সভা, এই মিটীং, এই (Lecture) লেকচার, তর্কবিতর্ক, (pamphlet) প্যাম্‌ফলেট ছাপান না করলে, কাজটার (Importance) ইম্পর্ট্যান্স বাড়তো না। (Byron) বাইরন্ বলেছেন, (Full many a gems of purest ray syringe) ফুল মেনি এ জেম্‌স্ অফ পিয়রেষ্ট রে সিরিঞ্জ, কত হীরে মাণিক অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, হুজুগ—এই (Agitation) য়্যাজিটেসন্ চাই, (Agitation) য়্যাজিটেসন চাই।

সাধু। পুলিসে উকীলী করি ব'লে, অনেক শালা ঠাট্টা করে, এইবার ঠিক ব্যারিষ্টারটা হয়ে আসছি।

মাখন। এডিটোরীর তো একজামিন নাই, কোন বালাই নাই, তবে ফিরে এসে বাবু যেমন কাপড়-চোপড় পরবেন, যে ধাঁজে চলবেন, আমিও ঠিক সেই রকম করবো, এতে আমাকে খোসামুদেই বলুন, আর যাই বলুন।

দুলাল। পণ্ডিতজী আমাদের সঙ্গে গেলে বড় মজা হতো, চাই কি ওখান থেকে আপনাকে সিকাগো একজিবিসনে পাঠিয়ে দিতে পারতুম।

১ম। টিকিট মেরে?

পণ্ডিত। (No, No I catch fish, no touch water) নো নো,আই ক্যাচ্ ফিস্, নো টচ্ ওয়াটার, ধরি মাছ না ছুঁই পানি। (Here remain, all business drive) হিয়ার রিমেন, অল্ বিজ্‌নেস্ ড্রাইভ্, এইখানে থেকেই সব কাজ চালাব।

দুলাল। আপনার কোন কষ্ট হতো না, শাস্ত্র থেকে যেমন যেমন ব্যবস্থা দিয়েছেন, আমি তার সব আয়োজন ঠিক করেছি। তালুক থেকে পাখমারা শীকারী সব আনিয়ে সুন্দরবনে পাঠিয়েছি, বনবরা, বনকুক্কুট, আর আর যত রকম হিঁদুপাখী আর জানোয়ার ধ'রে আনবে।

পণ্ডিত। (No No, I blessing do, you go) নো নো, আই ব্লেসিং ডু, ইউ

গো, পাঁজিতে দেখা গেছ, আজ বড় শুভদিন, "ক্রিসমাস," আশীর্ব্বাদ করছি,দুর্গা বলে চলে যাও।

দুলাল। চল সব, যেমন আসা গেছে, তেমনি সংকীর্ত্তন করতে করতে একেবারে সব জাহাজে চল, আজ আমরা জাহাজ দেখতে যাব ব'লে কাপ্তেন সাহেব খুব ভাল ক'রে জাহাজ টাহাজ সাজিয়ে সেখানে বলটলের উদ্যোগ করেছেন। হরি হরি বল— জাহাজেতে চল।

সকলে। হরি হরি বল জাহাজেতে চল।

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন। এই যে বাবাজীরা সব এইখানেই জমাট বেঁধেছে।

দুলাল। আর মামা! ঠকে গেলে, আমাদের সঙ্গে তো গেলে না, বিলাতে কত মজা দেখতে, যে সাহেববিবি দেখে এখানে সব ভয়ে কাঁপা যায়, সেই বিবি সেখানে জল গরম করে দেয়, সাহেবে জুতো বুরুষ করে।

তিন। তা বাবা,তোরা যাচ্ছিস যা,বিবির গরম করা জলে আমার নাম ক'রে একটা ডুব দিস, আমার আর গিয়ে কাজ নাই! মোদ্দাৎ বাবা, তোরা দেশ ছেড়ে চল্লি, কিন্তু এখানে একটা বোধ হয় ভাল রকম হুজুগের শ্রাদ্ধ পাকচে, তোরা থাকবিনি, মাতবে কে, তাই ভাবছি।

দুলাল। সে কি! সে কি! কিসের হুজুগ মামা?

সকলে। কি মামা! কি মামা!

তিন। থাক্, যাত্রা ক'রে বেরিয়েছিস, আর শুনে কাজ নেই বাবা।

দুলাল। না না মামা! না না মামা! কি হুজুগ শুনতেই হবে, বল?

মাখন। কিসের হুজুগ (Agitation) য়্যাজিটেশন হবে নাকি?

পণ্ডিত। (Tell doble mother) টেল ডবল মাদার, মামা (tell) টেল?

তিন। আজকের কাগজে দেখছিলেম, একটা সাহেব এক ব্যাটা ভিখারীকে পুলিসে দিয়েছিল, মেজেষ্টর তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সেই জন্য সাহেব নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাবে। সাহেব কাগজওয়ালারাও কেউ কেউ তাই নিয়ে নাকি খুব লেগেছে; পুলিসও এদিক ওদিক দু'চারটে ভিখারী ধরা পাকড়া কচ্ছে,যে রকম গোড়া পত্তন, কাজটা জমালে জমতে পারে কিন্তু তোরা যাচ্ছিস, জমায় কে, তাই ভাবছি।

মাখন। আহা হা! দিন কতক আগে এইটে হ'ত, তা হ'লে এটা শুদ্ধ জমিয়ে দিয়ে তার পর যাওয়া যেতো।

সাধু। বাস্তবিক ভিখারীরা বড় বদ্‌মায়েস, কথায় কথায় পাজি বেটা বেটীরা (penal Code) পেনাল কোড অমান্য করে; আমি আমার (Wife) ওয়াইফকে বলে দিয়েছি, ভিখারী এলেই অসুধ হয়েছে ব'লে ফিরিয়ে দেয়।

পণ্ডিত। শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের ভিক্ষা করতে নিষেধ আছে, চল চল, এখন যাত্রা কর, যাত্রা কর, (Do Opera, do Opera)

দুলাল। রসুন—রসুন,কথাটা বড় দাঁড়াল। যখন সামনে একটা হুজুগের যোগাড় হচ্ছে, বিশেষতঃ ভিখারী নিয়ে গোলযোগ, সুতরাং আমাদের দাতব্য সভার (jurisdiction) জুরিসডিক্সানের ভিতর এসে পড়েছে, এটা না সেরে এখন যাওয়া হতে পাচ্ছে না।

সাধু, মাখন। সে কি! সে কি! বিলাত যাওয়া বন্ধ!

পণ্ডিত। একেবারে (not go?) নট গো?

দুলাল। একেবারে নয়, আপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে, আমরা চ'লে গেলে কথাটা নিভে যাবে, এখনই সভা ক'রে ভিখারী-দমনের (Agitatoin) য়্যাজিটেশন করতে হবে, বিশেষ সাহেবেরা এতে (Iuterested) ইন্টারেস্‌টেড; মাখনবাবু সাধুবাবু, এখন বিলাত যাওয়া হলো না।

সাধু। অঁ্যা! আমি ব্যারিষ্টার হতে পাব না?

মাখন। তা বল্লে কি হয়, বাবু যা বলচেন ঠিক, এখনই বিলাত যেতে হবে, এমন তো কোন কথাই নাই, দেশে কোন হুজুগ—এই তোমার গিয়ে (Agitation) য়্যাজিটেসন করবার জিনিস ছিল না, তাই ঐ (Subject) সাবজেক্‌ট নেওয়া গেছেল; বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হুজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে, না গেলেও চ'লে, তা বলে হাল ফিল একটা হুজুগের ধুয়া পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে পায়ে ঠেলা যায় না। (Shakespeare) সেক্সপিয়ার বলেছেন—

"Remote from cities lived a swain.
Unvexed with all the cares of gain."

অর্থাৎ দেশে হুজুগ থাকতে বিলাত যাওয়া হতেই পারে না।

তিন। কেমন বাবা দুলালচাঁদ! গাঁজাখোর ব'লে তাচ্ছিল্য কর, খরচটা কেমন বাঁচিয়ে দিলেম দেখ; কোথায় যাবে বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পার, ঘরের ছেলে ঘরে থাক, তোফা কাজ বাতলে দিলুম, তোমার বক্সীবাবুকে ডাক, লেকচার ঝাড়াও, তালি বাজাও, বকেয়া সামিয়ানা আছে, উঠানে টাঙ্গিয়ে দেদার সভা কর, আবার এটা ফুরুবে, দোসরা হুজুগ দিচ্ছি; যখন মামা আছে, আর তার গাঁজার তম্বী আছে, তখন হুজুগের ভাবনা কি? এখন যাই বাবা, আমার আবার টিপ টানবার সময় হয়ে এল।

[প্রস্থান।

দুলাল। দেশে হুজুগ থাকতে বিদেশে এখন যাওয়া হতেই পারে না।

মাখন। কোন মতেই না, কোন মতেই না, কথাটা হচ্ছে—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই।

সকলে।— (গীত)

আমরা খালি হুজুগ চাই হুজুগ চাই।
বিদেশে আর যাই কি রে ভাই,
দেশে যদি হুজুগ পাই॥
দেশ হাজুক আর মজুক,
আমরা বুঝি কেবল হুজুগ,
হুজুগ বিনে বুজরুকি আর চলবার চারা নাই।
মিছে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম্ম,
শর্ম্মাদের মর্ম্মকথা নামটী জাহির ভাই।
মিলেছে নূতন হুজুগ ঘুচেছে বিলেত যাওয়ার বাই॥

[সকলের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল আলোকমালা-সজ্জিত অর্ণবযান।
(সাহেব ও বিবিগণ)

গীত

Farewell! Farewell! Gungajeee
we will sail across the sea.
Burah Burah Babu for our freight
With their lily-face and belly
weight,

Ha! Ha! Ho! Ho!
Hi! Hi! Hi!
Our Captain Brahmin,
A genuine Kulin Brahmin,
All the crew
Are Hindu true;
From Bo' S'n Jaak to Peru
Baboorchi;
On Christmas Ev.
With your leave
We'll carry the Babus both He
and She.

যবনিকা-পতন

একাকার

প্রস্তাবনা

—*—

গন্ধর্ব্বলোক।

গন্ধর্ব্বরাজ, রাণী ও অপ্সরাগণ।

অপ্সরাগণ।— গীত।

কেন আসে আঁখিজল,কেন বা বিকাশে হাসি,
কে বহিছে দুখপুঞ্জ ভুঞ্জে কেবা সুখরাশি॥

রাণী।—রমণী দুখিনী সদা পুরুষের দাসী।
পুরুষে পরে না ফাঁস নারীরে পরায় ফাঁসী॥

রাজা।—

ফাঁসী নয় প্রেমহার, রমণীর অলঙ্কার,
হার পরা বিনা ভার, নারীর নাহিক আর,
পুষিতে তুষিতে নারী দাস মোরা অভিলাষী॥

অ, গণ।—

না না উঁচু নীচু নাই, দোঁহে দোঁহা মুখ চাই,
স্ব-ভাবে সকলে সুখী সমান সবাই॥

রাণী।—

আমি হাত পেতে আছি,তুমি দাও যদি বাঁচি,

রাজা।—

আমি চৌদ্দভুবন ঘুরে এনে নাও বলে যাচি॥

অ, গণ।—

মিছার বিচার কর রাজা রাণী দাস দাসী।
জীবলীলা ভাব খেলা সুখে দুখে মেশামেশি॥

(নেপথ্যে বিকট কোলাহল)

রাজা।—

এ কি এ কি অকস্মাৎ,কোথা হতে এ উৎপাত,
শান্তির আবাস-পাশে এ কি অমঙ্গল।
ঝালা পালা হল কাণ, পিশাচের ঐক্যতান,
নরকের দ্বার কিবা হ'ল অনর্গল॥

প্রাণী।—

রক্ষ রক্ষ প্রাণেশ্বর, ভয়ে কাঁপে কলেবর,
মাতিয়াছে পুনঃ বুঝি দুষ্ট দৈত্যদল।

সখী।—

রাখিবে নারীর মান, সম্মুখে যে বিদ্যমান,
রমণী রক্ষার তরে পুরুষের বল,—
কেন সখি মিছামিছি হতেছ বিকল?

(একজন গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

গন্ধর্ব্ব। দেব!

আশ্চর্য্য অদ্ভুত কাণ্ড, ধরা বুঝি লণ্ড-ভণ্ড,
পশু পক্ষী কত পশে ত্রিদিব-আবাস।
আপন অবস্থা দুষি, আসিছে ভীষণ রুষি,
অভিযোগ করিবারে শচীপতি-পাশ॥

রাজা।—

কিবা আছে অভিযোগ,আমি দিব মনোযোগ,
দেবরাজে নাহি যেন করে জ্বালাতন।
ছিন্নমতি জীবদলে, আন ত্বরা এই স্থলে,
দ্বার পার হ'লে যাবে ইন্দ্রের সদন॥

[গন্ধর্ব্বের প্রস্থান।

প্রিয়ে নাহি কিছু ভয়, অতি নীচ জীবচয়,
মর্ত্ত্য-মাঝে নরের অধিক সবে হীন।

রাণী।—

তবে ত এ ভাল খেলা, আজব জীবের মেলা,
এ আমোদে আজিকার কেটে যাবে দিন॥

(পশুপক্ষিগণসহ গন্ধর্ব্বের পুনঃ প্রবেশ ও
পশুপক্ষিগণের একত্রে কোলাহল)

রাজা। আরে রে নিকৃষ্ট জীবদল!
কি হেতু এ বিকট চীৎকার,
ক সাহসে পশ আসি ত্রিদিব আবাসে?

গন্ধর্ব্ব। কাক নামে পক্ষী এক অতীব চতুর,
গরুড়ের পার্শে পেয়ে পথের সন্ধান,
শুনি, পাঠায়েছে হেথা সবে,
আপনি আসেনি ধূর্ত্ত কি জানি কি ভয়ে।
রাজা। একে একে কর নিবেদন
কার কিবা মনের বেদন।
ব্যাঘ্র। হালুম হালুম হালুম !!
বেজায় জুলুম,—জুলুম জুলুম জুলুম !!
আমি এখন বাগা—তামাম গায় দাগা,
এক লাফে পগার পারি,
ভগার নাই মালুম?
আমার কেন দেয়নি ডানা?
উড়তে হ'ল কেন মানা?
সখ হ'লে খেতে পাখী,
ফুক্ করে পালায় উড়ে,
হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখি।
আমি উড়বো উড়বো উড়বো
তবে ছাড়বো ছাড়বো ছাড়বো;
হালুম হালুম হালুম,
বেজায় জুলুম,— জুলুম জুলুম জুলুম !
ভল্লুক। হুম হুম গাঁ
হুম হুম গাঁ,
যেথা সেথা যা,
ভল্লুক জোড়া নাম,
ভাল্লুকচন্দ্র রাম।
নখের আঁচে আঁচে
চড়তে পারি গাছে,
মাছের কাছে যেতে যাই,
জলে ডুবলে খাবি খাই,
ডোবা নালা পুকুর পাথার,
ডুব দে দেব সাঁতার—
সাঁতার সাঁতার সাঁতার।
হুকুম চালাও ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ—
হুম হুম হুম গাঁ গাঁ গাঁ।
পাখী। প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক চিঁ চিঁ চিঁ !!
ঠোঁট দেখে চিনেছ কি?
অলং চিড়িয়া।
কিচির মিচির বুলি
রেতে চখে ঠুলি,
ডানা মেলে আশ্‌মান জুড়ে,
ফুস করে যাই ফর্ ফর্ উড়ে,
কিন্তু রোদে যখন পাখা জ্বলে,
সাধ বড় হয় ডুবি জলে;—
আজ নেব হুকুম মাথা খুঁড়ে,
তবে দুনিয়ায় যাব উড়ে।
হুকুম হবে কি—হবে কি হবে কি?
প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক চিঁ চিঁ চিঁ।
মৎস্য। কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্!
খালি জল গিলি আর মারি ঢোক;
ঠ্যাং ছাড়া রাং ছাড়া বেয়াড়া ছাঁচ,
আঁসে ঘেরা শাঁসে পোরা জলভরা মাছ।
দাও চারটে ঠ্যাং, নিদেন যেমন ব্যাং—
ড্যাং ড্যাং ড্যাং চলি করে রোক।
কোঁক্ কোঁক কোঁক—
কোঁক্ কোঁক্ কোঁক্॥
(বানরের প্রবেশ)
বানর। কিচ্ মিচ্ কিচ্ মিচ্ হুপ্ হাপ্ হুপ্,
মানুষের মত মানুষ আস্‌ছে
চুপ্ চাপ্ চুপ্।
সাম্‌নে কে —জান কি?
স্বয়ং মিষ্টার মান্‌কি।
আদর করে বাঁদর বলে আছে নাম ডাক,
সবই দেখ মানুষের মত
বেশী ল্যাজের জাঁক।
কিস্‌কিন্ধে কর্‌বো রিফরম্;
ছেড়েছি তাই জেতের ধরম,
গাছের ডালের মত বেশ—
তাই চেরায়ে দিছি ঠেস;
চশমা দিছি চোকে,
অবাক্ হয়েছে লোকে;

হব মানুষের মত বোকা,
তাই এখানে ঢোকা।
শুন্‌ছ ওহে গন্ধর্ব্ব,
দেখ্‌ছ তো সভ্য ভব্য,
হব নব্য, খাব "গব্য"
লিখবো কাব্য,
বল্‌বে লোকে বক্তা,
গোক্তা হকুম দিয়ে দেখ একটু নোক্তা।
আহা মরি মুখ দেখ কিবা অপরূপ।
কিচির মিচির কিচির মিচির
হুপ্‌ হাপ্‌ হুপ্‌!!

রাজা। দূর দূর মূর্খ জীবদল!
কোথা গেল সরল সে পশুজ্ঞান,
মানবের মত কেন হলি রে পাগল?
উড়িতে বাসনা বড় বনের শার্দ্দূল,
দন্ত নখ লম্ফ ঝম্ফ দাও বিহগেরে।

ব্যাঘ্র। না না না হালুম হালুম হালুম!!

রাজা। কি কহ বিহগ!
পক্ষ-বিনিময়ে লবি কি রে চতুষ্পদ?

পাখী। না না না চিঁ চিঁ চিঁ!!

রাজা। চতুষ্পদ তীক্ষ্ণ নখ মীনেরে দানিয়ে
ভল্লুক স্বচ্ছন্দে যাও জলধির তলে।

ভল্লুক ও মীন। না না না গাঁ গাঁ গাঁ—
চিঁ চিঁ চিঁ!!

রাজা। মানবের হিংসা কপি নাহি কর আর।
সকল সমান দেখি বিভিন্ন আকার।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আর কর কপিরাজ।
ত্বরায় মিলিত হবে উভয় সমাজ॥

বানর। জাত যাবে জাত যাবে হব অপমান।
যেমন আছি তেমনি রব রাজা হনুমান॥

রাজা। নিজ্য ভাগ্যে দিয়ে দোষ
নাহি হও অসন্তোষ,
নিগূঢ় সন্ধান বলি শুন জীবগণ।
নিজ নিজ গুণে জেন সবে বলবান্‌,
ধাতার নিয়মবলে সবাই সমান।
যে ব্যাঘ্রের বল দেখি আকুল বিহগ,
সে শার্দ্দূল আজি দেখ উড়িবার তরে,
এসেছে কাঁদিতে দুঃখে দেবরাজ-দ্বারে,
মীন তুমি হীন কেন ভাব আপনায়,
জলে জেন তব কাছে সবে পরাজয়।
নিজ নিজ গুণে তুষ্ট থাকহ সকলে,
দুষ্ট আশা নাহি কর যাও ধরাতলে।

[পশুপক্ষিগণের প্রস্থান।

রাণী। ত্যজেছে সুমতি সতী বুঝি ধরাধাম,
তাই নাথ সেথা ঘটে হেন গণ্ডগোল;
বিধির বন্ধন সবে খুলিবারে চায়,
বোঝে না কি বিপর্য্যয় ঘটিবে যে তায়।

রাজা। হীনমতি পশু পক্ষী কি দোষ এদের,
বুদ্ধিমান্‌ নর ইথে দেখায়েছে পথ।
দেবের বিহারস্থল অপরূপ সুশ্যামল,
মরতে ভারত-ক্ষেত্র অতি পুরাতন,
ঋষিগণ করে যথা প্রথমে প্রচার
স্বরগের সুখ-সমাচার;
বিধির বিচার সূক্ষ্ম করি নিরীক্ষণ,
লোকাচার চমৎকার করিল স্থাপন;
নানাজাতি জীবজন্তু দেখিয়ে সৃজন,
নরমাঝে জাতিভেদ করে প্রবর্ত্তন;
পরস্পর নির্ভরের করিয়া নিয়ম,
করিলেন সবাকার সন্তোষ-বিধান;
সেই সে ভারতে এবে নব অবতার,
অহংজ্ঞানে মত্ত সবে বুদ্ধির বিকার;
ঋষিগণে তুচ্ছজ্ঞান মূল পুরাতনে
বজ্রধরা কল পাতে গৃহেতে যতনে;
সাম্য সাম্য রব তোলে নাহি বোঝে অর্থ,
বিপ্লব প্লাবন আনি ঘটায় অনর্থ;
সাম্যের না বুঝে তত্ত্ব করে একাকার,
একাকারে ঘরে ঘরে উঠে হাহাকার!
চল প্রিয়ে সবে আজি যাই ধরাতল।
দেখি গে কেমনে নর ভোগে কর্ম্মফল॥

রাণী। চল চল নাথ যাই তবে ত্বরা।
আয় আয় সহচরি দেখি গিয়ে ধরা॥

সকলে।— গীত।

ওগো যদি বাতাস লাগে গায়।
মলয়া নাকি আছে হাওয়া সহা নাহি যায়॥
যদি যেতে যেতে ধরা,যৌবনে ধরে লো জরা,
ধূলি লেগে কালি যদি ধরে কনক-কায়॥
বিজলী ভাবিয়ে মনে, মেঘ যদি কোলে টানে,
মাটিতে হাঁটিতে যদি বাজে কোমল পায় ;—
অলি যদি ফুল ভুলি মুখে চুমো খায়॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মধুবাবুর বহির্ব্বাটী)

মধুবাবু, প্রেমচাঁদ ও বেচার ম।

মধু। ওহে চক্রোবর্ত্তী, আজ কিছু নিজের গরজ টরজ আছে নাকি, সকালে ত আর এ দিকে তোমাকে বড় দেখতে পাইনে ?

প্রেম। আজ্ঞে বড়বাবু, বাজার টাজার নিজেকেই ক'রে নিতে হয়, তার পর ছেলে দুটাকে নিয়েও একবার বসতে হয়, ক্ষমতা ত নেই যে মাষ্টার রাখিয়ে দিই, পাড়ায় পালেদের বাড়ীতে মাষ্টার আছে, সেখানে পড়া ব'লে নিতে যেত, তা তাঁরা আর যেতে দেন না, বলেন কি—

মধু। ওরে চ'ার কি হ'ল ? হাঁ, তার পর তুমি কি বল্‌ছিলে—বল।

প্রেম। আজ্ঞে, আমার ছেলেদের কথা বলছিলেম, পালেদের বাড়ীতে পড়তে যেত— তা আর যেতে পায় না ; ওঁদের মেজবাবু নাকি বলেছেন যে, আমাদের গরীব দুঃখী লোকের ছেলেদের সঙ্গে বসলে দাঁড়ালে তাঁদের ছেলেরাও ছোটলোক হয়ে যাবে।

মধু। তা ট্যাকা দিয়ে মাষ্টার রেখেছে, তারা বলতেই ত পারে। তা যাই হোক, ছেলেই পড়াও আর যাই কর,যে স্থলে চাকরী কত্তে হয়, সে স্থলে দু'বার আনা যাওয়া রাখতে হয়। যখন হাম্‌বাগ ব্রাদারের বাড়ী প্রথম এপ্রেণ্টিস বেরুই, তখন দু'বেলা লাল-চাঁদ বাবুর বাড়ীতে হাজরে দিতে যেতুম। ঘোষজা ম'শাইকে এখন ডব্‌সন সাহেব হামেসা ঘরে ডাকে টাকে, আজকাল সাহে-বের লোক হয়েছেন, মনিব চিনে নিয়েছেন, আমাদের ত গ্রাহ্য করবেনই না।

বেচা। আজ্ঞে,সে কি কথা আজ্ঞা কচ্ছেন, আপনাকে গ্রাহ্য করিনে ? সাহেবের কাছে যাই আর যা করি,সবই ত আপনার অনুগ্রহে।

মধু। হাঁ, তবে এষ্টাব্‌লিসমেণ্ট কমা-বার কথা হচ্ছে, সোমবার দিন সাহেব আমাকে রিডক্‌সন লিষ্ট তৈয়ের কত্তে বলে-ছিলেন, প্রায় ১৫।১৬ জন কেরাণী কমবে, ত'াতে চক্রোবর্ত্তীরও নাম পড়েছে, ঘোষজা ম'শাই, আপনার নামটাও পড়ে গেছে।

উভয়ে। আজ্ঞে, সে কি !

প্রেম। বড়বাবু, আমার আর একটী দিনও গরহাজির পাবেন না, দুবেলা বাড়ীতে আসবো। আমি ত আছিই, তবে ছেলে দুটোকে পড়াচ্ছিলেম, থাক্ গে—পড়ে শুনে আর কি হবে, বেঁচে থাকে ; ভাত রেঁধে— পাঁউরুটি বেচে খাবে।

বেচা। আজ্ঞে,আমার এত দিনের চাকরী, এই বৃদ্ধ বয়স হ'ল, এখন আমার নাম রিডক্-সনে আপনি দেছেন ? তা হ'লে আমার উপায় হবে কি ?

মধু। তোমার ভয় কি, তোমার ডবং-সন সাহেব মুরুব্বী রয়েছেন—তিনি মনে করেই তোমাকে অন্ত যায়গার বড় কর্ম্ম ক'রে দিতে পার্কেন। তবে কি—বড় সাহেব আমায় বল্লেন যে, মধু, যাদের জবাব দিয়ে তুমি কাজ চালিয়ে নিতে পার্কে, তাদেরই নামের একটা লিষ্টি ক'রে আমায় দিও। আমি তাই দিয়েছি, ঘোষজা ম'শায়ের কাজ এমন কি বেশী কিছু ত নয়, আমি খোকাকে বলে-ছিলেম, সে স্বীকার হয়েছে, তার কাজ তোমার কাজ দুই করবে।

বেচা। খোকা ?

মধু। ঐ যে তোমরা যাকে অস্তিবাবু বল, আমার এই কোলের শালাটী। ছোকরা খুব চালাক, ও এরির মধ্যে সাহেবের নজরে পড়েছে, টেঁকে থাকতে পাল্লে পর ওর হবে ভাল দেখছি।

(সোণার প্রবেশ)

সোণা। আজ্ঞে, চা হয়েছে।

মধু। আমার আজ পেটটা কেমন গরম আছে,আমি আজ চা খাব না, বাবুদের দিগে যা।

সোণা। তারা সব খাচ্চে।

বেচা। আজ্ঞে, এখন আমার উপায় কি হবে ? গরীবের অন্নটী আর এ বয়সে কেড়ে নেবেন না।

মধু। ডবসন সাহেবকে ধর গিয়ে,তোমার ভাবনা কি হে ?

বেচা। আজ্ঞে, সাহেব দরকারে ডেকে পাঠালে কাজেই যেতে হয়,আমি কি সেখানে আপনাকে ডিঙিয়ে যাই ? আমায় না হয় বদলে আর কোন ডিপার্টমেণ্টে দিন, যেতে আর কোন সাহেবের কাছে যেতে না হয়।

সোণা। বাব, সাহেবের কাছেই যাও আর যেখানেই যাও, কোথাও কিছু হ'বার যো নেই, আমাদের বড়বাবু সে সব ছুড়ো মেরে রেখেছে, যদি ভালই চাও, তবে বড়-বাবুর খোসামোদ কর।

মধু। তুই চুপ কর, আমার খোসা-মোদ করবার আবিশুক কি ? সাহেবের চাকরী, সাহেব যার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, তারই ভাল হবে।

প্রেম। আজ্ঞে, সাহেব সন্তুষ্ট থাকা না থাকা সে আপনারই হাত।

সোণা। এ্যা—এ্যাস, বাবু, তুমি ঠিক বলেছ ; শুনবে বাবু, ঐ বাবু যা বল্লে, আমা-দের বাবু যা বলবে, সাহেব তাই শুনবে, তোমরা হাজার কর্ম্মকাজ দেখাও, বাবু যার নামে একটু কল টিপে দেবে,অমনি তার দফা রফা,কি বল গো বড়বাবু,আমি ঠিক বলছিনে?

মধু। তুই এ সব কথার কথা ক'স কেন ? আচ্ছা পাগল—

বেচা। আজ্ঞে, পাগল হোক যা হোক, সোণা বলছে মিছে নয়।

সোণা। কেমন বাবু, বুঝেছ ত, বাবুকে ধরে পড়ে থাক যে আখেরে ভাল হবে ; সোণা পাগলই হোক আর যাই হোক—হক কথা বলে। তোমার উপর বাবু কবে থেকে চটেছে জান, বুঝেছ ঘোষজা-মশাই বাবু, মার বাপের বাড়ীর গাঁয়ে যে পকুর পিতিষ্ঠে হয়েছেল, তার দরুণ এখানে খাওয়া দাওয়া হ'ল না ? সে দিন তুমি কেন এলে নাই বাবু ?

মধু। সোণা, ও সব কথা কি ? আমার বাড়ী কেউ আসুক না আসুক,খাক না খাক, আপিসের চাকরীর তার সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

সোণা। আপনি রাগ করেছিলে, তাই বলছি ; ও যাবু সে দিন বলে পাঠিয়ে ছ্যাল যে, পেটের অসুক করেছে ; হাঁ হাঁ বাবু—বড়বাবুকে ফাঁকি দেবে ? তুমি কায়েত কি না, কলুবাড়ী খেতে হলে জাত যাবে।

মধু। সোনা এখান থেকে যা—

সোণা। তা যাচ্ছি, সোণা হক্ কথা বলে, কেন, কলু অমন্ত জাতটা কি? কি বল গো চক্রবর্ত্তী বাবু, তুমি ত বামুন—তুমি যে কত-বার আমাদের এখানে পোলো পর্য্যন্ত খেয়ে গেছ, আর ও বাবু কায়েত বৈ ত নয়, কত বামুন পোলো খেলে, আর উনি লুচি খেতে পারে না?

(কাচা গলায় উমাচরণ মিত্রের প্রবেশ)

কি গো বাবু, তোমার অমন চেহারা হয়েছে কেন? জুতো টুতো সব কোথায় গেল?

উমা। দেখতে পাচ্ছিসনে বাপু, কাচা গলায়, মা মরেছেন।

সোণা। তা কি জানি বাবু, কলকেতা সহর, এ বড় মুস্কিলাৎ জায়গা, এখানে কত লোক কত ঢং করে। সেই বড় বাবু—সেই তোমার কাছে একজন একবার গোরু মরেছে ব'লে জুচ্চুরি কত্তে এসেছিল।

মধু। মিত্তিরের খবর কি? আজ কদিন হ'ল?

উমা। আজ্ঞে ২৬ দিন। তিন দিনের ছুটী আমায় অনুগ্রহ ক'রে করিয়ে দিতেই হচ্ছে।

মধু। সাহেবকে জানাও, তাঁয়ে বল।

উমা। আজ্ঞে, তা তো জানিয়েছিলেম, তা তিনি বল্লেন যে, শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ তোমায় যা কত্তে হয়, এর পর একটা ছুটী টুটী দেখে করো এখন;—তাড়াতাড়ি কি দরকার? দেখুন দেখি মশায়, এ কি কথা? ওঁরা তো আমাদের আচার-ব্যবহার জানেন না, আপনি একটু বুঝিয়ে বল্লেই হয় যে, সেটা হয় না, আত্মশ্রাদ্ধ স্থগিত থাকে না।

মধু। হাঁ হাঁ, সাহেব আমায়ও ঐ কথা কাল বলছিলেন বটে।

উমা। আজ্ঞে—আজ্ঞে, তার পর আপনি কি বল্লেন?

মধু। আরে ভাই, আমি কি সাহেবের মুখের ওপর কথা কইতে পারি? আমায় বল্লে, মিত্তির ছুটী চাচ্ছে, তা ওর মায় শ্রাদ্ধ কি এর পর কল্লে হয় না? তা আমি কি করি, বল্লুম যে, পুজোর ছুটীর সময় সারলেও সারতে পারে।

উমা। আজ্ঞে, সে কি? আপনি নিজে বাঙ্গালী, আমাদের রীতি-পদ্ধতি সব জানেন, আপনি সাহেবকে বলে দিলেন যে, আত্ম-শ্রাদ্ধ স্থগিত থাকতে পারে?

মধু। আমি ত ভাই তোমাদের মতন ইয়ং-বেঙ্গল নই যে, সাহেবের সঙ্গে তোমা-দের মতন কথা কাটাকাটি করবো, তা যদি কত্তুম, তা হ'লে আজ যে আমার অবস্থা দেখছো, তা কখনই হত না, আপিসে বড় বাবুও হতেম না, জুরিতেও বসতে পেতেম না, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও দিত না; আমরা সাহেবকে দেবতা ব'লে জানি। আর ও দিনে আমি তোমায় ছেড়েই বা দিই কেমন ক'রে, তা হ'লে অপিসের কাজের যে গোল হবে; তোমার যে দিন শ্রাদ্ধ পড়ছে—আমার কোলের শালা খোকার বৌয়ের সাধ পড়েছে সেই দিন, ওর দিদি তার আগের দিনেই যাবেন, ওকে সঙ্গে যেতে হবে; আবার ও আমায় বলছে, যে, ওর টেবিলে যে দুটী ছোকরা বসে, তারা ওর বিশেষ ফ্রেণ্ড—তাদেরও ছুটী দিতে হবে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে।

সোণা। হাঁ, মা বলছেন, আমাকেও যেতে হবে, তিনি কদিন বায় মামার বাড়ী যাচ্ছে—দুদিন না থেকে কি আসবে? তুমি বাবু তোমার মার শ্রাদ্ধ ফ্রাদ্ধ আর একদিন তখন করো; আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ

কত্তে যাব, তাতে আর বাগড়া দিও না। মার মামার বাড়ী গেলে খুব মজা হয়, আমি একবার সেই কাপড় নিয়ে গেছনু, ওঃ, কত গাছপালা, কত পকুর, আর সেই বুড়োর সঙ্গে আমি খুব পোট করে নিছি, তাদের বাড়ী ঘানিগাছ আছে কি না, খুব চড়বো। আমি গেলেই মার মামা, বুড়ো আপনি লেবে বসে আমায় ঘানিগাছে চড়ে ঘুরতে দেবে আর বাবু সেখানকার যে তেল, তাতে পোড়া খেয়ে বেঁচে যাব, তোমরা যদি এক-বার খাও বাবু তা আর ভুলতে পার না, নাক মুখ দে ঝাজ বেরোয়।

(একজন সরকারের প্রবেশ)

মধু। তুমি কোথা থেকে আসছো?

সর। আজ্ঞে মশায়, আমি ঈশান বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কল থেকে আসছি, সেই পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার হিসাবটা এখনও দেখা হয়নি।

মধু। সে হিসাব ত সোজায় মিটছে না, তোমাদের বাঁড়ুয্যে মশায়কে নিজে আসতে বলো, জিনিসপত্র সব অতি খারাপ করেছিল। যা ময়দা দিয়েছিলে, লুচি তো বিশ্রী মোটা মোটা হয়েছিল।

সোণা। উনি ত সেই কলের বাবু, বল ত বড়বাবু সেই তেলের কথা একবার; বাবু, মানুষ চেন না, ঠকাতে আস, এ কি যে সে যায়গা পেয়েছো যে, যা তা জিনিস দিলেই হ'ল? কামার বাড়ী কি ছুঁচ বেচতে আসতে হয়? বাবু আপিসেই বেরুক আর যাই করুক, একেবারে তো আর অজাত হয়ে যায়নি যে, তেল চিনবে না? তেলের মোট মাথাতেই মা ওঁকে বলে দিয়েছে যে, অর্দ্ধে-কের ওপর সোরগোঁজা আর পোস্ত মিশেল। বাবু যেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে, মার মামার ঘানি আছে; শুনলে—মার বাবাও এখনও গাছ চালায়, ট্যাকা করেছে, তবু এখনও বলে, জাত-ব্যবসা ছাড়বো কেন?

মধু। সোণা, রেখে দে তোর সব পাগলামি, বেয়াদব বেটা কোথাকার।

সোণা। তা বাবু, সোণা পাগলই হোক আর যাই হোক, হক কথা বলবে, কলুবাড়ী এসে তেল ঠকিয়ে যাবে, ট্যাকা লেবে না? বাবু, তুমি এখন দাম দিও না, সে তেল একটু আছে, আমি মামাবাবুর কাছে গিয়ে দাম ঠিক ক'রে নিয়ে আসবো। তুমি বাবু যেমন কল-কল থেকে তেল নিতে যাও, ঘরে তেল মজুত রয়েছে; মামাদের ওখান থেকে তেল নিলেই হয়, তারা যার কত দুঃখ করে।

উমা। (স্বগত) চমৎকার দৃশ্য! কলুবাড়ী বামুন তেলের দামের জন্য হাজির, কলুর গোলাম তার জিনিসের দোষ ধচ্ছে, দাম কাটছে! মোদ্দাৎ চাকর ব্যাটা এক পাগলা-মির ঢং ক'রে করেছে ভাল, ন্যাকাম কত্তে কত্তে মুখের উপর খুব ব'লে নেয়, আমাদের চেয়ে ভাল।

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান। সালাম বড়বাবু।

মধু। আরে এস এস বাবুজান যে, এদিকে কি মনে ক'রে?

বাবুজান। কাল সাঁজে একবার এ পাড়ায় দিকে এয়েছিলুম, অনেক দিনের আলাপী একটী আমাদের দেশের মেয়েমানুষ এই আপনাদের পাড়াতেই ঘর ভাড়া করেছে, কাল তার বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ করে-ছিলেম।

মধু। বেশ বেশ।

উমা। (জনান্তিকে) দেখছো যোবজা, বেটার স্পর্দ্ধা দেখ, বড়বাবুর মুখের উপর বেটা মেয়েমানুষের বাড়ী থাকার কথা বলচে, কথাটী কবার যো নেই, আর আমরা শ্বশুর-

বান্তী বাবার নামটী পর্য্যন্ত করে এখনই মুখের উপর দশ কথা শুনিয়ে দিতেন।

বাবুজান। হ্যাঁ বড়বাবু, কাল টীপিনের পর আপনি যখন বড়সাহেবের ঘরে গেছলে. তখন সাহেবের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল? আমি সেই সময় একবার নিচের তামুক খেতে গেছলুম, কথাটা শোনা হয়নি।

মধু। কেন কেন, সাহেব তোমায় কিছু বলেছেন না কি?

বাবুজান। না,আমি এখনও তা সাহেবকে জিজ্ঞাসিনি. তখনই সাহেব একখানা জরুরী চিঠি দেলে,বলেষ্টিয়ার বারিকে নে যেতে আর জিজ্ঞাসবার সাবকাশ পেলেম না; কিন্তু সাহেবের মুখখানা বড় ভার ভার দেখলাম,আপনার ওপর কিছু গোসা টোসা করেছে নাকি?

মধু। অ্যাঁ, মুখ ভার ভার দেখলে! কেন বল দেখি,আমি ত তেমন কথা কিছু বলিনি। তা দেখ বাবুজান, তোমায় আর কি বল্‌বো, তুমি আমাদের বড় আপনার লোক,তোমার মতন মানুষ প্রায় দেখা যায় না; দেখ, আজ তুমি ত বিকেল বেলা কুঠীতে যাবে, খেলাটেলা হয় যদি, মেজাজটা যদি ফূর্ত্তি দেখ, তা হ'লে সেই সময় গুছিয়ে গাছিয়ে—তোমায় আর শিখিয়ে দিতে হবে না, আমার হয়ে দুটো কথা বলো।

উমা। (স্বগত) আচ্ছা বাবা, কতক শোধ হচ্ছে, যেমন আমাদের খ্যাঁতলাও, তেমনি পেয়াদার পায়ে ধত্তে হচ্ছে।

মধু। কি হে বাবুজান, কথা কইছো না যে, তুমিও যে মুখ ভার কল্লে?

বাবুজান। তাই ত বড়বাবু, আপনি যে আমায় মুস্কিলে ফেল্লে! এই পাঁচ বাবুতে রোজদিনই সাহেবকে চটিয়ে রাখে, ওদের ত বিবেচনা নেই শরীলে, আর তুমি আমি মরি সাহেবের মুখ-ঝামটা খেয়ে।

উমা (স্বগত) দুর্গা আছেন, দুর্গা আছেন, বাঁচলেম, তাই ভাবছিলেম যে, পেয়াদা সাহেব এতক্ষণ দাঁড়িয়ে—আমাদের কিছু বল্লেন না কেন,এতগুলো ভাঙ্গা কুলো আমরা এখানে খাড়া রয়েছি, আর পেয়াদা সাহেব ছাই ফেলতে পান না?

(কলুবৌয়ের প্রবেশ)

কলুবৌ। গলায় দড়ী, গলায় দড়ী, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন চাকরীর, মুখে আগুন অমন আপিসের, মুখে আগুন তোমার সাহেবের,মুখে আগুন অমন ট্যাকার।

মধু। এ কি,এ কি,একেবারে বাইরে যে —এ কি এ?

কলুবৌ। বাইরে—তা কিসের নজ্জা, কাকে নজ্জা, ছোট নোকের—ইত্বিক জেতের আবার নজ্জা কি? এই গয়নাগাটী সব এখনি দূর ক'রে ফেলে দেব, এক জাত নিয়ে যেথায় সেথায় অপমান! ঘাটে পথে লাঞ্ছনা!

মধু। আবার এখন জাতের খোঁট কোথায় হ'ল? জাত, জাত তো আমার বাক্সর ভেতর; সব আপিসের ভদ্দর নোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না?

কলুবৌ। কিসের ভদ্দর, ঢের ভদ্দর দেখেছি। তুমি মনে কর বুঝি, তোমায় সবাই মান্যি করে। চাকরীর পিত্যেশে ট্যাকার খাতিরে তোমার মুখের সামনে কিছু বলে না, আড়ালে ঠাট্টা করে না? তফাতে গিয়ে হাসে না? বলুক না সব ভদ্দররা।

সোণা। হাঁ মা হাঁ; মা ঠিক বলেছ,আমি কদ্দিন শুনেছি, বাবুরা সব এইখানে এমনিটী থাকে, বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার গাল পাড়তে পাড়তে যায়। হ্যাঁ বড়বাবু, মা সত্যি বলেছে, তোমাকে শালা কলু,শালা ছোট নোক ফোট নোক, যাচ্ছে তাই বলে। ঐ চক্রবর্ত্তী

মশাই বাবু একদিন রাপান্ত কত্তে কত্তে যাচ্ছেল, না চক্রবর্ত্তী মশাই?

প্রেম। কবে রে সোণা?

সোণা। সেই বল্লে না তুমি? একজন কে বল্লে, "মধো শালা" আর তুমি বাপন্ত কল্লে।

কলুবৌ। সোণা, থাম্ বলছি, কথার ওপর কথা কস্‌নে। এর একটা বিহিত কর, হয় জেতে ওঠ, নয় যেমন কলু, তেমনি কলুর মতন থাক; দাও আমায় ঝুড়ি ক'রে গোবর আনিয়ে দাও, আমি রাস্তায় গিয়ে ঘুঁটে দিচ্ছি। তোমার ঐ চাপকান পাকড়ি চুলোয় দাও, দিয়ে ঘানি কেন, পুজোর দালানে গাছঘর কর।

সোণা। হো হো, তা হ'লে বেড়ে মজা হবে! মা ঠিক বলেছে, তা হ'লে আমি মাইনে পত্তর কিছুই চাইনে, ছুটী ছুটী খেতে দিও, আমি রাতদিন ঘানিগাছে বসে ঘুরবো। এই দেখ, ও কলের সরকার বাবু, আমাদের বাবু যদি ঘানি করে,তা হ'লে তোমাদের কল-টল সব ঘুরে যাবে, তোমাদের বাবু তখন খারাপ তেল দেওয়ার মজাটা টের পাবে। বাবু, বামুন হয়ে কলুর অন্ন মারতে যাওয়া অমনি নয়।

কলুবৌ। সোণা, আবার কথা কচ্ছিস, আমার রাগ বাড়ছে, তা জানিস,আমায় বেশী রাগালে কি হয়, মনে আছে ত?

সোণা। ও বাবা, তা মনে নেই? শুনছো গা বাবুরা, মাকে রাগান অমনি নয়, ঐ অত বড় যে বড়বাবু,যাকে আপনারা শুদ্ধ ভয় কর, তাকেই একদিন কাঠের চেলার বাড়ী ধপা-ধপ্ পিটে দিলে।

মধু। সোণা, দূর করে দেব বল্‌ছি, রাত-দিন পাগলামি ভাল লাগে না। চক্কোরবর্ত্তী, তোমরা তবে এখন যাও।

উমা। (জনান্তিকে) কেমন, আমি বরাবর বলি যে,সবাইকে বিশ্বাস করো,ন্যাকা আর পাগল ছাড়া। সোণা বেটা ন্যাকা পাগল সেজে একবার বলে নিচ্ছে দেখছো, মনে কচ্ছো কি, ও বেটা কিছু বোঝে না?

[কেরাণীত্রয় ও সরকারের প্রস্থান।

মধু। বাবুজান, তা হ'লে তোমারও বেলা হ'ল—

বাবু। হাঁ বড়বাবু, আমি তবে এসি।

মধু। দেখ বাবুজান, এ সব ঘরের কথা যেন সাহেবের কাণে না ওঠে, ঘরের ভিতর কার কি না হয় বল? বিশেষ ওর আবার হিষ্টিরিয়া আছে। মনিবের কাণে সব কথা কি তুলতে আছে?

বাবু। সে কি কথা? সাহেবকে এ সব কথা কি আমি বলতে পারি? আমার যে নালিসটে ছেল বড়বাবু, সেটা কি ভুলে গেলে, সেই একটা বনাতের চাপকানের কথা।

মধু। না না,ভুলিনে, ভুলিনে,শুধু চাপ-কান কেন, তোমার পাগড়ী টাগড়ী শুদ্ধ একটা পুরো সুটই করিয়ে দিচ্ছি; আর দেখ, ঐ চক্কোরবর্ত্তী টক্কোরবর্ত্তী ক'জন ছিল, ওরা শুনে গেল, আপিসে গোল টোল করবে কি বোধ হয়?

বাবুজান। হাঁ, তুমি নিশ্চিন্দি থাক বড়বাবু, আমি সকাল সকাল আপিসে গিয়ে বাবুদের এমনি ইশেরায় কড়্‌কে দেব যে, ও সব বাতই মুখে আনবে না, এখন এসি, স্বালাম।

মধু। সেলাম, সেলাম।

[বাবুজানের প্রস্থান।

হ্যাঁগা বৌ, তোমার এ কি রকম আক্কেলটা বল দেখি? আজ একেবারে আমার মাথাটা কেটে ফেল্লে

কলুবৌ। আর আমি যে অপমাস্তি হয়ে নাথি খেয়ে এনু, সে কথাটা ধচ্চো না বুঝি?

মধু। তুমি আবার কোথায় অপমান হ'লে? কার কাছে নাথি খেলে?

কলুবৌ। ধোপার কাছে, ধোপার কাছে —সেই ধোপাকে চেন না? যে মুন্সেফ হয়েছে, তোমাদের চেয়ে বড় চাকরী করে, মাইনেই কম পাক আর যাই পাক, মান বেশী তোমাদের চেয়ে।

মধু। কে রাজকৃষ্ণ? হাঁ, ঢের মান বেশী।

কলুবৌ। বেশীই হোক আর কমই হোক, তার বাড়ীর বামনী এসে আজ আমায় যাচ্ছেতাই শুনিয়ে গেল—পোড়া এমন লোকের হাতেও পড়েছিনু যে, যে সে জাত তোলে!

মধু। বলি, সেই কোন্ নন্দর ভটচাযি্যি? সেও ত ধোপা।

সোণা। আরও ছোট জাত, না গো বড়বাবু? আমরা তো কলু—ঘানি ঘুরিয়ে তেল বের করি, তারা যে পাঁচ জেতের ময়লা কাচে।

কলুবৌ। যাক্, আমিও তাদের অযা-স্তারা বন্নু আর বামনী মাগী উল্টে তাই বল্লে। আমি ছোট লোক বলি, সেও আমাকে ছোট লোক বলে, আমি ত আর বড় হতে পান্নু না আর পাশের মিস্তিরদের ছাদ থেকে ছুমাগী কায়েতনীর যে হাসি ঠাট্টা! কেন, কিসের জন্যে, বামনী এত শোনাবে কেন? বামুনের কি চারটে হাত আছে? গলায় গাছ ছুচ্চার সুত দিয়ে তো বামুন; যদি ভদ্দর হতে চাও তো পৈতে নেবার ব্যবস্থা কর, ট্যাকায় সব হয়, ট্যাকা খরচ ক'রে ভটচাযি্যি মটচাযি্যি দিয়ে একটা শাস্তর বের কর, পৈতে নাও।*

সোণা। মা বেড়ে বলেছে বাবু, তুমি পৈতে নাও, কলু অমন্দ জাত নয়, তবু বামুন হ'লে আরও মজা হবে; মা,তোমায়ও পৈতে পরতে হবে,বামুনদের শুধু মদ্দরা পৈতে পরে, আমাদের কলুদের মেয়ে মদ্দ সব পৈতে পরবে, তা হ'লে বামুনের চেয়ে বড় হয়ে যাব।

কলুবৌ। কি, চুপ করে রয়েছ যে? কথা কও না।

সোণা। ও আর বাবু কথা কইবে কি, তুমি মা আমায় গোটাকতক পয়সা দাও, তাসা সুতা কিনে আন্‌ছি।

কলুবৌ। তুই থাম। বলি হ্যাঁগা, কি হবে?

মধু। তা যা হোক হবে, সে ত আর এখনকার কথা নয়, দু একজন ভটচাযি্যিকে হাত কত্তে হবে ত?

কলুবৌ। সে যা কত্তে হয়, তা তুমি জান; আমি কিন্তু এই ধনুক ভঙ্গন পণ কল্লুম, তেরাত্তিরের মধ্যে যদি পৈতা না নিতে পার, তা হ'লে আমি তোমার ঘর-সংসার চুলোয় দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যাব, বাবার দোকানে ব'সে উড়্‌কি ক'রে তেল বেচবো আর যত নোককে ডেকে ডেকে তোমার পরিচয় দেব।

মধু। আচ্ছা, যা হয় একটা হবে। আপি-সের বেলা হ'ল, এখন চল—আচ্ছা পাগল!

সোণা। পাগল নয় বাবু, মা পাকা কথা বলেছে। মা, আমি খবরদার বলছি, বাবুকে ছেড় না, পৈতে নিতেই হবে, চল বাড়ীর ভেতর চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জুতার দোকান।

মুচি ও মুচিনীগণ।

(গীত)

কারিগিরি মুচিগিরি বড়া ছোটা কাম।
ছো ছো ছো, আউর করবে নাকো হাম॥
ইংরাজিটী পোড়বে থোড়া,
পিনিহে লেবে জামা জোড়া,
খাড়া খাড়া বনিয়ে যাবে বড়াবাবু-রাম।
চড়ে লেবে ট্রাম গাড়ী,
গড়্ গড়্ যাবে সাহেব বাড়ী,
তড়্ তড়া তড়্ চলবে কলম ফুঁড়বে নাকো চাম।
নেন্দু চামার নেহি তেখন নন্দবাবু নাম॥

(কাণফুঁড়ী মিস্ত্রীর প্রবেশ)

কাণ। আরে কেয়া রে চামার লোগ, কি গোলমাল লাগিয়েছিস, কাম টাম ছোড়্ে দিয়ে গান-বাজনা লাগিয়ে দিয়েছিস যে, নেসা টেসা খায়েছিস নাকি?

১ম মুচিনী। আরে মিস্ত্রীজী, তুমি কি বলতিছে গো? কাম তো হোবেই করবে, লেকেন বিচবিচমে থোড়া বহুত নাচ গানটী না করবে তো কলকাত্তায় ভাত কেমন করিয়ে হজম হোবে?

কাণ। আরে এ ক্যা! ইঁয়া মেয়ামানুষ এসে জমে গেছে? কামের জায়গায় মেয়ে-মানুষ? দোকানঘরে ইস্ত্রীয়া লোক? তবে ত সত্যনাশ দেখছি, আরে বাহোয়া! বাহোয়া!

১ম মুচিনী। আরে শুন তো ভাই মিস্ত্রী, তুমি বক্ বক্ কেন কোরছে? তু যা আপন ঘর যা; ঘরে কেউ আছে না? রহে তো ঘুম কর যাকে, সামকো আসিস, কাম বুঝে সুঝে লিস্, ঝুট মুট খিট খিট কেন করিস্?

কাণ। ওহো, এ বাঘিনী কার মাসী রে? এ ঝট্ যা, এ মেয়াক্ কিস্‌কো? দেখো ফের দোকানে এম্‌নি গোলমাল করেগা তো হাম সবকে নেকাল দেগা, দোসরা মুচী ভরতি করেগা। এ লোকমো যানে বোলো, নেইতো সবকো জবাব দেগা।

১ম মুচিনী। আরে ও মরদোয়া, এ কেয়া? তুলিয়ে ভালিয়ে বুলায়ে লে আসিলি, এখন ইজ্জৎ যে জলিয়ে যায়, তু লোককা মিস্ত্রী তো জবাব দিচ্ছে, রোটি কি দোটুকুরা মিলবে, না—উপাস করে মরবে? হামিকে এমনি জবাব কি বাত বলতো, হামি দোকানে থুক্ দিয়ে চলে যেত; তুলোক মরদ আছিস না কুর্ত্তা আছিস, ইজ্জৎ খুইয়ে কাম করবি।

নন্দু। কি মিস্ত্রী, কি বলছে গো, জবাব কি বাত কি বোলছে?

কাণ। কি বোলবে আর, তুঁলোক কাজ-কর্ম্ম কোরবে না তো বসিয়ে বসিয়ে তলব দেবে নাকি? কামে গাফিলি কোল্লেই জবাব দেবে।

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ জবাব দেগা! আরে মিস্ত্রী জবাব দেগা! হাঁ হাঁ হাঁ!

(গীত)

জবাব দেও জবাব দেও জবাব দেও আবি।
ঘরে বসে কাম পাবে পয়সা জন্মে ভাবি॥
ঝটসে লেয়াও রূপেয়া, যেতনা তলব রকেয়া,
জলদি জলদি চুকায় দেও সব দাবি॥
এ কেয়া পাইছো কেরাণী,
দেখলাও চোক রাঙ্গানী,
নকূরী গেলে ডুকরি কেঁদে খেয়ে মরবে খাবি।
হামি দিচ্ছে দেড়া কাম, তবে লিচ্ছে পূরা দাম
পয়সা অমনি মাংনা দেতা কবি॥
জলদ্ সলদ্ লে লে লে, হিসাব বৌড়ি দে দে দো।
বুঝলে সুজলে জুতি মুতি লে লে জেয়া
চাবি,—
পঞ্চাইতে খবর দেবে মুচি কোথা পাবি

কাণ। আরে এ বণ্টুয়া, এ নন্দুয়া, আরে গোঁসা করো কাহে? হামি উমরে বড়া আছি, ছুটো মিঠা কড়া বোলবে না তো বোলবে কে? পরদেশে আসছে, বাপ দাদা সাথে নেহি, হামি না শিখাবে তো চাল-চলন শিখাবে কে? রাগ না করো, কাম করো। আরে বিটিয়া সব, এ দুকান তুহারি।

সকলে। হাঁ হাঁ, ভাল বোলেছে, কাণফুঁড়ি মিস্ত্রী বড়া ভাল লোক আছে।

কাণ। নন্দুয়া বাবু কুথা রে?

নন্দু। আখুনো তো আসে নি।

কাণ। ক্যা—এগার বাজতে চল্লো, এখনও আসেনি?

(গদাধর দত্তের প্রবেশ)

গদা। সেলাম মিস্ত্রী সাহেব।

কাণ। কি গো দত্তো বাবু, এখন ঘুম ভাঙ্গলো নাকি? ঘড়ীটা দেখছো, কেত বাজছে?

গদা। আজ্ঞে মিস্ত্রী সাহেব, আজ একটু বেলা হয়ে পড়েছে বটে; কাল রাত্রে ছোট মেয়েটার বড় জ্বর হয়েছিল, তাই তাকে কোলে ক'রে আজ সকালে ডাক্তারখানায় যেতে হয়েছিল, সেই জন্ত একটু দেরী হয়ে পড়েছে।

কাণ। তোমার মেয়ের বেমো হোলো তো হামার কি আছে গদাই বাবু? ছেলে মেয়ের বেমো হ'লে পরের কামটা চলে না; ডাক্তারের ঘরে গেছলো ব'লে মাসটা গেলে কি হামার কাছে বারো টাকার বদলে এগার টাকা লেবে?

গদা। কি করবো সাহেব, হঠাৎ হয়ে পড়েছে, বাড়ীতে আর কেউ পুরুষ নেই, আমি একলা, আজকের দিনটা কিছু মনে করবেন না।

কাণ। না, হামি ও সব বাৎ শুনতে চায় না, হামি কাম চায়, কুথা চাহে না; তুমি আসেনি, কারিগর লোক বি কাম করছিলো না, বাবু, তুমি অন্ত যায়গা দেখো, হামার এখানে তুমার পুষাল না।

গদা। কারিগরেরা কাম করেনি, তা আমি কি করবো বলুন, আমি থাকলেও ত ওরা আমার কথা শোনে না, তবে আমার উপর রাগ করেন কেন?

কাণ। নেহি নেহি বাবু, চলা যাও, মাসকাবারে আসো, পাওনা কোড়ি চুকায় দেবে।

গদা। রাগ করবেন না মশায়, আমায় আজকের দিনটা মাপ করুন, দেখুন, ছাপোষা মানুষ, আপনি যদি বিদেয় করে দেন, তা হ'লে একেবারে সপরিবারে দাঁড়িয়ে মারা যাব।

কাণ। হামি কোন বাৎ শুনবে না, তোমার জবাব হলো।

(একজন বেকার কেরাণীর প্রবেশ)

বে, কে। তা বাবু, আমি দাঁড়িয়ে শুনছি, মিস্ত্রী সাহেব তো কিছু অন্তায় কথা বলছেন না, পরের চাকরী অনেক বুঝে সুঝে কোত্তে হয়, মেয়ে তো আর একদিনে মারা যেত না।

গদা। বেশ মশায়, আপনি খুব ভদ্রলোক, গেরস্থ লোকের অন্নটা যায়, কোথায় দুকথা ভাল ক'রে বলবেন, না ফোড়ন দিতে এলেন।

বে, কে। বাবা, যে দিনকাল পড়েচে, চাচা আপনা আপনা বাঁচা, আজকের বাজারে মাথা খুঁড়লে তবে চাকরী মেলে, শরীর পাত ক'রে তবে সেটী বজায় রাখতে হয়। আমি যখন কবরওয়ালা সোয়ারিস সাহেবের ওখানে বেরুতেম, আটটার ভেতর হাজ্‌রে দিতে হোতো, এক পয়সার বাতাসা খেয়ে সমস্ত দিন কেটে গেছে। ভাল কথা—সোয়ারিস সাহে-

বের নামে একটা কথা মনে পড়ে গেল, ওখানকার মুচ্ছুদ্দি ছিলেন বাবু এই দোকান ছাড়া আর কোথাও থেকে জুতো নিতেন না। কাণফুঁড়ি সাহেবের মত হুট-বার্ণিসের ডবল-স্প্রীং আর কোথাও তোয়ের হয় না; মিস্ত্রী মশায়,আপনার যদি লোকের দরকার হয়, তা আমি এখন ব'সে আছি, তিন মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে সোয়ারিস সাহেবের ওখানকার চাকরিটে খুইয়েছি; এই দেখুন, আমার হাতের লেখা একখানা দরখাস্ত সঙ্গেই আছে, বিল কত্তে,একাউণ্ট রাখতে, যা বলবেন,সবই পারি, মধ্যে একবার টেলার সপ ক'রে কিছু লোকসান দিয়েছি, আপনার এখানে দরকার হয়, হাতাহাতি ক'রে দুচার জোড়া সাজ সেলাইও ক'রে দিতে পারি, কল চালানও আমার বেশ জানা আছে।

গদা। মশায় ব্রাহ্মণ, প্রণাম হই।

বে-কে। না আমি ব্রাহ্মণ নই।

গদা। মশায় ভাঁড়াচ্ছেন কেন? আগুন কি চাপা থাকে, আপনার কথায় ধরা পড়েছেন।

বে, কে। কি রকম?

গদা। মশায়, আমি দত্ত,কায়েতের ছেলে হয়ে জুতোর বিল লেখা চাকরী পর্য্যন্ত স্বীকার করেছি, আর মশায় যখন সেলাই পর্য্যন্ত উঠেছেন, তখন ফুলের মুখুটী না হয়ে যান কোথায়?

বে, কে। না হে, আমি কায়স্থ—আমরা বোস।

গদা। তা হ'লেও হতে পারে, তবু কুলীন, আমার মাথার ওপর আছেন; তা আর গরীবের অন্নটীতে হাত দেন কেন, মাইনেও ত শুনলেন বারটী টাকা বই নয়, এতে আর আপনার কি হবে?

বে, কে। ওহে, আজকের বাজারে বার টাকাই দেয় কে? আজ সাত মাস ব'সে ব'সে দেনা ক'রে খাচ্ছি, আর আমি কাজ দেখাতে পাল্লে মিস্ত্রী সাহেব কোন্ না ক্রমে দু-এক টাকা বাড়িয়ে দেবেন।

কাণ। হাঁ, মুনিবকে খুসী কোত্তে পাল্লে চুরি-চামারি না কোল্লে, দু পয়সা ভোরসা আছে। লেকেন বাবু মালপত্র বিস্তর থাকবে, নগদ বিক্রীর টাকা বাবুর কাছে তামাম দিন জিম্মায় থাকে, এখানে কাম কোর্ত্তে হোলে একটী জামিন দিতে হবে, আমার জানবিৎ একটী মেয়েমানুষ গদাই বাবুকে সুপারিস কোরছিল, তাই ওকে রাখ্‌লে।

(একজন ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। "সুরধনী মুনিকন্তে তারয়েৎ পুণ্যবন্তং বৎ পলায়ন্তি স জীবতি" কি বাবা, কি বাবা জুতোওয়ালা সাহেব,তোমার এখানে লোক রাখবার কথা হচ্চে,জামিন চাই বাবা? আমার মেজ ছেলেটী গত বৎসর এল-এ দিয়েছে, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ—আর পড়াবার শক্তি নাই, তারে যদি রাখ ত আমি উত্তম জামিন দিতে পারি; নবদ্বীপে আমার যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্তর আছে; তার কাগজপত্র রাখ ভাল, নচেৎ কলকেতার বড়লোকের জামিন চাও, তাও দিতে পারি, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন রাজা দামুরাম শা—আমি তাঁরই ওখানকার সভা-পণ্ডিত, "সর্ব্বতীর্থময়ো ঘটা দাম্পত্যঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"; ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, অন্যত্র তোমরা চাকরীর চেষ্টা কর, এটী আমার পুত্রের জন্য ছেড়ে দাও।

গদা। বেশ মশায়, আমি আজ তিন বৎসর এখানে অন্ন ক'রে খাচ্ছি, মনিব একটু রাগ করেচেন—আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কোথায় দুকথা বলবেন, না আমায় তাড়িয়ে আপনার ছেলেকে বসাতে চাচ্ছেন?

(উমেদারগণের প্রবেশ)

১ম উ। চাকরী আছে ? চাকরী আছে ?

২য় উ। মহাশয়, আমায় যদি রাখেন তো আপনার বই রাখা থেকে তাগাদা আদায় পত্র সব কত্তে পারি।

৩য় উ। মশাইয়ের যদি এ কর্ম্মটা লাগে, তা হ'লে আমায় সঙ্গে অ্যাপ্রেন্টিস নেবেন, আমি বাড়ী থেকে টেবিল চেয়ার নিয়ে আস্‌বো।

ব্রাহ্মণ। "যমদ্বারে মহাঘোরে আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা" পাষণ্ড ব্যাটারা, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পুত্রের চাকরীটীর জন্য দাঁড়িয়েছি, আর সবাই ক্যাঙ্গলার মতন এসে তা'রই উপর পড়লে; আমি পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেব, আমার ছেলের এ চাকরী না হয় যদি, তা হ'লে যে এ কর্ম্ম করবে, সে নির্ব্বংশ হবে।

কে, কে। কেন বল দেখি ঠাকুর, ঐ জন্যই তো বামুন ঠাকুর মানতে ইচ্ছে করে না; তোমরা অধঃপাতে গিয়েই তো আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে; একটা চাকরী পাবার জন্য পৈতে ছিঁড়তে এলে? যখন পৈতে ছেঁড়ার কথা মুখে এনেছ, তখনই তো তোমার ব্রাহ্মণত্ব গেছে, আগে প্রায়শ্চিত্ত করে ফের বামুন হও, তখন তোমার শাপ গাল শোনা যাবে।

গদা। ও নন্দ, বাবা, এ তো ক্রমে ভারী গোল বাধলো দেখছি, যেন ভাগাড়ে শকুনি পড়েছে, তুমি আমার হয়ে মিস্ত্রী সাহেবকে দুটো কথা বল. তোমার কথা থাকবে, তোমাকে মনে মনে একটু ভয় করেন, তা আমি জানি, দেখ এ মাসের মাইনে পেলে তোমায় আমি দুটো টাকা দেব, বল বাবা বল, দুকথা জোর ক'রে বল।

নন্দু। আচ্ছা, তিনটী টাকা দিও, তোমার চাকরী হামি রাখিয়ে দিচ্ছে। মিস্ত্রীজি, গদাই বাবুকে ছাড়িও না, পুরাণা লোক আছে, কাম কাজ সব বুঝে লেছে. নজর তৈয়ারি হয়েছে. পাঁও দেখলে জুতোর মাপ আন্দাজ করতে পারে, হামার হাতে কাজ থাকলে খরিদ্দারকে আপনি জুতা পিনিহে দিতে পারে, নয়া লোক আসলে বড়া গোলমাল হোবে, নয়তুন বাবু লিয়ে হামি কাম করতে পারবে না, গদাই বাবুসে হামসে বনিয়ে গেছে।

কাণ। আচ্ছা নন্দু. এবার তুমি যখন সুপারিস কোরছে, তখন হামি তোমার কথা রাখলে লেকেন আজকে দেরিকা জন্তে এক টাকা জরিমানা হলো, যাও বাবুলোক সব ছুটী করো, এ দফে হামি গদাই বাবুকে মাপ কোল্লে।

১ম উ। জানি, আজ যখন জীবনের মুখ দেখে বেরিয়েছি, তখনই জেনেছি; অদৃষ্ট—

ব্রাহ্মণ। সর্ব্বনাশ হোক, সর্ব্বনাশ হোক, তুই ব্যাটা কোথাকার কায়েত? ব্রাহ্মণ ছেলের জন্য চাকরীটে চাইলে, তুই ছেড়ে দিতে পাল্লিনে? দূর দূর! বেল্লিক ব্যাটা, আমার টাকার দরকারটা বুঝলিনে, সংসারের খরচ কত জানিস? এখন আর চাল-কলায় ভটচায্যি বামুনের চলে না; কনিষ্ঠ পুত্রটীর জ্বর হয়েছে, ডাক্তারের হুকুম, এই দ্যাখ ব্যাটা, এক বাক্‌স বিষ্টেকুট কিনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, মনে করিসনে ব্যাটা যে, এ বিষ্টেকুট খেলে জাত যাবে, এ হিঁদুর হাতের তৈয়ারি, কে সি, বোস কোম্পানীর বিষ্টেকুট, শ্রীবিষ্ণু!—বিষ্কুটকুট, এ সব খরচ যোগাব কোথা থেকে রে ব্যাটা পাষণ্ড, আমায় নিরাশ কল্লি, তেরাত্রের মধ্যে চাকরী যাবে—যাবে—যাবে।

[ব্রাহ্মণ ও কেরাণীর প্রস্থান।

কাণ। লেও নন্দু, কাম করো, ডিপটী বাবুর জুতী আজ সাম্‌কো ভেজকেই হোবে, দয়তোবাবু, বিল করঠো জলদি লিখে দাও, ফিন্‌ তোমাকে জেটিতে যেতে হোবে, চামড়া আজ খালাশ করনা চাহি। আর বাচ্ছাকে কেমন পড়াচ্ছ গো, চারটা কেতাব ছিঁড়লো, লেকেন সব হরফ না চিনলো, আজ আমি সকাল সকাল পেঠিয়ে দিবে, ভাল কোরে পড়াইও, এবার কেতাব ছিঁড়লে তোমার তলব কেটে কিনে দেবে।

[কাণফুঁড়ীর প্রস্থান।

নন্দু। এ গদাই বাবু, হামাকে কিছু ইংরাজী পড়াবে? ঝণ্টু, অণ্টু সবাইকে ইংরাজী পড়াও, হামার ইচ্ছে হইছে; হামলোক চাকরী কোরবে না, কেরাণী হোবে না, লেকিন ছুটো ইংরেজী পড়লে, ইয়েস নো বুলি বোল্লে ভদ্দর হোয়ে যাবে, আর কেউ চামার বোলবে না, বাবু বোলবে।

গদা। তা তোরা যে শিখছিলি—শিখতে শিখতে ছেড়ে দিলি কেন? বই পোড়ে এখন কতকালে বাবু হবি? আমি মুখে মুখে তোদের কত ইংরেজী কথা শিখিয়েছিলেম, সব ভুলে গেছিস?

নন্দু। ভুলবে কেন? ও সব ঠিক ইয়াদ আছে, শুনবে?—বোল ত ভাই, গদাই বাবুকে সব শুনায়ে দে ইংরাজী

সকলে।— (গীত)

হো হো হো সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্‌।
হাতকো বোলে হ্যাণ্ড, পেটকো বোলে বেলি,
আউর নাক্‌কো বোলে মুজ্‌।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস॥
চাউলকো রাইস বোলে, প্যাডিকো ধান,
আউর হস্ক্‌ মানে ভুঁষ
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্‌॥
রোটীকো ব্রেড কহে, দুতিকো খেড়,
মুরুয়াকে কহে মুষ্‌।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস॥
চোরকো মানে থিফ, ঠক্‌কো মানে চিট,
আউর ত্রাইবকো কহে ঘুস্‌।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বুরুস্‌॥
কাদার বাবা, লেদার চাম,
জুতি জানো সুজ।
সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্‌॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইডেনগার্ডেন।

যাদব ও রাধানাথ।

যাদব। তোমার কি হে—মাস গেলে তিন চারশ টাকা উপায় কচ্ছো, কিছু করেও নিয়েছ, তুমি বলবে না কেন; আবার তার উপর গবর্ণমেণ্টকে চাবি তালা সাপ্লাই কর্ব্বার কনট্রাক্‌ট পাবার ভরসা বোধ হয় আছে, তাই এখন ইংরেজ-ভক্ত হয়ে পড়েছ।

রাধা। আর রাগ করো না ভাই, তবে সে হিসেবে কি তুমি কিছু উপায় কত্তে না পেরে আর গবর্ণমেণ্টের কাছে কোন প্রত্যাশা না থাকায় সাহেবের উপর চটে দেশহিতৈষী হয়ে পড়েছ?

যাদব। শুধু আমি কেন, অনেকেই চটেছে। আমাদের দেশ—আমরা ব'সে থাকবো, কর্ম্ম পাব না, খেতে পাব না, আর কোথা থেকে ইংরেজ উড়ে এসে জুড়ে ব'সে এখানকার মোটা মোটা চাকরীগুলি দখল-ক'রে আমাদের দেশের টাকাগুলি ধরে নে যাবেন।

রাধা। কই, জনার্দ্দন শায় বেলেঘাটার

গদিতে কি নোলকচাঁদের বড়বাজারের কুঠীতে একজন ইংরেজকেও তো চাকরী কত্তে দেখতে পাইনে। ইংরেজের চাকরী ইংরেজ কচ্ছে,এটা কি বড় আশ্চর্য্যের কথা? দেশটা দখল করেছেন ইংরেজ, রাজকার্য্যও এক রকম ব্যবসা, তার পর রেলওয়ে বল, জাহাজের কাজ বল, বড় বড় সওদাগরী আপিস ইত্যাদি যা কিছু বল, যেগুলি বেশী চাকরীর যায়গা, সবই ইংরাজের; তা সেগুলিকে ওরা যদি একেবারে ওদের জাত-ভাইতে বঞ্চিত করে, তা হ'লে কি ধর্ম্মে সবে? এই আমি যে কারবারটুক করেছি, এতে আগে আমি আমার যতগুলি স্বজাত পেয়েছি, তাদের কর্ম্ম দিয়েছি, তা'র পর আর যা কিছু দু একটী—বাকী, তা বাঙ্গালী-কেই দিয়েছি; এদের বদলে ইংরেজ ফরাসী ওদিকে যাক, আমি যদি খোট্টা কি উড়ে মিস্ত্রী সব রাখতুম, তা হ'লে কি লোকে আমায় ভাল বল্‌তো?

যাদব। তা হ'লে আমাদের উপায় কি হয়? দেশের লোক অন্নের জন্ত কোথায় যাবে?

রাধা। আপিসের চাকরী বই যদি অন্নের জন্ত উপায় থাকে, তা হ'লে লাট-সাহেবী থেকে রাস্তাবন্দিগিরী পর্য্যন্ত সমস্ত চাকরীগুলি দেশের লোককে দিলেও সবার সঙ্কুলান হয় না। উপস্থিত বেকারের সংখ্যা তো কম নয়,তার পর সাল সাল বাড়ছে কত—তা দেখবার জন্ত বেশী দূর গিয়ে কাজ নাই, একবার এই কলিকাতার স্কুল কটা ঘুরে এলেই বুঝতে পার্ব্বে। তবু ইংরেজের সব কাজ হাতে নেবার জন্ত বাঙ্গালী উপযুক্ত হয়েছে কি না,সে তর্কও আমি এখানে তুলছি না। আরও বলি, জাতভাইকে পুষছে ব'লে ইংরাজকে দুষছো; কিন্তু তা পুষেও কত লক্ষ দেশী লোককে পুষছে বল দেখি, এত চাকরী-স্থল আমাদের দেশে আর কোন রাজার আমলে ছিল? কত কেরাণীগিরী চাকরী ইংরেজ তৈয়ের করেছে বল দেখি? তা সবাই যদি ঐ দিকে ছুটবে, তা কত লোকের যায়গা হবে? সে হিসাবে তোমার আমার যদি পাঁচ পাঁচটী ছেলে হয়, তা হ'লে গবর্ণ-মেণ্টকে এক একটী নূতন আপিস খোলবার বন্দোবস্ত কত্তে হয়। রোগের গোড়াটা ধর না ভাই, চাকরীর চেষ্টা যে ক্রমে এপিডেমিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাদব। তা সেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দোষ; টেক্‌নিক্যাল স্কুল কেন এখনও কচ্ছে না, তা হ'লে তো দেশের লোকে সব শিল্প-ব্যবসা শিখতে পারে।

রাধা। আচ্ছা ভাই, তোমাদের স্বাধীন-তার মানেটা কি,আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? এদিকে তো বল, আমরা সব কাজের উপযুক্ত হয়েছি, কিন্তু কোন একটা দরকার পড়লেই অমনি "দে গবর্ণমেণ্ট দে," লেখাপড়া শিখবো, গবর্ণমেণ্ট স্কুল ক'রে দিলে তবে চলবে; পয়সা চাই, সংসার চলে না, দাও গবর্ণমেণ্ট তা'র একটা উপায় করে; রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক যা যখন কিছু উন্নতির আবশ্যক হবে, সব গবর্ণমেণ্টের দোহাই; ক্রমে বিবাহের খরচের রেট, দম্পতি-মিলনের বয়সের বাঁধাবাঁধি,ঠাকুরবাড়ীর পূজার বন্দো-বস্ত পর্য্যন্ত ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে; দিন কতক বাদে দেখছি, গবর্ণমেণ্টকে বাড়ী বাড়ী রাঁধা ভাত পর্য্যন্ত পাঠাবার জন্ত দরখাস্ত করা হবে; তা হ'লে স্বাধীনতাটা রক্ষা করা হবে কি রকম? ইংরেজদের বলা হবে কি যে, তোমরা আগে পিছে ঢাল-তলোয়ার খিঁচতে থাক, আমা-দের গায়ে মাছিটী না বসতে পারে, আমরা

আহারাদির পর একটু নিদ্রা দিয়ে উঠে তামাক-টামাক খেয়ে খানিক বা লেকচার দিলেম, খানিক বা রাজ্যশাসনটা ক'রে নিলেম।

যাদব। কোণ পিটে পিটে ক্রমে কামায়ের বুদ্ধি আরও মোলায়েম হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না—তাই ঠাট্টা কচ্ছো। কলেজ ডেজ কি ভুলে গেলে—তুমি লেকচার দিতে না ?

রাধা। দুশ বার—স্বকর্মারি করেছি, তার জন্তে তুমি আমার কাণটা ধ'রে দুগালে দুই থাবড়া লাগিয়ে দিতে পার, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জঠরানলের মতন গুরুমশাই আর পৃথিবীতে নেই, আপিসের দাঁতখিঁচুনিতে আর বাজারের বাজার দেখে যে জ্ঞানলাভ হয়েছে, ভলম্ ভলম্ মিল স্পেন্সার প'ড়ে আর টীগ্-নমেট্রী কসে তার আধ কড়াও হয়নি। নিজে তো পাসের চাপরাস বেঁধে এপ্লিকেসন বগলে সপ্লিকেসন ক'রে ক'রে হায়রাণ হলেম, তার পর একবার ভাবলেম, মহম্মদ অব গিজনীর চৌদ্দপুরুষের নাম ঢের মুখস্থ করেছি, একবার নিজের বংশের ইতিহাসের পাতাটা উলটোই না কেন; দেখলুম, যাকে তুমি হাতুড়ী পেটা বলছিলে, প্রপিতামহ পর্য্যন্ত তার দ্বারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে গেছেন; এই কলকেতাতেই বেশ কার-কারবার ছিল, দেশে একটু জমী-জিরেত চাষ-আবাদ ছিল, ঐ হাতুড়ীর জোরে বাড়ীতে দুর্গোৎসব অতিথিসেবা পর্য্যন্ত হতো, স্বজাতের ভিতর একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, কারুর বাড়ী কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হ'লে হাজার নিমন্ত্রিত লোক অপেক্ষায় থাকতো, কার সাধ্য জগৎ-কুমার (আমার প্রপিতামহ) যতক্ষণ না দোবজা কাঁধে চটি জুতো ঠ্যাঁজোস কর্ত্তে কর্ত্তে উপস্থিত হন, ততক্ষণ খেতে বসে।—তার পর ঠাকুরদাদা মহাশয় যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী পড়ে সাহেবের চাকরী কর্ত্তে ঢোকেন, আমাদের বংশে তিনিই প্রথম "ভদ্রলোক" অর্থাৎ তাঁর আমলেই চাষবাস দুর্গোৎসব অতিথিসেবা এইগুলি বন্ধ হয়ে গাড়ী ঘোড়া চাকর-বাকর কাপড়-চোপড়ের ধুম বাড়ে। বাবাও উকীলের বাড়ী ঢুকে ভদ্র চাল বজায় রাখবার জন্য প্রথমে নিজের ভদ্রাসনখানি বাঁধা দেবার লেখাপড়াও মুন্সুবিদা করেন; কাকারাও সব "ভদ্র কামিজ" গায়ে দিয়ে বাবার ভাত খান; বড়দা মেজদাও কম "ভদ্র লোক"নন, মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ী আসেন না তার পর আমি বংশের প্রথম "পাস","ভদ্রতার" মাত্রা কিছু বেশী, একদিন ক্রিকেট ক্লবের এ্যানিভারসারী স্পোর্টস এর চাঁদা দিতে হবে, দশটা টাকার নেহাৎ প্রয়োজন, মার বাক্স ভেঙ্গে তল্লাস করা ভিন্ন ষ্ট্রেকফর-ওয়ার্ড উপায় আর কিছু নেই, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখি যে, কলখানা ভারী খারাপ, কোন চাবিই লাগে না, উদ্যমভঙ্গ হই হই, এমন সময় হঠাৎ মনে স্পর্দ্ধা হ'ল যে, কি, আমি "কামারের ছেলে" একটা কল খুলতে পার্ব্বো না ? তখনই একটা ছিঁচকে দুম্ড়ে দামড়ে এক রকম ক'রে নিয়ে ঝড়াকসে বাক্সটা খুলে ফেলেম, বড়ই আহ্লাদ হ'ল যে, হাঁ, যথার্থ কামারের ছেলে বটে! নিজের বরাতেও জেল নেই, ছেলেপুলেগুলোর বরাতেও উপবাস ক'রে মরা নাই, তা'ই সেই সঙ্গে সঙ্গে এইটে মনে এল যে, ভাল কামায়ের ছেলে বলে দাপট করে কল তো ভাঙ্গলেম, তা ভাজাভাজি না ক'রে এই দাপটে কল গড়ি না কেন ? জেতের বিদ্যা চুরিতে না খাটিয়ে রোজগারে খাটাই না কেন ? তার পর তাই থেকে তোমার বাপ মার আশীর্ব্বাদে যা হোক দুমুটো এনে খাচ্ছি, বাড়ীখানি

খালাস হয়েছে, আবার জগদম্বা যদি কৃপা করেন, তা হ'লে আসছে বছর মা'কে আনবার ইচ্ছা আছে। তারপর সেই "ভদ্র আনার" গড়াগড়ির সময় বঙ্কাভের ভিতর হ্রখশ জন যারা মুখে টিপে টিপে হাসতো, তাদের ছেলেপুলেরাও আমার কারখানা থেকে ছু পয়সা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামার ছেড়ে হামার ধরেই ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি; ভদ্র লোক হয়ে সাহেবের উমেদারী কর্ত্তে গিয়ে তাঁর দরওয়ান চাপরাসীর খিঁচুনি খেয়ে এসেছি এখন ছোট লোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও ছু পাঁচজন দরওয়ান চাপরাসী রেখেছি আর সময়ে সময়ে এক আধটা সাহেবও আমার কারখানায় চাকরী পাবার জন্ম দরখাস্ত কর্ত্তে আসে। দেখে শুনে আর ভুগে আমার তো ভাই বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাতব্যবসা ছেড়ে দেওয়া।

যাদব। জাতব্যবসা কি—ব্যবসার আবার জাত কি? যার যা ইচ্ছে, সে সেই ব্যবসা কর্ত্তে পারে।

রাধা। পার্ব্বে না কেন? হাত আছে, পা আছে, পারে না কি আমি বলছি? কিন্তু কি জান ভাই, মনটা কিছু লাফানে ধাতের হয়ে পড়ে; কেদারায় বসে টানাপাখার হাওয়া খেয়ে কলম পেষা বেশ সেকাফা ছুরস্ত,বাইরে থেকে খুব জবকাল, মেহন্নতও কম, সেই জন্ম সবাই লাফিয়ে তাই ধর্ত্তে চায়, কিন্তু জেতের কড়াকড়টা ঠিক বজায় থাকতো,তা হ'লে আর এটা হতে পারত না। সব ব্যবসায়—সব কাজের হিসেব মত ভাগাভাগি থাকতো।

যাদব। এ কত বড় পক্ষপাত দেখ দেখি, যার একপুরুষ ছুতোরগিরী করেছে, তার বংশে বরাবরই সকলকে ছুতোরগিরী কর্ত্তে হবে? কারুর যদি উন্নতি কর্ত্তে ইচ্ছা হয়, সে পার্ব্বে না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের দেশে এখন কায়েত বামুন ছাড়া অন্ত জাত থেকে কত বড় বড় লেখাপড়াওয়ালা লোক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা দেশের কত উপকার হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তাঁ'রা যদি মূর্খ হয়ে নিজের জাত-ব্যবসা কর্ত্তেন, তা হ'লে কি হতো?

রাধা। কিন্তু একটী ছুতোর ডাক্তার, একটী ধোপা উকীল, একটী নাপিত এডিটারের জায়গায় কত ভরদ্বাজ কশ্যপের বংশ, ধর ব্রাহ্মণ পাঁউরুটীওয়ালা হয়েছে বল দেখি? কত আচার-বিনয়-বিদ্যাদি-গুণসম্পন্ন কায়স্থের সন্তান এখন কমলানেবু বয়রের ঝুড়ী মাথায় ক'রে বেড়াচ্ছে বল দেখি পুঁথির মূর্খ পণ্ডিতের কথা কি বলছো? কেতাব পড়া—তা কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া অন্ত জ্ঞান উপার্জ্জন কর্ত্তে কোন জাতিরই নিষেধ ছিল না, কিন্তু লেখাপড়া কল্লেই যে জাতব্যবসা ছাড়তে হবে, তার মানে কি? এই যে বুদ্ধি, যে ব্যবসায়, যে পরিশ্রম ও যে মনোযোগের বলে তুমি পারেলে এম এ পাস করেছ, সেই বুদ্ধি, সেই ব্যবসায়, সেই মনোযোগ, সেই পরিশ্রম যদি তোমার জাতীয় ব্যবসায় কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ কর, তা হ'লে তুমি তোমার নিজের, পরিবারের, দেশের কত উন্নতি—কত উপকার কর্ত্তে পার বল দেখি?

যাদব। তা তো আমি রাজী আছি, জয়েণ্টষ্টক প্রিন্সিপলে একটা এগ্রিকলচারল কোম্পানী করবার চেষ্টাও আমি কচ্ছি; কিন্তু সমস্ত দেশের লোক এখনও তেমন উন্নত হয়নি, তেমন এনলাইটেণ্ড হয়নি. আমি এনকরেজমেণ্ট পাচ্ছি কৈ?

রাধা। ঐ দেখ ভাই, লিমিটেড কোম্পানী কর্ত্তে, ডাইরেক্টর হবে, সেক্রেটারী হবে, ঐ ঘুরে ফিরে সেই কেরাণীগিরী কাগজ কলমে ক্যালকুলেসন্ কসে রিপোর্ট লিখে যতটুকু কৃষিকর্ম্ম হয়, তাতে রাজী, নয় বড় জোর সোলা-হ্যাট মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে একবার মাঠ তদারক ক'রে আসবে—কেরাণীগিরী + প্লস্ সাহেবী—তা তোমার দোষ কি ১৯।২০ বৎসর অভ্যাস ক'রে যা শিক্ষালাভ করেছ, তা তো কর্ত্তে যাবেই। লেখাপড়া শিখতে একটু মাথার খাটুনি হয় বটে, কিন্তু শরীরের একটু আয়েস, একটু বাবুগিরী অভ্যাস হয়ে যায়। এই দেখ না, গবর্ণমেণ্টের খরচায় বা অন্তরকমে যে ক'জন বাঙ্গালী বিলাত থেকে চাষ-বাস শিখে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটগিরী, কেউ স্কুলমাষ্টারী, কেউ বা চাষের রিপোর্ট লেখে চাকরী কচ্ছেন, কিন্তু নিজের একাউণ্টে চাষ আবাদ করবার প্রবৃত্তি কারুরই হয়নি; আর হবেই বা কি রকম ক'রে? একটা বড় ইংরাজী রকম ক্ষেত-খামার না হ'লে তো আর তাঁরা হাত দিতে পার্ব্বেন না, (বোধ হয়, তার মূলধনও নেই), এর কারণ কি? বিলাতে এগ্রিকলচারল, কেমিষ্ট্রী, ভেটেরিনারি, বুককিপিং, ফারমিং, ষ্টিম প্লাউয়িং ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে, কিন্তু লাঙ্গল ধরা, গোরুর লেজ মলা, রোদ-জল খাওয়া, চাষার সঙ্গে বসা, ধূলো মাখা এই সব আবশ্যকীয় বিষয়গুলি শেখা হয়নি, সেটী শিখতে গেলে বালককাল থেকে অভ্যাস কর্ত্তে হয়, ছেলেবেলা থেকে ঐ সব কর্ত্তে কর্ত্তে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে ওতে শরীরও খারাপ হয় না, আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর যে সুখটুকু, যে মানটুকু, যে গর্ব্বটুকু লুকান আছে, সেটীর উপর দৃষ্টি পড়ে, তা'ই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটী মেখে ধানের বোঝা মাথায় ক'রে, গান গাইতে গাইতে বাড়ী যায়; আর তোমার হেডক্লার্ক বাবু চাপকান প'রে, ট্রাম চড়ে, একেবারে দুনিয়ার উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন।

যাদব। ও তুমি সব কি বলছ, আমি বুঝেতে পারিনে, মাটীমাখা আবার শিখব কি?

রাধা। এই যেমন কালিমাখা শিখেছ। দেখতে পাও না, ম্যাডিকেল কলেজে পাঁচ বচ্ছর রক্ত-পুঁজে ঘৃণা ছাড়তে শিখে তবে সার্জ্জারি কর্ত্তে বেরুতে হয়। অভ্যাস বড় জিনিস, অভ্যাসে শুধু শরীর নয়, মনও বশ হয়। হেস না, এটা ছোট কথা বটে কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্ত বলি, যে মেথর সহরের ময়লা মাথায় ক'রে বেড়ায়, একটা সন্ত মরা ইঁদুর তা'কে ফেলে দিতে বল্লে সে ছোঁয় না, তাতে তা'র জাত যাবে, মান যাবে—সে মুদ্দফরাসের কায। যে কসাই বড় বড় "কত কি" সব হাসতে হাসতে স্বচ্ছন্দে কাটে, একটা মাছি মারতেও তা'র কষ্ট হয়। সুখ দুঃখ, ক্লেশ আরাম, সহ্য অসহ্য, মান অপমান, এ সকলেরই বোধাবোধ কেবল অভ্যাস ও সংস্রবগুণে। এই জন্ত সেকেলে ঋষিরা শ্রমজীবাদের পক্ষে হায়ার এডুকেশন নিষেধ ক'রে গেছেন। তাঁ'রা জানতেন, যেমন একালে দেখা যায়, গাউন প'রে কনভোকেসনে গিয়ে লাট সাহেবের হাত থেকে বি এ, এম এ, ডিগ্রি আনার পর ঘঁ্যাদা বাঁটালি নিয়ে বারুয়া বাক্স গড়তে পারে না; তেমনি সেকালে সাখ্য-পাতঞ্জল প'ড়ে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন জয় ক'রে এসেও, কেউ তাঁত বুনতে বসতে পার্ব্বে না।

যাদব। কিন্তু তা'তেও তোমার (হেড়ি-

(ডিটারি) বংশগত জাতিভেদের থিওরি বজায় থাকছে না। যে ছেলেকে টেকনিক্যাল এডুকেসন দেবার ইচ্ছে হ'বে, তা'কে একটু ছেলেবেলা থেকে হাতে হেতেড়ে কাজ শিখতে দিলেই হ'ল।

রাধা। কা'র কাছে শিখতে দেবে? হারাণ ডেপুটীর ছেলে পরাণ কুমোরের কাছে ব'সে হাঁড়ি গড়তে শিখতে কি সহজে চাবে? গবর্ণমেণ্ট টেকনিক্যাল স্কুল কচ্ছে না ব'লে চটছো, দুঃখ কচ্ছো, কিন্তু তোমার সেই "হম্‌বগ" ঋষিগুলো কি গ্রাণ্ড পারমানেণ্ট ভলেণ্টারি টেকনিক্যাল স্কুলের বন্দোবস্ত ক'রে গেলেন বল দেখি? Each caste was a special school for a particular industry, এক এক জাত এক একটা স্কুল, এক একটা কারিগরের ঘর এক একটা ওয়ার্কসিপ। ছুতার "জাত" কাঠের কাজ শেখবার একটা পার্মেনেণ্ট স্কুল, লোহার কাজ শেখবার স্কুল কামার "জাত"; এদেশে চাষার কাজটা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন, চাষের কাজের ফিল্ড খুব এক্সটেনসিভ; এই জন্য চাষের কাজ শেখবার জন্য একটা নয় চার পাঁচটা স্পেস্থাল জাত আছে, আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ ছাড়া চাষ করবার জন্য যেন একটু exofficio প্রিভিলেজ্ আছে। সেই ঋষিদের হম্‌বগ্ বলতে লজ্জা করে না? কি জান! কি দূরদৃষ্টি! কত বড় উদ্ভাবনা-শক্তি দেখ দেখি, বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে, অত বড় ইণ্টারেষ্টেড্ গুরুমশাই আর কোথায় খুঁজলে পাবে? আর যে বাপ পৃথিবীতে সবার উপর মান্য, তিনি যে কাজ করেন, তাঁ'র কাজ থেকে সেই কাজের স্নেহমাখা শিক্ষা পেতে সন্তানের সহজেই আমোদ, উৎসাহ ও প্রবৃত্তি হবে। বুড়ো বাবুজেরা তো আর জানত না যে, কালে বাপকে ড্যাম বলা, ফুল বলা বিদ্যাদিগ্‌গজ সব জন্মাবে? বাপকে ছোট লোক বলে নিজে ভদ্রলোক হ'তে যাবে? তার উপর হেরিডেটী—বাপের গুণ ছেলেতে বর্ত্তায়, বাপের প্রবৃত্তি ছেলেতে জন্মায়, এ কথা তোমার ইংরাজেও স্বীকার করে। ছেলের instinct inclination এর জন্য একাউণ্ট কর্‌ কর্ত্তে হ'লে বরং আমাদের পূর্ব্বজন্মজাত নক্ষত্র এগুলো ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু ইংরেজ টিংরেজের হেরিডিটী বা বংশ-লক্ষণ ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

যাদব। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, ভাল রকম এডুকেশন না পেলে কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না।

রাধা। কে বলেছে যে এডুকেসন চাই না, আর কেই বা তোমায় বল্লে, এডুকেসন মানে বই পড়া। এই ঘানি, চরকা, তাঁত-টাঁতগুলো এদেশে গোড়ায় বেদব্যাস-শুকদেবও তৈয়ের করেননি, আর যখন তৈয়েরি হয়েছে, তখন তোমার বিলেত জন্মায়ওনি। যে অনক্ষর কারিকর প্রথম চরকা তৈয়ের করেছিল, তা'র মাথা যে বিলাতী স্পিনারি তৈয়ের করেছিল, তা'র চেয়ে কম্‌তি ঠাওরাও নাকি?—কুমোর তো হাঁড়ি গড়ে, মাটী করেছেন জগদীশ্বর—একটা গোড়া পেলে তা'র উপর অনেকে ফ্যালাও কর্ত্তে পারে। আর রসো, হালফিলই দেখ, তোমার এখানকার ইন্‌ভেন্‌সনের রাজা তো এডিসন, কলেজ ইউনিভারসিটি চুলোয় যাক, তিনি যে স্কুলেও বড় বেশী ভিক্টেসন লিখেছেন, তা'রও এমন কিছু বেশা নজীর নাই। বুক-এডুকেশন যে দরকার নাই, তা আমি বলছি না। ডিগ্নিটী অফ লেবার যদি এপ্রিসিয়েট করা যায়, শারীরিক পরিশ্রমের সম্মান রেখে মিস্ত্রী, কারিকর, কৃষককে যদি আমরা আদর ক'রে

আমাদের সংসর্গে আসতে দিই, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে মেশবার জন্ত তাদের ভিতর অনেকে নিশ্চয়ই অবসরমত লেখাপড়া শেখে। এই যেসব এখানকা'র বড় বড় সাহেব মার্চ্চেণ্ট দেখিতে পাও,এঁদের ভিতর অনেকেই ১৩।১৪ বৎসরের সময় এপ্রেণ্টিস ঢুকেছেন, সমস্ত দিন কাউণ্টারে জোতা থেকে এরা বয়সকালে চেম্বার অফ দি কমার্সের প্রেসিডেণ্ট হবার, সেণ্ট এণ্ড্রুস ডিনারে বক্তৃতা দেবার উপযুক্ত হন। তা'র পর আমাদের দেশে লোক-শিক্ষার, যাকে মাস্ এডুকেশন বল,তা'র আর একটী সহজ উপায় আছে; বার মাসে তের পার্ব্বণ, বার-ব্রত, পাঠ, কথকতা, যাত্রা, আমোদ ইত্যাদি সবই এডুকেটিং, সব থেকেই শিক্ষা পাওয়া যায়; আবার এই বঙ্গদেশে কাশীরাম, কৃত্তিবাস যা দুখানি অমূল্য বই লিখে গেছেন, তা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোককে শিক্ষিত কচ্ছে;—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

এই দুটী ছত্রে ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই শিক্ষার প্রতি যে প্রবৃত্তি দিচ্ছে, তা তোমার জর্ম্মাণ পুলিসের ঠাকুদ্দাদাও এ জন্মে পার্ব্বে না। কি কথায় বার্ত্তায়, কি ধর্ম্মভাবে, কি আচার-ব্যবহারে, আমাদের দেশের সামান্ত সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই। ইতর লোকের অবস্থা হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়; যেমন কিউ-গার্ডেন দেখে ইংলণ্ডকে উর্ব্বরা দেশ বলা যায় না, পল্লীগ্রামের পড়ো জমি দেখতে হবে, তেমনি বিলেতের ভদ্র সাহেবদের দেখেই বিলেতকে একেবারে সভ্যভূমির আদর্শ বল্লে হবে না; ইংলণ্ডের ইতর লোককে দেখলেই বুঝতে পার্ব্বে যে, বিলেত হারড উড।

যাদব। তবে তুমি এখন কি কর্ত্তে চাও একরকম তো সব ভেঙ্গে চুরে গেছে, আপাততঃ উপায় কি?

রাধা। আলাদীনের প্রদীপ ঘষায় মতন তড়ি ঘড়ি কিছু হ'বার যো নেই। সেই দ্রোণাচার্য্য প্রথম যে দিন ধর্ম্মের জন্ত বেদাধ্যয়ন ছেড়ে, স্বার্থের জন্ত ধনুতে বাণ যোজনা করেছিলেন,সেই দিন থেকেই আস্তে আস্তে ভাঙতে সুরু হয়েছে, অনেকদিনে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে; প্রথমে রাবিশ্ সাফ কর্ত্তে হ'বে, তা'র পর আস্তে আস্তে অনেকদিনে গড়্তে হবে, ভাঙবার চেয়ে গড়তে বেশী সময় লাগে, তা তো জান? আমাদের উন্নতি কর্ত্তে হ'লে তোমরা যাকে পেছনো মনে কর, সেই পেছুতে হবে; সাহেবী ধরণ সামনে আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্ত্তে যতই চেষ্টা করবে, ততই অধঃপাতে যাবে, হিন্দুর উন্নতির উপায় সেই পুরাতন হিন্দুর আদর্শ। আশ্চর্য্য এক এনোমেলি দেখি যে, পাছে সাহেবেরা আমাদের অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার এবরিজিনিদের মত মনে করেন বলে প্রতি কথায় আমরা তাঁদের সামনে গর্ব্ব করি যে, আমরা পুরাতন আর্য্যজাতির বংশ; আমাদের ব্যাস ছিল, বাল্মীকি ছিল, ভীম ছিল,অর্জ্জুন ছিল; আয়ুর্ব্বেদ ছিল, জ্যোতির্বিদ্যা ছিল; ভাস্কর কার্য্যের উদাহরণে উড়িষ্যার মন্দির দেখাই, শিল্পের জন্ত ঢাকা মসলিন দেখাই, আরও কত কি দেখিয়ে তো আমরা ইংরাজদের কাছ থেকে সভ্যজাতির প্রিভিলেজ ডিম্যাণ্ড করি, কিন্তু আপনাদের নিজের কাজের বেলায় সে সমস্তই ইগ্নোর করি, শাস্ত্রগুলো আরেবিয়ান নাইটের গল্প মনে করি; সাহেবঃ শরণং বিনা গতিরন্যথা জেনে বসে থাকি।

যাদব। তবে কি আবার সব কেঁচে গণ্ডূষ

করে এই লেখা-পড়া ভুলে যে যার জাত-ব্যবসা ধর্ত্তে হবে?

রাধা। যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল। কাজ ভাগাভাগি ক'রে নিতেই হবে, শরীর খাটা-তেই হবে, তবে আজ বা ভট্‌চার্য্যি মশায়ের হাতে লাঙ্গল দিয়ে তুমি ঘণ্টা নাড়, আবার তোমার ছেলে কাল জুতো সেলাই কর্ত্তে বসুক, আমার ছেলে অন্নের অভাবে বিহারী-লাল কর্ম্মকার নাম বদ্‌লে বিহারানন্দ স্বামী হয়ে গেরুয়া পরে ধর্ম্মপ্রচার কর্ত্তে বেরিয়ে যান; এই রকম পোড়াধরা খিচুড়ি চলতে থাকবে। কিন্তু বংশগত জাতিভেদের বন্দো-বস্ত ভারী পাকা, ভারী কায়েমি, এই জাতি-ভেদই সাম্য। সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে, আমারও ঘটী আছে; নয়, তোমার না হয় ঘটী আছে, আমার না হয় বাটী আছে। যেমন পরকালে তরবার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে যোড়হাত ক'রে দাঁড়াতে হ'বে, তেমনি ব্রহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা-নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হ'তেই হ'বে; প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে। আমি প্রত্যেক জাতিকেই সম্মান করি, তবে কাক কাকের রূপেই সুন্দর, তিনি যদি ময়ূরপুচ্ছ পরেন, তবে আমি শ্রীদাঁড়কাকচন্দ্র রায় তাঁ'কে একটু ঠোকরাব। কেন তিনি দুটো রংচঙে পাখার লালচ করেন? ঐ কাল রূপেই তাঁর আদর কত—কত দরকার! এই কলকেতা সহরেই একদিন কাক না থাকলে মিউনিসিপালিটীকে মাথা চাপড়ে পাগল হ'তে হয়, পাড়াগাঁয়ে তো কাক আছে বলেই কনসারভেন্সি টেক্স দিতে হয় না; আর ময়ূরের দ্বারা সংসারে বিশেষ কিছুই প্রয়োজন দেখি না, তা'র পর পাঁওরাজের কথা যোরে্ত গেলে কাল কাক দ্বারা তাঁর কাছে নাইটেজেল, পালকের বালক না থাকলে সংসারে তাঁকে চায় কে? মাদী ময়ূর কে পোষে! মদ্দারামও যে কদিন কুচ্ছ ফেলেন, সে কদিন তাঁর পানে কেউ ফিরেও দেখে না। এই ভেদাভেদই সাম্য রক্ষা করে-ছেন। এটী বেশ মনে রেখ, মেয়েদের গোঁফ বেরুলেই আর পুরুষেরা ঘোমটা দিলেই সাম্য হয় না।

যাদব। তোমার কথায় যে দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে হে।

রাধা। এই বেলা নেশার ঝোঁকে ঝাঁ ক'রে লেগে যাও, জুড়ুতে দিও না—যাও।

যাদব। তবে—আর দু একটা—কথা—আছে—

রাধা। আর এখানে দাঁড়িয়ে মাথা ধরান যায় না। কথা কইলে ঢের কথা আছে। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেড়াতে কার-খানার দিকে যেও, যত বকাতে পার, তোমার সঙ্গে বকবো তখন। বরং একটু আগে ব'লে পাঠাও যদি, তিনকড়ি মামাকেও খবর দিয়ে আনিয়ে রাখব, সে বুড়ো আবার আমার আটগুণ বক্তা, তা'র হাতে আর ছাড়ান ছিড়েন নেই।

যাদব। হাঁ হাঁ হাঁ, বুড়োকে কদিন দেখিনি যে?

রাধা। জান তো বুড়ো চিরকালই একটু লোকজন ভালবাসে, এই বড়দিন উপলক্ষে বিস্তর ভদ্রলোকের পায়ের ধূলো তাঁ'র ওখানে পড়্‌বে, জন কতক বিদেশী বড় বড় লোকও আস্‌বার কথা আছে, তাঁদের অভ্যর্থনা আমোদ টামোদ দেবার জন্য বুড়ো ভারী ব্যস্ত, তা'র মাথার ঠিক নেই। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

গোলাঝাড়ুনীগণ ।

(গীত)

ঝাড়বনাকো ঝাড়া আর,
(আমরা) ভাসিয়ে দেব কুলো।
ইঙ্গিরিতে হয়েছে হুজুর আমাদের ভুলো।
ভুলোর তিন তিনটে পাশ,
দেশে তুলে দেব চাষ,
কোন্ শালী আর বুনতে দেবে
ধান সরষে তিসি তামাক তুলো
হবে উকীল সামলা দেবে মগজে,
ভুলো খবর লিখবে কাগজে,
মুচ্ছুদ্দী হ'য়ে দেখ না কবে—
রেখে দাসী চাকর—
ভুলো ছাপোরখাটে শুলো ॥
ভুলো পেটে, গতর খেটে, গড়িয়েছিনু দানা,
ভুলো আমার পয়া—
ভুলুবাবুর রোজগার হলে করবো কাশী গয়া-
নাড়বে হাঁড়ী বামনী রাঁড়ী
আমরা ছোঁবনাকো চুলো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিমতলা স্নানের ঘাট ।

কায়েত-গিন্নী ও বামুন-গিন্নী ।

কা-গি। দিদিকে আজ ক'দিন যে ঘাটে দেখিনে?

বা-গি। আর বোন্, ক'দিন এখানে ছিলাম না। সেই হুগলী ইষ্টিসেনে নেবে হেঁটে গিয়ে সন্ধ্যার পর পৌছুতে হয়, গাজির গাঁ বলে এক গ্রাম আছে, সেইখানে গিয়েছিলাম।

কা-গি। কেন দিদি, সেখানে কেন?

বা-গি। আর কেন বোন্, পেটের জন্ম কি আর জাত-জন্ম রইল! ইনি তো কিছুই রেখে যাননি, যা সোণা রত্তি রূপো রত্তি একটু লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাই বেচে কিনে কষ্টে-সৃষ্টে ছেলেটাকে মানুষ কল্লেম, ছেলেও আমার লক্ষ্মী, বাছা আলুভাতে ভাত খেয়ে পরের খোসামোদ ক'রে পড়া বলে নিয়ে দুটো পাশ পর্য্যন্ত দিলে; তা আমার আর পড়াবার সাধ্যি নেই, আর দুপয়সা না আনলে সংসার চালাতে পারিনে; এই দেড়টী বচ্ছর এর দোর ওর দোর ক'রে বেড়াচ্ছে, তা একটী কর্ম্ম আর লাগছে না! আমার বাপের বাড়ীতে ছেলেবেলা যে নাপতানী কাজ কর্‌তো, শুন্‌লেম, তা'র ছেলে নাকি এখন কোথাকার জজ হয়েছে, তা পাঁচ জনে বল্লে যে, এই বেলা সে ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে, এককালে তোমার বাপের বাড়ীর অনেক খেয়েছে পরেছে, তাকে গিয়ে ধর। ঐ যে গাঁয়ের নাম বল্লেম, সেইখানেই সে নতুন বাড়ী করেছে, তা'কে ধল্লে ধরণীর একটা ছিল্লে লেগে যেতে পারে; কি করি বোন্, একদিন যা'কে আলতা পরাতে পা বাড়িয়ে দিয়েছি, পেটের দায়ে তা'রই খোসামোদ করতে গিয়েছিলেম।

কা-গি। তা কিছু হ'লো? কিছু ক'রে আসতে পাল্লে?

বা-গি। আর বোন্, সে কথা আর কি বলবো, গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে আর কেমন ক'রে মিছে কথা কই? আমি কি অত শত জানি,

খাদাসিয়ে মানুষ, আগে যেমন ডাকতুম, গিয়ে তেমনি নাপতে-বৌ বলে ডাকতেই হুমাগী দাসী তো খালি আমায় মারতে বাকী রাখলে আর একটা গহনা-গাঁটী-পরা ছুঁড়ী—শেষ বুঝলেম, সেটা ছোঁড়ার বৌ, সে তো হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে আরম্ভ কল্লে। সে হাসি দেখে কে? হাসতে হাসতে ছুঁড়ী শেষ দাঁতকপাটী মেরে ভেউড়ে মেউড়ে পড়লো। ঝি মাগীরা তখন আমায় ছেড়ে জলের ঘটী নিয়ে পাখা নিয়ে বৌয়ের সেবা করতে বসলো। শুনলেম নাকি ফিট না' ফাট হয়েছে; পয়সা হ'লে ব্যাটাছেলে তো লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়, মেয়ে মানুষে ভাতারের পয়সা হ'লে এই দেখলেম, ভেউড়ে মেউড়ে ফিটফাট হয়। ছোঁড়া সেই সময় বড়ীর ভেতর এলো, ও মা দেখি, আর সে চেহারা নেই, রং আরও কাল হয়েছে, মস্ত ভুঁড়ি হয়েছে। মাকে নাপতে-বৌ ব'লে ডেকে বেশ শিক্ষা পেলেম, ব্যাটার কাছে সে পুরণো পরিচয় আর তুল্লেমই না; বল্লেম, বাছা, তোমাদের ছেলেবেলা যে গাঁয়ে বাড়ী ছিল, আমরাও সেই গাঁয়ে থাকতেম। তা ভগবান্ তোমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন আর তুমি বরাবরই লক্ষী ছেলে, কত লোককে পুষছ, এই রকম বিস্তর খোসামোদ ক'রে বল্লেম যে, আমার ধরণীর একটা উপায় তোমায় ক'রে দিতেই হ'বে। বাছা আমার ছুটো পাশ করেছে, কাজকর্ম্ম যা দেবে, তাই পারবে। তা প্রথমে তো চিনতেই চায় না, শেষ অনেক সাধ্যি-সাধনার পর বল্লে কি না—শুনলে বোন্ চমকে যাবে, তেজের কথা শুনেছ, বল্লে কি না যে, এখন তো কাজকর্ম্মের সুবিধে নেই, তবে যদি আমার সঙ্গে থাকে, রাত্রে কাগজপত্র নকল করবে, ছুটী ছেলেকে পড়াবে আর বাসায় রাঁধবে, তা' হলে পনের টাকা ক'রে মাসে দিতে পারি।

কা-গি। ও মা, কি ঘেন্না! তা হোক না বড় হয়েছিস হ', কলিকালে তোদেরই দিন-কাল পড়েছে, তোদের ঘরে লক্ষী ঢুকবে না তো কি আর কারুর ঘরে ঢুকবে? তা তো ঢুকবেই না, তা ব'লে কি এত দর্প কত্তে হয়, মুখে না বলিস, মনে মনে জানিস তো এক-কালে এদেরই খেয়ে মানুষ হয়েছিস, তা কর্ম্ম ক'রে দিস না দিস, বামুনের মেয়ে তোর বাড়ী বয়ে গিয়েছে, খপ ক'রে মুখের ওপর তার ছেলেকে বাসায় রাঁধুনীগিরী করবার কথা বল্লি! হোক বাপু কলি, সত্যই কি এত ধর্ম্মে সইবে!

বা-গি। ও বোন্, সব সয়, বাছা যদি আমার পেটে না জন্মে কোন মুচি মুদ্দ-ফরাসের ঘরে জন্মাত, তা হ'লে বোধ হয় দুঃখ ঘুচতো।

কা-গি। আর আমিই বা বলছি কি; রেঁধে ভাত খাওয়ান তো বামুনের কাজ; আমার ছেলেই বা কি কচ্ছে, আমার দাদা-শ্বশুর শুনেছি পঞ্চাশ টাকা মর্য্যাদার কম মৌলিক কায়েতের বাড়ী ভাত খেতেন না, আমাদের পেঁজের বোসেদের ঘরে কথাই ছিল যে, ছেলে মুখ্যু হয় দারগাগিরী ক'রে খাবে। আমার প্রিয় তো দুটো পাশের পড়া পর্য্যন্ত পড়েছিল, সেই প্রিয় এখন দরজীর দোকান ক'রে বসেছে, ছত্রিশ জাতের পা পর্য্যন্ত নিজে হাতে মাপ নিয়ে কাঁচি ধ'রে কাপড় কাটে। এখন ওটুকুও থাকলে বাঁচি। এই পোড়া ইংরাজি পড়ায় কি আর জাত-জন্ম আছে, ছোট বড় বিচার আছে, সবাই যাচ্ছে আপিসে চাকরী কত্তে, কোম্পানী তো আর চাকরী বিইয়ে দিতে পারে না। তা দরজীর ছেলে কেদারায় বসে

কেরাণীগিরী কল্লে কায়েতের ছেলেকে ছুঁচ ধরে দরজীগিরী কত্তে হবে বই কি।

বা-গি। চুপ কর বোন্ চুপ কর, কে নাইতে আসছে দেখেছিস?

কা-গি। ও মা, সত্যি তো কলু-বৌ যে!

বা-গি। ও মা, তুই কচ্ছিস কি, কলু-বৌ বলিস কাকে? পাঁচ সাত শ বামুন কায়েতের ছেলে এখন ওর ভাতারের তাঁবে চাকরী করে।

(কলু-বৌ ও বিশুর মার প্রবেশ)

কলু-বৌ। বিশুর মা!

বি-মা। কেন মা!

কলু-বৌ। এই জন্যে গঙ্গাচ্ছানে আস্‌তে পা লাগে না, ঘাটের পথে কাঁকর দেখেছিস. মা গো, গোড়-মুড়োটা জ্বলে গেল।

বি-মা। তা মা, এটী তোমার নিজেরই দোষ, তুমি মা ভারী দুষ্ট মেয়ে, আমার কথা তো শুনবে না। আমি এত বলি যে, লোক-জন বল, সামগ্রী-পত্তর বল, কিছুরই তো অভাব নেই; বলি, এই যে অতগুলো বেয়ারা বসে বসে খাচ্ছে, কেন, গঙ্গা নাইতে যাবার সময় বাবুর বটুকখানা থেকে একখানা বড় কেদারি নিয়ে চলুক না, তুমি মা গাড়ী থেকে নেবে সেই কেদারিতে বসলে চাকর মিন-বেয়া ধরাধরি ক'রে তোমায় একাবারে গঙ্গায় গব্ভো নাবিয়ে দিক আর না হয় বাবুকে বল, একখানা বড় দেখে বনাত-টনাত কিনে এনে দিন, গাড়ীর কোল থেকে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত পেতে দিলে, তা'র ওপর দিয়ে তুমি চলে যেতে পার। তা তোমার তো নিজের শরীরের ওপর একটু যত্ন নেই, অমন তুলোর মতন পা, চলে যেতে পদ্ম ফোটে, ধূলো-কাঁকর মাড়িয়ে চল্লে ও পা আর ক'দিন থাকবে?

কলু বৌ। বিশুর মা, কিছু করিনে, এতেই পোড়া লোকে এত বল্‌ছে, তার ওপর যদি আবার কেদারিতে বসিয়ে বেয়ারায় গঙ্গায় নাবায়, তা হ'লে কি আর আমায় বাঁচতে দেবে?

বি-মা। না—তা দেব না, পোড়া লোকের তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, খালি আমার মা লক্ষ্মীর ওপর চোক দিচ্ছেন। তোদের অদেষ্টে ধন-কড়ি হয়নি, তা সে যে ভগবান্ দেয়নি, তা'র সঙ্গে বোঝা পড়া কর গে যা, আমার মা জননীর ওপর হিংসে করে মরিস কেন? চোকে চোকে বাছা আমার পাকাটিটী হয়ে গেছে, আহার একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে!

কলু-বৌ। (ঢেঁকুর তুলিয়া) হেউ— দেখ্ দেখি বিশুর মা, কাল রাত্রে তুই জোর ক'রে মুখে তুলে দিয়ে, রাবড়িটুকু খাইয়ে দিলি, আমার পেটে কি ও সব সয়?

কা-গি। (একান্তে) আহা, তা বই কি, বাছার আমার শুঁটকি মাছ দিয়ে চিচিঙ্গে খাবার ধাত, জোর ক'রে রাবড়ি মালাই খাওয়ালে সইবে কেন?

কলু-বৌ। হেউ—উঃ—মা গো, রাবড়ির সঙ্গে পেস্তা ছিল বুঝি? এখনও ঢেকুরের সঙ্গে তা'র গন্ধ বেরুচ্ছে। উঃ! পেস্তা-গুলো কি দুর্গন্দি, কেমন করে মানুষে খায়?

কা-গি। (একান্তে) তা বই কি, গন্ধ বলি চোনা গোবরের। খোসবোতে খোস-বোতে এক খোয়া পাস্তা উড়ে যায়।

বি-মা। দেখ মা, তোমার বাপ রাজাই হোন আর যাই হোন বাপু, তারি মিথ্যেবাদী, তুমি বেটী মিথ্যুকের মেয়ে। রাবড়ি খেয়ে অসুখ করেছে ব'লে আমার দোষ দিচ্ছ, আমি দশবার বল্লুম না যে, ঐ নাচ্‌গো রুক্তি বই রাবড়ি নয় আর ক কুড়িই বা লুচি

খেয়েছ, ওর ওপর ঐটুকু খেলে পেটে গিয়ে গোলমাল করবে।

কা-গি। (একান্তে) খালিপেটে পড়ল কি না।

বি-মা। বল্লুম, যদি হজম কত্তে চাও, তা ওর সঙ্গে নিদেন সাতটা ফজলি আঁব খাও, তা তুমি হরগিজ নাচটা বই মুখে কল্লে না।

কা-গি। (একান্তে) আ মরি, এরা কিছু জানে না, ওর সঙ্গে কুড়িখানেক কাঁটালকোষ দিতে হয়—

কা গি। (সহাস্যে) তুই থাম।

কা-গি। হাঁ দিদি, এই গলার কাছে একটু ফাঁক আছে কি না, সেইখান দিয়ে বাতাস ঢুকে ঢুকে ঢেঁকুর বারকচ্ছে, কাঁঠাল-কোষে ঐটুকু বুজে গেলে আর কোন গোল থাকতো না।

কলু-বৌ। তা নয়—তা নয় বিশুর ম'—তবে বলব ? বা না, তুই বকবি, বলবো না —

বি-মা। না না, বকবো না, তুমি বল, এমন পাগল মেয়ে দেখেছ, আহা, মা আমার দেবলোক থেকে ছলতে এসেছেন!

কা-গি।—(একান্তে) আহা, বামুনের মেয়ের কি দুর্গতি গা! পুরণো কাপড়খানা একটু মশলা দেওয়া তেলটার পিত্যেশে কি খোষামোদ গা!

বি-মা। বল না মা, কি বলবে ?

কলু-বৌ। কাল বাগানের যে ডালি এসেছিল, তা'ই থেকে চারটে চালতা আর একটা তাল লুকিয়ে রেখেছিলেম। কাচা চালতা নুণ দিয়ে আমি ছেলেবেলা থেকে বড় ভালবাসি আর তালের সময় সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীতে আর রাঁধা হতো না; তোরা শুতে গেলে আমি সেই তাল আর চাল্‌তা কটা চুপি চুপি খেয়ে ফেলেছিলেম।

কা-গি (অগ্রসর হইয়া) মা, তুমি আমার কৃপা কর। আমি এতকাল তোমারই অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি—মা, তুমি আমায় খাও!

কলু-বৌ। কে গা তুমি ?

কা-গি। হাঁ মা, তুমি আমায় খাও। সংসারের গতিক দেখে আমার হাড় জরজর হয়েছে, দয়া কর মা, আমায় খাও, তুমি অনায়াসে পার।

কলু-বৌ। কে রে এ মাগী ?

কা-গি। মা, আমি এদ্দিন তা'ই ভাবি যে, দেশ শুদ্ধ লোকের অম্বলের ব্যাম কেন ? তুমি সবার খিদে হরণ করেছ মা!

কলু-বৌ। মাগী পাগল নাকি ?

কা-গি। না মা! ঐ বিশুর মা যা বলেছে, হয় তুমি ছলতে এসেছ, নয় তোমায় কিসে পেয়ে রেখেছে। কি খিদে মা! নে মা তোরা পাঁচজনে হাড় জ্বালালি, আর আমার সয় না—নে মা নে, আমায় খা মা!

কলু-বৌ। কে তোমরা ?

কা-গি। ইদ্দিক জাত মা ইত্তিক জাত, কায়েত বামুন। আমি কায়েতের মেয়ে, ইনি আবার আমার চেয়ে ছোটলোক বামনি, তা আমায় খেলে তোমার অখাদ্দি হবে না মা! আমার মাথা খাও, তুমি ভালর মাথা খাবে।

কল-বৌ। আ মর মাগী, কোথাকার ছোটলোক গা ?

কা-গি। এই কলুপাড়ার মা, কায়েত বামুনের মেয়ে মা, আমরা তোমাদের পাড়ায় একঘরে!

(প রাখালের মার প্রবেশ)

ধোপা-বৌ। এই গলা, রেক্তে গলা, তোমরা এই গলাকে ঠাকুর মনে কর, কিন্তু বাবু আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, গলা ঠাকুর নয়; ঠাকুর কি, গলা একটা মানুষই নয়। গলার হাত পা নাক মুখ চোক মুক কিছুই

নেই। গঙ্গা জল বই আর কিছুই নয়, গঙ্গার আসল নাম হচ্ছে গ্যাঞ্জেস্। বাঙ্গালীরা গ্যাঞ্জেস্ বলতে পারে না ব'লে গঙ্গা বলে। ডেভিড্ গ্যাঙ্গালিস্ ব'লে একজন পর্টুগিজ সাহেব প্রথমে এই নদী এ দেশে আনে, সেই গ্যাঙ্গালিস্ থেকে নাম হয়েছে গ্যাঞ্জেস্।

রা-মা। আহা, দেখছ, বাবু আমাদের কেমন বুদ্ধিমান্, পাছে বাছা আমার ভুলে গঙ্গাকে দেবতা ব'লে চিনে ফেলে, তাইতে আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিয়েছে।

কল্-বৌ। ও মা, এ আবার কে, সেই ধোপানী না? আ মুখে আগুন, উনি আবার গঙ্গাস্নানে এসেচেন নাকি! না,এ যে হাওয়া খাওয়ার সাজগোজ দেখছি।

বি-মা। তা মা, এখন ছোট লোকদেরই তো মান বেড়েছে। ধোপানী কলুনী—আ মর, কি বলতে কি বলে ফেলেছি,—ধোপানী মুচিনীদেরই এখন পায়া ভারী; তবু ভাতার মুন্সেফ বই ত নয়, দারোগা হ'লে না জানি কি করতো।

ধোপা-বৌ। ও একটা মোটা মাগী কে? ও সেই কলুদের বৌ না,ওর ভাতার কোথায় কি একটা আপিসে কেরাণীগিরী করে না কি করে।

রা-মা। তা মা,কলুর ঘরে আর কত হ'বে, ঐ হয়েছে ঢের; এ কি মা তোমাদের রজকের ঘর যে, হাকিম হবে? রজক বড় সৎ-জাত, তোমরা জান ত? শুনেছি, সেই যে কোথায় কি কি নাকি রাজ্যি আছে, সিঙ্গে-পুর না কি, সেখানে রজকের মান্তি বামুনের চেয়ে বেশী।

কা-গি। (একান্তে) এখানেই বা মান কমতি কি মা? সেই পূজোর পরে গেছেন, আবার শীত ফুরুলে যদি অনুগ্রহ ক'রে দেখা দেন। রাঁধুনী বামুন গড়াগড়ি,কেরাণী বামুন ছড়াছড়ি, পুরুত-বামুন হুড়োহুড়ি, কিন্তু এক কুড়ির হিসাবে দাম দিলেও ধোপা ক'জন পাওয়া যায় না?

ধোপা-বৌ। বাবু বলেন যে, রজকেরা আদত রুসিয়ান, সেখাকার কোজ্যাক না—কি; তা'ই রুসিয়ানের রক্ত আজ কোজ্যা-কের জ্যাকটা নিয়ে কি একটা র‍্যাজাক ক'রে ফেলেছে।

রা-মা। হাকিম হলে বাবু কত জানে! তা হাঁ মা, আমার রাখালকে আজ খাওয়া দাওয়ার পর বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেব? তুমি একটু বলে ক'য়ে যা'তে একটু কিছু হয় বাছা, তা তুমি করো, তোমার বড় দয়া মা, তোমার বড় সাদা প্রাণ মা।

কা-গি। (একান্তে) আহা,: যিনি কড়িতে হয়, প্রাণটা একেবারে বাসীধোপ দিয়ে নিয়েছে।

ধোপা-বৌ। উঃ! কিসের গন্ধ আসছে, মড়াপোড়া গন্ধ বুঝি। এ সময় মড়াপোড়ান বড় অন্যায়, লোকে একটু হাওয়া খেয়ে বেড়াবে—

রা-মা। তা পোড়া লোকের কি একটু বিবেচনা আছে মা, সময় নেই, অসময় নেই, লোকের ভাল মন্দ ভাবা নেই, অমনি ফ্লুকস্ ক'রে ম'রে পড়ে। তুমি মা বাবুকে বলে ক'য়ে এর একটা বিহিত কর না। তিনি হাকিম মানুষ, মনে কল্লে এখনই মরবার একটা টেইম্ বেঁধে দিতে পারেন।

কল্-বৌ। আ মুখে আগুন! এতক্ষণ এসেছেন, আমায় যেন দেখতে পাচ্ছেন না, যেন চেনেন না;—ডেকে দুটো মজা করি। বলি ও আতর—বলি এখানে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা দেখ—কথাই কও।

ধোপা-বৌ। ও হো হো আতর! ভাই, আমি এতক্ষণ ভাল দেখতে পাইনে। এই

অনেক রাত অবধি জেগে পড়তে হয় কি না, তাইতে চোকটা একটু খারাপ হয়ে গেছে, বাবু বলেন, বোধ হয় শীগ্‌গির আমায় চসমা নিতে হবে।

কা-গি। (একান্তে) দাড়ি রাখলেও চোকের ব্যাম সারে।

ধোপা-বৌ। আর ভাই, আজকাল আমি আতর মাখি না কি না, ল্যাভেণ্ডার অডিকলন মাখি, তাতেই আতর কথাটা মনে ছিল না। তা কিছু মনে করো না ভাই—তুমি—তুমি কেমন আছ?

কলু-বৌ। আর আছি অমনি এক রকম।

বি-মা। অমনি কেন থাকবে? বেশ আছ, কেন বেশ থাকবে না? কা'র ধার ক'রে খেয়েছ যে, বেশ থাকবে না? বেশ যে না দেখতে পারে, সে দেশ ছেড়ে চ'লে যাক।

কলু-বৌ। বিশুর মা, এখন একটু থাম। তা হাঁ আতর, তুমি খুব পড়, অনেক লেখা-পড়া শিখেছ।

ধোপা-বৌ। হাঁ, আমাদের না শিখলে চলবে কেন, শুনেছি, মুন্সবি কত্তে কত্তে বাবুদের বুদ্ধির গতোর বাড়ে, তা'র পর সব-জজ হ'লে এমনি হয় যে, তখন পরিবারকে সব পরামর্শ দিয়ে রায় লিখে দিতে হয়। তা আমার বাবু শীগ্‌গির জজ হবে কি না, তা'ই আমি তাড়াতাড়ি বেশী ক'রে লেখাপড়া শিখেছি। তোমাদের কি জান ভাই, ভাতার হাজার হোক কেরাণী বই ত নয়, তোমাদের মূখ্যু সুখ্যু থাকলে ক্ষতি নেই, আমাদের কি করবো ভাই, বিধাতা স্বামীকে উঁচু করেচেন, হাকিম ক'রে তুলেচেন, আমাদের একটু পড়াশুনা না কল্লে চলবে কেন?

কলু-বৌ। হাঁ, হাকিম সাহেব হ'লে হাকিমী একটা মানের চাকরী বটে, কিন্তু শুনেছি, দিশী হাকিম সকলির ভাগরাসী, কেরাণীরও হেঁজ। আর আপনার ঘরে ব'সে টাকা রোজগার করা একটা ভাগ্‌গির কথা, নইলে ছুচী ভাতের জন্যে বেদের টোল বেঁধে আজ হিল্লি কাল দিল্লী এই ক'রে বেড়ান ঝকমারি। আমাদের বাবুর তাঁবে পাঁচ সাত শ কায়েত বামুন চাকরী করে, কত লোককে অন্ন দেন।

ধোপা-বৌ। হাঁ, হাকিম ছোট চাকরী বটে, তা বই কি! আমাদের বাবু আর কিছু করে না, তবে যা'কে খুসী তা'কে জেলে দেয়, এর ধন তাকে দেয়, রামার বাড়ীখানা শ্যামার ভাগে ফেলে দেয়, হলার ধানের ক্ষেত কেড়ে নিয়ে প্যালাকে দেয়; আর বড় কেউ নয়, জেলার জজ সাহেবেরা শুনেছি, এই গুণে আমাদের বাবুকে বেশী ভালবাসে।

রা-মা। আহা, কত গুণ!—কি গুণে মা, কেন জজ সাহেবেরা বাবুকে বড় ভাল বাসেন?

ধো-বৌ। এই বুঝলে না,—বাবুর মত হাকিম না থাকলে জেলার জজদের যে চাকরী থাকে না, বাবুর যত মকদ্দমা সব আপিল হয় কি না, তা সবগুলিই জেলার জজকে কেটে রায় বদলে দিতে হয়, মুন্সেবের সব রায় যদি বাহাল থাকে, তা হলে জেলার জজ আর রাখবে কেন কোম্পানী?

কলু-বৌ। তা কেরাণী না থাকলে হাকিমরা যে মাইনে পায়, তা'র হিসেব কত্তো কে?

ধোপা-বৌ। যাক ভাই সে কথা থাক। এখন তোমায় আমার একটু উপকার কত্তে হবে; কলকেতার হাওয়া আমার সইছে না, বাবু আমাকে এখান থেকে শীগ্‌গির দারজিলিং রেখে আসবে, সেখানে শরীর থাকবে ভাল।

কা-গি। (একান্তে) কাছেপিঠে দাজিমাটীর খান-টান আছে?

ধোপা-বৌ। আর আমার অসুখ,

খোকাকে দুধ দিই না, সে এখন মায়ের দুধ খায়—

কা-গি। (একান্তে) আছে বই কি, ভগবান্ আছে বই কি। ঐ দেখ, আঁতুড় থেকে গায়ের দুধ খাইয়ে মানুষ ক'রে তুলেছে, আতমহিমা কি নেই!

ধোপা-বৌ। তা যা বলছিলেম,—সেও দারজিলিং-এ গিয়ে থাকবে ভাল। এখন ভাই, তোমাকে আমার একটী উপকার কত্তে হ'বে। বাবু আমার মাথবার জন্ত ভাল চমৎকার খোসবোওয়ালা তেল এনে দিয়েছেন, কি "কুন্তলীন" না কি নাম, তা তেলটা ভাই তুমি খুব ভাল চেন, আমার যদি সেই তেলটা দেখে ভাল হ'বে কি মন্দ হ'বে ব'লে দাও।

কলু-বৌ। হাঁ, তা ও "কুন্তলীন" তেল ছাড়া আমি নিজেই আর কিছু মাখিনে, ওর চেয়ে ভাল তেল আর নেই, তুমি নিতে পার। কিন্তু আমি তোমার ভাই কাজ কল্লেম, তোমার ভাই আমার একটী উপকার কত্তে হ'বে; আমার খস্‌খসে চাদরে ঘুম হয় না ব'লে, বাবু ইংরেজের বাড়ী থেকে বালিসের ওয়াড় বিছানার চাদর টাদর তৈয়েরি করিয়ে আনিয়েছিলেন, কেমন নরম, কেমন ঝালর-টালর দেওয়া। তা ভাই দুঃখের কথা বলবো কি, মুখপোড়া ধোপাকে কাচ্‌তে দিয়েছিলেম —তা মিনবে এমনি হতচ্ছাড়া ছোটলোক হাড় হাবাতে আপ্পেয়ে,—সকালবেলা মুখ দেখতে নেই, অবাত্রা কোথাকার,—কি বল ভাই আতর, বল্‌তে পারিনি?

ধোপা-বৌ। হাঁ, তবে আপনার গায়ে হাত দিয়ে ব'লতে হয়।

কলু-বৌ। গায়ে হাত দিয়ে ব'লবো কি ধোপা—ধোপা, ছোট লোক, ধোপা ধোপা—ছোটলোক—ধোপা নিজের আমার বেরী ওয়াড় টোয়াড় একেবারে মাটী ক'রে দিয়েছে। তা তুমি ভাই যদি একদিন আমার ওখানে গিয়ে সেগুলি ঠিক ঠাক করে দাও, সাবান-টাবান আমি সব দেব এখন।

ধোপা-বৌ। তোমাদের কাপড় ভাই বড় তেল চিট-চিটে, খোল্ কাটে তেজা-ভিজি হয় কি না?

কলু-বৌ। তা হোক আতর, তুমি সে মনে কল্লেই পরিষ্কার ক'রে দিতে পারবে, শুনেছি, তোমার বাপের সেই মন্তরা, মরবার সময় তোমাকেই ব'লে দিয়ে গিয়েছে।

কা-গি। হাঁ ধোপা-গিন্নী, কাজটা নাও, নাও, মজুরীর বদলে কলু-বৌ তোমায় দু-কলসী চোনা অমনি দেবে এখন।

[কয়েত-গিন্নী ও বামুন-গিন্নীর প্রস্থান।

ধোপা-বৌ। ও মা, আমি কচ্ছি কি? এখনই যদি এখান দিয়ে বাবুর কোন চাপরাসী যায়, তা হ'লে তো দেখতে পাবে যে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাকিমের মাগ হয়ে কেরাণীর মাগের সঙ্গে কথা কচ্ছি, তা হ'লে কি হবে? বাবুকে যদি ব'লে দেয়, তিনি শুনলে বড় রাগ করবেন। ও ভাই, আমরা সে ভিতরে আতর-টাতর যাই থাকি, পুরুষ মানুষ তো সে সব বোঝে না, তারা মান বোঝে, এই পাঁচজনকে জিজ্ঞেস কর, সকলে তো জানে ভাই যে, কাছারী গেলে আমার বাবুর সামনে তোমার বাবুকে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কেরাণীদের তো তাঁর মুখপানে চেয়ে কথা কবার হুকুম নেই।

কলু-বৌ। ও আমার পোড়া কপাল! "মুখের" কথায় মনে পড়লো, এ আমি কচ্ছি কি? আজ ছুটী ব'লে আপিসের কতকগুলো বাবু তারা সব বামুন কায়েত, বাবুর কাছে খেতে চেয়েছে, আর আমি সে কথা ভুলে গিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার মুখ দেখছি? আহা হা, অতগুলো জন্যে

লোকের খাওয়া মাটী হবে! তোমার মুখ দেখে গেলে ভাই তো পোলোয়ার হাঁড়ি কিছুতেই টিক্‌বে না! আর বিশুর মা,চ'লে আয়। (গমনোদ্যত)

ধোপা-বৌ। এরা চ'লে যায় যে, জবাব দিতে পেলেম না, কলুর মুখ দেখলে কি হয়, তোরা জানিস? শীগ্‌গির বল, ও যে চ'লে যায়—ও—আতর—ও—আতর—ও—কলুনি কেরাণী আতর—

কলু-বৌ। কি লো ধোপানী—পেরদানী।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

মাড়োয়ারী বালকগণ।

(গীত)

কাম দেও কাম দেও কাম দেও রামজী,
আয়া কলকাত্তা।
কাম দেও ভালা কাবার দে হো রূপেয়া,
রূপেয়া রূপেয়া রূপেয়া;—
হো কানাইয়া বাকা।
স্কুলমে টুজিন যাউজী
ঘোড়া পড়ু ভাই এ, বি, সি,—
সওদামে পয়দা করু চাদি, ঝঁ। ঝঁ। ঝঁ। ঝঁ।
পাঁপ পড়ু বেঁচু ঘিউ বেঁচু বেঁচু কাপড়া শাড়ী,
দালালী করু বগ্‌গী মাওাউ,
বানাউ হাবিলী-বাড়ী
নোকরী করুকে বাবুগিরি
থুক্‌ থুক্‌ থুক্‌ থুক্‌ থুঃ—
জমা কর্‌ লেও টাকা—
টাকা টাকা টাকা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আপিসের সম্মুখ।

জমাদার ও কেরাণীগণ।

জমা। হামার কাছে লালা গোঁসাই করলে কি হোবে? হুকুম মাফাকে লেও, হাম আবি ফাটক খুলিয়ে দিচ্ছি। দশ বাজে পাঁচ মিনিট বাদ বন্ধ কর্তে হুকুম ছিলো, হামি দশ মিনিট হোতে বন্ধ করিয়েছি। হারাণ বাবুর আজ সাত মিনিট লেট হোলো, ওবি হাম আপনার ঘাড়ে ঝুকি লিয়ে উন্‌কো ছোড়িয়ে দিয়েছে, আর তো লালা হামি পারে না। আজকাল যে সব নৈতন সাহেব আসছে, এরা তো হামার ইজ্জৎ জানে না ক্লকি খামকা বদ্‌ জবান বোলে দেয়; হোম লোককা জম্‌ কি লালা বুড়া ব্রাহ্মণ এত্তাদিন বাদ গালি শুনবে যাও মুখুর্জিবাবু,আজ ঘর যাও বাবা,কেয়া করে গা, দু'রোজকা তলপ যাগা, কোই হোয়, হামাকে বোলিও, হামি তোমাকে দোঠো রোপেয়া করজ্‌ দেবে,সামনে মাসে কেসিয়ার বাবুকো বোল্‌ দিও নও সিকা হামকো দে দেয়।

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা। এই যা—ফটক বন্ধ হয়ে গেছে! ও মিশিরজী, খোল, ভিতরে যাই।

জমা। মিত্তিলি বাবু, উটি আর হোবার যোটী নাই, ক্লকিসাহেবকো জান তো, কাল চকড়াবকড়ি বাবুকে লিয়ে ইজ্জে বড়া গোলমাল হেয়ে গেছে।

উমা। আমার তো জান জমাদার সাহেব, বরাবরই এই রকম হয়; দুপুরের কম আসতেম না, এ তবু এই কষ্ট ক'রে তবে তাড়াতাড়ি আসছি। জান তো ঠাকুর, আফিংটা আফিংটা খাই, আমাদের ঘুমই ভাঙতে ন'টা বাজে। এখন একটুখানি খোল, আমি ফুড়ুক

ক'রে যাই। আমার দেখ, কেদারার যেমন চাদর বাঁধা থাকে, তেমনি ঠিক আছে। এই ক'রে বার বচ্ছর কাটালেম, এখন শেষাশেষি কি চাল বদলান যায়?

১ম কে। খোলো জমাদার সাহেব, একবার দরজাটা খোলো, আজকার দিন যা হয়েছে, কাল থেকে ঘরে ছাই পিণ্ডি না হয় না খেয়েই আসব। এই দেখ, এই মত্তিবাবু টত্তিবাবু ট্রেণে আসেন, কেমন ক'রে এঁরা দশটার ভেতর এসে পৌঁছুলেন?

২য় কে। বুড়োঠাকুর, ম্যালেরিয়াতে ভুগতে ভুগতে এসে আপিসে ওষুধ খাই, তবু কামাই করি না, ছেড়ে দাও বাবা।

উমা। ও জমাদার সাহেব, বলি চেয়েই দেখ, কথা কচ্ছো না যে?

জমা। চেঁচামেচি করো না বাবু, সাহেব ওপরে আছে।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদব। এই দরয়ান, দরজা খোলো, হাম্ ভিতর যাগা।

জমা। (ব্যঙ্গস্বরে) আপনি কে আছে বাবু?

যাদব। আমি ক্লক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো, দরখাস্ত আছে।

জমা। ওঃ, চাকরীর জন্যে আসছে বাবু? হামি তো একেবারে ডর পাইয়ে গেছেলো, বুঝলুম, লাট সাহেব বুঝি আসলো, বাবু ভুলে গিয়েছে, এটা যে শ্বশুরবাড়ী নয়, কোম্পানীর আপিস, দরোয়ান দরজা খোল দেও, হুকুম এখানে চলছে না বাবু!

যাদব। তোম তো ভারী ইম্পার্টিনেণ্ট হায়, তোম কি হামকো বে-সে মুর্খ কেরাণী পায়া?

উমা। কে হে বাবু সোণারচাঁদ বিদ্বান্ কেরাণী! ভারী দরবাই চণ্ডাই যাচ্ছ যে? কাঁচা স্কুল থেকে বেরিয়েছো বুঝি, এখনও বেঞ্চির গন্ধ গায়ে আছে! এককালে আমরাও অমন তেরিমেরি করেছিলেম, এখন এই যে কোঁচা ভাব দেখছ, এ কেবল বড় সাহেবের চাপরাসীর দাবড়ীতে দাঁড়িয়েছে। এসেছ কি চাকরীর চেষ্টায়? ঐ দেখ, দরজার গায়ে কি লেখা, "No Vacancy—Applications not received."

যাদব। ও আমার জানা আছে, ও একটা General order, আমাদের জন্য নয়। perhaps you don't know I am a graduate.

জমা। বাবু, হামি বুড়া মানুষ ইচ্ছা করে কা'কেও বেইজ্জৎ করে না, আস্তে আস্তে ঘরে যাও, চাকরী এখানে হোবে না, ঐ বাবু যা বল্লে, লিখা পড়্ লেও।

যাদব। তুমি দরজাটা খোল, হয় না হয় আমি বুঝবো।

জমা। দরজা খুলবে না। দেখতে পাচ্ছ না, এত বাবু দাঁড়িয়ে আছে, এরা এখানে চাকরী করে, বেলা হয়েছে, ঢুকতে পাচ্ছে না, আর তুমি ত চাকরী মাঙতে এসেছ।

যাদব। ওরা servant চাকর আমি independent, স্বাধীন, আমি এখনও তে চাকরী স্বীকার করিনি।

উমা। তা এখানে আসা হয়েছে কেন? নিজের সজ্জামণ্ডল পরগণাটুকু সাহেবকে দানপত্র লিখে দেবার জন্য নাকি? বলি, ও স্বাধীন—স্বাধীন—বাবু—

যাদব। আপনাদের এতগুলো লোকের আজ লেট হয়েছে, অবশ্য কেউ না কেউ ডিস্‌মিস হ'তে পারেন, তা' হলেই ভেক্যান্সি হবে।

(টমাস সাহেবের প্রবেশ)

জমা। সরে খাড়া হও বাবু, সরে খাড়া হও বাবু, সাহেব আসৃছে। সেলাম হুজুর!

টমাস। ক' বাজা জমাদার জী? বাবু-লোক সব খাড়া কাহে?

জমা। সাড়ে দশ হো গিয়া গরীব-পরও-য়ার, এ বাবু লোক টেইন্ কো দশ মিনিট বাদ আয়া। আপকা বি হুজুর আজ লেট্ হো গিয়া।

টমাস। হাঁ, মেমসা'ব হাসপাতালমে হ্যায়,উন্‌কো খবর লেকে আতা, ছাটা লেও। Babus. you can go home today আর দাঁড়িয়ে কি করবে বাবা? আজ ঘরে গিয়ে তাসটা খেলিয়ে নেও; তোমাদের বাঙালীর বাবা ঐ দোষটা আছে punctuality রাখতে পার না, time এর ভ্যালুটি বোঝ না।

উমা। (স্বগত) সাহেব বুঝি সাড়ে দশ-টার পর এসে খুব punctuality রাখলে? তবু যদি চামড়াখানা সাদা হতো!

যাদব। Good morning Sir, I want to see Mr, Elunky.

টমাস। Do you?—and what's your business pray!

যাদব। I am a graduate of the Calcutta University, Mr. J.C.Paul, M. A. in Science. I have at last made up my mind to enter Govern-ment service.

টমাস। How kind of you! the Government is obliged to you I am sure! Are you a Congress-man Babu?

যাদব। I don't think I am bound to answer that question here, sir.

টমাস। Oh you have a long tongue I see! জিব বড়া লম্বা আছে! জমাদার, বাবুকো আফিসকো হিয়াসে হটায় দেও।

উমা। Sir Sir Mr. Thomas, আমা-দের খেতে হুকুম দিলেই দিন।

টমাস। Ungrateful wretches! এক দম বন্ধ করো।

(সাহেবের ভিতরে প্রবেশ)

জমা। (যাদবের প্রতি) যাও বাবু যাও, হট কে খাড়া হও, কেন অপমানটা হোবে?

উমা। (যাদবের প্রতি) সরে এস না বাপু, দিলে খামখা টমাস সাহেবকে চটিয়ে, আমরা সাহেবকে ধ'রে ঢুকে পড়বো মনে ক'রেছিলেম, কোথেকে আজ আপদ এসে জুটলে?

যাদব। আপনাদের মত লোকের জন্যই তো আজ আমাদের এরূপ দুরবস্থা। ঐ কালা ফিরিঙ্গিটার খোসামোদ কত্তে হবে? আপনাদের মধ্যে একতা নাই, আসুন দেখি, আজ আপিস শুদ্ধ সকলে একমত হয়ে প্রতিজ্ঞা করুন যে, কাল থেকে আর কেউ আপিসে আসবেন না,দেখি কেমন না সাহে-বেরা জব্দ হয়!

শীতা। আর মশাই কি সেই সুযোগে ভাই-বন্ধু নিয়ে আমাদের জায়গাগুলি দখল ক'রে বসেন?

যাদব। কি, আমি এমন অপমান স'য়ে কখনই চাকরী করবো না, আমি কালই কাগজে এই সমস্ত ঘটনার বিবর লিখে দেব।

উমা। ক্ষমা দে গোকুল! তোর আর কাগজে লিখে কাজ নেই বাবা, ধর্ম্মঘট ক'রে চাকরী যে ছাড়বো, তা হ'লে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারং চলছি কেমন ক'রে?

যাদব। কেন, বাণিজ্য করুন, Joint stock company করুন।

ঊষা। আপনি কেন তাই করুন গে না। আমরা না হয় জন কতক মিলতো চাকরী বাকরী করি। সেটা বড় সুবিধা হবে না—না? আমরা জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানী ক'রে আপনি অনুগ্রহ ক'রে আড়াই শ টাকা মাইনে নিয়ে সেক্রেটারী হবেন। বাবা, এক আধটু দুর্দ্দশা বরাবরই ছিল, কিন্তু এই যে ইংরেজের দরজায় হাড়ীর হাল, এ তোমাদেরই মহিমাতে দাঁড়িয়েছে। চাকরী বাকরী না থাকাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, এক কাঠা ভূঁই রেখেও প্রজাত্ব স্বীকার কর না, রাজদ্বারে আশাও নেই, ভরসাও নেই, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে বক্তৃতা কর, আর্টিকেল লেখ, আর সাহেবেরা একেবারে জাতের উপর চটে গিয়ে আমাদের বিষনয়নে দেখেন। বাবা, চাকরীটা ক'রেও খেতে দিলে না? বাপু! স্বাধীন-বাবুদের কংগ্রেস আর চাকরে বেচারিদের ডিসগ্রেশ একই লগ্নে সুরু হয়েছে—যা বল আর যাই কও।

বাবুল। Cowards of theis like is net to be seen on the face fearth. এমন ভয়-পারিষত জাতি পৃথিবীর মুখের উপর নেই।

পীতা। মিস্তিরজা, থাম, বাড়ী যাওয়াই মঙ্গল।

ঊষা। হাঁ, এ মুখ দেখে আর এই মিষ্টালাপের পর আমি ঢোকবার হুকুম পেলেও সাহেবের সামনে আর আজ যাচ্ছিনি, তা হ'লে কাল আর আসতে হবে না, দু এক ঘা না খেতে হ'লে বাঁচি। বাবুজীর পোসা কেমন, ও বেশ্‌ ছাড়-টাড়ি, অভাব, না বাজারে জলখাবারটা খেয়ে কাটাবার চেষ্টা দেখব? বকুনোপানা চলতে পারে—না? এখনও কাঁচা বয়সে মুখ খুব হওনি তো?

(বিনোদকৃষ্ণ নন্দনের প্রবেশ)

বিনোদ। মশাই—মশাই, রুফি সাহেব কি এই আপিসেই থাকেন?

পীতা। হাঁ, তুমি কোথেকে আসছ?

বিনোদ। আজ্ঞে, আমার একটু দরকার আছে, তাঁর নামে একখানা চিঠি আছে।

ঊষা। আসল কথাটা কি—"Being given to understand" তো? তাই ঐ দেখ—"No vacancy."

পীতা। চিঠি আছে বল্লে না? কার সুপারিশ এনেছ?

বিনোদ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি; কানাই সেন বাবু চিঠি দিয়াছেন—

পীতা। ও হো হো হো হো, কানাই সেনের চিঠি এনেছ? তা হ'লে দেখ দেখ তোমার হ'লেও হ'তে পারে। সেই মোটা বাবুটী হে, হামেসা সাহেবের কাছে আসে, সেই কানাই সেন, রুফি সাহেব তার কাছে টাকা ধার করেছে বোধ হয়। দেখ, ঢুকতে পার তো তোমার লাগলেও লাগতে পারে, সুপারিশ ধরেছ ভাল।

বিনোদ। মশাই, আমি তো চিনিনে, আপনারা যাবেন, আমাকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে যাতে চিঠিখানা সাহেবের হাতে পড়ে, ক'রে দেবেন?

পীতা। বাড়ী কোথায়—তোমার নাম কি?

বিনোদ। আজ্ঞে, আমার বাড়ী ভবানীপুর, নাম বিনোদকৃষ্ণ নন্দন।

ঊষা। "নন্দন"! তবে কেন বাবা এ "বন্ধনে" পড়তে এসেছ? আপনার ব্যবসা কর গে না, তোমরা ইস্কুলে থাকবে, এর চেয়ে ঢের পয়সা বেশী হবে। ইস্কুলে পড়েছ, লেখা পড়েছ, তা হ'লেই যে কেরাণীগিরী

কত্তেই হ'বে, এমন তো কিছু মাথার দিব্যি দেওয়া নাই। লেখা-পড়া জেনে ব্যবসা কত্তে পাল্লে আরও বেশী উন্নতি কত্তে পারবে, বড় মানুষ হ'য়ে যাবে। আমরা ভুক্তভোগী, পরামর্শ শোন, এখানে এস না, চেয়ারে বসে চাপকান গায়ে দিয়ে টানাপাখার হাওয়া দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু বাবা, দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া, ওবি পস্তায়া, যো না খায়া, ওবি পস্তায়া!

(বাবুজানের প্রবেশ)

বাবুজান। কি জমাদারজী, এখানে হাট জমিয়েছ যে?

জমা। এ বাবুলোক শুনবে না, হামি কি করবে ভাই, লেট ক'রে আসছে, এখন হামার বোলে, দরজা খুলো।

বাবুজান। তোমরা কেমনতর লোক গা বাবু? এই গরীব বুড়োটার অন্নটা মারবার চেষ্টায় আছে কেন? তোমাদের বল্লে তো শুনবে না, তোমাদের জন্যে বড়বাবু পর্য্যন্ত আমরা পর্য্যন্ত সাহেবের কাছে বকুনি খাই। আর আর ঢুকতে পাচ্ছ না, যাও, সাহেব ওপরেই ব'সে আছে, এখান থেকে গোলমাল গেলে একবারে ভারী হাকাম বাধিয়ে দেবে।

জমা। বাবুজান মিঞা, তোমার যে আজ এত দেরী হলো ভাই?

বাবুজান। আর জমাদার, সে কথা কেন পুছ কর, কাল রাতে ডালহৌসিতে নাচ ছ্যাল, সেখানে সাহেবের সাথে গেলাম, রাত দু'টোর পর বাসায় ফিরি, ভোর বেলা উঠে দেখি, নটটা বেজে গেছে। আবার মেম সাহেবের চাঁপা কলা কেনবার ফরমাস্ ছ্যাল, তিনি ফোঁসা করবে, দৌড়ুলাম সেই বড় সাহেবের বাজার। আমার কি আর ঘর-বার ফুরসুৎ আছে? কুঠীতে যেতেই সাহেব চিঠি লেখে পেঠিয়ে দিল সেই বিলেত সাহেবের আড়গড়ায়। সেই ভাল ঘোড়ার বেমো হয়েছ্যাল, তা'র খবর লেস্তে, এর জলদি জবাব আনবার হুকুম ছ্যাল, জবাব না পালে আজ সাহেব কামে বস্‌বে না। তা গফুরকে জবাব নকল পেঠিয়ে দেইলাম, সাহেব আজেই পানি টানি লেস্তে। নাও এই বাবু-দের সব তেড়িয়ে দিয়ে তুমি ফটক একেবারে বন্ধ ক'রে ভেতরে বস; ভগীরথ আলে আমার জন্যে দু'দোনা পান রেখে তো!

পীতা। ওহে ছোকরা, দেখ, এই বড় সাহেবের চাপরাসী, একে ধর না, যদি তোমার চিঠিখানা বড় সাহেবকে হাতে ক'রে দেয়, আমরা বলতে গেলে খিঁচেয়ে খেতে আসবে।

বিনোদ। চাপরাসী—

বাবুজান। চাপরাসী!—কে হে তুমি ছোকরা? ভদ্দোর লোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না?

বিনোদ। এই—না, না, আমি জানিনি, আমার এই চিঠিখানা আছে, বড় সাহেবকে দিতে হবে।

বাবুজান। কিসের চিঠি? চিঠি টিঠি লেবার হুকুম নেই, তুমি চাকরীর লেগে এসেছ নাকি? ভাল জ্বালা কল্লে, সাহেবকে আর বাঁচতে দেবে না দেখছি।

বিনোদ। বাবু, তুমি দাও দেখি সাহেবকে এই চিঠি, এ দেখলে সাহেব রাগ করবেন না, এ কানাই বাবুর চিঠি, কানাই বাবুকে দেখনি? সেই যে তোমাদের সাহেবের কাছে আসেন।

বাবুজান। ঢের বাবুকে দেখেছি, কলকেতার আলে সব শালাই বাবু হয়।

পীতা। ওহে বাবুজান মিঞা, দাও না গরীবের চিঠিখানা, সুপারিসটা ভাল, ছোকরার একটা উপায় হ'য়ে যেতে পারে, কোথা

তোমার দ্বারা যদি গরীবের একটা উপকার হয়।

বিনোদ। দাও বাবা, চিঠিখানা দাও।

বাবুজান। তোমরা আপনার চরকায় তেল দাও, গরীবের উপকার কত্তে গেলে ঢের লোকের কত্তে হয়, সাহেবকেও জ্বেলিয়ে তুলে, আমাকেও জ্বেলিয়ে তুলে; এই লাও তোমার চিঠি, ঐ পড়ে রইল।

(বাবুজানের ভিতরে প্রবেশ)

বিনোদ। মশাই, কি ক'রে চিঠিখানা পাঠাই, দেখা হ'লে আমার চাকরীটী হয়, কানাই বাবুর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, সাহেবই কানাই বাবুকে আমায় পাঠিয়ে দিতে ব'লে দিয়েছেন।

উমা। বাবা, যমের সভায় চেয়ে যমের দ্বারের ভয় বেশী। আচ্ছা, বল দেখি, মনে মনে যমকে না যমের দূতকে কা'কে বেশী ভয় কর বোধ হয়? তা এই উপরে আছেন যম, আর যাঁর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, উনি হলেন যমদূত। কাজ কত্তে কত্তে ও'র মিষ্টি বাণী যখন একবার শুনি, তখন মনে হয়, এখনি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই। তবে সাহেবের মত আমাদের ইন্‌সিওর করা নিজের প্রাণটা নয়, মুখ চাওয়া পাঁচটা আছে, এই জন্য চট ক'রে আত্মহত্যাটা করা যায় না।

যাদব (স্বগত) "The anglo Indian official and his chaprashy," বলে করে এটা লিক্চারে বের কত্তে হবে, এই রকম করে আরম্ভ করা যাবে আর কি— The reign of terros is coming,thick vast clouds, dark as pitch, is over hanging the fate of India—

উমা। কি বাবা, কলমবাজীর মসলা খুঁজছ না কি?

(মধুবাবুর প্রবেশ)

জমা। তফাৎ তফাৎ, হটো সব কোই, বড়বাবু আতা, সেলাম গরীব পরোয়ার।

উমা। (জমাদ্দারকে) মুখুয্যে মশাই, একবার বলে দেখন না।

পীতা। বড়বাবু মশাই. আজ হঠাৎ একটু বিলম্ব হ'য়ে পড়েছে, আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে আর সাহেব গোল-টোল করবেন না।

মধু হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দেরী হয়েছে, তা আজ আর তো উপায় নেই, বেশ বাড়ী গিয়ে বসে থাক, ছুটী হ'লো, মন্দ কি? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

পীতা। আজ্ঞে, আপনি পরিহাস কচ্ছেন, কি করবো, অদৃষ্ট মন্দ, চাকরী কত্তে এসেছি, এ ছুটীতে তো লাভ নেই, আপাততঃ এক-দিনের পাঁচ মিনিট দেরীর জন্য দুদিনের মাইনে কাটা যাবে, তা'র পর এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ পেন্সনের আশায় পড়ে আছি, আর দেড়টা বছর গেলেই আপদ চুকে যায়, তা'তেও গোল উঠবে, মশাই, আজ একটু দয়া করুন।

মধু। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি করবো, সাহেবের কড়া হুকুম জান তো, আর সাহে-বেরই বা দোষ কি, তোমরা আত্যান্তিক বাড়াবাড়ি করে তুলেছ, হামেশা লেট— বিশেষ মুখুয্যে, তোমার বাপু রোজ রোজই লেট হয়।

পীতা। কি করবো, দেখুন বুড়ো মানুষ, ঠিকুতে ঠিকুতে সেই আলমবাজার থেকে আসতে হয়। রাত থাকতে উঠি, ব্রাহ্মণ, এ বয়সে একটু ইষ্ট-দেবতার নামটা আসটা নিতে হয়, গঙ্গাস্নান-টান কত্তে হয়, আর বৃদ্ধকালে ক্ষাকেই আহারটা করি, এইগুলো আপনি সাহেবকে

বুঝিয়ে বল্লেই আমার আধ ঘণ্টা রেয়াৎ হ'য়ে যেতে পারে।

মধু। ওঃ বাপ রে! সাহেবের মুখের ওপর কি কথা কইতে পারি! আর বলি ঠাকুর, পরের চাকরী করতে গেলে এত বামনাই পোষায় না, পূজো আহ্নিক কাহ্নিকগুলো রবিবারে কল্লেই হয়, আর নিজে রেঁধে খাওয়া বল্লে বুঝি—ওটা বাপু ভিটকিলিমি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! পূজোফুজো ভট্টাচায্যিগিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ, পেন্সেন হ'লে তখন যা হয় করবে।

পীতা। কি, তোমার চাকরীর জন্য পূজা আহ্নিক ছেড়ে দেব! ব্রাহ্মণের আচার পরিত্যাগ করবো! তা আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন; পূজা আচারের মর্ম্ম আপনি বুঝবেন কি? আপনি যথার্থই বংশের তিলক, আপনার এই অবস্থার উন্নতি দেখে আমার সময়ে সময়ে সন্দেহ হতো যে, বোধ হয়, আপনার গর্ভধারিণী কোন ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আজকের কথায় বুঝলেম যে, আপনার শরীরে নির্জ্জলা কলুর রক্ত বিদ্যমান, প্রকৃষ্ট যানি নক্ষত্রে বলদ রাশিতে আপনার জন্ম আর আমি যে কুলে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, নৈকষ্য কুলীন হয়ে ম্লেচ্ছের উপাসনা—কলুর দাসত্ব কত্তে এসেছিলেম, আমারও যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এরূপ অপকর্ম্ম না করলে যে কলুকে আমার পিতৃপুরুষেরা ঘৃণায় পাদক জল দিতেন না, সেই কলু আমায় ধমকে পূজা আহ্নিক বন্ধ করতে বলে! তা যা হয়েছে হয়েছে, সমস্ত পরিবার না খেয়ে মরে স্বীকার, তবু এ ঝকমারি অধর্ম্ম আর করবো না; এই রইল,আজ থেকে চাকরীর মুখে আগুন, পেন্সেনের মুখেও আগুন; কলু-বড়বাবু, তোমার সাহেব বাবাকে বলো যে, পীতাম্বর মুখুয্যে আর কলম ছুঁচ্চেন না, বৃন্দাবনে গিয়ে সপরিবারে মাধুখুরী মেগে খাব। দুঃ তোর চাকরী—হা ভগবান্!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

মধু। ছোট লোকেদের বড় আস্পর্দ্ধা বেড়েছে—

উমা। ঐ যা আজ্ঞা কল্লেন, বড়বাবু সত্যই বলেছেন—

[মধুবাবুর প্রস্থান।

ছোটলোকের স্পর্দ্ধা না বাড়লে তুমি ঘানিগাছ ছেড়ে এসে কেদারায় ব'সে পড়।

যাদব। সেটা কিছু অন্যায় নয়, লেখাপড়া দেখে পোষ্ট দেওয়া উচিত—জাতি দেখে নয়।

বাবুজান। (বারাণ্ডা হইতে) এই জমাদার, কি কচ্চো? সাহেব যে ভারী চট্‌চেন, দেউড়ীর গোলমালে তাঁর তো তাঁর, আমারই মাথা ধ'রে উঠেছে। হাঁগা তোমারা কেমনতর বাবুগা, বল্লে কথা শোন না কেন, অপমান না হয়ে ছাড়ছ না? সাহেব এবার চাবুক খুঁজছেন। এই জমাদা,র তুমি দরজা বন্ধ ক'রে বস, নৈলে তোমার নামে আমি রেপোর্ট করবো।

জমা। যাও বাবু, ঘর যাও।

[জমাদারের প্রস্থান।

বিনোদ। চিঠিখানা পৌঁছিলেই আমার একটা উপায় হ'তো।

উমা। চল হে, আর কেন, এর পর চাবুক খেতে হবে, সাহেব যদি ভুলে যায়, ঐ পেঁড়ো ব্যাটা উস্কে দেবে। মুখুয্যের পথ নেওয়াই ভাল—চল।

[যাদব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যাদব। To be or not to be that was the question, to be is now the emphatic decisionপূরো পেট্রিয়ট হই কি না, ভাবতেম, আজ একেবারে নিশ্চিত স্থির

করেম। এই পেট্রিয়ট হ'লেম, দেশের জন্ত প্রাণ দিলেম। এম, এ, দিলেম, স্কলার্সিপ একজামিন দিলেম, তবু চাকরী হ'ল না। ইংরেজ চাকরী দিলে না, গবর্ণমেণ্ট আমায় চিন্‌লে না!—আচ্ছা দেখে নেব। They have let loose a wild beast. আজ থেকে আমি ইংরেজের শত্রু দেশের জন্ত লাগব, patriotism, Independence, Lecture, Meeting কাগজে Articel—অ্যা চাকরী দিলে না?—

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাস্তা।

বৈষ্ণবীগণ।

(গীত)

ভেক নিয়ে এক বাধিয়েছে ভাই গোল।
(এখন) ঘরে ঘরে চলছে ঢেকি,
খিচুড়িতে মাছের ঝোল॥
(মাগ গী) বামুন চেলের ভাত,
আর থাকবে নাকো জাত,
নীচের বাঁধন রইবে কিসে
গোড়ায় গোড়ায় পরলে নোল॥
বামুন যদি গড়ে জুতো,
কেন না মুচি পরবে সুতো,
ধোপা সে তো বাপের ঠাকুর,
ভাটপাড়াতে খুলবে টোল;—
(এখন) নেড়া নেড়ী বাড়াবাড়ী,
হরি হরি হরি বোল॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পুলিসকোর্ট।

অনারেরি মাজিষ্ট্রেটদ্বয় ও ইণ্টারপ্রিটার ইত্যাদি।

নবাব। কেঁও ইণ্টরপ্রিটার সাব, আপকা তেসরা মাজিষ্ট্রেট কাঁহা হ্যায়? হাম্ দোনো সকস্ কেৎনা দেরতক বয়েঠ রহেঁ? লিখনা উখনা যো হোগো, সাহেবই তো লিখেগা, ফির ও যো আদমী আয়েগা ও কেয়া করেগা? ও নে চুপ্‌চাপ্ বয়েঠ রহেগা, আজকো মাফিক দোনো আদমীসে চালায় লিজীয়ে। সুরু করিয়ে, মোকদ্দমা বোলাইয়ে।

ইণ্টা। হুজুর, মেহেরবাণী করকে জেরা মাফ কিজীয়ে, পান সাত বাগা পাহারা-ওয়ালা ভেজা হ্যায়, কৈ সকস্ কো আবি পাকাড় লে আয়েগা। আজ কার্ত্তিকবাবু কো টাৎনু রহা, উন্‌নে চিঠ্‌ঠি ভেজ দিয়ে যে এক ভারি কেস্ লড়নেকো ওয়াস্তে আলিপুর চলা গিয়া, আনে নেই সেকেগা।

কন। চোপ—চোপ্!

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা। (ইণ্টরপ্রিটারের প্রতি) ওহে ভাই, নীলমণি তরফদারের মোকদ্দমায় আমি আছি, নামটা ডাক হ'বার একটু আগে আমার কাছে পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও।

ইণ্টা। আপনি বসুনই না এইখানে; এখান থেকে গিয়ে আর কি কর্বেন? কোন ঘরে মোকদ্দমা আছে নাকি?

কেনা। হুঁ, তুমিও যেমন—মোকদ্দমা কোথায়? আজ সোমবারটা মারামারি কান্না-মারি আসছে অনেকগুলো, বারাণ্ডাটায়

চি যদি একটা লাগে, পাহারাওয়ালা পাঠিয়ে দিও ভাই একটা, আমি চল্লুম।

ইণ্ট। কাকে আবার দিই, কেউ যেতে চায় না, কি জান, ওদের একটু খুশী রাখতে হয়, সরকারী কাজ ত নয়, করবে কেন ?

কেনা। তোমার ভজনরামকে পাঠিয়ে দিও, আমি দেব এখন আনা দুয়েক।

ইণ্ট। (হাসিয়া) দু আনায় কি পাহারাওয়ালার পেট ভরে হে ?

কেনা। আর বেশী পাব কোথায় ? না হয় হেঁটে যাব, ট্রামওয়ের ভাড়াটা বাঁচিয়ে ওকে ঐ দেব, এদিকেও তো বেশী নয়, বোঝ তো ব্রাদার, মোটে দেবে বলেছে একটা টাকা, কেস্‌টা জুটিয়েছে শ্যামা, তা সে আবার চার আনা কেটে নেবে, তা দিও ভাই পাঠিয়ে, আমি চল্লুম।

নেপথ্যে। চোপ্‌ চোপ্‌, হাকিম আয়া, হাকিম আয়া—এসেছে, এসেছে।

নবাব। আ গিয়া, আ গিয়া, সুরু করো, বোলাও, বোলাও, ফিন্ হিঁয়াসে যানে হোগা, কুক্ সাহেব কো আড়গড়ামে জুড়ি খরিদ করনে কো ওয়াস্তে।

সাহেব। Now go on go on, we have a meeting at the Royal Exchange, I must be there by three.

ইণ্ট। সব হাজির করো।

কন। চোপ্‌ চোপ্‌, পাওয়া ওয়া সব নিকাল যাও, আসামী ফরিয়াদী হাজির—হাজির—

(মধুবাবুর প্রবেশ)

এঃ চোপ্‌, কাল যাও, হিঁয়া হিঁয়া হিঁয়া (গোলমালে মধুবাবুকে ধরিয়া কাঠগড়ায় উপস্থিত করণ)।

মধু। আরে করিস কি, করিস কি—আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাস ?

কনে। কাঠগড়াকা ভিতর আও, হাকিম কো সামনে খাড়া হোও।

মধু। আরে, আমি কেন ? আমিই ত হাকিম, আমাকে ডেকে ডুকে নিয়ে এল হাকিমি কত্তে—

কনে। ওঃ, ভুল হো গিয়া, হুজুর, ভুল হো গিয়া, আপ্‌ আজ কো হাকিম হ্যায় ? উপর চড় যাইয়ে; কসুর নেই হামারা হুজুর, আজকাল পছনানা বড়া মুস্কিল হ্যায় হুজুর, এক রোজ এক বাবুকো দেখতা আসামী হোকে খাড়া হ্যায়, দোসরা রোজ ওহি হাকিম বন্ যাতা।

সাহেব। Ah! you are to be my colleague this day ? come up come up, be quick.

মধু। Yes Sir—going—going.

নবাব। আরে রাখিয়ে জনাব গোইং গোইং, চলা আইয়ে মামলা করিয়ে।

সাহেব। Sit down Babu, বৈঠো, খাড়া কাঁহে ?

মধু। You sit Sir, I can't s t where you sit; কি বলেন ইণ্টরপ্রিটার মশাই ? সাহেবের সঙ্গে এক চৌকিতে বসা আমাদের উচিত নয়, মনিবের জাত ওঁরা। আর উনি আমায় চেনেন না, আমাদের বড় সাহেবের কাছে ওঁকে মধ্যে মধ্যে যেতে দেখেছি।

ইণ্ট। বসুন, বসুন, এখানে দোষ নেই; না ব'সলে চলবে কেন ?

নবাব। বৈঠিয়ে সাহেব। (স্বগত) ইয়ে ক্যায়সা আহাম্মুখ হ্যায় ?

মধু। তবে বসতে হবে এ্যাঁ ? দেখুন ইণ্টরপিটার মশাই, যখন আর দুটী বাঙ্গালী হাকিম সঙ্গে থাকবেন, তখন আমায় অনু-

গ্রহ ক'রে ডেকে পাঠাবেন। সাহেব লোকের সঙ্গে একত্রে বসা বড়ই কাজটা বেয়াদবি হয়। Sir then I sit with your most kind premission.

সাহেব। Sit down Babu sit down.

ইণ্ট। ঐ মিউনিসিপালিটীর ইন্‌স্পেক্‌টার বাবুকে ডাক না, আর তুলসী ঘোষ আসামীকে ডাক।

কন। আও আও, ইন্‌স্পেক্‌টার বাবু, ইধার আও। তুলসী ঘোষ আসামী হাজির — তুলসী ঘোষ আসাম্—তুলসী ঘোষ—

২য় কন। (তুলসী ঘোষকে ধাক্কা দিতে দিতে) চলা আও জলদী।

ইণ্ট। তোমার নাম তুলসী ঘোষ?

তুলসী। আজ্ঞে ধর্ম্ম-অবতার, শুধু ঘোষ বোল্লেও আমার সাড়া পাবেন।

ইণ্ট। দুধে জল দিয়েছিলি?

তুলসী। আজ্ঞে ধর্ম্ম-অবতার, গয়লায় কখন এ কাজ পারে?

ইণ্ট। বজ্জাতি রেখে দে, কতটা জল দিয়েছিলি বল?

ইনস্পে। Sir the milk—

ইণ্ট। বাঙ্গালায় বলুন না।

ইনস্পে। দুধ ওয় এন্‌ালাইজ্ করা হয়েছিল; এক সেরে এক পোয় ওপর জল আর মাইক্রোবও বিস্তর ছিল, একেবারে মাইক্রসকোপে দেখা গেল, পোকা কিল বিল কচ্ছে।

তুলসী। পোকা কিল বিল কচ্ছে? দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, তা হ'লে সে ও'দের কলের জলের দোষ, পুকুরজল কোন্ শালা দিয়েছে।

কন। চোপ রাও।

ইণ্ট। The defendant admits the offence.

সাহেব। Yes,whats the punishment? Imprisonment or fine.

ইণ্ট। Simply fine.

তুলসী। ধর্ম্ম-অবতার। আমার অনুধাবনটা নিবেদন কল্লেন না? দশ সেরের দর খাঁটি দুধ আমি কেমন ক'রে দেব? এই টেক্স-বাবুর শ্বশুরয়া এখন তাই চা'ন, দিতে পারিনে ব'লে আমাকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন।

কন। চোপ্ রাও।

সাহেব। Mr. Clerk, what amount of fine will do in this case? pass the book to me.

ইণ্ট। Needn't trouble yourself sir, five rupees will do for the first offence.

সাহেব। Five Rupees you say? very well, fine six rupees.

ইণ্ট। যাও, ছয় রোপেয়া জরিমানা।

[তুলসীর প্রস্থান।

সাহেব। Next case.

(উমাচরণের প্রবেশ)

উমা। হুজুর, আমার একটা নালিস আছে। এই গরমির দিন হুঁকোটী হাতে ক'রে টুলটি পেতে যদি ফুটপাথে একটু হাওয়ার জন্ত বসি, তা হ'লে তো অমনি পাহারাওয়ালা, জমাদার, ইনস্পেক্টার পঁচিশ দিক্ থেকে এসে তাড়া মারতে থাকেন, Obstructing the footpath; কিন্তু মিউনিসিপালিটী মশাইরা এই চার মাস হ'ল আমার বাড়ীর সামনে দরজা আটকে একটা পাঁজা খোয়া ঢেলে রেখেছেন, তার পর আজ প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হ'ল ঐ পাঁক তোলা সেই যে বড় বড় সৌখীন বাক্সগুলি আছে, তা দুটী দরজা আটকে রেখেছেন, আর এক-

ঢাকার গাড়ীখানি তো ছেলেদের পড়বার জানালার নীচে বরাবর থাকে, এর উপার কি? রাস্তাবন্দী সাহেবকে বলে বলে তো উপায় হ'ল না। এখন আমার বাড়ীতে একটী ক্রিয়া আছে, পাঁচজন আসবে, আমি Municipalityর নামে obstructing the public through fareএর নালিশ ক'রে শমন প্রার্থনা কচ্ছি।

(সকলের হাস্য)

ইন্ট। This babu—

সাহেব। I understand, I understand; very good the Municipality ought to be taught a leason, summons granted.

ইন্ট। But you have no power to issue summons in these cases sir.

সাহেব। No?—then send him away.

ইন্ট। আপনি নীচে যান, এ নালিস এখানে হবে না, আপনি নীচে থেকে শমন চান গিয়ে।

উমা। আবার নীচে যেতে হবে,— জ্বালাতন করেছে। আবার এই ইলেক্‌সন আসছে না? এবার বাড়ীতে কেউ ঢুকলে হয় ভোট নিতে—

[উমাচরণের প্রস্থান।

সকলে। (হাস্য)

সাহেব। Next case, next case.

ইন্ট। বোলাও গরীবউল্লা পাহারাওয়ালা নালিস করনেওয়ালা, গোকুলরায় আসামী?

১ম ক। এই গরীবউল্লা আও, গোকুলরাম আসামী হাজির—গোকুলরাম আসাম্— গোকুলরাম—

(গোকুলকে লইয়া গরীবউল্লার প্রবেশ)

ইন্ট। তোমার নাম গোকুলরায়?

গোকুল। দাদা!

১ম ক। চোপ্‌রাও!

ইন্ট। মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলে বল?

গোকুল। আজ্ঞে, ঠোঁট খুল্লেই তো এই পাহারাওয়ালা সাহেব চোপরাও করবেন, ইনি কি আপনাদের উপর?

ইন্ট। বল বল, আমার কথার উত্তর দাও, মাতাল হয়েছিলে?

গোকুল। আজ্ঞে, যিনি এনেছেন, ঐ পাহারাওয়ালা সাহেবকে জিজ্ঞাস করুন।

ইন্ট। কেয়া হুয়াথা বোলো?

গরীব। (হলফ পাঠ) হুজুর, বরা মাতুয়ালা হুয়াথা, ব্যাল্‌কুল চল্‌নে নেই স্যাক্‌তা, সরকের পর গির পর্‌তা; এই ভাখেন—

গোকুল। শুনুন ধর্ম্মাবতারেরা শুনে যাবেন,—মশাই, ঐ বুড়ো বাবু মশাইটীকে বলেছি, আমার এইটে চুকে গেলে ঘুমুবেন, এখন এই পাহারাওয়ালা সাহেব যা বলেছেন, তা শুনে রাখবেন। গির্ পর্‌তা—বেহুঁস হোতা—তার পর কি?

১ম ক। চোপ্‌রাও।

গোকুল। আরে দূর বাপু, তুই চোপ্‌রাও চোপরাও ক'রে জ্বালালি যে।

গরীব। একেবারেই বেহুঁস, এই ভাখেন হাম্‌কো বহুৎ মার কিয়া, উর্দ্দী ফাঁর দিয়া, লণ্ঠন তোর দিয়া—

গোকুল। চলুক চলুক, থামলে কেন? বল—দাড়ি উখড় দিয়া, কাণ মোচড় দিয়া, ভুঁড়ি ফাসড় দিয়া—

১ম ক। চোপ রাও।

গোকুল। হুজুররা একবার দেখেছেন, আপনাদের সামনেই কর্ত্তাদের মেজাজটা একবার দেখছেন; এতেই বুঝে নেবেন যে, বাইরে আমাদের সঙ্গে কত অমায়িকতা ক'রে থাকেন।

ইন্ট। বল বল, তোমার কি বলবার আছে ?

গোকুল। আর বলবো কি ধর্ম্ম-অবতার, বুঝতেই তো পাচ্ছেন, পাহারাওয়ালা সাহেবকে কিছু দক্ষিণে দিতে পারিনে, তাই এই বিড়ম্বনা ; নইলে আমার তো এই কৃষ্ণের জীব দেখছেন ; তা'র উপর ঔঁরই কথা প্রমাণ—চলতে পাচ্ছিলুম না, গির্ পড়্‌ছিলুম, বেহুঁস ছিলুম,—এ অবস্থায়ও যদি ওঁকে মার ধর ক'রে, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে দিতে পেরে থাকি, তা হ'লে তো পাহারাওয়ালা সাহেবের এখনিই পেন্‌সন নিয়ে বৃন্দাবনবাস করা উচিত।

ইন্ট। তুমি কি বকছো ? এখনও নেশা আছে নাকি ?

গোকুল। আজ্ঞে, অল্প মাত্রায় ! গেরস্থের ছেলে,রোজ রোজ ত টাকার সুবিধা হয় না, একদিন পয়সা খরচ ক'রে খেয়ে তা'তেই পাঁচদিন নেশাটা বজায় রাখতে হয়।

ইন্ট। Admit guilt.

সাহেব। What is to be the punishment, Two Rupees.

গোকুল। আজ্ঞে, হুজুর, ওটা আমায় জিজ্ঞাসা করুন, টু রুপিজে এবার হবে না, নীচের কোটে এবার দুটাকা, একবার চারি টাকা হয়ে গেছে, একবার ফাইভ রুপিজ করুন।

সাহেব। You want to be merry Eh ? Fine ten Rupees.

গোকুল। ধর্ম্ম-অবতার, একটু বেশী হ'ল। ওদিকেও ডিউটি বাড়ছে,আবার আপনারাও এদিকের রেট চড়াবেন, তা হ'লে আর পেরে উঠি কৈ ? ধর্ম্ম-অবতার, আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের-খাঁ ভক্ত, এই আমরা এক কিলিটে প্রায় ১০।১২ জন ছিলুম, ও ধারে শুঁড়ীদের, এ ধারে পাহারাওয়ালা সাহেবদের বাড়াবাড়িতে সবাই এদিক ছেড়ে দিয়ে গাঁজা ধরেছে,দলের মধ্যে আমি হুজুর এখনও কোম্পানীর মান রেখেছি.তবে লয়্যাল্‌টীর সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রেটি,য়টীজিম আছে, তাই খাঁটিটাই খেয়ে থাকি, মোদ্দাৎ গাঁজার চেয়ে ঢের বেশী পয়সা দেওয়া যায় ; হিসেবমত ধত্তে গেলে আমায় একটা খেতাব টেতাব দেওয়া উচিত, তা না ক'রে একবারে অত ফাইনের রেট চড়ালে আমিও গাঁজা ধরবো, তা কিন্তু বলছি। রয়ে বসে বাড়ান না, আবার কোন্ না এই ছোটদিনের পরই আসছি, রাস্তা দিয়ে বাড়ীতে আসতেই হবে, পাহারাওয়ালা সাহেবের "এই শালা কাঁহা যাত হায়" শুনে যদিও চুপ চাপ চ'লে যাই, তা হ'লে বাপ চৌদ্দপুরুষ তুলেও ত রাগিয়ে দিতে পারেন, তার পর একটা চেঁচিয়ে কথা কইলেই রুলের বাড়ি বাতের চিকিৎসা কত্তে কত্তে থানায় নিয়ে যাবেন, অবশেষে যা বাঁধিগৎ বরাদ্দ আছে, "গির পড়া,উর্দ্দী ফাড়া, লণ্ঠন তোড়া" ক'রে এইখানে হাজির।

নবাব। যাস্তি বাত কহেগো ত মেয়াদ দেগা।

গোকুল। সেলাম ! তবু ভাল, তবু ভাল. শ্রীমুখের একটা কথা শুনতে পেলুম,—মেয়াদ দেন, অপনাদেরই লোকসান, সেখানে যে কদিন থাকা, খাওয়াও বন্ধ, এখানে আসা-যাওয়া বন্ধ।

ইন্ট। যাও, যাও

গোকুল। সেলাম ইন্টরপ্রিটার সাহেব, সেলাম পাহারাওয়ালা সাহেব, অনুগ্রহ ক'রে মনে রাখবেন।

সাহেব। (মধুকে লক্ষ্য করিয়া) Now you signature please.

গোকুল। হুজুর,বুড় মানুষ ঘুমুচ্ছেন,ওঁকে

আর কষ্ট দেব না, আপনিই নামটা লিখে দিন, উনি জেগে উঠে কলম ছুঁ'য়ে দেবেন। (সকলের হাস্য, কনষ্টেবল বক্‌সিস চাওয়া ও গোকুলকে ধাক্কা দেওন) বাবা, ধাক্কা দিচ্ছ ভাল, সব জিনিসেরই ফাউ আছে।

[গোকুলের প্রস্থান।

সাহেব। Next case, Next case.

ইণ্ট। (মিউনিসিপাল ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) মশাই, আপনার কেশ এইবার, নীলমণি তরফদার আসামী।

ভজন। নালমাণিক তালকদার আসামী —নালমাণিক তালকদার আসাম—নালমাণিক।

ইণ্ট। ওরে, কেনারামবাবু উকীল আছে, একবার দেখ তো।

(কেনারাম উকীলের প্রবেশ)

কেনা। (ত্রস্তভাব) এই যে, এই যে, এসেছি, এসেছি, ও নীলমণি, ও নীলমণি, এগিয়ে এসে দাঁড়াও না, যোড় হাত কর, যোড় হাত কর।

নীলমণি। করেছি, তার পর কি বলবো? ছিরিবিষ্ণু নমধ্য।

কন। চোপরাও।

কেনা। Your honour—উঁ উঁ উঁ, আই আই আই—

নীল। হুজুর, পাখাটা একটু জোরে টানতে হুকুম কর্ব্বেন, উকীল বাবু ঘামছেন।

ইন্‌স্পে। চুপ্‌ কর, Sirs analiseএ এর দোকানের তেল থেকে একটু সরষের গন্ধও পাওয়া যায়নি, চীনের বাদাম, সোরগোঁজা আর যত unhealthy ingredients, হেলথ্‌ অফিসারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, এই তেলের দোষেই সহর খারাপ হ'য়ে যাচ্চে—

নীল। একটু ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে কথা ক'বেন টেক্সবাবু, গরীব লোক পেয়ে অমনি মাল্লেই হয় না। আমার তেলের দোষে সহরের যত অমঙ্গ হচ্ছে?

ইন্‌স্পে। চুপ্‌ কর, তেলের দোষেই অরবিকার, পক্ষাঘাত, ওলাউঠা—

নীল। বল বল রাস্তায় ধূলো, নর্দ্দমায় গন্ধ, ন'টা না বাজ্‌তেই কলের জল বন্ধ, কলে সাপ, বেলা দশটা পর্য্যন্ত রাস্তায় মেথরের ভিড়, গ্যাস মিট্‌ মিট্‌, এই সব আমার তেলের দোষে হচ্ছে। হুজুর লিখে নিন, জেলে দিন, জেলে দিন, ঘরে না হয় বলদ দিয়ে ঘানি টানাতুম, জেলে গিয়ে নিজে টানব, কলুর ছেলে, তার আর কি।

সাহেব। Order.

কন। চোপ্‌ চোপ্‌।

নীল। আরে থাম্‌ বাপু, চোপ চোপ ক'রে মাথার ভেতর খিচির মিচির ক'রে দিচ্ছে, যা এজেহার দেব মনে ক'রে এসিছি, সব ভুলে যাচ্ছি। হাঁ গা বাবু, আমার তেলে এই সব খারাপি হচ্ছে, তুমি দেখেছ?

কেনা। হাঁ দেখেছ? Yes—did you saw? did you saw? did you saw?

(সকলের হাস্য)

Answer me indirectly did you saw? did you saw?

নীল। আরে র বাবু র! তোমায় বুঝে নিয়েছি, আর অপ্রস্তুত হতে হবে না, টাকাটা স্বীকার করেছি, ধর্ম্ম খোয়াব না, দেব। ধর্ম্ম-অবতার! সোরগোঁজা চাড্ডি মিশেল না দিলে সরষে ভাল ভাঙ্গা হয় না, এ আপনি সকলকে জিজ্ঞাসা করুন; এই যে জেলের তেল, জেলের তেল, তা তা'তেও সোরগোঁজা মিশেল দিতে হয়। আমার যেন জাত-ব্যবসা, কত ভদ্দোর ভদ্দোর মানুষ তো সেখানে নিজে হাতে তেল ত'য়ের করে এসেছে, তাঁ'দের ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। ও মিত

খোতে শরীলের কোন অগন্দ করে না। (মধুকে দেখিয়া) ও হরি, আমি এতক্ষণ দেখতে পাইনে, চোক গেছে একেবারে,—তুমি ওখানে ব'সে বাবা। বাবাজী আমার হাকিম হয়েছ? সুবিচার হবে—সুবিচার হবে, পেস্কার মশাই বাবু, বাবাজীকে তুলে দিন তো, তুলে দিন তো, আহা, ছেরম হয়েছে, সমস্ত দিন খেটে একটু তন্দ্রা হয়েছে, উনি বুঝতে পার্কে, বাবা, বল তো বাবা, সোরগোঁজায় কি কোন শরীলের অমন্দ করে? কোরাণীই হও আর দারোগাই হও, হাজার হোক কলুর ছেলে তো বটে বাবা, তোমার অছাপা তো আর কি নেই, মুটো মুটো টাকা লাইসেনি দে . টী সোরগোঁজা না চালিয়ে দিলে চলবে কেন

কন্। চোপ চোপ।

নীল। আর চোপ চোপে কাজ নেই, আমি কে জানিস? হাকিম আমার জামাই। আহা। বেঁচে থাক বাবা, লক্ষ্মীপুষী হও, তোমার কাছে মামলা পড়েছে বাবা, সুবিচার হবে। মধু আমার তেমন ছেলে নয়।

মধু। কে তুমি? এখানে আমি কাকেও চিনি না।

নীল। চখে জল দিয়ে নেও বাবা, চখে জল দিয়ে নেও, ঘুমিয়ে পড়েছিলে, ঠাওর পাচ্ছো না, আমি তোমার শ্বশুর নীলমণি তরফদার, আমার যুগ্যি জামাই, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক।

মধু। এ আদালত, এখানে ও সব কথা কেন?

নীল। আহা, দেখেছ, বাবা আমার কত নজ্জাশীলে। ভগবান্ তোমায় বড় করেছেন, নজ্জা কি বাবা! আমি যেখানে সেখানে তোমার আশীর্ব্বাদ করবো, রাজা হও—রাজা হও, কেঙ্‌লী আমার রাজরাণী হোক, কেঙ্‌লী আমার বড় পয়মন্ত; কেঙ্‌লী পেটে আমি একটা গাঁতের সরষে কিনে দেড়-শ টাকা পাই, সে হ'তে আমার ছ-খানা গাছ বাড়ে; আমি বরাবর বলি, বাছার আমার লক্ষ্মীছিরি আছে, ক্যাঙ্গাল যখন পাঁচ বছরের মেয়ে, ওখনই কত গুছুনে ছিল, ওর মা'র সঙ্গে গিয়ে এই ছোট ছোট ঘুঁটেগুলি দিত; আহা, আমার সেই ক্যাঙ্গালের জামাই আজ রাজা হয়েছে! সুবিচার কর বাবা, সুবিচার কর; বল তো খদ্দেরে পাঁচ আনার ওপর দর দেবে না, আমি খাঁটি সরষের তেল দিই কোথা থেকে?

নবাব। এ কা হায়? মধুবাবুকো আসামী জামাই বোলতা, দামাদকো তো জামাই কহেতা? বাহবা ইংরাজ বাহাদুর! কলু কো বি পাকড়কে হাকিম বানায় দিয়া? কলু বি হাকিম বন্ যাতা! ম্যায় নবাব হোকে কলুকা সাত বৈঠাহুঁ। হাম আজই ইস্তফা দেগা, কলুকা সাত এক দরবারমে বৈঠকে হাকিমি নেই করেগা! সাহেব উঠিয়ে, আপকো তো বি-ইজ্জত হায়, হিঁয়া নেই বৈঠিয়ে, ও হাকিম কলু হায়।

সাহেব। Ah what?

নবাব। কলু Sir কলু, that man oilman, herecome, হাকিম হুয়া বাবু বনকে।

সাহেব। Indeed! Oh you Babu, টোম্ কাহে হামারা সাথ বয়েঠ্‌নে আয়া? No more case this day, I am not going to sit in court with a low fellow, come away নবাব সাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

নীল। বাবা, আমার এখন কি হবে? সব চলে যে, মধু, বাবা, তুমি একটা কয়ছলা ক'রে দাও। আহা! সোণারচাঁদ আমার

হাকিম হয়েছেন, ব্যাঞ্চ আলো ক'রে বসেছেন।

মধু। তুমি দূর হও এখান থেকে, পাজী ছোট লোক, কে তোর জামাই? আমি আজই তোর মেয়েকে তেজ্যিপুত্তুর করবো, দশে ধর্ম্মে আমার গালে মুখে চূণ-কালি দিলে—পাজী বুড়ো!

নীল। কি, জামাই হয়ে আমায় পাজী? ব্যাটা আমার ভদ্দোর হয়েছে; চল দেখি জেতের চকোরে,তোর কি আমার কা'র মান বেশী দেখি, আমি কি হেঁজি পেঁজি? ভুলে গেছ ব্যাটা, আমি যে জেতের মোড়ল, আমি মনে কল্লে তোকে একঘরে কত্তে পারি, একটা মজলিস্ কি চকোর টকোর হ'লে আমার কত মান গিয়ে দেখিস; কেগুলীর খাতিরে আদর ক'রে ভাল বল্‌ছিলেম। চাকরী ক'রে তো মাথা কিনেছিস, এখনও ব্যাটা তোর বাড়ী আমার কাছে বাঁধা জানিস্‌নে, জাত-ব্যবসা ছেড়ে মাথায় পাক বেঁধে খালি নবাবী বেড়েছে, কায়েতই হোক, বামুনই হোক,যে যা'র ঘরে বড় আছে,আমার ঘরেই কি আমি কমতি? ইঞ্জিরি পড়ে জাত স্বীকার কত্তে বুঝি নজ্জা নাগে?

মধু। দেখ, আমায় অপমান কর না, বলছি।

নীল। উঃ! ব্যাটার আমার মান! দিন-কাল উল্টে গেছে, তা'ই দুটো লোক মুখের ওপর খোসামোদ করে, তো ব্যাটার আবার মান কি? যা'র নিজের স্বজাত. যাকে মানে না, আর আবার মান! জেতের ভেতর তোকে পোঁছে কে? বুড়ো মা আছে, দেখি তা'র ছরাদে তোর বাড়ীতে কে থুথু ফেলতে যায়! একঘরে করবো ব্যাটাকে, একঘরে করবো; অধর্ম্মে নাস্তিক ব্যাটা, ব্যাটা জাত ভাঁড়ান আর বাপ ভাঁড়া-নোতে তফাৎ কি রে ব্যাটা? তো ব্যাটার মন ছোট, না নইলে কলু ছোট কিসে রে ব্যাটা? আমার ছোঁয়া ভাত নয় কায়েতে খায় না, আর কায়েত আমার ভাত ছুঁলে তা নষ্ট হয় না? গোল্লায় গেছিস, ইঞ্জিরি পড়, এ সব জান্‌বি কি? তেলের কাজে লাভ কত, তা জানিস? তো ব্যাটার তো ভদ্দোরগিরি চাকরী ক'রে বাড়ী বাঁধা পড়েছে, আর কত হোম্‌রা চোম্‌রা বামুন যে ফাঁকি দিয়ে তেলের কল ক'রে নিয়ে দশখানা বাড়ী ক'রে ফেল্লে; কেন আমার ঘানি বলদে টানে, তা'র ঘানি না হয় কলে টানে, ফারাক তো এই;—দূর-দূর—

ইন্ট। মশাই, চুপি চুপি রিজাইনটা দেবেন, কোন্ দিন আবার কি কেলেঙ্কারি হ'বে।

মধু। আজ দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি. এর শোধ নেব, তবে ছাড়বো,সাহেব তো আমার হাতে, আমার আণ্ডারে আর কেমন কায়েত বামুন চাকরী পায়, তা দেখছি।

নীল। যা ব্যাটা, তোকে ত্যাগ কল্লু, আমার মেয়েকেও ত্যাগ কল্লু।

মধু। এই তোর মুখও আমি বন্ধ কচ্ছি. জেতের খোঁটা ঘোচাচ্ছি, হয় খিষ্টান নয় বেম্মজ্ঞানী হ'ব, তবে ছাড়ব। এখনই নীচের কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট ক'রে যাচ্ছি যে, আমার সাধখাঁ পদবী বদলে আজ থেকে বেম্মানন্দ পদবী নিলুম, আর সাহেবের হাতে পায়ে ধ'রে সার্ভিস ব'য়ে আর গ্র্যাডেসন লিষ্টে সাধখাঁ কাটিয়ে বেম্মানন্দ ক'রে নেব, আজ থেকে মধুসূদন সাধখাঁ নয়, মধুসূদন বেম্মানন্দ।

[প্রস্থান।

কন। আরে হাকিম চলা যাতা, হাকিম চলা যাতা, মামলা কোন্ করেগা?

নীল। ঐ ইজ্জিরগুলো ছেড়ে দে না, তোদের মামলা আমিই ক'রে দিচ্ছি, অমন লাখ লাখ করেছি; গাঁয়ে আমি পঞ্চায়েৎ, জমিদারের ঘরেও আমার খাতির আছে।

[প্রস্থান।

কন। আরে, আসামী ভাগ্‌তা—ভাগ্‌তা—ভাগ্‌তা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—*—

রাস্তা।

মহিলাগণ।

গীত।

দেখবো এবার আঁখি ঠেরে
আছে কি না আছে ধার।
এই বেলা না সামলে নিলে
থামবে না ছার "সংস্কার"॥
ধরলো দেখ বিষম নেশা,
করবে না কেউ জাতের পেশা,
উল্টো আশায় সব খোয়ালে
ভাতের তরে হাহাকার।
আমরা যদি সত্যি সতী,
করবো আদর মুটে পতি,
চাষ ছেড়ে দাস হ'তে গেলে,
কাণ ম'লে ভাই দেব তা'র।
শোবার ঘরে শাসন হ'লে
তবে যাবে একাকার।

গন্ধর্ব্বলোক।

অপ্সরাগণ।

গীত।

হাঃ হাঃ হাঃ! হাসি ধরে না
ধরে না কোথা রাখি বল।
ধরার ধারা হে'রে লো সই হয়েছি পাগল।
খেল্লুম আজ ভাল খেলা,
ধরাতলে পরীর মেলা,
(এখন) ভর ক'রে বোন্ সোণার হাঁসে
পরীবাসে চল;—
বর দিয়ে যাই নরের যেন হয় সুমঙ্গল॥

যবনিকা-পতন।

সাবাস আটাশ

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত।

নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণ।

পুরুষগণ।

রাজা বিজয়কৃষ্ণ।

হরলাল	...	...	কলিকাতানিবাসী ভদ্রলোক।
কমল, ভূতনাথ, নেপেন, পিয়ারী, বঙ্কু, হরেণ, বরেণ ও খগেন।			কমিশনারগণ
রজলাল	..	...	জনৈক ভদ্রলোক।
ভবানী ও রসময়	...	...	সুবর্ব্বের কমিশনার।
বাঁশী	...	...	ভবানীর শ্যালক।
ভোলানাথ	...	...	জনৈক গৃহস্থ।
বটকৃষ্ণ	...	..	নূতন উকীল।
অসঙ্করানন্দ শব্দবোম	...	..	লেডি-স্কুলের পণ্ডিত।
হেমন্ত	...	...	ঐ প্রফেসার।
বনমালী পাঁজা	...	...	ঠিকাদার।

পুঁটে, কৃষকগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শ্যামাসুন্দরী	...	...	হরলালের স্ত্রী।
ক্ষীরোদা	...	...	রসময়ের স্ত্রী।
গিরিবালা	...	...	প্রতিবেশিনী।
অনঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুকাঞ্চী, বরাননী, পাগলিনী ও কুন্তলীন-কুন্তলা।			ছাত্রীগণ।

মহিলাগণ, নাপতিনী ও পরিচারিকা, গোয়ালিনীগণ, ঝাড়ুওয়ালীগণ, মুর্দ্দাফরাসিনীগণ ও অভিনেত্রীগণ ইত্যাদি।

সাবাস আটাশ

সূচনা।

বধূমাতাগণ।

(গীত)

ছি ছি ছি ছি ছেড়ে দাও না ভাই।
ও মিনি মাইনের চুলোর চাকরীর
মুখেতে দে ছাই॥
মিটীং ক'রে এস ঘরে শুকিয়ে সোণার মুখ,
বুঝবে কি নীরস পুরুষ ফাটে নারীর বুক,
আবার দুখের উপর দুখ দেখ না বকুনি বড়াই।
আমরা নিয়েছি আবদার,
বলছি নাথ শুন খবরদার,
আর পা বাড়িও না'ক মাড়িও না'ক
টাউনহলের ধার;
যাক যাক সে বালাই॥
খেয়ে ঘরে তাড়িয়ে বনের মোষ,
মিনি দোষে ধরে ক'সে এ কি লো আপশোষ,
ফোঁস-ফোঁসানি কাজ কি স'য়ে
বল্ না আসে ছেড়ে ঠাঁই।
মিষ্টার নাথ বাবু নাথ শোন প্রাণের স্কোয়ার,
বলি পায়ে ধ'রে মাথার কিরে
আর সয় না খোয়ার,
মানে মানে মান রাখ না
আমরা তাতে বর্ত্তে যাই॥
নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চ'ড়ে বেড়িও নাক আর,
জেলে গোঁফে আগুন কোটো বেগুণ
প'রে শাড়ী চুড়ী চন্দ্রহার;
পুরুষ হয়ে পৌরুষ গেলে
রইলো কি সুধাই তাই?
তোমরাই কি বল ছাই
(হ্যা হ্যা) ফাই—ফাই—ফাই!

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরলাল বাবুর অন্তঃপুর।

হরলাল ও শ্যামাসুন্দরী।

হর। আর বাড়ীতে কাজ নেই. ও কথা রেখে দাও,এখন জমীটুকু কেনা দামে বেচতে পাল্লে বাঁচি!

শ্যামা। ও কি অলক্ষণে কথা! কত কষ্টে হয়েছে, তা বেচবার নাম কর কেন?

হর। বেচবার নাম কচ্ছি বড় প্রাণের সখে! ফুরতি উথলে উঠেছে কি না! একে প্লেগের হাঙ্গামেতে জমীর দর তো থমথমে হয়েই গেছলো; তার উপর এই নূতন আইন পাশ হবে শুনে একেবারে নেবে গেছে।

শ্যামা। তোমার যেমন কথা! আইন হয় হবে, তা ব'লে কি কলকেতায় মানুষ থাকবে না? না লোকে বাড়ী ঘর দোর কর্ব্বে না? যাই ত না—কথনই বা অবসর পাই, তবু যদি কখনও মরতে তেতলার ছাদে উঠি—ও মা, যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি, ভারা বাঁধা, সব নূতন বাড়ী হচ্ছে। আর জাহ্নবী নাইতে গেলে ইটের গাড়ীর ভিড় ঠেলে আমাদের গাড়ী এগুতেই পারে না। সবাই বাড়ী করেছে. ওঁর এক ঢং।

হর। দেখ, যা আইন আছে, এতেই তো আমি কলকেতায় বাড়ী করতে নারাজ

ছিলেম। আমার জমী, আমার পয়সা, আর প্রাণধন সাহেব যে বছোরুদ্দি পেয়াদাকে সঙ্গে এনে মুখ নাড়া দেবেন—এ আমি সইতে পারবো না। তার উপর নূতন আইনের ব্যবস্থা—ও বাবা, দণ্ডবৎ।

শ্যামা। কেন, তাতে হবে কি? কোম্পানী কি এখন বাড়ী করলে ভাগ বসাবে?

হর। আরে দূর পাগলী, এক কোম্পানী শিখে রেখেছে—কোম্পানী কে—এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? এ হচ্ছে মিউনিসিপাল।

শ্যামা। তা সে পালমশাই কি করবেন?

হর। ছি ছি! আমি এলে ক্ষেল্, কত মিটীংএ এ্যাটেণ্ড করি, কাগজে করেস্পণ্ডেন্স লিখি, আর তুমি আমার স্ত্রী হয়ে মিউনিসিপাল উচ্চারণ করতে পার না? এতে আমার বড় কষ্ট হয়। একটু যদি ভাল ক'রে পড়তে।

শ্যামা। তা হ'লে যে এই আড়াই মাস রাঁধুনী ছেড়ে গেছে, আর কি রান্না-ঘরে ঢুকতেম? আট্‌টার ভেতর আপিসের ভাত রাঁধতো কে?

হর। Certainly—তা তোমার গুণ অনেক আছে, আর তার জন্ত আমি তোমার কাছে সর্ব্বদাই গ্রেটফুল থাকি,—

শ্যামা। আর ঘেঁটের ফুল কাজ নেই, একটা নিরেট ফল পেলে বাঁচি। তোমার সে মিন্সেপালই হোক আর মাগীপালই হোক, বাড়ী কল্লে কি করবে, তা শুনি?

হর। শুনবে কি? এখন তো বাড়ী করতে গেলে নিজের বাড়ী কি রকম হবে, তার নক্সা দিতে হয়। এর পর সমস্ত ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকতে হবে।

শ্যামা। কেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

হর। কাদের সঙ্গে?

শ্যামা। ঐ যাদের কথা বল্লে—ভারত-ভর্ষা না কি—তাদের সঙ্গে?

হর। Pity Pity! so dearly dunce so sweetly bitter শ্যামা, ও কথা তুমি বুঝবে না, আমি সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন—যে ভিটেয় আমি বাড়ী কর্ব্বো, সেইখানে ইলিস্ মাছ ভাজতে চড়ালে যত দূর তার গন্ধ যায়;—উত্তর দক্ষিণ—পূর্ব্ব—পশ্চিম—বায়ু—নৈঋত—অগ্নি—ঈশান—

শ্যামা। ভূত প্রেত দানা দৈত্যি—দক্ষিণ মশান।

হর। মরি, রসি তাটুকু আছে দেখি যে!

শ্যামা। বোঝ না, এই বালাই—প্যাঁজের গন্ধ না দিলে তো তোমার কাছে রস মজে না; এখন যা বলছিলে বল।

হর। বলছিলেম আর কি, সেই যত দূর গন্ধ যায় বা দৃষ্টি যায় যাই বল—ততদূর চারি দিকের বাড়ীর আঁচে আঁচে নক্সা দিতে হবে। তার পর ইঞ্জিনীয়ার এসে দমকল বসিয়ে জমীর জল শুষবে; শেষ—এখানে এতটা ছাড়, ওখানে এতটা বাড়, কোমরভোর গাড়া, বাঁশভোর খাড়া, এতটা উঠোন বারাণ্ডা চতুষ্কোণ, এইখানে ঘর, এইখানে দোর, এইখানে নর্দ্দমা, তার পর ড্রেনের সুড়ঙ্গ, জলের কল, নোংরা নল—আর কত তোমায় বলবো।

শ্যামা। ভাল, না হয় হলেই বা; না হয় কোম্পানী—দূর মরুক গে, তোমার ঐ পাল সাহেবের হুকুমে ভদ্রাসনখানা ভালই হলো; তোমার জমীর তো আর কমি নাই, একবার বই তো আর দু'বার নয়, কষ্টে সৃষ্টে না হয় করলেই বা।

হর। আমার যেন একটু বেশী জমী আছে, কিন্তু সকলের কি তা সুবিধা হবে?

আচ্ছা, তা যাক, আপনার দিক্ দিয়েই দেখি, একবার বাঙ্গালী হয়েই বোঝাই।

শ্যামা। হ্যাঁ টুন্টুনী সাহেব,তাই বোঝাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমিও বুঝবো।

হর। দেখ, আপাততঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় চারটী বাবাজী আছেন, এখনো তুমি কার্ত্তিক পূজা চালাচ্ছ, আরো কি হয় কি জানি; কিন্তু ধর নয় চারটীই, মনে কর, আমার অবর্ত্তমানে—

শ্যামা। বালাই, ও কি কথা!

হর। বাল, বালাই বল্লে তো রেহাই নেই; একদিন তো মর্ত্তমান দেখাতেই হবে; আর মর্ত্তমানকে মূর্ত্তিমান্ দেখলেই বর্ত্তমান লোপ হবে; তখন চারটী ছেলে যদি ভিটেখানি ভাগ ক'রে নিতে চান, তা হ'লে কোন্ ইঞ্জিনীয়ারের ঠাকুরদাদা এসে ঐ "পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে, বাড়ী কর গে ভেড়ের ভেড়ে" গোছের চারিখানা বাড়ী ভাগাভাগী ক'রে দিতে পার্ব্বে?

শ্যামা। বেশ তো, ভালই তো, ছেলেরা একসঙ্গে থাকবে।

হর। আর চার বেটী বৌ যে চার চেয়ে বোলো ব্যাটা কাটাকাটী করবে।

শ্যামা। তাই নাকি সবাই কোচ্চে—

(পুঁটের প্রবেশ)

হর। কি রে পুঁটে?

পুঁটে। কাকীমা, কাকীমা, কাকা! দেখ, আমি একখান খবরের কাগজ পেয়েছি এতে, কত কি ওষুধের কথা লেখা আছে, এখানা রাখ,তোমায় আর ডাক্তার ডাকতে হবে না।

শ্যামা। কি কাগজ রে পুঁটে?

পুঁটে। নূতন বেরিয়েছে,—"ব্রহ্মাণ্ড"। হ্যাঁ কাকা, অণ্ড তো ডিম, তবে ব্রহ্মা কি ডিম পাড়তেন?

হর। দুর পাগলা, ওগুলো ইতরের কথা বলতে নেই।

পুঁটে। দেখ কাকা, কাকীমা, শোন—কেমন একটা মজার নূতন ঔষধ ছাপিয়েছে।

শ্যামা। কি ঔষধ, পড় না শুনি।

পুঁটে। এই শোন, এই শোন—

আশ্চর্য্য কাণ্ড! অদ্ভুত ব্যাপার!!

আর কষ্টের ভয় নাই!

দিবা-মরণারিষ্ট!

"মিসর দেশে তারণ্ডী নদীর তীরস্থ ভয়ঙ্কর মরুভূমির বিজন বননিবাসিনী পরমহংস পরিব্রাজক ভূতপূর্ব্ব স্বামী—আপাতত শ্বশুর —শ্রীমৎ ঘুতঘুতানন্দ মহারাজা চতুর্দ্দশ বর্ষ ঘোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভরূপ দু'টী ডিম্ব প্রসব করিয়াছেন"—কাকা, ঐ দেখ, এই খবরের কাগজে সিদ্ধিপুরুষের ডিম্ব প্রসব লিখেছে;—

হর। তা লিখুক, ও যার যেমন প্রবৃত্তি, তার তেমনি ভাষা; একটা গল্প শুনবি—যে বিদ্যাসাগরের চরিতাবলী পড়ছিস, তিনি একজন ভট্চার্য্যি বামুনের লেখা একখানি ব্যাকরণের দু'এক জায়গা কেটে দিয়েছিলেন, ভট্চার্য্যি তাই না শুনে রেগে বল্লে "বটে, বিদ্যাসাগর আমার বইয়ে কলম চালিয়েছে, তবে এবার আমি তাঁর বইয়ে কোদাল পাড়বো।" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন লোক এই কথা বলাতে সেই মহাপুরুষ একটু হেসে বলেছিলেন,—"তা যার যা অস্ত্র।"

পুঁটে। হ্যাঁ কাকা, বিদ্যাসাগর মহাশয় মানুষ ছিলেন? এমনি ক'রে কথা কইতেন? আমি মনে কত্তেম, কোন ঠাকুর!

হর। হ্যাঁ, তাই। এখন তুই কি ঔষধ পড়ছিলি পড়, আমায় বেরুতে হবে।

পুঁটে। প্রথমটীর নাম রতি-কেশরী অর্থাৎ কেশরীর ন্যায়—

হর। যা যা, ছেড়ে দে—আর কিছু থাকে, পড়।

পুঁটে। আর যেটা মজার, সেইটেই তবে শোন—দ্বিতীয় ঔষধ "দিবা-মরণারিষ্ট"। অর্থাৎ এই অরিষ্ট প্রত্যহ সেবন করিলে আর রাত্রে মরিতে হইবে না। দিবসে হাসিতে হাসিতে কাসিতে কাসিতে কণ্ঠশ্বাস হইবে! মঙ্গলময় মরণের এমন ঔষধ আর নাই। এই "দিবামরণারিষ্ট" বা অন্য কোন নাম দিয়া আর যাঁহারা ঔষধের বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহারা ঘোর প্রতারক, একমাত্র আমরাই এ বিষয়ে যুধিষ্ঠির! পরমহংস মহা-রাজ এই ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তবে কেবল ডাক-মাশুল ও পরোপকারব্রত-পালনের খরচার জন্য ৫৷৴০ মাত্র শিশি প্রতি লইব! তাহার সহিত উপহার সনাতন ধর্ম্মের সার "বকাও পুরাণ"এবং প্রত্যেক ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয় "অনঙ্গ অভিসার" নামক দুইখানি কুড়ি টাকা মূল্যের অমূল্য গ্রন্থ। লেবেলের সহিত শিশি ফিরাইয়া দিলে "কামরূপ-কেচ্ছা" রহস্য-পুস্তক পাইবেন। এই রহস্যপূর্ণ পুস্তক পাঠ করা অবধি ইন্দ্রনাথ বাবু ভয়ে বই লেখা বন্ধ করিয়াছেন। ক্রমে পরমহংস দেবের নিকট হইতে চাটনি আদি পাইব, তখন আমরা নিজেই একখানি সংবাদপত্র বাহির করিব।

হর। হুঁ বটে, একটী দাঁও এঁচেছেন? নে ভাত খাবিনি, ইস্কুলের বেলা হচ্ছে যে, আমি বেরুলেম—আসি গো!

শ্যামা। আ আমার মুখে আগুন! রোস রোস, টীফিনের বাক্স দিতে ভুলে গেছি।

[প্রস্থান।

হর। এ কাগজ তুই কোথায় পেলি রে?

পুঁটে। মেজকাকী যে নেন।

হর। মেজ বৌমার বুঝি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এই কাগজ পড়েন?

পুঁটে। তিনি বুঝি কাগজ পড়েন? তিনি মোড়কও খোলেন না, অতগুলো বই পান, তাই পাঁচসিকে ক'রে বছরে দেন। আমি কাগজ নিয়ে নিয়ে মজার বিজ্ঞাপন পড়ি।

শ্যামা। নে নে, যা যা, ও সব এখন পড়ে না। বাক্সটা বাইরে নিয়ে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বীডন-স্কোয়ার।

গোয়ালিনীগণ। গীত।

গোল-ঘর ঘবে নিকিয়ে রেখো
ভাল ক'রে ধুয়ে সাফ্।
কলে নলেতে বাঁধ ভারী লো
ঘোরাতে ফেরাতে মাপ্।
ঘটলো লেঠা লো হায়,
কেঁড়েটী কেঁকালে কাঁধে,—
জল পাব না, খাঁটী দুধেতে দেব কি—
হ'লো কি লো পাপ॥
গয়না রয় না ওলো দেখি গায়,
লাইসেনি দেনা দিতে বুঝি যায়,
দধি মথিব কিসে,
ননী যে হবে না, ছানা যে পাব না,—
দলে দলে দলে গোয়ালিনী মিলে
জলে দিব ঝাঁপ॥

[প্রস্থান

(ভূতনাথ ও কতিপয় কমিশনরগণের প্রবেশ)

কমল। সে কি কথা, আপনি থেকে যাবেন কি? তা হ'লে তো সব বাজে হবে।

ভূত। কি জান কমল বাবু—Personally speaking.

নেপেন। না মহাশয়, ও আপনি পারশন্তাল টারশন্তাল রাখুন—এখন সময় নয়, আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে, আমরা আপনার উপর জোর করবো।

ভূত। নেপেন বাবু, আমার কি আপনাদের উপর সিম্প্যাথি নাই? প্রিন্সিপ্যালটাও মানি, কিন্তু আই এ্যাম এ্যাফ্রেড—

প্যারী। Afraid—ভয়! ছি ছি, ও কথা আপনার মুখে ভাল শোনায় না।

ভূত। না না, পিয়ারীচরণ, আমি বলছিলেম যে, I am afraid perhaps I have no right to tender my resignation.

কমল। কেন? সে কি! আপনার কি এমন মরাল্‌ওব্‌লিগেসন আছে? য়ামার আই ইনসিষ্ট—

ভূত। আমার কথাটা শোন না—Have I any right to mar the prospects of my own poor children? There are three boys yet—

নেপেন। To be provided for? (টু বি প্রোভাইডেড ফর?) আচ্ছা, তাদের ভার আমার উপর; আই প্লেজ—

ভূত। বাস্ বাস্, আর বলতে হবে না, ঐটুকুনি আমার মনে খুঁত ছিল; নইলে নিজের একরকম যা হোক—

নেপেন। তবে চলুন, আর দেরী ক'রে কাজ নেই, সুরেন্দ্র বাবুকে তুলে নিয়ে যাওয়া যাক।

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

কমল। বটকৃষ্ণ যে—কোথায়?

বট। এই আপনাকেই বাড়ীতে খুঁজে আসছি। তার পর কি হলো—আপনারা ডিটারমিন তো?

নেপেন। দেখা যাচ্ছে, এ ত আর ছেলে খেলা নয়।

বট। ছেলেখেলা কি! Most serious seapentine problem of poetical paradox! The corinthian catacomb of concoursive concussion! The future fate of feberile India hangs on the hair of Democles!

কমল। বটকৃষ্ণের তো খুব এলোকোয়েন্স আছে দেখছি।

বট। কিছু না, কিছু না। Not at all to be the compared with that of Demosthenesis.

নেপেন। How modest! খুব ত বিনয়ী দেখ্‌ছি! আপনি কোন্ বারে জয়েন করেছেন?

বট। বৃহস্পতিবারে।

কমল। তা নয়, তা নয় বটকৃষ্ণ, নেপেন বাবু জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কোন্ (Bar এ practice) বারে প্রক্‌টিস্ কোচ্ছ?

বট। (Oh you mean Bar,) ও ইউ মিন বার—নট্ বার; অমি আলিপুরেই বেরুচ্ছি; কিন্তু কি জানেন, এখন তেমন জজ্‌টজ আর এ দেশে আসে না—আমার ট্যালেণ্ট তেমন এ্যাপ্রিসিয়েট্ করবে কে? I am sorry that I have takenu law my profession,

নেপেন। The profession returns you the complimeut,—I am sure.

বট। (Thank you don't mention) থ্যাঙ্ক ইউ ডোণ্ট মেন্সন। সে যাক, আপনারা আর (vaciphilate) ভ্যাসিফিলেট

করবেন না, Let your word shoot your action; ও আর কথাবার্ত্তা নেই, একেবারে রিজাইন্ দিয়ে ফেলুন। Let the Hemisphere stair with the wonderous fair at your dreadful deed, তা নইলে আপনাদের কন্‌ষ্টিটিউসনরা আপনাদের কি বলবে?

কমল। আচ্ছা বটকৃষ্ণ, তোমার কি বোধ হয়—আমি যদি ছেড়ে দি, তা হ'লে আমাদের ওয়ার্ডে ইলেক্‌শনের জন্য আর কেউ দাঁড়াবে?

বট। Impossible! Out-gerenous! standing on my Biceps like a rock of vergin Alaboster, in the united Kingdom. I can declare that there is no man so so so—so so—

ভূত। তা চল নেপেন বাবু যাওয়া যাক, এখানে দাঁড়িয়ে বাবুজীর vocal pyrotechnie দেখলে আর কি হবে?

বট। হ্যাঁ যান, শীগগির যান, যদি আপনাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র মানুষের চামড়াত্ব থাকে, যদি লোকলাঞ্ছনা গুরুগঞ্জনা মানভঞ্জনার কিছুমাত্র ভয় থাকে, যদি না ভাঁটা পড়ে গিয়ে থাকে, একেবারে আপনাদের মস্তিষ্ক হতে সমস্ত বান্ধবকতা, সমস্ত সভ্যকতা, সমস্ত মাতৃভূমি-প্রেমতা, তা হ'লে এখনি—এই মূল্যবান্ মিনিটের মধ্যে সকলেই এক অবয়বে গিয়ে গম্ভীরপূর্ব্বক দাখিল করুন, আপনাদিগের এই পরিত্যাগতা। উঃ! আজ এই পরিত্যাগতাপ্রমাদময় নীতিসাহস দেখাতে পাল্লেম না, এর হিতাহিত জ্ঞানযুক্ত সন্তুষ্ট ভোগ কত্তে পারলেম না ব'লে আমি দুঃখিতময় হচ্ছি, যে আমি নয়কো একজন কমিশনার। চলুন, চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিমতলার ঘাট।

(মুর্দ্দাফরাসনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাহোয়া বাহোয়া বাহোয়া!
ওহো কেয়া এজলাস মে বড়িয়া রায়—বাহোয়া
ঘাটমে ঘাটমে রাত ছুটি—বাহোয়া!
দারু পিলিয়া—বাহোয়া,
পিও ভরপূর ভর্ দেল্—বাহোয়া বাহোয়া!
খেল্‌তে হ্যায় দেলদার খুসিয়া খুসিয়া!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভবানীবাবুর বাটী।

ভবানী, বনমালী, বাঁশী, অনঙ্গরাঙ্গ ও রসময়।

ভবানী। আমি রিজাইন্ দেব, আমি! আমি কার খাই না পরি? বাবুরা সব পেট্রিয়ট হয়েছেন, সেলফ-রেস্পেক্‌ট হয়েছে, ময়্যাল কয়েজ দেখাচ্ছেন! যা যা, আপনারাই ঠকে গেলি।

বন। ঠকে গেল বই কি, তার আর কথা আছে। "ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি?" আপনি দয়া ক'রে হুকুমটা বা'র করিয়ে দিন না, আমি হাজার টাকা ডিপা-

জিট দিয়ে কন্‌ট্রাক্টো নিচ্ছি, যখন যত কমিষাঁড় দরকার হবে, আমি একা সরবরাহ করবো। মাথা পেছু, আপনি যা কমিশন ধার্য্য ক'রে দেবেন, আমার তাই অযথেষ্ট হবে।

বাঁশী। ঠিক বলেছ পাঁজার পো, যখন এত কনট্রাক্ট পাচ্ছ, ওটা আর বাকী থাকে কেন? ভবানী বাবু, এইবার চেষ্টা বেষ্টা ক'রে বনমালী পাঁজাকে কমিশনার সপ্লাই করবার কনট্রাক্টটা দিয়ে দিন। টেণ্ডার দাও, টেণ্ডার দাও বনমালী!

বন। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু মসুবিদে ক'রে দিন, আমি ষ্টম্বরে সই করে দিচ্ছি; যে যত নীচ টেণ্ডার করুক না, আমি তার চেয়ে আড়াই পারসেণ্টো কমে রাজী।

ভবানী। আরে বনমালী, ক্ষেপেছ নাকি? কমিশনার কি টেণ্ডারে হয়?

বন। আজ্ঞে, হুজুর মনে কল্লে সব হয়। এই তো এতগুলো বাবু ছেড়ে গেল, আপনাকে কেউ ছাড়াতে পাল্লে? কখন ছাড়বেন না—আপনি ছিঁনে জোঁক হয়ে বসে থাকুন।

বাঁশী। আর যদি মুখে মুণ দেয়?

বন। কিছুতে না—কিছুতে না—মুণ ছেড়ে গালে চুণ দিলেও না।

বাঁশী। আর একটা জিনিস বল্লে না যে, সেটা আগে থাকতেই বুঝি আছে?

ভবানী। বাঁশী কিছু বেশী রসিক হোচ্ছ দেখছি যে?

বাঁশী। কি জানেন, একটা কাজ তো চাই; বোনটীর বে দিয়ে এত দিন বাড়ীতে পড়ে ভাত মারছি,আপনি একটা তো কাজ কর্ম্ম করে দিলেন না।

ভবানী। তাই বুঝি আমাকে গালাগাল?

বাঁশী। সে কি! ওগুলো আপনার গালাগাল? আমি তো তা জানতেম না।

ভবানী। দূর শালা।

বাঁশী। এই দেখুন দেখি—এটা কি আর আমায় গালাগাল দিলেন?

(অনঙ্করানন্দ শব্দ-ব্যোমের প্রবেশ)

অনঙ্কর। ভবানী বাবু কার নাম? ব্রাহ্মণ—আশীর্ব্বাদ কচ্চি।

ভবানী। আসুন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

অনঙ্কর। আজ্ঞে, আমার নাম অনঙ্করানন্দ দেবশর্ম্মণঃ—উপাধি শব্দব্যোম; চেত্‌লার মহারাজা বাহাদুর গবেশচন্দ্র হোড়ের সভাপতি আমি। মহারাজ বাহাদুর আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

ভবানী। (পত্র পাঠ করিয়া) হুঁ—বলুন, আপনার কি প্রয়োজন?

অনঙ্কর। প্রয়োজন আর কি বলবো, যে দিন-কাল পড়েছে, অধ্যাপকগিরীতে তো আর চলে না। একটী শ্যালীপতি পুত্র ব্রাহ্মণী লালন-পালন করেছেন, ইংরাজীও মন্দ পড়েনি, তাই তার একটী কর্ম্ম ক'রে দেবার জন্যে আপনার নিকট আসা, আপনি মনে কল্লেই হয়।

ভবানী। আমি ওকালতী করি, কোন আপিসের সঙ্গে তো সম্পর্ক নাই। কোথায় খালিটালি থাকে তো সন্ধান আসুন, ব'লে দিতে চেষ্টা করবো।

অনঙ্কর। আজ্ঞে, তা করবেন বৈ কি, তা করবেন বৈ কি, জয় জয়কার হোক, পোড়ার-বিবাগ-জজ হয়ে সমাধিতে বসুন। আহা, যেমন নাম শ্রুতিগোচর হয়েছিলেম, তেমনি চাক্ষুষ দেখলেম; আকৃতিও যেমন বট চক্র-গজানন, প্রকৃতিও তেমনি লম্বোদর।

ভবানী। তা আপনি সন্ধান আনবেন।

অনঙ্কর। তা আমি মন করেছি, তা না

করেই কি ভবাদর্শ মহোদয়কে অতিরিক্ত করতে এসেছি।

ভবানী। কোথায় চাকরী খালি আছে?

অনঙ্কর। আজ্ঞে, রাজসভায় অভিজ্ঞান হলেম যে, মনসাফল আফিসের অনেকগুলি বাবু কর্ম্মে একেবারে র‍্যাজান দিচ্ছেন। তা আপনি তো সেখানকার একপ্রকার সদরমেট বল্লেই হয়, মনে কল্লেই আমার নবদ্বীপচাঁদকে একখানি চেয়ারে উপনিবেশ করিয়ে দিতে পারেন।

ভবানী। হাঃ হাঃ হাঃ! ঠাকুর, সে সব চাকুরে নয়, চাকুরে নয়, সে অনেক পলিটিকেল ব্যাপার, আপনি বুঝতে পারবেন না।

অনঙ্কর। আজ্ঞে, বাবুজী, আমি দরিদ্র অধ্যাপক পণ্ডিত মানুষ, আমার সঙ্গে কি পরিহাস করতে আছে? পটলের কি কল হয়, তা কি আমি বুঝতে পারিনে?

বাঁশী। বাঃ বাঃ ঠাকুর, খুব তরজমা করেছ, পলিটিকেল কি না পটলের কল।

অনঙ্কর। আপনারা যা বলেন। ভবানী বাবু মহাশয়, ইংরাজী পঠ্যমান করিনি বটে, কিন্তু দুটো একটা শব্দ-সন্ন্যাস জানা আছে। চাকরী না হ'লে কি র‍্যাজান হয়, আমি কি জানিনি মহাশয়? যখন চেতলার ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেম, তখন এক দিবস দুটা ছাত্র পাকাচুল তুলতে তুলতে আমায় একটু নিদ্রায় অভিসার হ'তে দেখে, মস্তকের শিখাটা কেদারার একটা পেরেকের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। হেডপণ্ডিতকে বলায় তিনি কিছু করলেন না, তাইতে আমি সে চাকরী র‍্যাজান দি। যেখানে র‍্যাজান, সেইখানেই চাকরী; রজ্জু—পটান্ হচ্চে—এই র‍্যাজান্।

বাঁশী। ঠিক বলেছ ঠাকুর, দড়ী ছিঁড়ে পিট্টান। আমাদের বাবু এখনও মায়া ছাড়াতে পারেননি, খোঁটার ধারে ধারে ঘুরছেন।

ভবানী। আপনি মহারাজ গবেশ বাহাদুরের কাছ থেকে আসছেন, আপনার সঙ্গে কি বিদ্রূপ কচ্ছি? সে সব তাঁরা কমিশনর ছিলেন, এই যেমন আমি একজন আছি, গবর্ণমেণ্টের উপর অভিমান ক'রে কর্ম্ম ত্যাগ করেছেন।

অনঙ্কর। এই—এই, কর্ম্মত্যাগ হ'লো র‍্যাজান। আপনি অনুগ্রহবন্ত হয়ে আমার শ্যালীপতি-অপত্যকে একটা কেদারায় বসিয়ে দিন। দেখুন, এতে আপনার ইহকালের পরকালের ধর্ম্মমঙ্গল হবে। আর আমি যন্ত্র তন্ত্র আপনার গুণবদ ও প্রতিহিংসা করবো, আপনার এই উপদংশ মরিলেও বিস্মিত হব না।

বাঁশী। ঠাকুর দেখছি সংস্কৃতটা কাবুলের টোলে পড়ে এসেছ।

অনঙ্কর। বেঁচে থাকুন, বাবু বেঁচে থাকুন, ঠিক বুঝেছেন। এখনকার পণ্ডিতেরা লেখাপড়া শেখে— না জানে? আহা! স্বল্পজীবী লোকটা ম'রে গেল—

বাঁশী। আজ্ঞে, কে ঠাকুরমশাই?

অনঙ্কর। আমাদের ঈশ্বরের কথা বলছি, যাকে আপনারা "বিদ্যাসাগর" বলতেন। বেচারী যখন সংঅসক্রত মগ্ধরাক্‌স অনুবধ ক'রে, হনুমানের বনবাস লেখে—

বাঁশী। লাঙ্গুল অধ্যায়টা আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

অনঙ্কর। এ্যাঁ এ্যাঁ বুঝেছেন? মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়ে বেচারী রাত্রি নিশিকান্ত পর্য্যন্ত ঐরাবত পক্ষীর ন্যায় আমার মুখ চেয়ে বসে থাকতো।

ভবানী। তা ঠাকুর, আমার বেলা হচ্ছে,

আপনি আসুন, যা হয় আমি মহারাজকে লিখে পাঠাব।

অনঙ্গর। আর লিখবেন কি,অপনি গুণীর গুণ চেনেন, আমায় তো কবলতি করতে পেরেছেন? কাজটী ক'রে দেবেন আর কি-- জয় জরৎকারু হয়ে যাবে! ভবানীনাম সার্থক করুন,—স্বয়ং ভূতপতি ভবানী যেমন নারদের উপপুত্র কনককে কুবেরের কর্ম্মটী দিয়েছিলেন, তেমনি আপনিও আমার নবদ্বীপকে কেশহারী টারী একটা কাজ দেবেন। আশীর্ব্বাদ,—স্বচ্ছন্দে গোব্রাহ্মণকে অদন করে স্বাস্থ্যবদনে কালযাপন করুন।

[প্রস্থান।

বন। বাবু, আপনার বেলা হচ্ছে, আমিও তবে এখন বিদায় হই।

ভবানী। হ্যাঁ, কিন্তু দেখ, সেটা—

বন। আজ্ঞে, তা কি আর বোলতে হবে. কাল লক্ষ্মীপুজোটা আছে, তাই পরশু আপনি উঠতে না উঠতে পৌঁছে যাবে। দেনাকে আমি বড় ভয় করি।

বাঁশী। পাঁজার পো, আমার পাঁঠাটা বুঝি আর হ'ল না?

বন। পাঁচ ছ'টা বাচ্ছা বড় হয়েছে,আপনি একদিন অনুগ্রহ ক'রে গিয়ে বেছে নিয়ে এলেই হ'লো, একটা নেন, দুটো নেন; আপনাদের জন্যেই ত পেলে রেখেছি। তবে নমস্কার বাবু।

ভবানী। রসময়কে ডাকতে গেছে কতক্ষণ?

বাঁশী। সকালের কাজ সেরে তো আসবে।

ভবানী। দেখ বাঁশী, যার তার সামনে জিভটা অত আলগা কোর না।

বাঁশী। আজ্ঞে, বলছেন মন্দ না, যত মনে করি বল্‌গা দেব, ততই আল্‌গা হয়ে যায়।

(রসময়ের প্রবেশ).

রস। গুড্ মর্ণিং ভবানী বাবু, আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? আজ সকালে বাড়ীতে ভিড়টে বেশী হয়েছিল,তাই আসতে একটু দেরী হ'ল। কার কি হয়েছে?—

ভবানী। না, সে সব কিছু না, মোদ্দা তুমি করেছ কি! সই করেছ নাকি?

রস। ওঃ! রেজিগনেশন? হ্যাঁ, তা কি আপনি আর সন্দেহ করেন, কোন জেণ্টেল-ম্যান—যাঁর একটু সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্ট, একটু কন্‌সেন্সস্ আছে, একটুও রেস্পন্‌সিবিলিটি জ্ঞান আছে, সে এর পর আর আপিসে থাকতে পারে? আমাদের ইন্‌স্পেক্টারস্‌দের বলবো কি? শুনলেম, ভূতনাথ বাবু সকলের হয়ে টেণ্ডার করবেন, আমি বলি, আমাদের স্বার্থের হয়ে আপনিও আলাদা বলবেন।

ভবানী। বলেবা না—যা বলবার, তা বলবো।

রস। ব্রাভো! ব্রাভো! আপনার মতন লোকের কাছেই এই এক্সপেক্ট করা যায়, অপনি হচ্ছেন আমাদের লিডার। আমি তাড়াতাড়ি ঠাউরে দেখিনি, আপনার সইটে কোন্‌খানে আছে।

বাঁশী। সে ঠাওরালেও দেখতে পেতেন না।

রস। কেন?

বাঁশী। ভবানী বাবু যে শাদা কালীতে সই করেছেন।

রস। সে কি?

ভবানী। আমি তো ফুল হইনি যে, অমনি পাঁচজনে বলবে আর আমি নেচে উঠবো। কেন, কিসের জন্য রিজাইনটা দিতে যাব? কেন বল দেখি?

রস। একটা প্রিন্সিপ্যাল তো চাই, এ যে সেন্‌সরটা হ'ল—

ভবানী। কিসের সেন্‌সর? কৈ, আমাদের ডেকে ডাইরেক্ট কেউ কিছু বলেছে? আর যদি বলতো, তাতেই বা কি এসে যায়; রিজাইন্ দিলেই তো গবর্ণমেণ্ট তার পরদিন ভয়ে বাসায় গিয়ে ম'রে থাকবে।

রস। কিন্তু একটা সেলফরেস্‌পেক্ট -

ভবানী। রেস্পেক্ট! আর কমিশনারিটুকু খুইয়ে বোসলে রেস্‌পেক্টের বোঝা এসে একেবারে মাথায় চাপবে! এই যে সকালে বেরোও,—মেথররা, পিয়াদারা, ধাঙ্গারের গাড়ীওয়ালা যে সেলাম করতে থাকে, তা কি আর করবে? অমন যে পাহারাওয়ালা—তারা পর্য্যন্ত এখন আমায় সেলাম করে, ভিড়ে আমার গাড়ী আটকালে পথ সাফ ক'রে দেয়। একদিন মর্ণিং-ওয়াকে বেরিয়েছি, মেতুয়ারা তখন ঝাড়ু দিয়ে ধূলো ওড়াচ্চে; ঐ অত বড় হাইকোর্টের উকীল অনারেবলও হয়েছিলেন বিহারী বাবু, একটু পাশ কাটিয়ে যাবার জন্ত তাদের একরকম কাকুতি-মিনতি ক'রে থামতে বলছেন, তা তারা কিছুতেই শুনছে না, আরও বেশী ক'রে ধূলো ওড়াচ্চে, আর আমি এগিয়ে যাবামাত্র ঝাঁটা তুলে সেলাম ক'রে থেমে গেল। বিহারী বাবু দেখে অবাক্। এটা মান—না ছেড়ে দিয়ে বসে ঘরের কড়ি গোণ, সেটা মান?

রস। কিন্তু সয়ে থাকলে রেটপেয়াররা তো মনে করতে পারে যে, যথার্থই আমরা ভাল ক'রে কাজ করিনি।

ভবানী। মনে করে—ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে। ফিরে ইলেক্‌সনের আগে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? বাবা, মনে নেই বটে, এক একটা লোক ভোট দেবার সময় কত কষ্ট দিয়েছে, কত হাঁটিয়েছে। কত কষ্টে ইলেক্ট হওয়া যায়,তা' তো ঠেকে বুঝেছ,সেই পায়ের নলী ছিঁড়ে, ছুটো ঘোড়া মেরে, অন্ত সময় যাদের বৈঠকখানায় বসাতে ঘেন্না হয়,পাড়ার সেই সব বখাটেদের ক্যানভ্যাসার ক'রে যা তা লিবার্টি নিতে দিয়ে এই ইলেক্টো হওয়া, সেইটে অমনি ফস্ ক'রে একটু আঁচড়ে ছেড়ে দে!

রস। তবে কি আপনি রেজিগ্‌নেশনের এগেন্‌ষ্ট?

ভবানী। Ten thousand times, ও তোমার হয়েন বাঁড়ুজ্যে কমল সরকারদের পেটি স্নবিজমের ভেতর আমি নেই; এই তো ছেড়ে দিচ্চ,তার পর দেখে নিও,তোমার নিজের গলীর দুর্দ্দশা, এখন রেড রোডের মতন চক্‌চক্ করছে, তখন যত রাজ্যের মরা কুকুর বেরাল তোমার দোরে রেখে যাবে।

রস। কিন্তু ছাড়লে পাব্‌লিকের কাছে একটা খুব এ্যাপ্রোবেশন্ পাওয়া যাবে।

ভবানী। হ্যাঁ, একদিন হৈ চৈ ক'রে লেক্‌চার দেবে, তার পর যে নূতন ইলেক্ট হবে, কাজের জন্ত তার পায়ে তেল দিতে যাবে।

রস। আর পস্‌টারিটির কাছে একটা নাম।

ভবানী। ভূত হয়ে এসে তাই শুনবে কি? পষ্টেরিটী এখন রেখে দাও, যাতে ভাল প্রেজেণ্ট প্রস্‌পেক্ট থাকে, তার চেষ্টা কর। এই ছাড়ছ তো দেখো অর্দ্ধেক লোকে তোমায় ডাকবে না।

রস। কিন্তু একটা কথা হচ্চে, সবার চেয়ে খত্তে গেলে সেইটেই বেশী, নিজের প্রাণের ভেতর একটা satisfaction—That I have done my duty—

ভবানী। তুমি অধঃপাতে যাও। তোমা

ক'তে আর কিছুই হবে না। what duty is more paramount in this world than serving one's ownself and his family? পৃথিবীতে সামান্য কীট হতে মানুষ পর্য্যন্ত কিসের জন্য ঘুরছে—আপনার পেট, আপনার উন্নতি, আর যারা আপনার,তাদের জন্য সংস্থান ও তাদের জন্য উন্নতির সোপান প্রস্তুত। এই দেখ, বনমালী সামান্য লোক ছিল, কষ্টে দিন চলতো—এখন একটা বড় মানুষ। এই যে একটা ফ্যামিলিকে বড় ক'রে দেওয়া, সেটা বড় কাজ, না—একদিন সভা ক'রে কতকগুলো ছোঁড়া হাততালি দিলে—সেটা বেশী ?

রাশী। কিন্তু ঐ বনমালীর জন্যে আপনার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কয়।

ভবানী। থূ—থূ থূঃ!—থূতু দিই আমি তাদের কথায়! I spit on their fifty remarks! রসময় বাবু, দেখ, তোমাকে আমি বরাবর সব জায়গায় সপোর্ট করে আসছি, সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে যে, আমি Resignation withdraw করছি।

রস। আজ্ঞে আজ্ঞে—সেটা কি ভাল দেখাবে?

ভবানী। তবে আমার কথা শুনবে না?—বেশ। একটু উঠছিলে, পাঁচজনে চিনছিল, আমিও চেষ্টা করছিলেম যাতে একটা টাইটেল ফাইটেল পাও,—যাও সেলফ রেসপেক্ট কর গে। দেখেছ তো লক্ষী তার মেয়েকে বাগানে পাঠায়নি, কেমন তেতলায় রান্নাঘর করা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেম। তুমিও তো নূতন বাড়ী-টাড়ী করবে, দেখো,তখন স্যাংসনের জন্য যোড়হাত ক'রে ঘুরতে হবে।

রস। আপনি কি মনে করেন, আমরা ছেড়ে দিলে আর কোন ভদ্রলোক ইলেক্সনের জন্য দাঁড়াবে?

ভবানী। না,—কমিশনারের অভাবে মিউনিসিপালিটী বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের এই ওয়ার্ডে স্বরূপ আর মাথা মুখিয়ে বসে আছে। ডিক্রুজ বলছিল;—নূতন আইনে যখন ফিএর বন্দোবস্ত আছে, তখন যে সব ইউরেসিয়ানরা মিছে সময় নষ্ট হবে ব'লে দাঁড়াত না, তারাও দাঁড়াতে পারে। আর তা ছেড়ে দাও, আমাদের কোর্টেই কত নূতন ছোঁড়া সামলা বগলে করে বেড়ায়, তারা কি এ চান্স ছাড়বে? Right of iuterfering with one's ncighbonrs affairs, command over their money; free advertisement higher introduction, massএর উপর powerআর হয় তো Fee—

রস। কিন্তু সে সব ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যান্ট লোক।

ভবানী। ওহে বাপু, ব্যাঙাচির ন্যাজ খসে গেলেই ব্যাঙ হয়। রাগ করো না, তুমিই বা কি ছিলে,করপোরেসনে ঢুকেই তো সিগনিফিক্যান্ট হলে। তা না হয়ে ছেলের বিয়ের সময় সাড়ে নয় হাজার হাঁকতে সাহস হোত? তেমনি রেমো শেমোও ইলেক্ট হলেই সিগনিফিক্যান্ট হবে। রেমো কাপড়ের দোকানে ৫০৲ টাকা লাইসেন্স দেয়, যেতে বামুন—চক্রবর্ত্তী,সে একজন রেসপেক্টবল মার্চ্যান্ট—বড় সওদাগর, আর ফকির মিস্তির বি এ বি এল, বাস—মিটিংএ বসলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তফাৎটা কি? কে কি বলতে পারে? এখন তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে বোল্ডলি উইথড্র করবে কি না বল?

রস। সেটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা—ব্রিচ অফ, ফেথ্।

ভবানী। আচ্ছা, বেশ, এক খানি চিঠি

লিখে দাও, আমি হরেন হোক, নেপেন হোক, একজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাঁশী। হ্যাঁ, তার পর চিঠিখানা আমায় দেবেন, সেই নোটিশের চিঠি যেমন ডাকে দিয়েছিলেন, সেই রকম ক'রে দেব।

রস। ভবানী বাবু, যা ক'রে ফেলেছি, এবারটা আমায় মাপ করুন, না হয় আবার রিইলেক্ট হবার জন্ত দাঁড়াব।

ভবানী। বটে। দাঁড়িও না একবার ইলেক্‌সনের জন্য, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে বারণ ক'রে দেব। টাউনের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? আমরা কেন ওদের ল্যাজধরা হতে যাব?

রস। সুবার্ব্বেরও তো ছেড়েছে, দেখুন, খিদিরপুরের—

ভবানী। ছোঁড়া? ছোঁড়া পেট্রিয়ট হচ্ছেন। দেখ না অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ট্যাজি-ষ্ট্রেট সব ঘুচবে।

বাঁশী। ঐ আনাড়ী কাজটা খালি হ'লে আমায় ক'রে দিতে হবে, ও বিদ্যেটা আমি ঝাঁ ক'রে শিখে নিয়েছি। সেদিন কলকেতায় যে আনাড়ী ঠাকুর পয়সা ছড়ান, ছুঁড়ীকে জেলে দিয়েছেন, তিনি সুক্ষ্ম তত্ত্ব বার ক'রে দিয়েছেন। যাকে দেখবার জন্তে বেশী লোক জড় হয়, সেই ভিল্যান, আর চোর বদমাইস যে, সে তা তো ধরাই; আর জেলখানা হচ্ছে স্নালিজ শব, তার পর ঝাঁকিয়ে বলবো যে, এই রাজ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের ভার আমারি উপর,—

ভবানী। বাঁশী, এই না বললেম, অত জিভ আল্‌গা কর্‌য়ো না।

বাঁশী। বলগা দিচ্ছি,—বলগা দিচ্ছি, হেট্ হেট্, খাড়া রও।

ভবানী। Now once for all রসময় বাবু কি বল, চিঠি লিখবে না?

রস। আজ্ঞা, কি জানেন, কি জানেন, কথাটা—

ভবানী। ও বুঝেছি; বেশ, তোমার দ্বারা হবে না, বাড়ীতে বোলে ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি মিসেস্ রসময়ের কাছে,—সোজা হও কি না বুঝছি।

রস। না না না না, আজ ক'দিনের পর একটু হেসে কথা কয়েছে, কি কত্তে হবে বল ভবানী বাবু, আমি তাই করছি।

ভবানী। তবে চল, ও ঘরে চিঠি লিখবে চল।

রস। কিন্তু এর পর লোকে যদি ধিকার দেয়, তামাসা করে?

বাঁশী। গায়ে মাখবেন কেন? দুনিয়ায় যদি বড় হতে চা'ন, লোকের কথায় কাণ দেবেন না; আর একান্ত যদি রাগ হয়, আমি একটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেব, সেরে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

হ্যারিসন রোড।

(ঝাড়ুওয়ালীগণের প্রবেশ)

(গীত)

হয়রান হয়রান হয়রান।
দোনো বেলা ঝাড়ু ঠেলা কেয়া লবেজান॥
বাবুলোক হুয়া কমিশান, কিয়া
গরিবকা জান পেরেসান,
পাখা চলাওয়ে পেয়াদা বোলাওয়ে,
হুকুম চালাওয়ে;
মারে আয়ে আয়ে আয়ে মারে মারে মারে
মারে,
ক্যায়া কিয়া নাদান।

ঝাট ঝাট ঝাট ঝাড় লুটাও,
ধূপধাম ধুমধাম ধূলি উঠাও,
দে রে দে রে দে রে ঘর দোয়ার ভোরে,
ঘুম ঘুম ঘুম কর, ডাল দে রে ডাল দে রে
আঁখি ভর্ ভর্;
লাগা ধাক্কা, কর্ অন্ধা হর রাহাজান॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রসময়ের অন্তঃপুর।

গিরিবালা, ক্ষীরোদা ও নাপতিনী।

গিরি। হ্যাঁলা ক্ষীরি, তোর স্বামী নাকি কমিশারী কাজ ছেড়ে দেবে?

ক্ষীর। হ্যাঁ ভাই, শুনছি নাকি ওদের মানের গোড়ায় ছাই পড়েছে।

গিরি। আর তুই অমনি তাই করতে দিলি? সেবারে যখন ময়রারা আমাদের বাড়ীর পাশে বাড়ী করতে আসে, তোকেই ধ'রে তাঁকে বলতে সেই বোনেদ কাটা বন্ধ করিয়েছিলেম। তোর সোয়ামী নাকি অজবুক হয়েছেন, তাই এমন কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন।

ক্ষীর। কি জানি ভাই, আমি তো কোন কথায় কথা কইনি।

গিরি। কথা ক'সনি কি লো! এ কি কথা বোলে কথা—লাট সাহেবের সঙ্গে তকা-তকি! তুই ভাই তোর বাবুকে ব'লে এ মতলব ফিরিয়ে দে; কেন, তোর কথা কি শোনেন না? তিনি নাকি জবাবের কাগজে সই করেছেন? তা সে সই পুঁচে ফেলিয়ে দে। বলিস তো বা হুকুম করিস, তাই শোনেন, সেবারে নাকি তোর ছেলের বের সময়ে তোরই কথাতেই সাড়ে ন' হাজার টাকা চেয়েছিলেন?

ক্ষীর। তা মিছে বোলব না, সে গুণটুকু আছে।

(গীত)

আহা গুণময় সে যে রসময়।
গুণে ঘুণ ধরে না মুণ ক্ষরে না কত দেব
পরিচয়॥
সে আমার বড় প্রিয়, প্রিয় চেয়ে প্রিয় হয়,
গুণে শোণ উঠে না গায়ে কোটে না চটের
কলে বোনা নয়॥
যেন কাকের পিছে ফিঙে, ফেরে হাতে নিয়ে
শিঙে,
গিয়ে রোগীর কাছে আঁচে আঁচে ফুঁকতে
সেটী কয়;—
(আহা) লোকে ডাকলে পরে পেটের তরে
দেখে তারে অসময়॥

গিরি। এই দেখ দেখি ভাই, এত গুণের রসময় তোর—তাকে পরাজয় ক'রতে পারবিনি?

ক্ষীর। কিন্তু ভাই একটা ভয় হয়, একবার সই ক'রে পেছিয়ে এলে যদি লোকের কাছে আপদস্থ হয়, পাঁচ জনে যদি নিন্দা করে?

গিরি। হ্যাঁ, নিন্দে করবে না ছাই করবে! দেখিস, এর পর কত খোসনাম হবে, সাহেবের কাছ থেকে নিশান পাবে, হয় ত বা খয়ের খাঁ বাহাদুর টাহাদুর খেতাব পাবে।

ক্ষীর। ভবানী বাবু ও ডেকে পাঠিয়েছিল, কি সব কথাবার্ত্তা হয়েছে, সে সব তো এখন শুনিনি; ভবানী বাবু নাকি নিজে ছাড়ছে না।

গিন্নি। হ্যাঁ পোড়ারমুখো অমনি ছাড়বে? ওই থেকেই তার যা কিছু বড়াই; হতভাগার জ্বালায় গঙ্গা নাইবার যো নাই,নামটা করলি, আজ বরাতে কি আছে জানিনি, এখন যাই।

[গিরিবালার প্রস্থান।

ক্ষীর। আমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে,ভবানী বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, খামকা সইটা ক'রে এল! এই যত হতভাগা কলকাতার গোঁয়ার মড়া কমিশনাররা জুটে মিন্সেকে এই ফাঁদে ফেলেছে।

(নাপতিনীর প্রবেশ)

নাপ। এই যে মা ঠাকরুণ, এস একবার আলতাটা পরিয়ে দিয়ে যাই। হ্যাঁ গো, বাবু কি করেছেন? বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কামাতে গিয়েছিলেম,সব ছি ছি—শতেক ছি করছে।

ক্ষীর। কেন? কেন, কি হয়েছে? কি শুনলি?

নাপ। কি নাকি কি ধর্ম্মঘটে সই ক'রে ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন। না কি সভার মাঝখানে যত ভদ্রলোকে মিলে লজ্জা দিয়েছে, সকলে ছি ছি করেছে।

ক্ষীর। সত্যি নাকি? ঠিক শুনেছিস্?

নাপ। হ্যাঁগো, স্কুলের ছোঁড়াগুলো নাকি হাততালি দিচ্ছে,—ছড়া বেঁধেছে।

ক্ষীর। বটে বটে, মিন্সে চলালে?

[প্রস্থান।

নাপ।— (গীত)

ছি-ছি-ছি-ছি-ছি।

যারে ব'লে ছি তার ধিক্ জীবনে রৈল কি?

পুরুষের নাই কথার ঠিক,
তারে কে বল না দেয় ধিক্!
ফিক্ ফিক্ ক'রে মুচকে হেসে আমি ত
মুখ ফিরিয়ে নি'॥
আমার প্রাণের পরামাণিক,
খেলো:খেনে এমন ধিক,
নিজের হাতে জ্বেলে নুড়ো তার মুখেতে
গুঁজে দি'॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

বিদ্যালয়।

অনঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুকাঞ্চী, পাগলিনী, কুন্তলীন-কুন্তলা, বরাননী ও অনঙ্করানন্দ।

অনঙ্গ। পণ্ডিত মশায়, আমায় যে আজ কৃদন্তটা বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন?

মঞ্জু। না পণ্ডিত মশায়, সে দিন আমায় সপ্তমী বিভক্তি বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু এখনও সন্ধিবিচ্ছেদ ভাল বুঝলেম না।

পাগ। না পণ্ডিত মশায়, মঞ্জু "বিচ্ছেদ" খুব বুঝেছে; সেদিন আমায় বোঝাচ্ছিল।

মঞ্জু। হ্যাঁ বুঝেছি;—তুমি ভারী জান? সুধু বিচ্ছেদ বুঝলে কি হবে,সন্ধি তো বুঝিনি।

অনঙ্কর। আহা হাঃ –স্থিরাভবা, স্থি া-ভবা, মা কুরু পাণ্ডবাকোলাহলাৎ।

কুন্ত। অ—পণ্ডিত মশায়, মা বলছেন কাকে? আমরা হলেম আপনার নাতনী।

অনঙ্কর। অয়ি কুন্তলীন-কুন্তলে! নচ বলাং মা ভবাদর্থ জনাৎ। মা কুরু পাণ্ডবা-কোলাহলাৎ ইত্যর্থাৎ—যার জন্যে কোলাহল ক'রে কুরুপাণ্ডবদিগের ভীষণ লঙ্কা সমর উৎ-পাটিত হ'য়েছিল।

বরা। হ্যাঁ পণ্ডিত মশায়, সেদিন ভূগোলে মিসর দেশের কথা প'ড়্‌ছিলেন, সেটা কোথায়?

অনঙ্কর। আরে, এ আর জান না? তবে তোমরা ইংরাজী পঠ্যমান কর কি? মিসর দেশ হলো কোথায় জান? বিলাতের অন্তঃস্পাতী যে মার্কিণ মুলুক আছে, তার মধ্যস্পাতী যে রূপপর্ব্বত আছে, তার অধুত্যকায় যে শিপ্রা নদী আছে, তার উপকণ্ঠে মেসর দেশ।

সকলে। চমৎকার! চমৎকার! ব্র্যাভো ব্র্যাভো মাষ্টার পণ্ডিত!

অনঙ্গ। এইবার পণ্ডিত মশাই, কুমারসম্ভব অর্থটা বুঝিয়ে দেবেন ব'লেছিলেন, বুঝিয়ে দিন।

অনঙ্কর। ভো বালিকাবৃন্দ! কুমারসম্ভব কি জান? এই শ্বেতবাক্যে অর্থাৎ সাদা কথায় লোকে ব'লে থাকে সন্তান-সম্ভব। তেমনি ভোগবতী পার্ব্বতী যখন উদরমতী হন, তখন একদিন রাজর্ষি নারদকে আপনার হাত দেখান, নারদ বলেন—"মাগো অভদব্বিকেচরণ দেখছি ভবদীয় শ্রীচরণকরপল্লবে মঙ্গলের রেখা বর্ত্তমান হইয়াছে, সুতরাং তোমার কুমারসম্ভব, অতএব তোমার তনয়া হবার সম্ভব।"

পাগ। শব্দ-ব্যোম মহাশয়! আগে স্থায়রত্ন মহাশয় যখন আমাদের পড়াতেন, তিনি এরূপ ব্যাখ্যা একটীও করতে পারতেন না; এখন বুঝছি, তিনি কিছু জানতেন না।

অনঙ্কর। এই ধাবমান করতে পেরেছ। পারবে না কেন, তোমরা হ'লে বুদ্ধিমতী, বেঁচে থাক বেঁচে থাক—অহল্যা দ্রৌপদীর মতন সতী হ'য়ে, চিরজীবিকা থেকে, সত্তর পতিলাভ কর।

অনঙ্গ। পণ্ডিত মশায়, আমাকে ও আশীর্ব্বাদ করবেন না, আমি বিবাহই ক'রবো না।

অনঙ্কর। কেন কেন অনঙ্গমঞ্জরে, তবাবর্শের বিবাহে অত অনমুরাগিণী কেন? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ,বিবাহ সম্বন্ধ, অতি তীষণ মহামহোপ্রধান অলঙ্ঘনীয় স্ত্রীধর্ম্ম।

অনঙ্গ। আমি চির-কৌমার ব্রত অবলম্বন ক'রে আজীবন আপনাদের কাছে লেখাপড়া শিখ্‌বো,আমার এতে বেশী আনন্দ। ইংরাজী শিখবো, ভাল ক'রে সংস্কৃত শিখবো, আর যদি সংসারে মন দিতে হয়, যে রোগীর শুশ্রূষা করবার কেহ নাই, কত্ত র স্থায় তাঁর সেবা করবো।

বরা। দেখছেন পণ্ডিত মশায়, অনঙ্গ অনেকটা আপনার ভাষা শিখেছে, ও আপনার প্রতি নিতান্ত——

অনঙ্কর। নিতান্ত নয়, স্ত্রীলিঙ্গে ওটা নিতান্তা হবে।

বরা। হ্যাঁ হ্যাঁ নিতান্তাঃ নিতান্তা ভক্তিমতী।

অনঙ্কর। সুপ্রবৃত্তি ভাবাপন্না হয়েছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বুঝতে পাচ্ছি, কদঞ্চিৎ অপত্যস্নেহ জন্মেছে।

কৃত্ত। শুনলে অনঙ্গ, তা হ'লে এবার পূজোর সময় পণ্ডিত মহাশয়কে একটা সাটিনের নিকারবুকার তৈয়ারী করে দিও।

(হেমন্ত বাবুর প্রবেশ)

হেমন্ত। পণ্ডিত মশায়, আপনার ঘণ্টা যে হয়ে গেছে?

অনঙ্কর। আমার ঘণ্টা! কোথায়?

পাগ। গলায়—না মাষ্টার মশায়?

অনঙ্কর। কি আমার সহিত পরিহংস?

হেমন্ত। ছি পাগলিনী, ওঁকে কি ঠাট্টা করতে আছে; বুড়ো মানুষ!

অনঙ্কর। কে হে তুমি ইংরেজী মাষ্টের, আমার বুড়ো বল ? তা আবার এই বালিকা-দের অবিদ্যমানে বুড়ো! বৃদ্ধ—বৃদ্ধ—তবে আমি স্থাবর ? তুমিও বৃদ্ধ, কেশে কলাপ লাগিয়ে মধ্যস্থলে কাটামান মন্দিরের স্থায় চিরিত ক'রে যৌবন সেজে এসেছ, যাই ত আমি হেড মাষ্টারণী মহাশয়ের কাছে। অমন কর্‌লে, এখনি আমি চাকরীতে র‍্যাজান দেব।

হেম। আপনি কি বৃদ্ধ বলে ক্রুদ্ধ হন ?

অনঙ্কর। ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধঃ! কোপকষায়িত-কৈবল্য নেত্রে এখনও যে তোমায় ভস্ম করিনি, এই তুমি ললামভূত ব'লে জেন।

বরা। হ্যাঁ মাষ্টার মশায়, সবে উনি বল-ছিলেন, ওঁর প্রতি অনঙ্গের অপত্য-স্নেহ হয়েছে, আর এখন কি ওঁকে বুড়ো বলতে আছে ?

হেম। হ্যাঁ অনঙ্গ, সত্যি নাকি ?

অনঙ্গ। যান, আমি ত আর আপনার সঙ্গে কথা কব না; কাল আপনার সন্ধ্যার পর এসে আমাদের কাউপারের সেই প্যাসে-জটা বুঝিয়ে দেবার কথা ছিল, তা খুব তো এলেন ?

হেম। কাল আসতে পারিনি ব'লে দুঃখ ক'র না, একটা বড় ইমপরট্যান্ট পাবলিক কাজে পড়ে গেছলেম।

কুন্ত। স্যারের রোজই পাবলিক কাজ, এতও মাথায় নিতে পারেন।

হেম। কি জান, একে তো দেশের এই অবস্থা, অধিকাংশ লোকই স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, এর ভিতর আমরা ইংরেজের কাছে সৎশিক্ষা পেয়ে, যদি না কিছু সাধারণ কাজে যোগ দিই, তবে কা'রা দেবে ?

কুন্ত। কি পাবলিক কাজ মাষ্টার মশাই ?

হেম। তোমরা শোননি, আজকের কাগজ দেখনি ?

অনঙ্গ। ও বুঝেছি, সেই মিউনিসিপাল বুঝি, ও ভাই কুন্তলীন-কুন্তলা, তুমি জান না ? বড় মজা হয়েছে।

হেম। মজা নয়,বড়ই সিরিয়াস ব্যাপার। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের একবার যে রাইট দিয়েছিলেন, তা বুঝি ;যায়—স্যার রিচার্ড টেম্পলের অক্ষয় কীর্ত্তি বুঝি যায়।

অনঙ্গ। না না, আমি তা মনে ক'রে মজা বলিনি। বাঙ্গালী বাবুরা খালি কথা কইতে জানে, কাজে কিছু নয় ব'লে লোকে বদনাম দেয়, এইবার যে আমাদের ইলেকটেড কমি-শনারদের মধ্যে অতগুলি ভদ্রলোক একটী প্রিন্সিপাল ধ'রে, একেবারে রিজাইন দিয়ে সে অপবাদ খণ্ডন করেছেন, তাই বল-ছিলেম।

হেম। থ্যাঙ্ক ইউ, ইউ আর রাইট—তোমরা যে এ সব এ্যাপ্রিসিয়েট করতে পার, আমি শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেম।

পাগ। কিন্তু স্যার, আবার তো নূতন লোক ইলেকট হ'তে দাঁড়াবে ?

হেম। ভাল লোক যে দাঁড়াবে,এমন তো বোধ হয় না।

অনঙ্গ। ইস, দাঁড়াবে বৈ কি। এস ভাই, আমরা এক কাজ করি, দেখ, আমরা সব মেয়েরা মিলে যে কমিশনাররা রিজাইন দিয়াছেন, তাঁহাদের ভাল ক'রে অভিনন্দন দিই, সকলে চেষ্টা ক'রে নিজের পাড়ার মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের সই নিতে হবে। কুলবালারা পর্য্যন্ত এঁদের প্রশংসা করেছেন—সম্মান করেছেন—জানলে লোকে আর এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

সকলে। বেশ, বেশ।

হেম। তোমাদের এ প্রপোজ্যাল আ-

হৃদয়ের সহিত এ্যাপ্রুভ করি। ক্লেভার আইডিয়া ওয়ারদি—

অনঙ্কর। ওয়াড় দেবে কি? রোস রোস, আগে খোলসা কর,আমি কথার আঁচ পাচ্ছি, সেই মনসাফলের র‍্যাজানের কথা? মাষ্টার বাবু,অনহঠাৎ তোমায় দুটো গূঢ় কথা বলেছি, তাতে মনক্ষুণ্ণ ক'র না। বলেছ বেশ করেছ, সত্যই তো বয়স হিসাবে তুমি তো আমার সমচক্ষে নিতান্ত গোবৎসের প্রায়, বৃদ্ধ বলবে না কেন? দেখ বাবা,এই মনসাফলের র‍্যাজা-নের গোলমালে আমার শ্যালী-পৌত্র অর্থাৎ কিনা শ্যালীপতির পুত্র নবদ্বীপচাঁদকে ঐ একটা খালি চাকরীতে বসিয়ে দিতে পার? আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার আপাদমস্তক পদ-বৃদ্ধি হবে।

মঞ্জু। ও পণ্ডিত মশাই, সে চাকরী নয়, চাকরী নয়।

অনঙ্কর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ভবানী বাবু আমায় বলেছিল,ওটা ভিড় হবে ব'লে একটা লোকে বাজার গুজব করছে। আফিস হলেই চাকরী, চাকরী হলেই র‍্যাজান। মাষ্টের বাবু, তুমি ক'রে দাও, আমি খুব গোপনে রাখবো, দু'চার টাকা প্যারাদা মুহুরীকে দিতে হয়,তা আমি দিতে রাজী আছি।

হেম। আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয়, অন্যসময় এ কথা আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে কইবো।

অনঙ্কর। বেঁচে থাক, অমর হও, প্রকাণ্ড পরমায়ু হোক, বিএ পাশ তো করেইছ, ওর ওপর নিকে টিকে পাশ থাকে তো তাও কর, আমার আশীর্ব্বাদে। তবে এখন আমি চল্লেম —বলি হাঁ গো বৎসবৃন্দে, আজ কৈ দু-এক-খানা গবাক টবাক দিলে না?

পাগ। গবাক কি পণ্ডিত মশাই?

অনঙ্কর। গবাক বোঝ না, যাকে যবনী ভাষায় সুপারী বলে।

কুন্ত। ওহো হো সুপারী? তা তো নেই, পান খান্ না, বেশ পান। (পান প্রদান)

অনঙ্কর। তা তা দাও একটা, তোমরা সদ্বংশরত্না, তোমাদের হাতে খেতে দোষ নেই। (পান খাইয়া) অগ্নি—অগ্নি—অগ্নি—কুন্তলীন-কুন্তলে! এ কি—এস্তাম্বল? কি ভক্ষণাইলে? কি গন্ধ! কি গন্ধ!

কুন্ত। কেন পণ্ডিত মশাই, গন্ধ কি খারাপ?

অনঙ্কর। খারাপ! খরতর—খরতর!—আমি মহাভীম বৈষ্ণব,আমায় পানের ভিতর ক'রে পাঁঠা খাওয়ালে? এ যে পাঁঠার গন্ধ!

বরা। দেখেছ, পণ্ডিত মশাই পরম বৈষ্ণব কি না, তাই পাঁঠার গন্ধটা আগে ধরতে পেরেছেন।

কুন্ত। না না পণ্ডিত মশাই, আমি ছাত্রী হয়ে কি আপনার সঙ্গে পরিহাস করতে পারি? আপনি বেশ ক'রে দেখুন দেখি—কেমন সুগন্ধ! শুধু একটু খড়কে ক'রে তাম্বু-লীন দিয়েছি।

অনঙ্কর। এস্তাম্বুলের খিড়কিদ্বারে তম্বুরো দিতে গেলে কেন? সেও ত ম্যাও ম্যাও করে, পাঁঠা না হলো ত বিড়াল হলো।

মঞ্জু। না পণ্ডিত মশাই, আপনি ভাল ক'রে দেখুন না, মাষ্টার মশাইকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করুন না। ঐ যারা কুন্তলীন তৈল দেলখোস টৈলখোস ভাল পারফিউমারি তৈয়ের করে, তাদের তৈয়েরী তাম্বূলীন, আপনি সন্দেহ করবেন না কোন খারাপ জিনিস নেই। একটুখানি পানের সঙ্গে দিয়ে খেলে মুখে অনেকক্ষণ সুগন্ধ থাকে, তাই অনেক ভদ্রলোক ব্যবহার করে, আপনি নিঃসন্দেহে খান। ওতে কোন নিষিদ্ধ জিনিস নেই। বাঙ্গালীর তৈয়েরী।

অনঙ্কর। নেশাভাবাপন্ন হবে না ত?

মঞ্জু। তা হ'লে ভদ্রলোকের মেয়ে আমরা যাই ?

অনঙ্গ। তা ভাল ভাল, কোন দোষ না থাকে, একটু দিও দিও—ব্রাহ্মণীকেও দিব। মাষ্টের বাবু, চাকরীটার কথা ভুলবেন না।

[প্রস্থান।

অনঙ্গ। মাষ্টার মহাশয় অভিনন্দনটী কিন্তু আপনাকে লিখে দিতে হবে। আমরা সই করব।

হেম। ইংরাজীতে ত ? বাঙ্গালায় আমার তেমন সুবিধা হয় না।

বরা। তা তাই হোক, আপনি লাইব্রেরীঘরে গিয়ে ড্রাফটটা করুন। আমরা মে-পোলটা খেলে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হেদুয়া পুষ্করিণীর তীর।

ভোলানাথ।

গীত।

মা আয় মা আয় মা আয়।
আশ্বিন এসেছে ফিরে কবে তোরে পাব হায়॥
সেই সে দশমী দিনে, কাঁদাইয়া দীনহীনে,
আসবো ফিরে আশা দিয়ে ল'য়েছ বিদায়॥
কত শত দুঃখ পেয়ে, আছি মা সে মুখ চেয়ে,
আসিবি আনন্দময়ী আনন্দে হেথায়॥
চারিদিকে মধুভরা, মধু শতধারে ধারা ;
সুধা ঝারা হরদারা ঢালিবি ধরায়॥
বর্ষপরে হর্ষভরে, প্রবাসী আসিবে ঘরে,
সরমে আশার মধু বধূটী লুকায় ;—
ছলেতে ছেলেরে ল'য়ে নব বসন পরায়॥

(হরলালের প্রবেশ)

হর। আরে কে ও—ভোলানাথ ? ব'সে ব'সে আগমনী গাচ্ছ যে ! তুমিই তো পূজা আগিয়ে জমিয়ে দিলে দেখছি।

ভোলা। আরে হরলাল ভায়া যে ! এস, এস, তোমার সঙ্গে দেখা হলো ভাল হলো ; তোমাদের আফিসের একটু খবর শুনতে হচ্ছে যে ?

হর। তোমার আবার আফিসের খবর শুনে কি হবে ? বাড়ী-টাড়ী করছো নাকি ?

ভোলা। না রে ভাই না, বাড়ী কোথায় পাব ? শুনছি নাকি আমাদের নেপেন বাবু কমিশনারী ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি বল দেখি ? কি হলো ?

হর। আর সে কথা শুনবে কি ? আজ এত দিনের পর বাঙ্গালীরা প্রাণের একটু বীরত্ব দেখিয়েছেন বটে ! আজ উনত্রিশজন কমিশনারের সই-করা রেজিগ্‌নেশন্ দাখিল হয়েছে।

ভোলা। এ্যাঁ ! সত্যি নাকি ? বাঙ্গালী ! উনত্রিশ জন ?

হর। হ্যাঁ, তবে তার ভিতর একজন খসে পড়েছেন, এখন আছেন আটাশজন।

ভোলা। তার পর, তার পর কি হলো ? সাহেবেরা কি বল্লেন ?

হর। সাহেব সত্যি কি মিথ্যে কি বলেছেন জানি না। কিন্তু আমাদের শিরীষ এক বড় কথা রটিয়েছে।

ভোলা। কি—কি—কি রকম ?

হর। সাহেব নাকি এক একজনকে ডেকে সেকেও ক'রে এক একটী কথা ব'লে দিলেন।

ভোলা। কি— বল না শুনি ?

হর। ভূতনাথ বাবুকে বল্লেন, মাই ফ্রেণ্ড চল্লে ? কিন্তু এখনও যে একটু কাজ বাকী

আছে, তা তো বুঝলে না, একটী অপগণ্ডর এখন যা হোক উপায় করেছ, কিন্তু তার পর তো ছুটী গলায় ঝুলছে ?

ভোলা। বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ বেশ, তার পর ?

হর। প্যারীচরণকে বল্লেন, "প্যারী, যাচ্ছ বটে—কিন্তু তোমার শরীরের জন্য ভাবছি, তোমার কাজের মধ্যে তো এই এক ছিল, তাও ছেড়ে দিলে, বাড়ীতে আড়ামোড়া খেলে যে বাতে ধরবে। তা তুমি বরং এক কাজ কর, আমি আফিসে তেতালায় একটা ঘর দেব, তুমি সেখানে এসে এ৫ একবার বসে যেও,তা হ'লেও তোমার কতকটা একসারসাইজ হবে।" আর বঙ্কুবিহারী বাবুকে বল্লেন, "তুমি কাজটা ভাল করলে না; তোমার এটা মহাগুরুনিপাতের বছর, বড় লোকসানের সময়; যা করলে করলে, একটু বিশেষ সাবধানে থেক।"

ভোলা। হাঃ হাঃ হাঃ! সাহেব তো খুব রসিক দেখছি ?

হর। এমনি সবাইকে ডেকে একটী একটী কথা বলা হয়েছে; অন্নদাবাবুকে যা বলেছেন, সেটী সব চেয়ে মিষ্ট।

ভোলা। কি রকম ? কি রকম ?

হর। বল্লেন যে—"তুমি যে ছেড়ে যাচ্ছ, তোমায় আমি রিয়্যালি কন্‌গ্রাচুলেট করি। এত সকাল সকাল তোমার স্কুল ছাড়া ভাল হয়নি, এইবার গিয়ে ফের স্কুলে ভর্ত্তি হও।"

ভোলা। বাঃ বাঃ! বড় মজার কথা হয়েছে! যাক, এতে তোমাদের আফিসের কিছু গোলমাল হবে না তো ?

হর। রামঃ! সাহেবদের কি কাজ আটকায় ? তবে তোমায় আগে যা বলেছি, এই আইন জারী হ'লে আমি তো জমীটুকু বেচে ফেলছি, কলকেতায় আর বাড়ী কচ্ছিনে।

ভোলা। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, খালি ফাঁকা আওয়াজ না ক'রে এঁরা যে এবার একটা ডিগ্‌নিফায়েড অ্যাক্‌শন্ দেখিয়েছেন, হৃদয়ের যথার্থ বল প্রকাশ করেছেন, এটা দেশের শুভ লক্ষণ বলতে হবে। মুখে যাই বলুন না, ইংরাজেরা যে এ জিনিষকে প্রাণে প্রাণে রেস্পেক্ট করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

হর। আরে ভাই, টুলে ব'সে কলম পিষে পিষে আমাদের প্রাণে মরচে পড়ে গেছে। ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্সের আইডিয়া অ্যাপ্রিশিয়েট করবার ইন্‌স্টিংক্টই নিভে গেছে।

ভোলা। তুমি ও কথা বলো না হরলাল, তুমি যে সে মাছি মারা কেরাণীর মত নও, তুমি যদি মিউনিসিপালিটীর চাকরীতে না ঢুকতে, তা হ'লে একজন ইণ্ডিপেন্‌ডেন্ট কমিশনার হয়ে লোকের অনেক ভাল করতে পারতে।

হর। তবে বলবো ভোলানাথ, একটা কথা শুনবে ? ইণ্ডিপেণ্ডেন্সও নেই, ভাল করা করিও নেই. ইংরাজ সওদাগরদের ক্ষমতা বড় ক্ষমতা, তাঁদের মনের ভাব কি জান ?—যে কলকেতা আমরা করেছি,—আমাদের সহর। আমাদের কাছে চাকরী করবে, আমাদের আমদানী মাল খুচরা বিক্রী করবার জন্য দোকান করবে, তাই তোমাদের এখানে বাস; আমাদের সুবিধাটী বজায় রেখে, তবে একপাশে তোমরা একটু স্থান পেতে পার। তা এ কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়;—ইউরোপীয়ান মারচেণ্টেরা আছেন বল্লেই কলকেতায় এত আড়ম্বর, এত ধূমধাম। সেই জন্যই এখানে এত বড় কেল্লা, এত পুলিস,এত আফিস আদালত। বলা বয় যে গবর্ণমেন্ট হাউসে লাটসাহেব থাকেন, সেও ঐ জন্য; নইলে সিমলা থেকে দিল্লীর তক্তে বসতেন।

ভোলা। মানলেম, যা বলছো, সব সত্য, ইংরেজ সওদাগর যে কলকেতা জাঁকিয়ে তুলেছেন, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ধরতে গেলে মিউনিসিপ্যালিটীকে বেশী টাকাটা দেয় কারা ? জমী কা দের বেশী ? কমার্সের ইন্টারেষ্ট একটা কথা হয়েছে, কিন্তু তার ভেতর এই যে কত হাজার দেশী ব্যবসায়ী আছে, তাদের ধরা হচ্ছে না ; ইউরোপীয়ান কমার্সের ইন্টারেষ্ট এমনিতেই ত কম নেই, এই ধর না সমস্ত গঙ্গাটা, —সমস্ত পোর্টটা তাঁদেরই।

হর। ওরে ভাই, ছেড়ে দাও না ও কথা। তোমাকে আর এক রকম ক'রে বুঝিয়ে দেব ? গবর্ণমেণ্ট, কমার্স, রেটপেয়ার,—এই তিনটী নিষে ত সহর ব'লে কথা হচ্ছে ? আচ্ছা ধর, এই কলকেতাটা একটা মস্ত চা-বাগান,—তার ভিতর একজন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের বাড়ী আছে,—সেইটেই ধর যেন গবর্ণমেণ্ট ; আর পর ম্যানেজারের বাঙ্গালা, অ্যাসিষ্টাণ্ট ডিপোরও তাই, আরও ঐ রকম সাহেব কর্ম্মচারীদের ঘরটর আছে—এইগুলো ধর কমার্স ; তার পর বাগানের কাজ চলে না, কাজেই একটা কুলি-লাইনও রাখতে হয়,—এইটে হলো আমরা—রেটপেয়ারস, কেমন ? এখন ডিরেক্টার ম্যানেজার সাহেবেরা যে রকম সুবিধা বুঝবেন, যেমন হুকুম চালাবেন, সেই রকমই বাগানের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, জল-পুকুর এ সবের বন্দোবস্ত হবে, না কুলিদের কথায় হবে ? তবে ডিরেক্টার সাহেবটী বড় ভদ্রলোক, একটু নাম বজায়েরও ইচ্ছা আছে, কাজ নিতেও জানেন, তাই কোথায়, কি কর্ত্তব্য হবে, পরামর্শের সময়, দু'পাঁচজন সর্দ্দার সেয়ানা কুলিকে ডেকে তাদের দু একটা কথা বলতে দেন। তা আমরাও হয়েছি এই কলকেতা চা-বাগানের কুলি, ম্যানেজার সাহেবের কাজ ক'রে খেতে পাব, তাই থাকতে ঠাঁই পেয়েছি ; বেশী আস্ফালন করতে গেলেই "চুপ রও" শুনতে হবে। উপায় নাই, পেটের দায় ! এখন আর ও কথায় কাজ নেই, চল ডেরায় গে দু একটা আগমনী গানটান শোনা যাক।

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

বট। এই যে আপনারা ;—হোয়াট গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রাণ্ড ফেয়ার এণ্ড ভ্যালিচুডিনেরিয়ান ফরচুন !

হর। কি বটুবাবু,এত একসাইডেট কেন ?

বট। সে পরে বলবো। সই ক'রে দিন, সই ক'রে দিন, আপনাদের দু'জনকার নাম ; ছ'টা হয়েছে, আপনাদের দু'টো, আর দু'টো হবে এখন।

ভোলা। কিসের সই বাবু ? আমরা তো কিছু জানিনে।

বট। তা তো ভালই, জানবার দরকার নেই। No knowing inquire of the,—আমায় তো চেনেন ? If I stand like a champion of my fathercountry wont,you like,—Ladies and gentle-men'—being, bring,—brought up as ratepayers, wont you sign in this deed of darkness prepared by my hand-some hand ?

হর। আসল কথাটা কি বটুবাবু ? আপনি কি কমিশনার ইলেক্ট হ'বার চেষ্টায় আছেন ?

ভোলা। সে কি ! তা কি সম্ভব ? বটু-বাবুই পুরাণ কমিশনারদের রিজাইন দেবার জন্যে বেশী জেদ করেছেন, এখন উনি কি দাঁড়াতে পারেন ?

বট। কেন পারিনি ? এই সুযোগ, অল-মোষ্ট ওয়ান্ সিঙ্গল অপরচুনিটি, এটা ছাড়া

কি ভাল, Now seats are going abegging round and round, wont I be the foremast to claim your votes—কি বলেন? এই তো ফাঁকির সময়, এই সময়ে—যদি না আমি দাঁড়িয়ে নিদ্রিত থাকি, তা হ'লে আমার লয়াল্‌টী রাজভক্তি থাকবে কোথায়? বলছেন আমি অনেককে রিজাইন দিতে বলেছি, সে শুধু তা'দের ডিউটিতে তা'দের ওয়েকফুল অর্থাৎ জাগ্রত-মান করবার জন্যে। Now when seats are vacant, who else is in this terra-firma more acbefool than my great self to be behind all hands, than the Stand which Pathetically and pedantically I have promised to perforate?

হর। তবে বটুবাবু, তোমার মনে মনে মতলবটা ছিল, এরা ছেড়ে দিলে তুমি কমিশনার হবে? তা বেশ করেছ, সবে এই বছর বি-এল পাশ হয়েছ, নামের একটা তো এ্যাডভারটাইজমেণ্ট চাই, তাই বুঝি এত মেহনত ক'রে সবাই যাতে রিজাইন দেয়, তার চেষ্টা করেছিলে?

বট। দেখ হরলাল বাবু, তা আমার ইচ্ছে নয়। তবে যে দাঁড়াচ্ছি, খালি দেশের উপকারের জন্য। Think not my worthy friends that selfish wolfish desire has any derivative in my dastardly dominion over the Diaphragm. ও সব মনেও করবেন না, আমি ভারী নিঃস্বার্থ ব্যাপার!

ভোলা। কিন্তু কি জানেন বটু বাবু, এ সময় আপনি ইলেক্‌ট হতে দাঁড়ালে লোকে বড়ই ছি ছি কর্ব্বে, সাহেবেরাও আপনাকে কমিনা ঠাওরাবে।

বট। ও কথা আপনি ভাববেন না, এখন এ্যারিষ্টোক্রেটীক্‌স্‌ গিয়ে Democrates এর দিন পড়েছে। It is dawning at our doors like delightful Diabolics of Delirium tremens, সে কালের বনিয়াদি জষ্টিস অফ দি পিসেরা গিয়ে করপোরসনে নূতন ইণ্টেলেকচুয়াল এ্যারিসটোক্রেটী ঢুকেছিল; কিন্তু কলির পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হয়েছে, নাইনটীথ সেনচুরি গুডবাই করে করে, বাইসাইকল ঘুরে গেছে; এখন আমরা Jubilee gentlemen will march in doublequick time twards the road to ruin. আমরা ইউনিভারসিটির অক্ষমাপন্ন নব অবতংস, সমস্ত প্রবীণ ধ্বংস করবো। সাহেবেরা আমায় কমিনা ঠাওরাবে। তাঁরা কি মনে মনে জানেন না যে, তাঁদের ইংরেজী শিখে আমি তাঁদের কত বাধিত করেছি? Qbligification;—suid quodi cum ad interim; sto vocejeebho!

হর। হ্যাঁ বটু বাবু, আপনার এমন এলোকোয়েন্স আছে? সেরিডেন ফক্সের পরে তো আর এমন ইংরেজী শোনা যায়নি, আমার মনে হয়—আপনার পেটের ভেতর গ্যাল্‌ভনিক ব্যাটারি আছে, তারির চার্জ্জে আপনি কথা কন।

বট। ইরেস্পিরেশন—ইরেস্পিরেশন! আমি হচ্ছি একজন জিনিয়াই (Genii) বাই মেন্‌ নট বাই গড, টট!—জিনি—জিনি-আই! ভোট দিন—আমায় ইলেক্‌ট করুন, আমি নেকৃষ্ট ওয়ার্ল্‌ডের ডেলিগেড হয়ে বিলেতে যাব—আন্ন্যাচারেল ক্ষমতা প্রকাশ কর্‌বো। লালমোহন, সুরেন বাঁড়ুজ্যে, আনন্দ বসু, ডবলিউসী, নারোজী—সব বাঙ্গালীর নাম ডুবিয়ে দেব!

হর। তা পারবে—পারবে—নিশ্চয় পারবে।

বট। হ্যাঁ সই দিন, সই দিন।

ভোলা। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের সই নিয়ে আর কি হবে?

বট। বটে! দেবে না? দেবে না? নেভার দি গিভ্? আচ্ছা—থাক্, কন্টেষ্ট ত নেই, দশটা সই মেরে দেবই দেব। তার পর ওয়েট্! ইলেক্ট হই একবার, দেখিয়ে দেব। হরলাল বাবু, জমী কিনে রেখেচ,—পম্প করাব—পম্প করাব; ভোলানাথ বাবু, তোমার অন্দরের ড্রেনের কনেক্‌সন্ হয়নি, তা আমি জানি; একবার সব অনারেবল কমিশনার ভ্যাটাকৃষ্ণ এ্যাস্ এল্-এল্-বি-এ্যাণ্ড এডেটার বাই-মনথলি বজ্রবাহন যে কি, তা দেখতে পাবে?

হর। বাঁচলুম! এর পর তো দেখ্‌তে পাব? এখন অদর্শন হই, এস ভোলানাথ।

[হর ও ভোলানাথের প্রস্থান।

বট। যা গুমুরে বেটারা, অনগ্রাজুয়েট্ লিটীল্ ডেমস! ওঃ! কালীঘাটে পূজো দিয়ে লেগে গেছি। March! Quick March! Vata Krishna Ass. B. A. B. L.

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্লে-গ্রাউণ্ড।

অনঙ্গমঞ্জরী, বরাননী, পাগলিনী ইত্যাদি।

(গীত)

সাধের শারদে শোভে মেদিনী।
ধোয়া শশধরে মধুর যামিনী।
স্নান ক'রে উঠে তরুলতা-দল,
খুলে চুল, পরে ফুল, করে ঝলমল ঝল;
সাজে রাজি রাজি যেন শ্যামলা কামিনী॥
ঘোম্‌টাটী খুলে হাসে লো দোপাটী,
সেফালি এলায়ে পড়ে লো ঢলে;
সলিলে নিশিতে কুমুদী হাসে,
দিবসে ভাসে নলিনী॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রসময়ের বাটী।

বিম্‌লি ঝি।

বিম্‌লি। রোস্ রোস্ মুখপোড়া, একবার দেখে নেব; আগে আসুন বাবু বাড়ীতে; অমনি নকড়া ছকড়া যে সে মানুষ পাসনি; কোম্পানীর জানা লোক; এক এক হত চ্ছাড়াকে ধরবে আর হরিণবাড়ী পাঠিয়ে দেবে। আ মর, মুখে আগুন; আমি পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করতে এসেছি, তা বাবুকে উদ্দিশ ক'রে আমাকেও ঠাট্টা! আমি বরাবর বল্‌তেম যে,বাবু,তুমি গোবেচারী মানুষ, তোমার ও কামান-যাঁড় হ'য়ে কাজ নেই। লাভ তো ভারী! লাভে হোতকে কাছারী করতে যাও, আর এদিকে ডাকের উপর ডাক ফিরে যায়। গেল মাসে অমন দুটো ভাল ভাল ওলাউঠো, একদিন কি না রাজা ডাক্তারের হাতে গে পড়লো! আর মিত্তির-দের বাড়ী অমন ইংরাজী জ্বরবিগেরটা,—সতর সতর দিন শুষে তার পর গেল,—এটাও পোড়া মাটাং করতে গিয়ে খামোকা খামোকা খোয়ালেন। আজ যদি না বাপু ও পাপ জড়াতে, তবে কার সাধ্যি যে তোমায়

কিছু বলে? আর এমনও পাড়া, হুজুক পেলে তো নেচে উঠলো! ছি—ছি—ছি! কৈ গিন্নী আবার গেলেন কোথায়? ও মা—

(ক্ষীরোদার প্রবেশ)

ক্ষীর। কি রে, এনেছিস্?

বিমলি। হ্যাঁ, এই নাও, এর চেয়ে তো বেশী বাছা ডাল পেলেম না; হবে ত এতে?

ক্ষীর। দেখি? হ্যাঁ, এখনও দু'একটা কালো কালো কি রয়েছে; তা হবে এখন, হাতবাছা ক'রে নেব একবার।

বিম্‌লি। বলি মা, বাবুর তো সখ হয়েছে, বাড়ীতে এসে খিচুড়ি খাবেন, কিন্তু এদিকে আমরা তাঁর জন্যে রাস্তায় খিঁচুনি খেয়ে মরি কেন?

ক্ষীর। তুই আবার কিসের জন্য খিঁচুনি খেতে গেলি?

বিমলি। ও মা, তা জান না? দোকানে ব'সে সব ঘোঁট করছে, ভদ্দর লোকেরাও সব কত বলছে, আর ছোঁড়ারা তো এক-বারে বন্দমাতা গেয়ে বেড়াচ্ছে।

ক্ষীর। কেন, কি হয়েছে, স্পষ্ট ক'রে বল না? বাবুর উপর কি কেউ রেগেছে? রোগীর বাড়ী টাকা-কড়ি নিয়ে তো কিছু গোল হয়নি? কেউ কি জবাব দেবার পর ভিজিট দেয়নি?

বিম্‌লি। ওগো না গো না, সে কথা নয়, তায় বাবুর খুব দয়া—সেদিন কেঙলার মার যখন নিবের হয়, বাবুকে শেষদিন ডেকে নে যায় না? তা তার তো ঐ দশা! পূরো বিজিট দেবে কোত্থেকে? একখানা কাঁসী আর পিলসুজ বাঁধা দিয়ে তের আনা না চৌদ্দ আনা পয়সা যোগাড় করে, বাবুর পায়ের কাছে ধ'রে দিয়ে না মাগী কেঁদে পড়লো; বাবু অমনি তাড়াতাড়ি বল্লেন, "থাক থাক বাছা, তুমি ভয় কোর না; আমার পেড়াপেড়ি নেই, যা পারলে, এই ঢের।" এই ব'লে সেই পয়সা ক'গণ্ডা নিয়ে, বাবু আমার সন্তুষ্ট হয়ে এলেন; তার উপর মাগীকে পেরবোধ দিয়ে বল্লেন,—"যাও বাছা, এইবার স্থির হয়ে লোকজন ডাক গে।"

ক্ষীর। তা সে গুণ আছে, নৈলে কি আজকের বাজারে এত পসার হয়? কিন্তু তুই খিঁচুনির কথা কি বলছিলি?

বিম্‌লি। ওগো, এ জাতব্যবসা নিয়ে নয়, সেই ষাঁড়ের কাজে কি হয়েছে।

ক্ষীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই নাপতিনীও কি বলছিল, সেটা কি সত্যি?

(নেপথ্যে) রস। গাড়ী খোল দেও—খোল দেও, এ্যাই ঝিম্মন, ব্যাগ উঠায়ে লেয়াও।

বিম্‌লি। ও মা, বাবু যে। আমি যাই, এইবার ডালগুলো রান্নাঘরে বামুন ঠাকরু-ণকে দিই গে।

[প্রস্থান।

(রসময়ের প্রবেশ)

ক্ষীর। কি, আজ যে এত সকাল সকাল ফিরলে?

রস। কি আর মিছে ঘুরবো, কেশফেশ আজ কদিনই নেই।

ক্ষীর। তা হবে বৈ কি! ঐ জন্যেই তো দেবতা বামুনের উপর ভক্তি উঠে যাচ্ছে। ফি টাকায় আমি মার বাড়ীর জন্যে পাঁচকড়া ক'রে তুলে রাখি; ঠাকুরমশায়ের কথায় মন্তর পর্য্যন্ত নিলেম, হাজার কাজ ফেলে দুটী বেলা জপ করি, যে কিসে একটু ডাক-ডোকের মত ব্যামো-স্যামো হয়,—তা কিছু নয়? গেল বছর এলেন কি না প্লেগ্। যা, একেবারে ডাক বন্ধ! জ্বর-জাড়ি পর্য্যন্ত লোকে লুকুতে লাগলো। আর তোমায়ও বাবু বলি, তোমার আবার দুঃখটুকু দাতব্য-টুকু আছে; কৈ, যাও দিকি কাপড়ের

দোকানে—দেখি কেমন কে গরিব বা আলাপী ব'লে একখানি গামছা অমনি দেয় ?

রস। কি জান, আমাদের প্রোফেসনে ওটা একটা বিশেষ—

ক্ষীর। থাক, থাক, তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না। ভাল, ভাদ্দর গেল—এ বছর এমন বর্ষা, ম্যালেরিয়ার কি ?

রস। ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তা হ'লে হবে কি ? ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিক বাক্সো, কুইনাইনের ভেল্কীও অনেকে বুঝেছে—তার পর পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন, আর কব-রেজদের তো দিনকাল পড়েছে।

ক্ষীর। ঐ এক মুখপোড়ারা গেছলো, মরেছিল, কবরেজির নাম তো উঠে গেছলো; আর তুমি যেই পাশটী হলে, অমনি পোড়া বিধাতা যেন তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে বদ্দি মড়াদের জাগিয়ে দিলেন।

রস। বিধাতাকে দোষ কেন ? আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট দয়া আছে। এখানে আমার চেয়ে কার পসার ? তবে ব্যবসা মাত্রেই উঠতি পড়তি আছে।

ক্ষীর। হ্যাঁ পসার ! দোর দোর ঘুরে শরীর ক্লান্ত ক'রে, কটা টাকা আনেন, তাই ঢের হলো ! আমার মামার বাড়ার কাছে ঐ নগেন বদ্দি দেখতে দেখতে ফেঁপে পড়লো। সেবার ভাবির বের সময় গে দেখি, ও মা, সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত খদ্দের ! ভিড় আর ফুরোয় না। আর সব ওষুধ তো বিক্রী হচ্ছেই, এক খোস্‌বাইওয়ালা "কেশরঞ্জন" তেল-গুলোর কাটতি কি ! তুমিই তো চুল বাড়ে ব'লে সার্টিফিকেট দিয়েছিলে।

রস। তা কি মিথ্যা দিয়েছিলেম ? দু'শিশি "কেশরঞ্জন" মেখেই তো তোমার চুল ওঠা বন্ধ হয়েছিল ! এখন যে অমন চুল-গুলি চক্‌চকে হয়ে ঢেউ খেলে উঠছে, হক বললে সেই তেলের গুণেই তো ?

ক্ষীর। ইস্, ভিজে বেরাল আমার !—রসিকতাও আছে দেখছি যে?

রস। না, না, সে সব আমি জানি না। ফ্যাক্ট—ফ্যাক্ট বলি,—

ক্ষীর। আর ফ্যাক্টে কাজ নেই, একটা ভাল এক্ট করতে বল্লে পার না। এই তেল তৈয়েরীর কথা কত দিন থেকে ব'লে এসেছি, তা হচ্ছে—হবে—ব'লে ইহজন্মেও হলো না। আচ্ছা এই বাঙ্গালা কাগজে যে ওষুধগুলোর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখি, সবই তো বিক্রী হচ্ছে; বল্লেম, বই-টই দেখে সেই ওষুধই একটা ভাল টাল ক'রে কর; এখনকার ছোঁড়াগুলো রাত জেগে পড়ে পড়ে, নানান রকম অত্যাচারে, শরীর মাটী ক'রে ফেলে; বেশ বিক্রী হবে। তা তার কি করলে ?

রস। সে তো করেছিলেম; কিন্তু কি জান—এক্সটেনসিভ প্রাক্‌টীস্ নিয়ে থাকতে হয়, ওদিকে তো মন দেওয়া যায় না। মাঝে থেকে একটা "মেওরেস" বেরিয়েছে, সেটার অগুণতি কাটতি হচ্ছে; সুখ্যাতিও নাকি বেরিয়ে পড়েছে। আমি নিজেরই পেসেণ্ট-ধের ভেতর দেখছি, ক'জন ব্যবহার ক'রে সেরে উঠেছে। লোকটার কপাল ভাল।

ক্ষীর। কে লোকটা শুনি ? কোথাকার লোক ?

রস। তা চিনিনি; কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই—রাণাঘাটে কে জে, সি, মুখুর্য্যে দিশী কেমিক্যাল ওয়ার্কস করেছে।

ক্ষীর। তুমিও কেন তাদের সঙ্গে বখরায় মেশ না ?

রস। আমার যা প্রাক্‌টীস আছে, তাই ঢের; ও সব ভাল লাগে না।

নেপথ্যে বালকগণ—

"ডাক্তার ভায়া, ডাক্তার ভায়া আছ কি ভাই ঘরে,
তোমার মুনর্ক দেখে বুকটা ফাটে প্রাণটা কেমন করে।"

রস। কে ও ?

ক্ষীর। তাই তো আমিও জিজ্ঞেস কচ্চি, কে ও ? কারা কি বলে ?

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ।—

চড়ে গাড়ী বাড়ী বাড়া টিপতে গিয়ে নাড়ী।
গেছ'ল কেন কমিশনি নিতে তাড়াতাড়ি॥

[দ্রুত-প্রস্থান।

ক্ষীর। ব.ট বটে, ঢলাঢলি বাজারে উঠেছে! ঘরে তো নাপতিনী ধিক্কার দিয়ে গেল, বিম্‌লি ঝিও কি বলছিল, এখন ছেলেরা হাততালি দিচ্চে! এমন কীর্ত্তি ক'রে এসেছ ?

রস। তা—তা—কি করবো ? ভবানী বাবু অত জেদ করলেন, তাঁর কথা কি ঠেলতে পারি ? চিঠিখানা এক রকম—

ক্ষীর। আমি তা বল্‌ছি না; কেন আগে সই করতে গেছলে ? আমি একটা বাঁদীর বাঁদী পড়ে আছি, পরামর্শ নিতে নেই—জিজ্ঞেস করতে নেই ? কার জন্যে তোমার এত আধিপত্যি হয়েছে ? কে এমন গুছিয়ে তুলে দেছে ? ছেলের বের সময় সাড়ে ন' হাজার চাইতে কি মুদ্দৎ হয়েছিল ? কার বুকের বলে সে দর হেঁকেছিলে ? এই বাড়ী ঘর দোর, সোণা দানা কার পরামর্শে হয়েছে।

রস। তা—তা—ক্ষীরোদা—তা তোমার পাদপদ্মের জোরেই তো সব। তুমি যে আমার লক্ষ্মী, আমি বাহন—কালপ্যাঁচা মাত্র; তা কি ভুলবো!

ক্ষীর। তবে কেন এটার বেলায় আমায় জিজ্ঞেস করা হয়নি ? আমি কি একটা নোবডি (Nobody) ? আর যদি করেছিলে সই, তবে পেছিয়ে যাবার সময়ও তো আমার পরামর্শ নিলে না!

রস। তা যাক, ওতে তোমার আসল কাজের ক্ষতি হবে না; তোমার টাকার আমদানী তো কমবে না।

ক্ষীর। না, তা কমবে না, কিন্তু পাড়ার পাঁচমাগী মুচকে হেসে চোক টিপে যখন ইসেরা করবে, তখন তো আমায় সইতে হবে ? তুমি তো আর এসে ভাগ নেবে না ?

রস। যা হবার হয়ে গেছে, ও কথায় কাজ নেই; এস, ক্ষিদে পেয়েছে,—খিচুড়ি নেবেছে ?

ক্ষীর। খিচুড়ি তো নাববেই; আগে ভূত নাবাই!—আমি অমনি ছাড়বো ? তোমার বুঝি নেহাত ক, ক্য, কর, খর, পড়া স্ত্রী পেয়েছ ? এ্যান্সার মি—বল, বল ?

(গীত)

লুক্ হিয়ার;—ইউ ডিয়ার হজ্‌ব্যাণ্ড মেরা।
নেড়ে খাড়ু, মেরে ঝাড়ু,
হলো (hallow) শির তোড়েগা তেরা॥
হোয়াট্ বিজ্‌নেস্ হাভ্-ইউ-হাড্,
হউ ফুল ফুলটুল ব্যাড্‌সে ব্যাড্,
যেতে মেতে হোয়ে ম্যাড্ ইস্তফাতে দিতে ঢেরা॥
হাউএভার যেন গিয়েছিলে ইফ্,
কোন মুখেতে সুমুখেতে ফিরিলে নিয়ে ব্রিফ;
নাউ এদিক ওদিক দুদিক গ্রিফ; কাজ করেছো সেরা॥
ছি ছি এমন সিলি হউ,
দেখেছি তো নিউ—তোমার মতন ফিউ;
এখন কেঁউ কেঁউ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে নিচ্ছ ঘরে ডেরা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

দি কস্‌মোপলিটান।

রাজা বিজয়কৃষ্ণ, কমল, ভূতনাথ, নেপেন, পিয়ারী, বঙ্কু,হরেণ, বরেণ, খগেন ও রঙ্গলাল ইত্যাদি।

ভূত। কেমন, চেয়ারম্যানকে পারস-ন্যালি থ্যাঙ্ক দেওয়াটা ভাল হয়নি ?

কমল। উত্তম হয়েছে ; এতে আমাদের ভদ্রতাই রক্ষা পেয়েছে।

নেপেন। আর চেয়ারম্যান শেষটা মন্দ কার্টসি করেননি।

পিয়ারী। কিন্তু ঐ যে কি একটা কথা উঠেছে, যে চেয়ারম্যান ডেকে ডেকে সব ঠাট্টা করেছেন ?

নেপেন। ও কিছু নয় ;—আফিসের কতকগুলো ছোঁড়া ঠাট্টা ক'রে তোয়ের করেছে।

বঙ্কু। আচ্ছা—রসময়টা কি কল্লে ?

হরেণ। ওটা ঐ রকম পাগল, ও কথা ছেড়ে দিন। ঐ ভবানীটে ইভিল জিনিয়াস্, ওর জন্যে আমাদের পর্য্যন্ত বদনাম হয়েছে!

খগেন। সে যা'ক, এখন আমাদের নেক্সট্ ষ্টেপ্ কি ?

কমল। একটা পাবলিক মিটিং করা আবশ্যক হয়েছে।

বঙ্কু। আর তাতে যাঁরা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেননি, তাঁদের কণ্ডক্ট রীতিমত কণ্ডেম্ করা উচিত।

হরেণ। না—না, আমার মতে সেটা আবশ্যক নাই। যদি রেট্‌পেয়াররা রিজাইণ্ড কমিশনারদের থ্যাঙ্কস্ দেন, তা হলেই ইনফারেন্স্যালী ওঁদের কণ্ডেম্ করা হ'ল ; তার জন্যে আর সেপারেট্ রেজোলিউসনের দরকার নেই।

বরেণ। তা হ'লে কিছুই হলো না। আমার নিজে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু যে সব জেণ্টেলমেন্ আজ রিজাইন দিয়েছেন, রেট্‌পেয়ারদের উচিত তাঁদের ডেমি-গড্‌সের মত পূজা করেন। আর যাঁরা দেননি, ইন্ দি ষ্ট্রংগেষ্ট্ টার্ম সেন্সার করেন।

বঙ্কু-পিয়ারী। তা বৈ কি, তা বৈ কি, বরেণ বাবু ঠিক বলেছেন।

কমল-নেপেন। না না—সেটা আর কাজ নেই।

খগেন। আমার বোধ হয়, হরেণ বাবু ইজ্ রাইট ; আমাদের ডিউটি আমরা করেছি,—বাস—নো মোর। রেটপেয়াররা আমাদের এ্যাক্সন জজ করুন।

বিজয়। আমার বড় দুঃখ হচ্ছে যে, আমাদের দেশে এখন এমন একজন লোক নেই, যিনি মিডিয়েটার হয়ে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের এই গোলমালগুলো মিটিয়ে দেন। অবশ্য আমায় যা বলবেন, আমি তা করতে রাজী আছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের দেশের অবস্থা বড় মন্দ হয়েছে, কিন্তু তবু আমার আশা আছে ; কেন না, আমাদের প্রেজেণ্ট লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর আর ভাইসরয় দু'জনেই মহাপ্রাণ, তার উপর ইংলণ্ডের সিম্‌প্যাথী আমরা অনেকটা পাচ্চি ; যদি এদিকে স্যার জন উডবরণকে কেউ ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতে পারেন, আর আপনাদের ভিতর দু'জন সিমলায় গিয়ে লর্ড কর্জ্জনকে বলেন, —যাতে সব দিক্ বজায় থেকে একটা মিট-মাট হয়ে যায়।

কমল। ঠিক ঠিক—তার পর এখানে একান্ত না হয়, শেষ, আশা তো নাই ; বিলেতে চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে।

পিয়ারী। সে হরেণ বাবুকেই যেতে হবে।

হরেণ। আমায় মাপ করবেন, আর আমি ও সব পেরে উঠছিনি। সিমলায় ডেপুটেশন পাঠাবার কথা বল্‌ছিলেন, But so far as I can understand it we will get a slap that's all,

বিজয়। তা তো হতেই পারে—তবে মনে করুন, কিক্ খাচ্চি, তার উপর আর একটা শ্ল্যাপ হবে—মনে করুন, এতে আর কি ?

রঙ্গ। দেখুন, আমি আপনাদের কমিশনার নয়, সামান্য ব্যক্তি, হেসে খেলে বেড়াই; তবে আমার স্বল্প বুদ্ধিতে যা আসে, তাই বলি—দেখুন, রাজা যে মিডিয়েটারের কথা বল্লেন, এইটী আমাদের বিষম ওয়াণ্ট হয়েছে; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেউ হবেন, সে আশা ছেড়ে দিন। The days of Krishna Dass Pal are passed and gone, তবে আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোক অথচ একটু অফিসিয়াল পোজিসন আছে, যাঁর উপর গবর্ণমেণ্টের কনফিডেন্স আছে, হায়ার কোয়ার্টারের সঙ্গে যাঁর একটু টচ্ আছে, এমন কোন জেণ্টেলম্যানকে আমাদের কজ্ নিয়ে গবর্ণমেণ্টের কাছে মিডিয়েট্ করতে রাজী করাতে পারি, তা হ'লে বোধ হয়, একটু কাজ হতে পারে, নচেৎ হরেণ বাবু যা বলছেন শ্লাপ;—সার্প—স্মার্ট—অ্যাণ্ড সলিড!

বিজয়। রঙ্গলাল বাবু, আপনি কি কাউকে মিন ক'রে বলছেন ?

রঙ্গ। যা ক'রে বলি, সে কথা নয়,—এই আমার কনভিক্‌সন্; আর আপনি জানতে ইচ্ছা করেন, পরে এক সময় বলবো।

ভূত। তা বাপু, অমন অফিসিয়াল টফিসিয়াল নিয়ে যা হয় কর গে, আমায় বাপু আর জড়িও না, আমি আর তোমাদের এ সব মিটীং ফিটীংএ নেই, তবে রিজাইণ্টা দিতে বল্‌লে—দিলেম।

কমল। সে কি মশাই? এই তো সবে সুরু, একটা কাজের মতন কাজ হয়েছে, এখনও ঢের বাকী; এনার্জিই বলুন আর এক্সপেন্সই বলুন, এখন থেকেই আরম্ভ হবে। খাটুনি খরচা দু'য়েরই সময় এই পড়লো।

ভূত। আমরা বুড়ো সুড়ো হয়েছি, এখন আর খাটতে পারি? তোমরাই সব কর, আর খরচা—সে রাজা আছেন।

হরেণ। সার্টেন্‌লি, সার্টেনলি; হিজ নেম উইল গো ডাউন টু পষ্টেরিটি।

বিজয়। দেখুন, আমায় যখন যা বলেছেন, দিয়েছি করেছি—আবার বলেন—

রঙ্গ। সার্টেনলি নট! দি কজ ইজ এ্যাজ মাচ আওয়ার্স এ্যাজ হিজ; সকলেরই এতে স্বার্থ, বিপদ হ'লে সকলেরই মাথায় তা পড়বে। আপনারা এক রিজাইন দিয়েই যে মাথা কিনেছেন, এমন কিছু কথা নয়। অবশ্য রাজার তুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু সকলেরই তো মিন্স আছে, সকলেই নিজের নিজের পকেট থেকে যথাসাধ্য দিন। অল্‌রেডি রাজার উপর ঢের ট্যাক্স করা হয়েছে।

হরেণ। তা আপনারা দেবেন, আমি গরিব ব্রাহ্মণ!

নেপেন। বটে, এবার আমরা আপনার ঠেঙ্গে রীতিমত আদায়—

কমল। না—না—না, উনি কাউন্সিলে আমাদের জন্য যা করেছেন, তাই যথেষ্ট।

নেপেন। কোয়াইট টু, সে কথা কে অস্বীকার করবে?

বরেণ। বলি, বজ্জে কথাই হচ্ছে, রেজোলিউসনগুলো কি, তা ঠিক হলো না?

খগেন। আমার বোধ হয় যে সাইলেণ্ট

ডিগনিটী মেণ্টেন করা মন্দ নয়, অথচ একটা বেশ কন্‌সটীটিউসন্তাল এ্যজিটেসন্ চলুক।

পয়ারী। ও মশাই—ও মশাই, শুনছেন? ইনি বলছেন, সেই বটকৃষ্ণ আশ নাকি ইলেক্ট হবার চেষ্টা করছে।

ভূত। কে? সেই ছোঁড়া? যার মুখে ইংরেজীর ছুঁচোবাজী খেলে? আমাদের রিজাইন দেওয়াবা'র জন্তে যার মাথা ব্যথা পড়েছিল?

কমল। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন তার কথা, সে একটা ফুল, গাড়ীভাড়াও হয় না ব'লে কোর্টে যায় না। ঐ এক ছেলেদের হুজুকে সভা করে. খবরের কাগজে করস্প-ণ্ডেন্স লিখে বহ্বাড়ম্বর ক'রে বেড়ায়।

বরেণ। এ কিছুই হচ্ছে না, এই যে এত বড় কাজ হলো; যাতে লোকের উচিত ডেমি-গড্‌স্ বলে——

খগেন। আমি বলি, আজকে সবাই টায়ার্ড, কাল কি পরশু একটা কন্‌ফারেন্স করা যাক, তাইতে সব ঠিক করা যাবে।

সকলে। সেই বেশ—সেই বেশ।

নেপেন। রাজা কি বলেন?

বিজয়। এ মন্দ কথা নয়, মনে করুন, কি জানেন? যাঁদের বড় মনে করেছেন, সে সব কোয়ার্টারে বিশেষ কোন আশা নাই। অবশ্য মনে করুন, তাঁরা আমাদের এগেন্‌ষ্ট হবেন না; তাঁদের আমরা অবশ্য মান্ত করি. কিন্তু মনে করুন, তাঁরা উইল্ রাদার রিমেন্ এ্যালুফ্। তবে আমায় তো বুঝেছেন যে, পাবলিক গুডের জন্য যা আব-শুক, আমি কর্‌বো; মনে করুন, এর জন্তে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়,—আর কাণ্ট্রী ভাল হয়—

রঙ্গ। রাজা, পারমিট মি প্লিজ; এই যে আমাদের আটাশজন ডিস্‌টীংগুইসড কমি-শনারস্, শুধু কমিশনার বলি কেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের সোসাইটীর ইণ্টেলকচুয়াল লিডার্স, এঁরা যে আজ এত বড় একটা নোবল্ একজাম্‌পল দেখিয়েছেন, এর জন্য সফিসিয়্যাণ্টলি গ্রেট্‌ফুল হতে, কি এনাফ থ্যাঙ্কস্ দিতে আমরা পারি না। দয়ার ডিড্‌স্ উইল্ বি রেকর্‌ডেড ইন লেটার্স্ অব গোল্‌ড অন্ দি হিষ্টোরিক্যাল্ পেজেস্ অব্ পষ্টেরিটী! কি এই মহান্-হৃদয় যুবক, দিস্ ওয়ারদি সয়েন্ অফ্ অ্যান্ এন্‌সেণ্ট নোবল্‌ফেমিলী, আপনার সমূহ আর্থিক, লৌকিক ও সামাজিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে, নানাবিধ সমুজ্জ্বল প্রলোভনের উপর প্রলোভনের লোভ সংবরণ ক'রে দেশের জন্য, নগরবাসিদের জন্য আপনাকে তাঁদের সঙ্গে আইডেন্‌টীফাই করেছেন, পদ সম্পদ সামা-জিক গৌরব অনায়াসলভ্য স্বার্থ দেশের জন্য বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন, তা দেখে আমি চমৎ-কৃত ও বিস্মিত হয়েছি! তাঁর প্রশংসাবাদের বচন আমার অভিধানে কুলায় না। বয়োজ্যেষ্ঠ দীন আমি এই মাত্র বলি যে,—সুখে, স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সন্তোষে, গৌরবে, গরিমায় নবীন রাজা দীর্ঘজীবী হউন্!

সকলে। ব্র্যাভো—ব্র্যাভো! থ্রি চিয়ার্স ফর্ আওয়ার ইয়ং নোবল্ রাজা, এ্যাণ্ড থ্রি চিয়ার্স মোর ফর্ আওয়ার সাক্‌সেস উইথ্ দি বিনাইন্ গভর্ণমেণ্ট!

বিজয়। এ্যাণ্ড থ্রি টাইমস্ থ্রি চিয়ার্স মোর ফর্ আওয়ার ব্রেভ নোবল্ এ্যাণ্ড অন্‌সেলফিস্ এক্স-কমিশনার্স! রঙ্গলাল বাবু, মাই থ্যাঙ্কস্ আর অলসো ডিউ টু ইউ।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রাজপথ—রাইটার্স বিল্ডিং।

বটকৃষ্ণ।

বট। লেডিস এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন! আপনারা সকলেই ঐক্যতান হয়েছেন, আর বিলম্ব নয়—দ্রুতগতি—এই দেশহিতৈষী নিঃস্বাস্থ্যপর বীরকে ভোট সম্প্রদান করুন। কৈ—কৈ, কেউ নেই। সিটীজেন্ যে কাকেও দেখতে পাচ্ছিনে, ঐ যে দু'চার জন আসছে না? মশাই—মশাই, আসুন, একটা ভারী দরকারি সংবাদ।

(তিনজন চাষার প্রবেশ)

এয়েছ—বেশ বেশ, Romans! না—না Bengalians! Friends! Foes and countrymen and women! I come to bury the resigned commissioners,—and not to praise them,Countrymen help me to hollow a ground, that therein I may insert all the noble and honorable men of my country! Former Commissioners used to call this land of Van de man's their mother country, but a more preposterous patriot your honorable servant call Calcutta his GRAND MATHER COUNTRY.—Now who is the greater fool,—I mean Hero of the Two;—

১ম চাষা। বলি হ্যাগা বাবু, মাথায় সামলা জড়িয়েচ—তুমিই জড়িয়েছ, আমরা চাষা লোক, হাটে বেচে খাই, ডেকে অত ইঞ্জিরী ক'রে গালাগালটে কেন দিলে বল দেখি? ইস্, ভারী ভদ্দরনোক!

বট। পল্লিবাসিগণ!

রাখ, পল্লে বাসি তুমিও খাও আমিও খাই।

বট। ছি ছি, খাওয়ার কথা নয়। আমায় ভোট দাও,ভোট দাও; বড় সুযোগ, বুঝছো না? রিজাইন দেওয়াবার জন্য এক-মাস হাঁটাহাঁটি করেছি, তোমাদের লাইসেনি আছে, ভোট আছে, আমায় দাও?

ধীরে। ওকি ব'লচে রে?

১ম চাষা। ছিরু বুঝেছি রে নোকের ছেলের উপর মিছে রেগেছিলেম—পড়ে শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে রে, কল থেকে গামছাখানা ভিজিয়ে নিয়ে আয়, মাথায় দে, মাথায় দে।

ধীরে। আনছি।

[প্রস্থান।

১ম চাষা। ও ধেরো—বাবুর মাথা থেকে সামলাটা খুলে দে, নে ঝট ক'রে। (খুলিতে উদ্যত)

বট। কি! কি! সামলা খোল কেন? মাই লিগাল ডিপ্লোমা! এডিটোরিয়াল্ এন্-সাইন।

১ম চাষা। আরে বাবুর কি জ্ঞান আছে? খুলে নে হিঁচড়ে, দে জল মাথায়। আহা হা, ভদ্দরনোকের ছেলে, বাপ মায়ে দেখে না, এই রকম ক'রে রাস্তা ছেড়ে দেয়!

(জল লইয়া দ্বিতীয় চাষার প্রবেশ)

ছিরু। নাও মামা, একটা কলসী পেয়েছি, তুমি ধর, আমি ঢালি।

বট। আরে, জল ঢাল্‌বে কি? আমার কোট ভিজে যাবে। এ কি ট্রিজন (Treason) ট্রিজন! পুলিস, পুলিস! সেল্ল্ হেল্পপেট্রিয়ট মারা পড়ে, পেট্রিয়ট মারা পড়ে—

[সকলের প্রস্থান।

(মহিলা গণের প্রবেশ)

(গীত)

নয় তো এরা মানের দাস।
মানের মাথা ভাতে দিয়ে আঁকা বাঁকা
নামের আশ॥
বেঁচে থাক কালীনাথ,আছে বটে আছে ধাত,
হাত না তুলে পাত গুড়ুলে ছেড়ে কমিশানী
চাষ।
চারিদিকে যশের গন্ধ,বন্দনীয় সুরেন্ বন্দ্যো;
কৌন্সিলে করিবে দ্বন্দ বিলটী যাতে না হয়
পাশ॥
বসু-বংশে পশুপতি,চোখে দেখে দেশের ক্ষতি.
হৃষ্ট-মনে ভূপেন সনে ঘুরিয়ে নিলে ঘোড়ার
রাশ।
বিদ্যাবলে বলীয়ান্, হ'ল নগেন আগুয়ান,
চণ্ডী চলে সিংহবলে তারি পাশে পাশ॥
দেখে সকল আশা লীন, জানকী নলিন,
ছিঁড়ে ঘোর কর্ম্ম-ডোর, হলেন বাহিরে
বিকাশ।
দর্পণে অর্পণ কায়, বীরেন্দ্র নরেন্দ্র হায়,
দেখে স্বাধীনতা যায় হলেন হতাশ॥
সৈয়দকুলে সে নামজাদা,
মৌলবী সামসুল হুদা,
মর্ম্মে বুঝে কর্ম্মে জুদা প্রাণেতে উদাস।
দেবী, রাজু, বিনোদ সদাশয়,
কান্তি, জ্যোতি, অমৃত, অক্ষয়,
মন্মথ, মোহিনী, যোগী, তারণ. সুরেন দাস॥
লালবিহারী, মণিলাল, ছিরু, রাধাচরণ পাল,
কাটাইয়ে মায়াজাল জোরে-জারে কাটালেন
পাশ।
দেখে ধরণ সুরেন রায়, সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সায়,
তবে অসময় রামময় পাশ দিয়ে তাস;—
রঙের খেলায় ভ্যালা পেলে উপহাস॥
যাক যাক যে যাক সে যাক,
আহা ভাল ক'টী সুখে থাক,—
সাবাস সাবাস বলি সাবাস আটাশ॥

পট-পরিবর্ত্তন।

সুসজ্জিত-তোরণ।

সমাপ্তি-সঙ্গীত।

(অভিনেত্রীগণ)

দুটো হেসে হুঁসে হাসিয়ে দেব
এইটুকু সাধ আজ।
গানটান গেয়ে ফণ্ দেখাব
নাইকো মনে ঝাঁজ॥
পাঁচজনার নাচন দেখে প্রাণটা ওঠে নেচে
(তাই) হাসি ছড়াতে খুসী বাড়াতে মনট
আসে যেচে
তুষ্ট করতে কষ্ট করি রুষ্ট হয়ে
দিও না ভাই লাজ।
ঘটনার মিষ্ট রটনা নট-নটীর কাজ॥
আমাদের কেউ নয়কো পর,
তোমরা সবাই মান্যবর,
তবে অই আটাশে হেসে হেসে
পরাই বীরের তাজ॥
দেখো ভাই ঠিকটী থেক,
মানটী রেখে বদলোনাক ধাঁজ;
যে মন্দ ভেবে সন্দ করে
তার মাথায় পড়ুক বাজ॥

যবনিকা-পতন।

গীতিরঙ্গোক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ।

স্ত্রীগণ।

মৃণালিনী মিত্র	...	হাইকোর্টের উকীল।
কামিনীসুন্দরী মিত্র	...	মৃণালিনীর মধ্যমজাতা।
বসন্তকুমারী মিত্র	...	ঐ কনিষ্ঠজাতা।
ক্ষীরদাসুন্দরী মিত্র	...	ঐ ননদ।
নীরদাসুন্দরী মিত্র	...	ঐ সম্পর্কীয়া ননদ।
মুক্তকেশী বস্নী	...	হুগলী জজকোর্টের সেরেস্তাদার।
সরসীবালা ভঞ্জ	...	মুক্তকেশীর কন্যা।
অনঙ্গমঞ্জরী গুহ	...	ঢাকা-বজেটের সম্পাদিকা।
নিতম্বিনী ভট্টাচার্য্য	...	ভলেন টীয়ার সৈন্যের কর্ণেল।

থাকমণি।

ননীবালা বিদ্যালঙ্কার।

ডাক্তার জি, বি, লাহিড়ী।

বিরাজমোহিনী সেন।

ঘটকী, নাপ্তিনী, নিমন্ত্রিতা স্ত্রীগণ, পাতখোলাওয়ালী, ভলেন্‌টীয়ার রমণীগণ ইত্যাদি।

পুরুষগণ।

বিশ্বম্ভর	...	মৃণালিনীর কান্ত।
দ্বারিক	...	কামিনীসুন্দরীর কান্ত।
শ্রীরাম	...	বসন্তের কান্ত।
জ্যাঠা	...	মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠ-শ্বশুর।

মাধব

গোয়ালা, পাতখোলাওয়ালা, পুরুষগণ, উড়িয়াগণ, ভৃত্য ইত্যাদি।

তাজ্জব ব্যাপার

গীতিরঙ্গ

প্রস্তাবনা।

বঙ্গনারীগণ।— (গীত)

ফাটকে আটক রব না।
আপন করে যতন ক'রে খুলে দেছ ডানা॥
বেয়াড়া বুদ্ধির চোটে,
দিয়েছ শেকল কেটে,
এখন গেটের বাইরে পা দিয়েছি
দখল কর জেনানা॥
আমরা সব কলেজ যাব নলেজ পাব,
টপ্‌পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা ;—
এখন তোমরা কুটনো কোটো বাটনা বাটো,
দাও লক্ষ্মীপুজোর আল্‌পানা॥
আমরা সব ছাড়ব শাড়ী রাখব দাড়ি
গাড়ী চড়ে আনাগোনা—
(গুণপুরুষ) গাড়ী চড়ে আনাগোনা।
ছাড়ব না আড়-নয়ন আর মোহন বেণী,
ঐটী নারীর নিশানা ;—
(গুণপুরুষ) ঐটী নারীর নিশানা।
প্রেমের বন্দর রইল অন্দর গুছিয়ে কর
গিন্নীপনা॥

প্রথম দৃশ্য।

বিবাহসভা।

(কন্যা, কন্যা-যাত্রী, বরযাত্রীপ্রভৃতি উপস্থিত)

নাপ্তিনী। ওগো কনে! এই শুপুরিটে কেটে দিন।

ঘটকী। কাট কাট, শুপুরিটে কেটে ফেল, সাবধানে জাঁতি ধরো, যেন হাত কেটো না।

ক্ষীরদা। ছি ছি ছি ছি! কনে এটো শুপুর কাটলে, ছোটদাদা ঐ শুপুরিটে গালে করেছিল!

নীরদা। ও কনে! আমাদের ঢেলা ফেলার টাকা দাও ; চুপ ক'রে রয়েছ কেন, দাও না?

ক্ষীরদা। নীরি? তুই তো ভারী জ্যাঠা, কনেকে ত্যক্ত কচ্ছিস কেন? চুপ ক'রে বোস না।

নীরদা। ঢেলা-ফেলার টাকা চাব না? বে হয়ে গেলে ফাঁকি দেবে, তখন তুই দিবি?

ক্ষীরদা। ঢেলা-ফেলার টাকা নেবার তুই কে? আমরা বাড়ীর মেয়ে, আমাদের কি ঢেলা-ফেলা দেয়?

নীরদা। না, দেয় না বুঝি, তুই তো বড় জানিস।

ক্ষীরদা। না, তুই বড় জানিস, মস্ত বড় হয়েছিস কি না! কনে,তুমি ওর কথা শুন না ভাই, ওটা ঐ রকম যার তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে, তুমি ভাই আমার সঙ্গে কথা কও, আমার সঙ্গে তোমার ভাব।

নীরদা। আচ্ছা আচ্ছা, ক্ষীরি, তুই থাম, আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিস, নেমন্তন্নে মেয়েরা আসুক, তোকে দেখে নেব।

ক্ষীরদা। হাঃ হাঃ হাঃ! তুই আমায় দেখে নিবি! তুই আমায় একজামিন করবি —হাঃ হাঃ হাঃ!

(কামিনী ও মৃণালিনীর প্রবেশ)

কামিনী। ওরে একবারে বেশী করে গোটাকতক হুঁকো এখানে দে যা না।

ঘটকী। আসুন বড়বৌঠাকরুণ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? সভায় বসুন, এঁরা যে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

মৃণা। এই যে বসি এই।

(মুক্তকেশী ও সরসীবালার প্রবেশ)

ঘটকী। আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন আসুন! বসতে আজ্ঞা হয়, আপনাদের দেরী হ'ল যে?

মুক্ত। আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে এলেম, তাইতে একটু দেরী হলো, ঘূরে আসতে হলো।

মৃণা। বসুন বসুন!

ঘটকী। ইনি হচ্ছেন কনের মাসী।

মৃণা। আপনার নাম?

মুক্ত। শ্রীমুক্তকেশী বক্সী।

মৃণা। বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

ঘটকী। ভারী হাকিমি কাজ, আপনার কি হুগলীতে যাওয়া আসা নেই? উনি সেখানকার জজ কোর্টের সেরেস্তাদার।

মুক্ত। আপনার নামটী কি?

মৃণা। শ্রীমৃণালিনী মিত্র। আমি হাই কোর্টের আপিলেট সাইডে ওকালতী করি।

মুক্ত। বেশ বেশ, এই সূত্রে আলাপ হ'লো, বড় সন্তুষ্ট হলেম, মামলা-মোকদ্দমার জন্যে যদি কখনও হুগলীতে যাওয়া হয়, অনুগ্রহ ক'রে আমার বাসায় পায়ের ধূলো দেবেন।

ঘটকী। তা দেবেন না—কুটুম্ব হলেন, উনি হচ্ছেন বরের বড় ভাজ,সংসারের কর্ত্তাই উনি।

মৃণা। ঐটী আপনার কন্যা?

মুক্ত। হাঁ।

মৃণা। কি নাম ভাই তোমার?

সরসী। শ্রীসরসীবালা ভঞ্জ।

মৃণা। পড়াশুনা হচ্ছে কোথায়?

সরসী। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, থার্ড ইয়ার।

মৃণা। তবে এইবারে ফাইন্যাল এক্জামিন?

মুক্ত। হাঁ, এইবারেতেই এক্জামিন দেবার কথা, সব ঠিক, ক'মাস ধরে মেহন্নৎ ক'রে সারা রাত জেগে পড়লে, তা অদৃষ্টক্রমে অন্তসত্বা হয়ে পড়েছে, একজামিনের সময় আসতে আসতে ছমাস পার হয়ে যাবে, আর এ বছর কি একজামিন দিতে পারবে?

সরসী। মা ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার বোধ হয়, একজামিন দিতে পারবো; আমার বিয়েন ভাল, এনট্রেন্স যখন দিই, তখন আমার ভরা দশমাস, শেষ একজামিনের দিনেই ব্যথা হলো।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

মৃণা। কি রে, তুই বাইরে কেন রে?

ভৃত্য। (মেয়েলী সুরে) আপনি একবার বাড়ীর ভেতরে আসুন, বড় বাবু কি একটা বলবেন।

মৃণা। এখন আবার কি দরকার? যাচ্ছি যা; মশাই বসুন, আমি আসছি।

[মৃণালিনী ও ভৃত্যের প্রস্থান।

ক্ষীরদা। ও কনে! কথা কচ্ছ না যে? তোমার নাম কি বল না, হাসছ যে, নাম বলতে পার না?

কনে। তোমার নাম কি বল দেখি আগে?

ক্ষীরদা। আমার নাম ক্ষীরদাসুন্দরী মত্র, আমার মার নাম৺দুর্গেশনন্দিনী মিত্র।

কনে। কি পড়?

ক্ষীরদা। রয়েল রিডার নম্বর ফোর্থ্, গারল্‌স্ গ্রামার, পদ্মমুকুল। তুমি কি পড়?

কনে। আর এখন পড়ি না, চাকরী ক

ক্ষীরদা। কোথা চাকরী কর?

কনে। হাবড়া পুলিসের হেড কন্‌ষ্টেবল।

ক্ষীর। কনেষ্টবল! কন্‌ষ্টেবল মানে তো—পা–পা—পাহারাওয়ালা—তুমি পাহারাওয়ালা? দুও! ছোটদাদার পাহারাওয়ালার সে বে হবে!

নীরদা। ক্ষীরি তো ভারী চালাকী কচ্ছিস; পড়াশুনার লড়াই করবি, আমার সঙ্গে লাগ্ না!

ক্ষীরদা। তুই তো থার্ড বুক পড়িস্, তুই আমার সঙ্গে পারবি? আমি জিওমেট্রি ধরেছি, তুই তা জানিস? বল দেখিন, টু ডেসক্রাইব অ্যান ইকুইল্যাটারাল্ ট্রায়াঙ্গেল অপন্ এ গিভ্‌ন্ ফাইনাইট ষ্ট্রেট্ লাইন, (To describe an equllateral triangle upon a given finite straight line) কেমন ক'রে প্রুভ কত্তে হয়, বল দেখিন?

নীরদা। উঃ! ভারী তো জিজ্ঞেস কল্লি! চট ক'রে বল দেখি, "আমি হই উপরে" ইংরাজীতে কি হবে?

কামিনী। আরে ছুঁড়ীগুলো তো বড় গোল কত্তে আরম্ভ কল্লি।

ঘটকী। করুক করুক, বিবাহসভায় ও চিরপদ্ধতি আছে। বক্‌সী ঠাকরুণের সঙ্গে আমাদের মেজবৌ মহাশয়ের বুঝি এখনও আলাপ হয়নি, ইনি হচ্ছেন পাত্রীর মেজ ভাজ।

মুক্ত। বটে বটে! আপনার নাম?

কামিনী। শ্রীকামিসুন্দরী মিত্র।

মুক্ত। যার বিবাহ হচ্ছে, এইটী আপনার সব ছোট ভায়ের?

কামিনী। হ্যাঁ।

ঘটকী। শুভকর্ম্ম হয়ে যাক, তার পর একবার ছেলে দেখবেন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ, এই বয়সে গেরস্থালীর হেন কাজটী নেই যে জানে না। আবার শুনেছি নাকি এঁরা একটু পড়তে শুনতে শিখিয়েছেন।

মুক্ত। বটে, বেশ বেশ।

কামিনী। আচ্ছা বক্‌সী ঠাকরুণ, পুরুষদের লেখাপড়া সম্বন্ধে আপনার কি মত?

মুক্ত। আমার মতে একটু আধটু শিখলে হানি নাই, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তাতে সংসারের ক্ষতি হয়; শুনেছি, সেকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল।

কামিনী। তার প্রমাণ আছে, এমন কি কোন কোন পুরুষ বই পর্য্যন্ত লিখেছেন; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র—

মুক্ত। বিদ্যাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর যে ছবি আছে, তা দেখলে বোধ হয় যে, যদিও তিনি অনেকটা পুরুষের মতন কাপড় পরতেন বটে, তবুও তিনি

স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁর গোঁফ-দাড়ী কিছুই নাই।

সরসী। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যা বলছিলেন, যদিও তিনি নিজে একটু আধটু পড়তে শিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা দেখলে বোধ হয় যে, তিনি পুরুষের লেখাপড়ার উপর চটা ছিলেন; তাঁর ব'য়ে পুরুষ ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে, মেয়েরা বঁধে, পুরুষের জন্যে কাঁদে! এই রকম ঠাট্টা ক'রে লেখা আছে।

মুক্ত। আপনাদের কলকেতায় বাস কদ্দিন?

কামিনী। অনেক দিন হ'ল, আমার দিদিশাশুড়ীর দিদিশাশুড়ী এসে এখানে বাস করেন।

ঘটকী। হাঁ, হাঁ, ওঁর অতি বৃদ্ধাপ্রদিদিশাশুড়ী—আমায় জিজ্ঞেস করুন, বকুনী ঠাকরুণ, আমায় জিজ্ঞেস করুন; বড় বনিয়াদি ঘর, ওঁদের কুলুজি আমার কণ্ঠস্থ। তারামণি মিত্র, তস্য জ্যেষ্ঠা বধূ ক্ষামাসুন্দরী মিত্র, তস্য জ্যেষ্ঠা বধূ মঙ্গলাসুন্দরী মিত্র, তিনিই আঁটপুর থেকে নিমকির দারোগা হয়ে কলকেতায় এসে বাস করেন, তস্য জ্যেষ্ঠা বধূ জগত্তারিণী মিত্র, বিলেত জানিত ব্যক্তি, সদর-আলা ছিলেন; তাঁর দুই সংসার, ছোটটীকেও বাড়ীতে এনে নিজের কাছে রেখেই প্রতিপালন করেন, একটী হতেও সন্তান হয় নাই, তাঁর কনিষ্ঠা জা নিস্তারিণী মিত্র, জ্যেষ্ঠা বধূ হেমাঙ্গিনী মিত্রকে রেখে কাশী প্রাপ্ত হন, তাঁর জ্যেষ্ঠা বধূ সরোজিনী মিত্র, তাঁর বধূ—

(মৃণালিনীর প্রবেশ)

এই দেদীপ্যমান সম্মুখে জাজ্বল্যমান মৃণালিনী মিত্র! হাইকোর্টের উকীল, কবে জজ হয়ে বেঞ্চে বসেন।

মৃণা। পুরুতঠাকরুণ বলছেন, ঠিক লগ্ন হয়েছে, আপনারা অনুমতি করেন তা বর পাত্রীস্থ করা যায়।

সকলে। হাঁ হাঁ, শুভকর্ম্মে বিলম্ব কি?

মৃণা। তবে পাত্রীকে নিয়ে যাওয়া যাক, নাপ্তিনী কোথায়?

নাপ্তিনী। এই যে আমি ঠিক আছি।

কামিনী। কনের জুতো দাও, কনের জুতো দাও।

ঘটকী। ওগো বেটাছেলেরা, বাড়ীর ভেতরে একবার শাঁকটা বাজাও না গো—

কামিনী। (নিমন্ত্রিতাগণকে) আসতে আজ্ঞা হয়, বৈঠকখানায় চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর—দরদালান।

(দ্বারিক, শ্রীরাম ও মাধব)

মাধব। বড়দাদা কি কচ্ছে

দ্বারিক। হাই-আমলা বাটছে।

রাম। বড়দাদার ভাই খুব গতর, এই যজ্ঞির কাজটা বলতে গেলে একলাই কচ্ছে; আমার তো পোড়া শরীর, চাড্ডি ধনে বেটে দিয়েই নড়া দুটো টাটিয়েছে, হাত নাড়তে পাচ্ছিনি।

দ্বারিক। বড়দাদা না থাকলে এ সংসার একদিন চলে! গতরে না হয় দু একখানা কত্তুম, কিন্তু অমন গুছোনটী কেউ আর গুছুতে পারবে না, তার ওপর জ্যাঠামশায়ের ভাঁড়ার থেকে জিনিস বার ক'রে দেবার তো ঐ ছিরি, একটা মাছ সাঁতলাবার তেল পলা পলা ক'রে ছ বারে দেবেন।

শ্রীরাম। আর তার ওপর দাদার মুখে কথাটী নেই, সদাই হাসি মুখ ; এক এক সময় জ্যাঠামশায় গঞ্জনা কি কম দেন।

মাধব। যাক্ গে, চল ভাই হাতাহাতি ক'রে পানগুলো সেজে নিই গে, তার পর একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে নিতে হবে তো, এখনই বরৎ-টরণ কত্তে হবে।

শ্রীরাম। আমি যে ভাই কি ক'রে বাসর জাগবো, তাই ভাবছি, ও এবার বাপের বাড়ী যাওয়া অবধি কি যে পোড়া ঘুম হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যাটী দেবার পর থেকেই চোখ যেন ঢুলে আসে,ছোট ছেলেটা এত কাঁদে, আমার সাড়াও থাকে না।

দ্বারিক। শুনেছি, কনে বড় রসিক, জিদ্ ক'রে ধ'রে বসবো, গানটান গাইয়ে তবে ছাড়বো।

শ্রীরাম। আমি ভাই ছেলে ঘুম পাড়া-বার নাম ক'রে একটু ঘুমিয়ে নেব, খানিক রাত্তিরে মেজদা আমায় ডেকো।

দ্বারিক। মাধবের ত ঘুম পাবে না?

মাধব। পোড়া! এমনিতেই যার সারা রাত্তির ঘুম হয় না ; ও সেই অত রাত্তিরে আসে, তার পর খাবার টাবার দিতে শুতে আর রাত কতটুকু থাকে?

দ্বারিক। বড়দা'কে ভাই আজ ধ'রে বেঁধে আসরে বসাতে হবে।

মাধব। তিনি বসবেন না, আবার তার ওপর বড়বৌ ঠাকরুণের শরীর অসুখ, রাত জাগা সয় না, তিনি হয় ত বে হয়ে গেলেই বাড়ীর ভেতর এসে শোবেন।

(গোয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

বাঁটের মুখের খাঁটী দুধ কে নিবি তা বল।
সের করা আধাআধি খালি ব...লের জল॥
মাইরি ব লছি ভাই, আমার ভাগলপুরে গাই,
গইলে বাঁধা কইলে বাছুর একবিয়েনের ফল।
টাকাতে ছ' সের, দিচ্ছি এই ঢের,
খেঁড়া গাইয়ের গাঢ় দুধে গায়ে বাড়ে বল॥
দুধ চড়ালে কড়ায়, ননী আপনি গড়ায়,
এক বলকে,চল্‌কে ওঠে যেন যৌবন ঢলঢল॥

গোয়ালা। কোথা গো কর্ম্মবাড়ীর লোকেরা, দুধ নাও।

মাধব। ঘোষের পো যে, ঘোষের পো যে! ঘোষের পো না হ'লে বাড়ী জমকায় না।

শ্রীরাম। ইস্, ঘোষের পোর বার হ'ল, তবু বঁ চলেম।

গোয়ালা। হাঁগা দাদাবাবুরা, তোমাদের কি রকম বিবেচনা, এমন সময় আমি তিন সের দুধ পাই কোথায় বল দেখি?

দ্বারিক। বলি, এখন এনেছ তো, বাড়ীতে পাঁচজন কুটুম্ব ছেলেপিলে নিয়ে এসেছে—

গোয়ালা। আনব না কেন, এ তো গাই-য়ের দুধ, তোমাদের ঘোষের পো কি না পারে? বল্লে পর, বাঘের দুধ অবধি আনতে পারে

মাধব ঘোষের পো ভাই বড় মজার লোক, আজ ওকে বাসরে রাখতে হবে।

শ্রীরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোষের পো, অ বাড়ী গো কাজ নাই, খাওয়া দাওয়া ক'রে এখানে থাক, আমাদের সঙ্গে বাসর জাগতে হবে।

গোয়াল॥ থাকবার যো কৈ দাদাবাবু, গিন্নী আজ তিন দিন হ'ল উলুবেড়ের হাটে গিয়েছেন, একটা গাই কিনতে, অ জও খব-রটী নেই, দুধটুকু মেপে নেবে চল, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ঘরে যাই।

মাধব। আহা, থাক না।

গোয়ালা। না দাদাবাবু, কাল তখন ভোরে আসবো।

শ্রীরাম। তবে ভাই, আর একটী গান শুনিয়ে যা, মাথা খাস।

গোয়ালা। সেজদাদাবাবুর গান শোনা এক বাই।

মাধব। গা না, গা না, আজ আমোদের দিন।

গোয়ালা। আবার কত্তা এসে পড়বেন।

মাধব। তিনি এখন কোথা, কত কাজে ব্যস্ত।

গোয়ালা। নেহাৎ ছাড়বে না ত শোন।

(গীত)

আমার শুধুই কি দুধে চলে।
সুধু দুধ হলে খুদ মিলতো কপালে ॥
কত মন্ত্র জানি, কত আপনি বাথানি.
এলোচুলে
আমি না থাকলে পরে,
কোন্ নারী বা চাকরী করে,
পেটপোড়া কে দেবে তারে বন্ধ করতে ছেলে ॥
যদি পড়ি আমি জল, নারী ধরা কল,
বারমুখো যার প্রাণেশ্বরী পড়ে পদতলে ॥
এইবার তো হ'ল, (মেপে নেবে চল।

সকলে। এস এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—•—

ছাঁদলাতলা।

(বিশ্বম্ভর, জ্যাঠা, কুটুম্বগণ ও নাপ্তিনী)

বিশ্ব। ও দাদামশাই, তুমি ওখানে রইলে কেন? সনাতন কি জানে শোনা, তুমি এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও।

জ্যাঠা। বিশ্বম্ভর কি ন্যাকা হলি, গিন্নী গিয়েছেন, আমার কি শুভকর্ম্মের জিনিস ছোঁবার যো আছে?

নাপ্তিনী। নাও না গো, বরণ-টরণ ক'রে নাও না, কনে কতক্ষণ পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে?

বিশ্ব। এরা সব কোথায় গেল. দোয়ারি, শ্রীরাম, মাধব কাকেও যে দেখতে পাচ্ছিনে, হাঁ্যরে, ও দোয়ারি—

(দ্বারিক, শ্রীরাম ও মাধবের প্রবেশ)

দ্বারিক। এই যে কাকা, কাপড়টা ছেড়ে এলেম।

জ্যাঠা। আচ্ছা, তোদের কি কিছু আক্কেল নাই, বরকনে পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, আর তোরা ং কচ্ছিলি।

শ্রীরাম। রং আবার কি কচ্ছিলেম জ্যাঠামশায়, পানটান সাজলেম, দুধ জ্বাল দিলেম, কোন্ দিকে কি করবো?

নাপ্তিনী। নাও নাও গো, আর গোল করো না, বরণ কর।

বিশ্ব। সনাতন, বরণ কর।

দ্বারিক। ছোট মামা ও সব কাজ ভাল জানে, বরণটা করে ফেল।

(বরণকরণ)

শ্রীরাম। মেজদা ঝারিটে নাও।

দ্বারিক। তুমি ঘোর, মাধব গায়ে পড়িস কেন, ঘোর না।

সকলে।— (গীত)

আহা কনে কি নয়না হানে।
প্রাণ জরজর মদন-বাণে ॥
ও কেমন চায়, মাথা যে ঘুরে যায়,
আমার লাজুক বর ঘোমটা টানে।

বড় সেয়না কনে, কত ছলা জানে,
আমার নেয় না মনে—
মানা কর, চায় না আমার পানে ;—
কচি বর কিছু জানে না,
কনে বুঝি মানা মানে না,
প্রেমে ভাসাবে সই প্রাণের টানে ॥

নাপ্তিনী। নাও পিঁড়ে ধর গো, সাতপাক ঘুরিয়ে বর-কনেকে শুভদৃষ্টি করাও ; তোমরা পারবে না, বাইরে থেকে চারজন মেয়েকে ডাকবো ?

দ্বারিক। না, এই আমরাই নিচ্ছি, মেয়েদের আর কষ্ট দিয়ে কাজ নাই।

নাপ্তিনী। নাও তোল, ভালমন্দ লোক থাক তো সরে যাও, গোঁপ পেকে যাবে, মাগের ভুয়ো হবে। তোমাদের নিত কিত্ ক'রে নাও, পিঁড়ি সুদ্ধ বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

রাস্তা।

(স্ত্রীলোকগণের আফিস যাইবার বেশে গীত)

রাঁধা বাড়া হাঁড়িকাড়া ঘুচেছে বালাই।
শিলে লেগেছে আগুন নোড়ার মুখে ছাই ॥
আমাদের ক'রে স্বাধীন,মিন্‌ষেরা হ'ল অধীন,
আফিস থেকে বাড়ী গিয়ে খাটে শুয়ে পা টেপাই।
ব্যাচারারা ভাই রাঁধে,
উনুনে ফুঁ পাড়ে আর কাঁদে,
আপনার ফাঁদে আপনি পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাই।
আমাদের আর কেবা পায়,
পতি সদা পড়ে পায়,
অন্দরের গন্ধমাত্র দেখ আর গায়ে নাই।

১ম স্ত্রী। আজ কি ট্রামওয়ে বন্ধ না কি ?

২য় স্ত্রী। তাই তো, বড্ড বেলা হ'ল যে, ন'টা বাজে।

৩য় স্ত্রী। বাজুগ্ গে, আমার পিসা বড়বাবু !

(নেপথ্যে।) পাতখোলা লিবি গো।

(পাতখোলাওয়ালা ও পাতখোলাওয়ালীর প্রবেশ ও গীত)

কে পোয়াতী রসবতী খোলা লিবি আয় রে।
এমন খোলা বিকিয়ে গেলে,
মেলা হবে দায় রে ॥
আমার আপন হাতে গড়া,
পোণে পোড়া গরম কড়া,
দরেতে নয়কো চড়া, অমনি পড়ে পায় রে ॥
সোঁদাগন্ধে মন মাতে,
আবার কুড়কুড়ে তাতে,
এ পাতখোলা খেলে পরে
পোলা কোলে পায় রে ॥

পা,ওয়া। পাতখোলা লিবি গো ?

১ম স্ত্রী। ও রে এদিকে আয়, এদিকে আয়, ক'খানা ক'রে ?

পা, ওয়া। পইসায় দশঠো।

১ম স্ত্রী। দশখানা ক'রে, পনেরখানা দিবিনি ?

পা, ওয়া। নেই, বারঠো মিল্‌বে, মন হয় লে, নেই চলি।

১ম স্ত্রী। দে, আর কি কর্‌বো।

৩য় স্ত্রী। আমায় এক পয়সার দে।

পা, ওয়া। এই লেও। (খোলা দেওন ও পয়সা গ্রহণ) পাতখোলা লিবি গো ?

[পাতখোলাওয়ালা ও পাত পাতখোলাওয়ালীর প্রস্থান।

১ম স্ত্রী। তোমারও না কি, ক' মাস ?

৩য় স্ত্রী। আমার ভাই সবে তিন মাস।

১ম স্ত্রী। আমার ভাই আর চলে না, সাহেবকে বলেছি ছুটীর কথা, পেটের ভেতর ঠেলে ওঠে, বিউলে আদ্ধেক বই মাইনে দেবে না বলেছে, আমাদের যে পাজী আফিস।

৩য় স্ত্রী। আমাদের সাহেব কিন্তু ভাই আঁতুড় খরচ পর্য্যন্ত দেয়।

১ম স্ত্রী। তোমাদের ভাই "রেলি," তাদের কথাই জুঁদো।

৪র্থ স্ত্রী। চল—চল, গাড়া দেখা যাচ্ছে, ঐ মোড়ে চল, ফূর্ত্তি করে চল।

(গীত)

সকলে।—আমরা বেরিয়েছি সেই ভোরে।
মিনুষেরা ঘর নিকুচ্ছে ঘরে॥
মেল-ডে পড়েছে আজ,
সাহেবের ভারী ঝাঁজ,
কাজ সারতে আজ ঘাম যাবে ঝ'রে।
১ম।—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদী পিসী,
তার আণ্ডারে কলম পিষি,
সকলে।—সাহেব শালা চোখ রাঙ্গালে,
আঁখ ঠারি বকেয়া চালে,
ঠারা চোখে রাঙ্গা মুখোর মাথা যায় ঘুরে॥
২য়।—আমি রোলর সদর মেট,
৩য়।—পিট্রোকোচিন পোরায় আমার পেট,
সকলে।—
গ্রেহেম গুদামে মোদের রেখেছে ভোরে।
৪র্থ।—আমার মনিব টেলার বেকার,
৫ম।—থ্যাকার আমার ফরচুন মেকার,
কয়েকজন।—
মনটিথ রেখেছে ভাই আমাদের ধ'রে॥
৬ষ্ঠ।—যা করেন মোর পোষ্ট আফিস,
৭ম। তুই তো ভাই তিসি মাপিস,
কয়েকজন।—
পুলিসে ঢকেছে ইয়ার এরা তিন চোরে।
সকলে।—
ছিলাম অবলা সরলা, সহে বিরল-জ্বালা,
এখন পুরুষ পাতি, ফুলিয়ে ছাতি,
কলম চালাই সজোরে॥

[সকলের প্রস্থান।

(দুইজন উড়ের প্রবেশ)

পরশু। মু রহিমিনি, এঁঠ্যা রহিমিনি।

বিদা। কাঁইকি পরশু ভাই, এত্তে খপ্পা কাঁই? বন্দাড়িক ত্বাশ আউছন্তি, রোজকার করিবি, নেউটী জিবি কোঁউটী?

পরশু। মত্তে যেত্তে কোঁউ বিদা, কল্‌কত্তা মু রাহিমনি, মু বিহানকু জহাজ চড়িকিড়ি জাজপুর জিব। এ স্বপনা শড়া কোঁউটী গিলা—এ স্বপনা ভাই—স্বপনা ভাই—ই—

(নেপথ্যে স্বপনা।) ই-ই-ই-ই।

পরশু। আরে এঁঠ্যে আসো, আরে এঁঠ্যে আসো।

(স্বপনার প্রবেশ)

স্বপনা। কাঁইকি ডাকিছু পরশু ভাই?

পরশু। কঁড় করিথিলা, জাজপুর জিবিনি?

স্বপনা। জিবিনি কাঁই?

পরশু। মুগা খণ্ড বিখণ্ড যোথিলা বাধি লেউছি?

স্বপমা। হ—হ।

পরশু। যত্রা কর—যত্রা কর, জয় প্রভু জগড়নাথ।

স্বপনা। টিকা ঠারি যা—মঘা আউছন্তি, সাথ জিব।

পরশু। ধাঁকড়ি লেউ—ধাঁকড় লেউ, হাঁক দে—হাঁক দে।

স্বপনা। এ মঘা ভাই—মঘা ভাই।

(নেপথ্যে মঘা।) উ-উ-উ-উ ঠার—ঠার, আউছি।

(মধার প্রবেশ)

মধা। অবধাঁড় পরশু ভাই।

পরশু। অবধাঁড়, ত্যাশ জিব?

মধা। দেখছন্তিনি, মুগাপট্টা ঠিক করি লেউছি, পাঁচ তঙ্কা জহাজ ভড়া লেউছি, বাপো বাপো, কল্‌কত্তা সহড়কু মানুষ থাড়ে? মাইকিনি মরদ বনিব, কঁধা করিব, জড় তুড়িব, গ্যাসপানি কাম করিব. আউ মু সব রন্না করিব, গোড় বড়া নাকগুণা পরব, পড়া পড়া, কল্‌কত্তা ছোড়ি পড়া।

বিদা। এ পরশু শড়া যেত্তে উড়িয়াকো পাগড় করুছি।

পরশু। বিদা—

বিদা। পরশু—

পরশু। তু মতে শড়া বলিলি কাঁই?

বিদা। ভলা করুছি বলুছি, তু মোর কঁড় করিবি?

পরশু। কঁড় করিমু দেখিবি? পণ্ডাঠাকুর কহিকিড়ি তোর জাত বঁট্টা করিব।

বিদা। তু মোর জাত বঁট্টা করুবি, শড়া গোয়াড়, মুড় পোকাই দিব।

পরশু। কি, তু মতে মারিবি, আসো—

বিদা। মারিব না ত কি, আসো শড়া।

পরশু। শড়া তোর ভোঁউড়ি, মারিবি ত আসো।

বিদা। আসো না শড়া, পড়াইছি কাঁই?

পরশু। পড়াব না, তোতে কি মু ডরিমু? যদি মারিবি তো মু রুন্তি কি আসো।

বিদা। শড়ার মোচ মু উখাড়ি দিব—

পরশু। শড়ার ঝুঁটী ধড়িকিড়ি—

মধা। এ পাহারাবালা! এ পাহারাবালা মাই! এ বঙ্গাড়ি পাহারাবালা মাই! দঙ্গা হইছি! দঙ্গা হইছি!

(দুইজন পাণ্ডার প্রবেশ)

এ পাণ্ডাঠাকুর, আপনাঙ্ক দেখ, এ বিদা পরশু দঙ্গা করুছি।

১ম পা। আরে দঙ্গা করুছি কাঁই?

পরশু। অবধাঁড়, গোড় লাগুছি!

বিদা। অবধাঁড়, গোড় লাগুছি!

১ম পা। জয়, জয়, জয়।

পরশু। মতে বিদা শড়া, শড়া বলিলা।

বিদা। বলিবিনি, শড়া ভণ্ড; যেত্তে উড়িয়াকো পাগড় করুছি, কোঁউছি এঠারে ঠারলে মাইকিনি মরদ বনিব, মরদ মাইকিনি হব।

১ম পা। আরে বিদা, তু শুনিবিনি, পরশু ঠিক কোঁউছি। শড়া বঙ্গাড়ি যেত্তে মরদ সব মাইকিনি হউছি, মাইকিনি আর পন্‌কি চড়্‌বিনি, জগড়নাথ জ বনি, সব পগড়ি বাঁধিকিড়ি হপিস যাউছি।

বিদা। হেই আত্মারামঠাকুর, বলভদ্রঠাকুর ঠিক কোঁউছি, হেই?

২য় পা। ঠিক ঠিক, জাত জিব। পড়া পড়া। ভাগড় ভাগড়।

সকলে।— (গীত)

ভাগড় ভাগড় হো, ধাঁকুড় কুড়
কুড় কুড় পড়াই পড়াই।
বঙ্গাড়া ত্যাশড় গোড়কু গড় করুছু ভাই॥
কড় মস্তড় পাড় কিড়ি, পন্‌কি
ছোড়ি চড়ছু গাড়ী,
বঙ্গাড়ি মাইকিনিয়া কাঁই;
কল্‌কত্তা পকাড় ভাত পড়িগিলা ছাই।
মাইপো করব কঁধা, মতে ধরাইব রঁধা,
উড়িয়া বনব গধা, উড়েনী সিপাই॥
কোঁউটী প্রভু জগড়নাথ,
বঙ্গাড়ি কাড়ি নিল জাত,
টান দেহ ভুরি ত্যাশ চলি যাই॥

———

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

সভাগৃহ।

(সভ্যাস্ত্রীলোকগণ)

ননী। পূর্ব্ববক্তা যাহা বলিলেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও আমি অনুমোদন করিতে পারি না। এখনও আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয় নাই ; কে বলে গোঁফে স্ত্রীলোকের শোভার হানি করে! ভগ্নীগণ, মনে কর, যখন আমরা মেডিকেল কলেজে যাই, যখন হাই-কোর্টে ওকালতী করিতে যাই, হাউসে, আফিসে, গুদামে যে যে ভগ্নী যে যে কার্য্যে যান, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে গোঁফের আবশ্যক।

সকলে। হিয়ার হিয়ার! (Here! Here!)

ননী। অধম পরাধীন অন্তঃপুরবাসী পুরুষগণের গোঁফ আছে, আর আমরা বাহিরে, সভায়, জনতায়, গোঁফ নাই বলিয়া লজ্জা পাই —কি ঘৃণা! কি লজ্জা!

সকলে। শেম্। শেম্! (Shame! Shame! করতালি।)

গিরি। চেয়ার-উওম্যান অ্যাণ্ড লেডিজ্ (Chairwoman and Ladies) আপনাডের আবশ্যম্ভাবী ভৃট্য, জি, বি, লাহিরি এল, আর, সি, পি, (G. B. Lahiri, L, R, C, P,) কে যদি কিছু বল্‌টে ডেন টো সে বোলে, যে গোঁফের জন্য ননীবালা বিড্যা-লঙ্কার এই সুণ্ডর বক্‌টৃটা কর্‌লেন, আর আপনারা সকলে ব্যাক্টো, সেই গোঁফ অটি সটারেই উঠিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী মহট উপকারও হইটে পারে, আমাডের ছেলে হওয়া বণ্ড হইটে পারে। (করতালি) আমাডিগের ডারের মটো ওভেরিয়া (Ovaria) নামক এক যন্ট্র আছে, যাড অপারেসনের (Operotion) ডার টাহা রিমুভ (Remove) করা যায়, টাহা হইলে আমাডিগের গোঁফ ডারি উঠিটে পারে, ও সণ্টান হওয়া বণ্ড হয়, এ কঠা বিজ্ঞান-সম্মট ; অটএব আমি প্রষ্টাব করি যে, আগে যে সকল স্ত্রীলোক, ডরওয়ান, খানসামা ও অন্যান্য ভৃটোর কাজ করে, টাহাডের উপর এ বিষয় এক্সপেরিমেণ্ট (Experiment) করা হউক, আমাডের অপেক্ষা টাহাডের গোঁফ-ডাড়ীর অটিক প্রয়োজন। এক্ষণে বিরাজমোহিনী সেন কি বোলেন, টাহা শুনা আবশ্যক। আমি আর অটিক বাঙ্গালা বল্‌টে পারি'টেছি না, আপনারা মাপ করিবেন। (করতালি)

বিরাজ। ডাক্তার গিরিবালা লাহিড়ি যাহা বলিলেন, এ কথা যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহাতে আমার এক বিশেষ আপত্তি আছে। যতদিন পুরুষের গর্ভ হওয়ার কোন সুবন্দোবস্ত না করা যায়, ততদিন আমাদের সন্তান প্রসব বন্ধ করা নিতান্ত স্বার্থপরতা। আমার মতে সকল উন্নতি ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে হওয়া উচিত ; দাড়ি গোঁফ এবং পুরুষের সন্তান প্রসবের ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ আমেরিকায় মেমোরিয়াল (Memorial) পাঠান হোক, আমেরিকাবাসিগণ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন, জগতে তাহা কোন জাতিই করিতে পারেন নাই—

অনঙ্গ। বোন্দ করেন, বোন্দ করেন. চুপ দেন, আমিও বক্তৃতা করবো বইলে সভায় আসছি, আমারে কিছু বলতি দেন ; এই দণ্ডায়মান অইলাম ; সোভাপতি ঠাকরাণ ও বন্দরমহিলাগণ পূর্ব্ববক্তা শ্রীযুক্তা বিরাজ-মোহিনী সেন এম, এ, মশা যা বল্লোন, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবের আছে ; তিনি

যে বল্লোন, যে উন্নতি ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ অওয়া আবশ্যক, এ কথা আমি না-করছি না, কিন্তু তিনি যে কইলান, আমেরিকাবাসিগণ বরই উন্নত,আমরা তাগোর বাঁটেও লাগি না, এ কথায় আগি ঝারু মারি। উন্নতিকল্পে কল্-কত্তা পিছায়ে পর্ছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের গৈরব এথনও বোর্ত্তমান, আপনারা যদ্যপি আমার ড্যাকা-বজেট্ মধ্যা মধ্যা পাঠ কইরে আমাকে বাধ্য কইরে থাহেন, তা অইলে অবশ্য বদ্দর মায়েমাণুষ মাত্র স্বীকার করবোন যে, স্ত্রীলোকের জন্তই দ্যাহ বিসর্জ্জন কইরে আমি কত ল্যাখছি ! আমাগোর কেন মোচ ওঠবা না ? মোচের জইন্ত আমেরিকার শলা লবার কি আবশ্যক, আমি তো বুঝি না। আমি আপন চইক্ষে দ্যাখছি, ড্যাকাতে চ্যাংড়াগুলা মোচ উঠাইবার লেগে নাপিতের পুইসা দিয়া থাম্কা থাম্কা খাউরি করে, আমরা বদ্দর-মহিলাগণ যইদ্যপি সেই পথ অবলম্বন করি, তা অইলে অইধ্যবসায় কইরে খাউরি কর্তে খাউরি কর্তে অবশ্যই মোচ দেখা দিতি পারে। (করতালি) আর পুরুষের সন্তান প্রসব—আমি বজ্রনাদে চিচাইয়ে কইতে পারি যে, পূর্ব্ববঙ্গ এ সম্বন্ধে পথ দেখাইব। আপাতত য্যাতদূর আমাগোর আতে আছে, তা ক্যান না করি ? এই যে এতকাল আমরা মর্দ্দগোর কাচা অাঁটাইয়ে রাখছি, এডা কি বদ্দর-সম্মত ?

সকলে। হিয়ার ! হিয়ার ! (Hear ! Hear !)

অনঙ্গ। আমাগোর অন্তঃপুরবাসী তাগোর হাত রার করছি,এডা কি সৈভ্যতা ?

সকলে। শেম্ ! শেম্ ! (Shame ! shame !)

অনঙ্গ। আমার সোহকারী সোম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রুহিনীমনি তোলাপত্তর বোলেন এবং আমিও সে বাক্যের অনুমোদন করি, যে মর্দ্দগোর কাচা ঘুচায়ে ত্যান আর তাগোর থারু চুরি পরান।

সকলে। হিয়ার ! হিয়ার ! (Hear ! Hear !) (করতালি)।

অনঙ্গ। আমার প্রস্তাব অন্তই বাক্যে ঝা বল্লাম, কার্য্যে তা পরিণত করেন, মর্দ্দ-গোর মায়েমানুষের আবরণ দেন।

সকলে। এগ্রিড ! এগ্রিড ! (Agreed ! Agreed !)

অনঙ্গ। বিস্তর বাইক্যব্যয় কইরে সোভার সময় নষ্ট করলাম, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের গৈরব, বিশেষতঃ ড্যাকার গৈরব রইক্ষা করা আমার কৈর্ত্তব্য, এইজন্য সোভাপতি ঠাকুরাণ আর বদ্দর-মহিলা বগ্গিগণ আমায় মার্জ্জনা কর্বোন। (করতালি)

মৃণা। সভ্যাগণ ! বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আদালতে বিলম্ব হওয়ায় আমি সেইখান হইতে একবারে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং বক্তৃতার জন্য আমি উত্তমরূপ প্রস্তুত নহি. তবে এইমাত্র বলি যে, সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা বজেটের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া যে সুললিত সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিলেন এবং আপনারা সোৎসাহে করতালিধ্বনি দ্বারা তাহার যেরূপ অনুমোদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার বোধ হয়,সর্ব্ববাদিসম্মত। (করতালি) তিনি যথার্থ বলিয়াছেন যে, পুরুষদের স্ত্রীবেশ পরান নিতান্ত আবশ্যক ; আমার বাড়ীতেই অদ্য, এইক্ষণে সেই কার্য্য প্রাক্-টিকেলি (proctically) আরম্ভ করি। (করতালি) বসন্ত, তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, এখনি তাদের শাড়ী গহনা টহনা পরাও গে। (করতালি)

বিরাজ। আমি এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনু-

মোদন করি, কেবল একমাত্র কথা যে, আমাদিগের বেণী, কর্ণাভরণ ও হাতের বালা ত্যাগ করিব না। (করতালি)

অনঙ্গ। এ কথায় আমার আপত্য নাই, কেন না, দেখা যায় যে, পশ্চিমা খোট্টা পুরুষগুলা কাণে, আতে অলঙ্কার পোরেন, কোমরে কিছু থাকলেও আমার বাধা নাই।

বিরাজ। এ প্রস্তাব আমি দ্বিতীয় Second) করি।

ননী। আমি এ প্রস্তাব ভরণপোষণ Support) করি।

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

(থাকমণির প্রবেশ ও গীত)

আঃ বেঁচেছি।
আমরা সব কাচা এঁটেছি॥
কে দেয় বাবা চুলোয় কাঠ,
ভাতার দেখে করে ঠাট,
প্রাণটা আমার গড়ের মাঠ,
তাইতো মাল টেনেছি।
ছোঁড়ারা নাড়ুক হাঁড়ী,
ছুঁড়ীর দল চড়বো গাড়ী,
যাব যার তার বাড়ী, তাইতে ফুর্ত্তি করেছি॥
শালারা সব পরুক নৎ,
করুক মোদের দণ্ডবৎ,
আমরা পেয়েছি পথ, মদ খেয়ে মেতেছি॥

মৃণা। থাকমণি বাবু, থাকমণি বাবু, এ যে মিটিং (Meeting।)

থাক। এই যে বাবা, আমিও চেয়ার নিয়ে সিটিং (Sitting।)

মৃণা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস।

থাক। কৃষ্ট্যাল আইসের মত ঠাণ্ডা হয়ে আছি।

অনঙ্গ। বঙ্গী কি মাল টানে আসছেন? ন্যাশা খায়ে সোডায় আসাটা বঙ্গ উচিত অয় নাই, আমরাও ন্যাশা খাই, কিন্তু কখন কোথায়? সন্ধ্যার পর, বাসায়, গোপনে।

থাক। তামাক দে রে—

মৃণা। থাকমণি বাবু যে একেবারে পুরুষের বেশে?

থাক। আমি বাবা তোমাদের মিটিংএর অপেক্ষা রাখিনি, শাড়ী চুড়ী আর ভাল লাগে না।

ননী। থাকমণি বাবু বড় আমুদে।

গিরি। কিন্ট প্রকট ডেশহিটৈষী।

থাক। বাবা, কাল আমোদ গড়িয়ে গিয়েছে, তামাক দে রে—

মৃণা। থাকমণি, একটু থাম, কাল বড়দিন, আমাদের এক্সমাস্ প্যারেড, (X'mas parade,) কর্ণেল নিতম্বিনীর ইচ্ছা যে, গ্রাউণ্ড ইলিউমিনেট (Ground illuminate) করে বেশ (Moon-light parade) হয়।

সকলে। অতি উত্তম! অতি উত্তম!

থাক। আমারও প্যারেড আছে, প্যারেডে আমি ফার্ষ্ট গ্রেড!

মৃণা। আমার ইচ্ছা, যখন অনঙ্গমঞ্জরী গুহা মহাশয়া কলিকাতায় আছেন, তখন উনিও আমাদের সঙ্গে প্যারেডে যোগ দেন।

অনঙ্গ। এ বালো যুক্তি, আমি এতে না করছি না, আমি ড্যাকা ষ্টুডেণ্ট বলেন্টিয়ারের প্রাইবোট্; ইউনিফরম আমার সাথেই আছে, চাদার ক্যাতাবে আমার নামে ডের টাকা লিখে লন, ড্যাকা যাইয়েই মনি অর্ডার করবো, এহন চলেন উদ্‌যোগ করা যাগ।

থাক। তামাক দে রে—

গিরি। আই প্রোপোজ এ ভোট অফ্ থ্যাঙ্কস্ টু দি চেয়ার। (I propose a vote of thanks to the Chair)

সকলে হিয়ার হিয়ার! Hear! Hear!) (করতালি)।

মৃণা। তবে অদ্য সভার কার্য্য শেষ হউক।

থাক। তামাক দিজিনি—

[সকলের প্রস্থান।



ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

রাস্তা।

নারীবেশে পুরুষগণ।—

(গীত)

ঘাট হয়েছে বাপ।
সবাই মোদের কর মাপ ॥
মাগীদের স্বাধীন করে,এখন যেন ম্যাড়া লড়ে,
আমাদের ঘাড়ে চড়ে দিচ্ছে উল্টো চাপ।
ঘুচে গিয়েছে কাছা, অন্দর হয়েছে খাঁচা,
এখন যে প্রাণে বাঁচা গেল জন্মের পাপ ॥
ভাবলেম হবে স্বাধীন, মজা দেবে দুদিন,
এখন দিন পেয়ে ধিন্ ধিন্ নাচে এ কি রে
বাপ দাপ।
মাগীকে মিনুষে করতে, যে আর বলবে মর্ত্তে,
পোঁতো তাঁরে ইঁদুর-গর্ত্তে,
জেনো সে স্বয়ং কলির কাপ ॥
খেলেম কাণমলা নাকমলা, ফিরে কোন্ শালা,
স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা নিয়ে করবে লাফালাফ।
মেয়েদের দণ্ডবৎ, দিলাম এই নাকে খৎ,
যেমনি পাপ করেছিলাম তেমনি পেলেম
তাপ ॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

—— —

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

গড়ের মাঠ।

(কর্ণেল নিতম্বিনী ও ভলেণ্টিয়ার রমণীগণ। *)

কর্ণেল। টেনশন১, সেটান অ্যাট আর ইজ২—টেনসন—রাইট টারণ৩, আজো বার৪। বলি তোমরা যুদ্ধে যেতে পারবে তো?

ভ. সকলে। বলি হ্যাঁগো কর্ণেল।

কর্ণেল। বন্দুক ছুড়তে পারবে তো?

ভ, সকলে। পারবো না কেন গো কর্ণেল।

কর্ণেল। তোমাদের যুদ্ধের কি বল?

ভ, সকলে। নারীর বল, যৌবন বল, তাতে হয়েছি স্বাধীন দ্বিগুণ প্রবল।

কর্ণেল। বেশ! রাইট এবাউট টারণ৫—ফ্রণ্ট৬ কুইক মার্চ্চ৭, হল্ট৮ ন্যাশনেল সঙ্গ৯।

ভলেণ্টিয়ারগণ।— গীত।

আমরা কি ডরি অরি।
নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি ॥
আমরা হয়েছি ভলেণ্টিয়ার,
আর কারে করি কেয়ার,
পরেছি এ ইউনিফরম হয়েছি মিলিটারি।
আসে যদি রুসিয়া, তাড়াইব ঘুষিয়া,
কাবুল দখল একদিনে পারি ॥
মার্চ্চ মার্চ্চ কুইক মার্চ্চ,
সার্চ্চ সর্চ্চে এনিমি সার্চ্চ,
অন অন টু দি ফ্রনটিয়ার ;—
কটিতটে তলোয়ার বুকে বেড়া জরি।

---

* এখানে সকলে ড্রিল (Drill) করিবে।

(১) Attention, (২) Stand at your eaae, (৩) Right turn, (৪) As you were (৫) Right about turn, (৬) Front, (৭) Quick march, (৮) Halt, (৯) National song.

রাইট লেফট লেফট রাইট
ব্যাল্যান্স ষ্টেপ হবে ফাইট,
কোট ফিট ট্রাউজার টাইট,
ইন ওয়ার ভলেণ্টিয়ার নেভার সরি ॥
নারীর ভুজবল, কে জিনবে তারে বল,
পুরুষে যা বলে করে আমরা ইসেরায় সারি !

চার্জ চার্জ প্রেজেন্ট ফায়ার,
স্লাই স্লাই ভাইল বেয়ার,
রমণী এসেছি মোরা রণসজ্জা ধরি ॥
তরবারি টানিয়া, গাও রুল ব্রিটানিয়া,
টোডে এক্সম্যাস ডে, অল অফ আস্ গে ;
সিঙ্গ সিঙ্গ সিঙ্গ ভিক্টোরিয়াস্ [illegible] ॥

যবনিকা-পতন।

পাত্রপাত্রী।

মলহাররাও গাইকোয়াড়	...	বরদার মহারাজা।
দামোদর পন্থ	...	একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী।
মদন, আয়ান	...	ভদ্রলোকদ্বয়।
কর্ণেল্ ফেয়ার্	...	বরদার রেসিডেণ্ট।
স্যার্ লুইস্ পেলি	...	বরদার নূতন রেসিডেণ্ট।
মহারাজা জয়পুর, মহারাজা সিন্ধিয়া, স্যার্ রাজা দিনকররাও, স্যার্ রিচার্ড কুচ্, স্যার্ রিচার্ড মিড্, মাষ্টার মেল্‌ভিল	...	কমিশনারগণ।
সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন্	...	গাইকোয়াড়ের পক্ষ ব্যারিষ্টার
মাষ্টার স্কোবল্	...	এড্‌ভোকেট জেনারল।
মাষ্টার ফিলিপ।	...	
মাষ্টার উইলসন।		
ডাক্তার সিউয়ার্ড	...	বরদার ডাক্তার।
মাষ্টার সুটার্	...	বোম্বে পুলিস কমিশনার।
হেমচাঁদ ফতেচাঁদ	...	রত্নবণিক্।
পিরু, রাওজি, আবদুল্লা	...	রেসিডেন্সির ভৃত্যগণ।
শ্বশুর	...	একজন বঙ্গদেশীয় মহাজন

রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ, ভৃত্যগণ, ইংরাজ-সৈন্যগণ,
উকীল, ইণ্টারপ্রিটার ইত্যাদি।

লক্ষ্মীবাই	...	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
কুমাবাই	...	রাজকন্যা।
আমিনা	...	আয়া।

একজন উদাসিনী।

হীরকচূর্ণ নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুর।

(লক্ষ্মীবাই ও মহারাজ মল্‌হাররাও আসীন)

লক্ষ্মী। মহারাজ! দুঃখিনী রাজমহিষী হওয়ার যোগ্যা নয়; আর আর মহিষীরা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুন্দরী। তাঁরা রাজকন্যা, কিসে আপনার মনস্তুষ্টি হয়, সে সব ভাল জানেন। আমি দুঃখীর মেয়ে, তা'র কিছুই জানিনে, তা'ই বলে কি অধীনীকে একেবারে ভুল্‌তে হয়? দাসীকে আপনিই বড় করেছেন; তবে কেন নাথ, দাসী আজ চার দিন রাজচরণ দর্শন পায় নি?

রাজা। প্রিয়ে! কেন আমাকে বৃথা গঞ্জনা দাও? তুমি কি জান না যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি; তোমার তুল্য সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বিশেষ তোমা হ'তে আমার বংশরক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এতদিন পুত্র-মুখাবলোকন-সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তোমা হ'তে আমি সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেছি। তোমায় আমি ভুল্‌বো? আহা! যে দিন তুমি সজলনয়নে আমার হাতে ধ'রে বল্লে, "নাথ! আমার গর্ভে রাজপুত্রের উদয় হয়েছে আর আমাদের প্রণয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য নয়, আপনি আমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করুন;" সে দিনকার সেই মধুময় বচন আর সলজ্জ ভাব আমি ইহজন্মে ভুলব না, তবে আজকাল আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, রাজ্য-সংস্করণ-বিষয়ে দিবারাত্রি পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে, সেই জন্যই এই কয় দিন তোমার সঙ্গসুখলাভে বঞ্চিত ছিলাম।

লক্ষ্মী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছে যে, তা নিবারণ করবার জন্য আপনাকে অহোরাত্র পরিশ্রম কত্তে হচ্ছে?

রাজা। বিশৃঙ্খলা এমন বিশেষ কিছুই নয়। কেবল কতকগুলি কু-লোকের ষড়্‌যন্ত্র ও প্রলোভনে বশীভূত হয়ে জন কয়েক প্রজা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করে; তা এক্ষণে আমি তা'দের সকলকে আহ্বান ক'রে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেছি।

লক্ষ্মী। তবে বোধ হয়, এ গোলযোগ এখনকার মত এক প্রকার মিটলো। তা এখন দু-এক দিন অন্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন।

রাজা। প্রিয়ে! এ গোলযোগ ইহজন্মে মিট্‌বার নয়। যে দিন ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, সেই দিন হতেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে; সে সূর্য্য পুনরুদিত হওয়ার আর আশা নাই, আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাজ-সম্বোধন কেবল ব্যঙ্গ

মাত্র। যখন রাজা হয়ে একজন সামান্য রেসিডেণ্টের খেল্‌নার পুতুল হয়ে থাকতে হচ্ছে, তখন এ বৃথা রাজমুকুট শিরে ধারণ ক'রে, সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা জটা বল্কল ধারণ ক'রে বনে বাস করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

লক্ষ্মী। ভাল, নাথ! সাহেব আপনার উপর এত বি ক্ত কেন? আপনি কি তাঁর সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন না?

রাজা। বন্ধুভাবে! দাসভাবে থেকেও তাঁর মন পেলাম না। সপ্তাহে নির্দ্ধারিত দিবসদ্বয়ে সহস্র কর্ম্ম ফেলে তাঁর সহিত গিয়ে সাক্ষাৎ করি, ও রাজ্যসম্বন্ধীয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তা তাঁর কোন্ পুরুষে রাজত্ব করেছেন যে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? হিন্দুদের ঘৃণা কত্তে শিখেছেন, মনের সাধে ঘৃণাই করেন।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ ঘৃণা করায় তাঁর লাভ কি?

রাজা। লাভ? নীচান্তঃকরণের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা! নিজের দেশে কেউ গ্রাহ্যও করে না, এখানে এসেই দেখেন যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের কৌশলক্রমে একটী সরল জাতি, যবনদিগের লৌহ-শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হয়ে তাঁ'দের স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ রয়েছে; ভাবেন, তাঁ'দের নীচ দম্ভপ্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য্য দেখলেই তা'দের মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়। কিসে ইহাদের পদতলস্থ করবে, সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে। আমি যে কর্ণেল ফেয়ারের বিষ-নয়নে পড়েছি, ইহা ভিন্ন তা'র অন্য কোন কারণ নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! সাহেব যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকেন যে, আপনার সঙ্গে কখনই সদ্ব্যবহার করবেন না, তা হ'লে বিষম বিভ্রাট; তা হ'লে আপনি কদিন স্বচ্ছন্দে থাকবেন? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে কি জলে বাস সম্ভব?

রাজা। তা'র সন্দেহ কি? রেসিডেণ্টের সঙ্গে বিবাদ ক'রে ইংরাজ-রাজ-অধীনে কোন্ মিত্র-রাজা নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন কত্তে পারে? তবে আমি সম্প্রতি এক শুভ সংবাদ পেয়েছি যে, গবর্ণমেণ্ট ফেয়ারকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত ক'রে, এখানে একজন সুবিজ্ঞ ভদ্র সাহেবকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করবেন।

লক্ষ্মী। আহা! বিধাতা কি এমন দিন দেবেন! আপনার এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

রাজা। তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে তো অবশ্যই দেবেন। তা প্রিয়ে! এখন আমাকে বিদায় দাও; আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হবে। রাজস্বাদি সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত শীঘ্রই কত্তে হবে। এ সময় আমাকে সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখতে হয়। অসময়ে কাহাকেও বিশ্বাস নাই, বিশেষ দামোদরের উপর আমার অধিক সন্দেহ হয়।

লক্ষ্মী। সে কি নাথ! দামোদর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে কি আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে?

রাজা। প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত সরলা, তুমি জান না যে, আজকাল ইংরাজদের সন্তুষ্ট কত্তে পাল্লেই লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরেরা ভ্রমেও ভাবে না যে, এরূপ তোষামোদের ফাঁদ আপনারাই প্রস্তুত করে। তা যাক্, প্রিয়ে! আর আমার বিলম্ব করা উচিত নয়; আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। বিধাতার মনে যা আছে, তা'ই হবে; আর ভাবলে কি হবে? আমিও যাই।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

রেসিডেন্সির গেটের সম্মুখ।

(কর্ণেল ফেয়ার ও দামোদর পন্থের প্রবেশ)

দামো। সে সব আপনাকে কিছু বল্‌তে হবে না। আমি এতদিন রাজসংসারে কাজ কচ্ছি; কাগজ-পত্র, লোক জন সব আমার হাতে; আমার অসাধ্য কি আছে? এখন আপনি ঐ দিক ঠিক কত্তে পাল্লেই হয়।

ফেয়া। আমি ঠিক কত্তে পারবো, তা'র আবার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি পাগল, আমি তো আর হিন্দুদের মত ভীরু নই যে, এই সামান্য কর্ম্মে ভয় পাব? এ তো তুচ্ছ কথা, আমি মনে কল্লে এও প্রমাণ কত্তে পারি যে, আমি গাইকোয়াড়বংশীয়, বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আর নেটিভেরা? তা'দের মধ্যে কে ইচ্ছা ক'রে কেউটে সাপের লেজে পা দেবে? আমার হুকুম না শোনে, কার বাবার মাথার উপর এমন মাথা আছে?

দামো। তা'র সন্দেহ কি? আপনি রাজার জাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি; গাইকোয়াড় শুধু নাম মাত্র সিংহাসনে বসেন। তবে কি না, কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয়, তা'ই বলছি।

ফেয়া। আমি মনে কল্লে সে সিংহাসন দুদিনে ঘুচাতে পারি। এত বড় স্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার? আমার বিপক্ষে খরিতা পাঠান হয়েছে! কিন্তু সেটী করা হবে না। আমাদের পলিসি সেরূপ নয়। আমরা যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করবো, তা আগেই ঠিক ক'রে রাখি বটে; কিন্তু কাজটী এমনি ফিকিরে করি, বাইরে আড়ম্বর, বন্দোবস্ত এমনি দেখাই যে, লোকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'তে পারে না, বরং আমাদিগকে সুবিচারক ব'লে ধন্যবাদ দেয়।

দামো। তা'র ভুল কি? এত গুণ না থাকলে কি আপনারা ভারতের একচ্ছত্র রাজা হতে পাত্তেন?

ফেয়া। তবে তুমি এখন যাও, আমিও কামরায় যাই। আর দেখ, ভাও পুনিকারকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

দামো। যে আজ্ঞে, সেলাম; কিন্তু হুজুর, গরিবের বিষয় যেন স্মরণ থাকে। আমি আপনারই অনুগত।

ফেয়া। সে বিষয় তোমায় বল্‌তে হবে না। আমার খুব মনে আছে। আমাদের কথা নড়চড় হয় না। আমরা কৃশ্চান, আমরা মিথ্যাবাদী নই, হিন্দু নই। তুমি যা কখন স্বপ্নেও ভাব নাই, আমা হ'তে তা'ই হবে।

দামো। হুজুর! তা হলেই হলো। আপনি রাজা হ'ন, ইংরাজ বাহাদুরের জয় জয়কার হোক।

ফেয়া। আচ্ছা, আমি এখন চল্লেম।

[ফেয়ারের ভিতরে প্রস্থান।

দামো। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তো এই বিষম কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, ভবিষ্যতে যে ইহার কি ফল ফলবে, তা একবারও ভেবে দেখিনি, আর ভাববার সময়ও নাই। অনেক আশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি। ছেলেবেলা হতেই মনে বড় হওয়ার আশা, তা'র অনেক দূর সফলও হয়েছে; কিন্তু এতেও আমার তৃষা মেটেনি। এ

তৃষা মেটবারও নয়; বিসূচিকা রোগীর পিপাসার ন্যায় ক্রমেই বলবতী হ'তে থাকে সুখের তৃষাই মনুষ্যকে কুপথে লয়ে যায়। আমি এখনও বুঝতে পাল্লেম না যে, এ তৃষা কত দিনে মিটবে। বরদার রাজভাণ্ডার আমার গৃহে এলেই কি আমি সুখী হ'ব? এখন তো বোধ হয়, কিন্তু সে পথ কি সহজ? ওঃ! ভাবলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্বদেশী হিন্দু, অন্নদাতা—ওঃ! কি ভয়ানক কৃতঘ্নতা! মহারাজ মলহাররাও আমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। তিনি ভ্রমেও কখন আমার অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না তাঁর মস্তকে অনপনেয় কলঙ্কের ডালি দিতে যাচ্ছি, তাঁর চিরজীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা ও গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে যাচ্ছি? এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হ'লে আমার কি দশা ঘটবে! মহারাজ আমায় কি মনে কর্ব্বেন? আমার নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা কি মনে কর্ব্বে? প্রজাগণ আমায় কি ভাব্‌বে? সমস্ত ভারতবর্ষ, হিন্দুজাতি আমার নামে ধিক্কার প্রদান করবে। আমি জগতে জঘন্য কৃতঘ্নতার উপমাস্থল হ'ব। মা বসুন্ধরাও আমাকে স্থান দান করবেন না। কিন্তু সুখের পথে কখনই কোমল কুসুম বিক্ষিপ্ত থাকে না। আমি যখন সুখের আশায় যাচ্ছি, তখন অবশ্যই কণ্টকময় পথ দিয়ে যেতে হবে। তবে পরকাল—সে বাতুলের প্রলাপ, স্ত্রীলোকের বচন, মূর্খ ভীরুদের কল্পিত কথা। কবে পরকালে কি হবে ভেবে ইহজন্মের সুখস্বচ্ছন্দতার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। স্বার্থ অপেক্ষা জগতে আর প্রিয়তর কি? যাই, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ আমার অনেক কাজ; ভাবলেই সাহসের হ্রাস হয়।

[প্রস্থান।

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

প্রথম। আর পারা যায় না, এত মেহনত পোষায় না; আর আজকাল সাহেবের যে মেজাজ হয়েছে! কেন বল দেখি, সাহেব আজকাল একটুতেই রেগে ওঠে? আগে ত এমন ছিল না।

দ্বিতীয়। মেম সাহেব বিলাত গিয়েছে, সাহেব ফুট পড়ে আছে, কাজেই খেঁকি হয়েছে।

প্রথম। চাকরি সুখের রাজবাড়ীর। খাটুনি নেই, বুটের গুঁতা নেই, আর অঢেল খাওয়া দাওয়া।

দ্বিতীয়। শুধু তাই! আর পাওনা থোওনা? কত পাল-পার্ব্বণ হচ্ছে, তা'তে বকসিসের বন্দোবস্ত কেমন! আমায় একটা রাজসরকারে চাকরি যোগাড় ক'রে নিতে হবে। সেলিমকে বলব। সে আজকাল বড়লোক হয়েছে, চিন্‌তে পারে, তবে তো?

প্রথম। ও কথা আর মুখে এনো না। সাহেব শুনলে কোঁড়ার বাড়ী দেবে। ছোট সাহেব শুনেছি কলকেতায় বেড়াতে যাবে, তা হ'লে আমি সঙ্গে যাব। কলকেতা নাকি বড় গুল্‌জার সহর।

দ্বিতীয়। অমন জায়গা কি আর আছে? আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাহেবের কাছে চাকরি কত্তো, সে অনেক দিন সেখানে ছিল; তা'র মুখে যে গল্প শুনি, আজব কাণ্ড! সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় রাস্তায় বাঁধা-রোসনাই ক'রে দেয়। গ্যাসের আলো জান তো তেল নেই, সল্‌তে নেই, কলে জ্বলে। চাকর-বাকরকে জল তুলে মরতে হয় না; কলে জল আস্‌ছে, তেতালা পর্য্যন্ত আপনি যাচ্ছে। আর ভাই, সে কতই বল্লে, মনেও থাকে না। তুমিএকদিন দাদার

বাসায় যেও, তা'র মুখে শুনলে আর উঠতে চাবে না।

প্রথম। বোম্বাইও সহর খাসা! আমাদের এ পোড়া দেশেই কিছু নেই।

দ্বিতীয়। শুনছি, সরকার বাহাদুর না কি রাজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে, দেড় বৎসরের মধ্যে বরদাকে কলকেতা সহরের মত ক'রে দিতে হবে।

প্রথম। ও বাজে কথা। এ জায়গা আবার কলকেতা সহরের মত হবে। আর তা হয়েও কাজ নেই। সহরের মত এখানে লোক ক'টা আছে যে, অত খাজনা দেবে?

(আমিনার প্রবেশ)

ইস্, আমিনা বিবি যে, ভোর ফিরতে গেছিলে না কি?

আমিনা। কেন, যাব না কেন? আমার কি সখ নেই? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন রোজ হাইট্ পার্কে হাওয়া খেতেম।

দ্বিতীয়। আচ্ছা আমিনা বিবি! বিলাত সহর কেমন? কলকেতার মতন?

আমিনা। কলকেতা তা'র কাছে আঁস্তাকুড়! সেখান থেকে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। মাইরি ভাই, এখানকার হাওয়া আর আমায় সয় না। এই দেখ না, কি ময়লা হয়েছি, আর জাহাজ থেকে যখন নেবেছিলুম, তখন দেখেছিলে ত। না, তুমি বুঝি তখন হেথা ছেলে না—দেখলে মুণ্ডু ঘুরে যেত।

দ্বিতীয়। ছিলুম না, ভালই হয়েছে। মুণ্ডু ঘুরে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়তুম; কোন্ দিকে যেতে কোন্ দিকে যেতেম। তা এবার তুমি মেম সাহেবের সঙ্গে বিলাত গেলে না কেন?

আমিনা। না ভাই, গেল বারে মুস্কিলে পড়েছিলেম, আবার যদি সেই রকম হয়, তা'ই গেলেম না।

প্রথম। কি, জাহাজে ঝড়-তুফান পেয়েছিলে না কি?

আমিনা। না ভাই! সে এক মজার কথা, তা আর শুনে কাজ নেই।

দ্বিতীয়। কি বল না?

আমিনা। আর ভাই! সেখানকার একজন সাহেব আমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমায় বিয়ে করবার জন্যে পেড়াপেড়ি করেছিল, তা মুখে আগুন, তা'কে আমি বে কত্তে যাব কেন?

দ্বিতীয়। সে বুঝি আমারই মতন সাহেব?

আমিনা। না, সে সেথায় এক জন বড় সাহেবের বাবুরচি ছিল, তা সেই সাহেব না কি অনুগ্রহ ক'রে তাকে বাঙ্গালা মুল্লুকের কোথাকার পুলিসের বড় সাহেব ক'রে পাঠিয়েছে। তা'র এখন খুব দবদবা। শুনছি না কি শীগ্‌গির আমাদের সাহেবের মত বড় লোক হবে।

প্রথম। আহা হা! আমিনা বিবি! এমন দাঁও ছেড়ে দেও, তখন যদি বাবুরচি সাহেবকে বিয়ে কত্তে, তা হ'লে এখন পুলিসবিবি হয়ে সাহেবের বগলে বাদুড় ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পারতে।

(ত্রস্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ)

তৃতীয়। বেশ যা হোক, মেয়েমানুষের সঙ্গে খোস্‌গল্প করবার এই ঠিক সময়, ওদিকে যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা'র খবর রাখ না?

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি, হয়েছে কি?

তৃতীয়। এখন জিজ্ঞাসা কল্লেন "হয়েছে কি?" সাহেব আজ সরবৎ খেয়েই ঢলে পড়েছেন। মহা তম্বী হচ্ছে। সাহেব বলছেন, সর-

বতে বিষ মিশান ছিল। এখন শীগ্‌গির এস, সব চাকরকে তলব হয়েছে।

দ্বিতীয়। চল।

আমিনা। খোদা জানে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ।

(কর্ণেল ফেয়ার চেয়ারে উপবিষ্ট, একদৃষ্টে মেজোপরিস্থিত গেলাস দর্শন, ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

সিউ। গুড্ মর্ণিং; আপনি এমন হয়েছেন কেন? মুখে কি হয়েছে?

ফেয়ার। (বিকৃত স্বরে) গুড্ মর্ণিং, (গেলাস দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

সিউ। ইঃ! তাই তো, গোটা লাল ভাংছে যে!-গেলাসে কি?

ফেয়ার। আপনি জানেন যে, আমি প্রত্যহ প্রাতে এক গেলাস ক'রে সরবত খাই; কিন্তু আজ এক ঢোক খেয়ে আমার এই দশা ঘটেছে। পূর্ব্বে আরও দুদিন এইরূপ হয়েছিল। আমি ভেবেছিলেম যে, পামেলোর দোষে এইরূপ হয়। কিন্তু আজ হওয়াতে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, তা'ই আপনাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি, আপনি একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন।

সিউ। এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

ফেয়ার। ডাকাচ্ছি খানসামা!

নেপথ্যে। খোদাবন্দ!

(খানসামার প্রবেশ)

ফেয়ার। আবদুল্লাকে ডাক।

খান্। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(আবদুল্লার সহিত খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সিউ। সরবৎ তুমি তৈয়ার কর?

আব। হাঁ খোদাবন্দ!

সিউ। আজকার এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

আব। খোদাবন্দ! আমি!

সিউ। এতে কি কি মশলা দিয়েছ?

আব। খোদাবন্দ, লেবুর রস, ওলা আর কেওড়া।

সিউ লেবু, ওলা, কেওড়া। জল কোথাকার?

আব। খোদাবন্দ! ফিল্‌টারের।

সিউ। আপনি কিরূপ বোধ কচ্ছেন? সব সরবৎ কি খেয়েছেন?

ফেয়ার। না, এক চুমুক খেয়ে তামাটে লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি। আমার মাথা ঘূরছে—বুক ধড়ধড় কচ্ছে।

সিউ। তাই তো! আচ্ছা খানসামা, নেবু কোন্ গাছের জান?

আব। এই রেসিডেন্সির বাগানের।

সিউ। আচ্ছা, ও গাছের তলায় কি কখন সাপ দেখা যায়?

আব। কৈ খেদোবন্দ. তা তো কখন দেখিনি।

সিউ। তাই তো, জল কি তাঁবার ডোলে তোলা হয়েছিল?

আব। না খোদাবন্দ, চামড়ার ডোলে।

সিউ। তুমি ঠিক জান?

আব। ঠিক খোদাবন্দ!

সিউ। তাই তো, তুমি কি আফিং খাও?

আব। না খোদাবন্দ!

সিউ। তোমার বাপ খাইত?

আব। না খোদাবন্দ! তিনি কোন নেসা করতেনা না, কেবল গোঁজা খতেন।

সিউ। তাই তো, তাই তো, গেলাসে কি কিছু নাই? এই যে এটু খাঁকৃরি আছে, (গেলাস দেখিয়া) পাল্কী হইতে আমার বাক্স কেতাব লয়ে এস।

[খানসামার প্রস্থান।

ফেয়ার। হাঁ, আর সরবৎ ও স্থানে ফেলেছি! দেখুন, ও যদি আবশ্যক হয়। আবদুল্লা,ওখানকার মেজে চাঁচিয়া লয়ে এস। (আবদুল্লার তথাকরণ।)

(বাক্স ও পুস্তক লইয়া খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সিউ। (পুস্তক দেখিতে দেখিতে) খানসামা, খানিক কয়লার গুঁড়া লয়ে এস।

খানসামার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এনেছ, দেখি (গেলাসের মধ্যে চাঁচা মাটী ও কয়লার গুঁড়া প্রদান ও পুনঃ পুস্তক পাঠ) আপনার সিম্পটমস দেখিয়া বোধ হচ্ছে, আপনি আরসেনিক খাইয়াছেন, তা চারকোল আরসিনিকের চমৎকার এণ্টিডোট, আপনি একবু কয়লার গুঁড়া খান। (ফেয়ারের কয়লার গুঁড়া ভক্ষণ) (Experiments with the sediment in a test tube on a sp'rit lamp and looking the test tube with a magnifying glaas) এগুলো অকৃটোহেড্রান বোধ হচ্ছে না। (পুস্তক পাঠ) This is the usual crystaline form of white Arsenic. The crystals are transparent and are usually regular Octohedrons;" এ যে নিশ্চয়ই আরসেনিক; এখন কপারি টেষ্ট বলছেন,তাই তো কপার,কপার (পুস্তক উল্টান) "It dissolves in Nitric Acid : the solution posseses the following properties :—It is blue or greenish-blue, a small quantity of ammonia produces with it a bluish-white precipitate but an excess re-dissolves it, forming a deep blue liquid (Experiments with Nitric acid and ammonia) কৈ, তা যে হলো না। আপনি কপারি টেষ্ট বলছেন কেন? আর বলবেন না, আমি তো ঢের টেষ্ট ক'রে দেখলেম, কৈ, কপার তো কোনমতে হলো না। আপনার মনে সন্দেহ হয়েছিল, আমিও ভেজে ভুজে গরম ক'রে দুমড়ে দামড়ে আটপলে করলেম, কেতাবের সঙ্গেও মিলে গেল, আরসেনিকও ঠিক হলো,কপার তো কিছুতেই পেলেম না; ভাল, বাড়ী গিয়ে দেখবো, যদি কপার করতে পারি। এখন এ চকচকেগুলো কি? গেলাসের গুঁড়ো তো নয়?

ফেয়ার। গেলাসের গুঁড়ো আসবে কোথা থেকে?

সিউ। তা হ'তে পারে, পামেলোর রসে জরে গিয়ে গেলাসের পার্টিকেল বেরুলেও বেরুতে পারে; ভাল ঠাওরাতে পাচ্ছিনে, তাই তো (গেলাসের মধ্যে অঙ্গুলি পেষণ) এ কি? গেলাসে স্ক্র্যাচ হলো যে? দেখি (পুনঃ সজোরে পেষণ) স্ক্র্যাচই তো বটে, বস্, হয়েছে—এতক্ষণে বুঝেছি যে, আর কিছু নয়, এ নিশ্চয়ই ডায়মণ্ড; উঃ! Arsenic and Diamond!

ফেয়ার। (নিম্নস্বরে) Arsenic and Diamond!!!

সিউ। কর্ণেল! নিশ্চয়ই কোন পাপাত্মা আপনার অমূল্য জীবনের হন্তারক হয়েছে। এতে যে পরিমাণ আরসেনিক আছে, তা'তে বোধ হয়, বিশজন কর্ণেল বধ হ'তে পারে। ভাগ্যে সমস্ত পান করেন নি। উঃ! প্রভুর করুণা আজ আপনাকে রক্ষা করেছে! এখন আমি চল্লেম; গেলাসটা লয়ে যাই, বম্বেতে

পাঠাতে হবে; ভাল ক'রে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

ফেয়ার। বম্বেতে পাঠাবেন—Dr Grayর কাছে? তবে Private and Confidential লিখে দেবেন।

সিউ। কেন?

ফেয়ার। কারণ আছে।

সিউ। আচ্ছা; গুডমর্ণিং।

ফেয়ার। গুডমর্ণিং।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সি।

পেলি ও সুটার সাহেব উপস্থিত।

পেলি। আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম কত্তে হচ্চে, কিন্তু এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে না। কার্য্য উদ্ধার হ'লে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ সম্মান কর্ব্বেন।

সুটার। আমি সে আশায় এ কার্য্যে এতো পরিশ্রম কচ্ছি না। যে দুরাত্মা আমার স্বদেশীয় একজন মহাত্মার অমূল্য জীবন নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েছিল, সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ডপ্রদানই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। ইংরাজ-বিদ্বেষী হিন্দুর সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা ইংরাজের আর কি অধিক গৌরবের বিষয় আছে?

পেলি। আহা! আহা! সাধু! সাধু! প্রিয় সুটার! তুমিই যথার্থ ইংরাজ। মাতঃ গ্রেটব্রিটেন যে কি শুভক্ষণে তোমাহেন রত্ন প্রসব করেছিলেন, তা আমি একমুখে বলতে পারিনে। যদি ব্রিটনের সমস্ত সন্তান তোমার ন্যায় দেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় হতেন, তা হ'লে কি ভারতভূমির এতদিন এত দুরবস্থা থাকিত? একশত বৎসরের উপর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, এখনও হিন্দু রাজাদের এত দূর প্রভুত্ব! একজন সামান্য করদ-রাজা হয়ে মহামান্য রেসিডেণ্টের প্রাণনাশে উদ্যত! উঃ! একে রেসিডেণ্ট, তাতে আবার কর্ণেল! মনে হ'লে শোণিত উষ্ণ হয়!

সুটার। মহাশয়, যদি অলঙ্ঘ্য সাগর উল্লঙ্ঘন ক'রে ভারতবর্ষে এসে কেবল সামান্য দুই একজন চোর ধরেই ক্ষান্ত হই. এইরূপ অত্যাচারী রাজগণকে পদানত কত্তে না পারি, তবে আমাদের জন্মই বৃথা, ভারতবর্ষে আসাই মিথ্যা। এ বজ্র-মুষ্টি কি কেবল চোরের পৃষ্ঠের জন্য সৃষ্ট হয়েছে?

পেলি। তা'র সন্দেহ কি, অত্যাচারীর অত্যাচার হ'তে হিন্দুদিগকে মুক্ত কত্তেই আমাদের ভারতবর্ষে আসা। আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন, যবন ও মহারাষ্ট্রীয়েরাই পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রধান অত্যাচারী ছিল। সেই একজন যবন-রাজাকে অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত ক'রে মহাত্মা ডেলহাউসি আপনার নাম চিরস্মরণীয় ক'রে গেছেন। এই নীচান্তঃকরণকে পদানত কর্ত্তে পাল্লে লর্ড নর্থব্রুকও প্রাতঃস্মরণীয় হবেন, আমাদের নামও হিন্দুদের কিছুকালের জন্য মনে থাকবে।

সুটার। কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ। মুর্খেরা বোঝে না যে, আমরা এ সকল কার্য্য কচ্ছি, সে কেবল তা'দেরই হিতের জন্য। হিন্দু রাজগণ তাদের রীতিমত শাসন কর্ত্তে পারে না, এই জন্য সেই সকল রাজ্য আমা

দের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা, নইলে আমাদের বৃথা ভারগ্রস্ত হওয়ার আবশ্যক কি ?

পেলি। তার সন্দেহ কি ?

সুটার। কিন্তু আপনি দেখবেন, যে সকল প্রজার হিতের জন্য এত অর্থ ব্যয় ক'রে, এত পরিশ্রম ক'রে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহাররাও দোষী কি না, প্রমাণ করবার উদ্যোগ করা যাচ্ছে, সেই সকল প্রজাগণই এর পর আমাদের কুৎসা করবে এবং "অত্যাচারীই হোক, আর যাই হোক, আমাদের মহারাজকে আমাদের দাও" ব'লে চীৎকার ক'রে জ্বালাতন করবে।

পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুরা নাকি এখনও অসভ্য আর সরল-প্রকৃতি, সেই জন্যই আমাদের সভ্যতার মর্ম্ম বুঝতে পারে না। আর কিছুদিন আমাদের সহবাসে থাকলে সভ্য হবে, তখন আর এরূপ বলবে না।

সুটার। দেখুন দেখি, কত বড় অন্যায়, মলহাররাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধনসম্পত্তি একলা ভোগ কচ্ছে, আর ইংলণ্ডে কত সুসভ্য ইংরাজ অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বরদা-রাজত্বের শতাংশের একাংশ হ'লে মলহাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বক্রী অংশ দ্বারা কত শত ইংরাজ প্রতিপালন হতে পারে এবং তারা সুখে থাকলে পৃথিবীর কত উপকার হয়।

পেলি। যথার্থ। ভারতবর্ষের আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, ধন যথেষ্ট আছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। খোদাবন্দ ! মহারাজ আসছেন।

পেলি। সঙ্গে কে কে আসছে ?

ভৃত্য। খোদাবন্দ ! সঙ্গে আর কেউ নেই, কেবল জন কতক শরীর-রক্ষক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

পেলি। বেশ হয়েছে। মাষ্টার সুটার, আপনি যান, রেসিডেন্সির সীমার বাহিরে যেরূপ কথা আছে, সৈন্য ঠিক ক'রে রাখুন গে, আর শীঘ্র কাপ্তেন জ্যাক্‌সনকে ব'লে পাঠান যে, তিনি রীতিমত সৈন্য লয়ে রাজবাটীতে যান, আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি সিল করেন।

সুটার। আচ্ছা ! গুডমর্ণিং, আমি আর দেরী করবো না।

[প্রস্থান।

পেলি। আজকের কার্য্য যদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করতে পারি, তাহা হইলে আমার মুখ রক্ষা হবে। যে সে নয়, একজন রাজাকে বন্দী করা, সহজে যে সম্পন্ন হয়, এরূপ বোধ হয় না। যা হোক, বরদায় আমাদের সৈন্যবল আজকাল বিস্তর।

(মলহাররাওয়ের প্রবেশ)

আসুন মহারাজ !

রাজা। আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই একবার সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

পেলি। বড় বাধিত হলেম, আপনার শারীরিক কুশল তো ?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অনুসন্ধানের কতদূর হ'ল ?

পেলি। আজ্ঞে, সেই সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।

রাজা। এর আর কষ্ট কি ? আমা দ্বারা যতদূর হতে পারে, সাহায্য কত্তে প্রস্তুত আছি। সে ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ আত্মীয়ও হয়, তথাপি তার সমুচিত দণ্ডবিধান হ'লে আমি সুখী হব।

পেলি। আজ্ঞে, এ গোলযোগের সূত্রপাত হয়ে অবধি আপনি আমাদের যেরূপ সাহায্য কচ্ছেন, তার জন্য আমরা আপনার

কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। এখন আর একটী অনুগ্রহ কত্তে হবে।

রাজা। বলুন।

পেলি। আপনি বোধ হয়, অবগত আছেন যে, সকল সাক্ষা বন্দী হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজকে অপ-রাধী ব'লে নির্দ্দেশ কচ্ছে।

রাজা। লোকপরম্পরায় শুনেছি বটে, কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, আমি দোষী কি না।

পেলি। আমিও ইচ্ছা করি যে, ইহা যেন মিথ্যা হয় এবং আপনি পুনরায় আপনার সিংহাসনে ব'সে কুশলে রাজত্ব করেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য আপমি আপনার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে বন্দীভাবে অবস্থিতি কত্তে হবে এবং আমার প্রতি সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবার ভার অর্পিত হয়েছে।

রাজা (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) বন্দী? আমায় বন্দী হতে হবে? যথা ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে করুন। এক্ষণে আমি আপনারি হস্তগত।

পেলি। না মহারাজ, আমি তা পারবো না। ইংরাজদিগকে অত নীচপ্রকৃতি বিবে-চনা করবেন না। আমি আপনাকে আহ্বান ক'রে এনেছি এবং আপনিও বিশ্বস্ত-মনে এসেছেন, আপনার প্রতি এ স্থানে আমি কোন অন্যায় ব্যবহার কত্তে পারিনে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্রিটিশ রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম ক'রে আপনার রাজ্যে পদা-র্পণ করুন, তথায় লোকজন প্রস্তুত আছে, আমিও আপনার পশ্চাতে যাচ্ছি, সেই স্থানে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞাপত্র আপনার সমক্ষে পাঠ ক'রে নিয়মানুযায়িক আপনাকে বন্দী করবো।

রাজা। মহাশয়, তার আর আবশ্যক কি? আমি যখন বিফল বাধা দিতে উদ্যত না হয়ে আমার স্বাধীনতা আপনার হস্তে অর্পণ কচ্ছি, তখন আর আমাকে রাজমার্গে উপস্থিত করে, সর্ব্বসমক্ষে অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্যগণ সামান্য লোকের ন্যায় আমায় বন্দী করবে, আমার প্রজাগণ তাই দেখবে, সেইটী কি আপনার অভিপ্রেত?

পেলি। মহারাজ! আমি আমার নিজের প্রভু নই।

রাজা। ব্রিটিশ রেসিডেন্সির মধ্যে আমি স্বাধীন,—নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বো, আর সেই অমূল্য স্বাধীনতা-ধন আমা হতে অপহৃত হবে। জগদীশ্বর জানেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু এক্ষণে কিসে তার প্রমাণ হবে?—কে আমার নির্দ্দোষিতা সাব্যস্ত কত্তে এসে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করবে? সেরূপ মিত্র মেলা দুর্লভ! এখন সামান্য মিত্র মেলাও দুর্লভ! এ দুঃসময়ে আমি যে মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে আছি, এও আমার ভয়ঙ্কর শত্রু। মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র মিত্র। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া। মহাশয়! কল্পনা ক'রে এ নিদারুণ কথা কে জিহ্বাতে আনতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

মদ। আহা! স্বপ্নেও যাহা কেউ কখন ভাবেনি, তাই হ'ল। ভাই, তুমি কেমন ক'রে তা স্বচক্ষে দেখলে? আমার শুনে যে

মনের ভিতর কেমন কচ্ছে, তা আর কি বলবো। আহা! যে ভারতভূমি পূর্ব্বে কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলি-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম শোভমান ছিল, এক্ষণে তার কি দুর্দ্দশা হচ্ছে। পুষ্পমালা এক্ষণে শুষ্ক। দীপ নির্ব্বাপিত। আচ্ছা ভাই, বরদাবাসী কেউ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল না?—গভীর নিশায়, গৃহাভ্যন্তরে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়নি, দীপ্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য পথে, মহারাজ অপমানিত হয়ে বন্দী হলেন, অবশ্যই প্রজাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, তারা কি সকলে শবের ন্যায় এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন কল্লে?

আয়া। তারা আর করবে কি? কার সাধ্য সেই শ্বেতকান্তি ভীমকায় সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়? প্রায় সকলেই ভয়ে পলায়ন কল্লে, কেবল কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বল্লেন, "এ কি অত্যাচার! সামান্য লোকের ন্যায় মহারাজকে বন্দী করা নিতান্ত অন্যায়।" তাতে একজন ইংরাজ বিকৃতস্বরে "মহারাজ" এই কথা ব'লে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠলো। কিন্তু পেলি সাহেব তাকে চুপ কর্ত্তে হুকুম দিয়ে ভদ্রতা ক'রে বল্লেন যে, "তোমাদের মহারাজকে সামান্য লোকের ন্যায় বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সিতে বাস করবেন, তাঁর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করা হবে না।" একজন পেলি সাহেবকে মিনতি ক'রে বল্লেন, "যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ-সৈন্যের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্যগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদের নিযুক্ত করুন।"

মদ। তাতে পেলি সাহেব কি বল্লেন?

আয়া। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সততার সহিত ভদ্রলোকটীকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন। বল্লেন, "এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ইংরাজ-সৈন্যগণ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শরীর রক্ষা করে, তাহারাই তোমাদের মহারাজের শরীর-রক্ষক হবে, এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়।" ভদ্রলোকটী বুঝলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্যব্যয় বিফল বিবেচনায় আস্তে আস্তে প্রস্থান কল্লেন।

মদ। ভাই, কি হ'ল, মহারাজ কি আর কখন স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না? হিন্দুরাজ্যে বাস করি ব'লে গৌরব করা কি একবারে শেষ হ'ল?

আয়া। ভাই, একবারে নিরাশ হও না। এর মধ্যেই তুমি মহারাজ রাজ্যচ্যুত হবেন ব'লে আশঙ্কা কচ্ছো কেন? গবর্ণর জেনারেল মত দিয়েছেন যে, তিনজন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিনজন হিন্দুরাজ মিলিত হয়ে একটী কমিশন বসবে। তাঁদের সমক্ষে যদি মহারাজ আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কত্তে পারেন, তা হ'লে তিনি বরদার সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হবেন।

মদ। তুমিও যেমন ভাই, "উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।" কমিশনটা লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এরূপ অপমান কত্তো না। যে সকল প্রজারা স্বচক্ষে মহারাজের এ দুর্দ্দশা দেখলে, তাদের সম্মুখে আর তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বসবেন?

আয়া। না না ভাই, এটী তোমার ভ্রম। তুমি তবে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে বিশেষ জান না। তাঁর ন্যায় অপক্ষপাতী রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা এ দেশে অল্পই এসেছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি কর্ণেল ফেয়ারকে বিষদানের

অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়, তা হ'লে তাঁর সিংহাসন তাঁকে পুনরায় দেওয়া হবে।

মদ। ধন্য তাঁর বদান্যতা! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তিনি সাধারণকে এ সৎকার্য্য দেখাবার অবসর পাবেন না, কারণ, ভারতবর্ষীয় পুলিস সাক্ষীসংগ্রহবিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সির দুই চার জন সামান্য ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর ক'রে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে, তখন যে এর উপর বিশ ত্রিশ জন মুটে মজুর গাড়োয়ান জোগাড় কত্তে পাল্লেই মহারাজকে আণ্ডামানে পাঠান হবে, তার আর সন্দেহ আছে? তাতে আবার পন্থ মহাশয় ঘরের ঢেঁকী কুমীর।

আয়া। কোন্ পন্থ?

মদ। মন্ত্রিবর দামোদর।

আয়া। ওঃ! ঐ এক বেটা ধাড়ী পাজি! ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস ক'রে কি মহারাজকে দোষী করা হবে? বেটাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতে লজ্জা হয়। মহারাজ যে ওদের ডাকিয়ে তেতালায় বসে পরামর্শ করেছেন, কমিশনারগণ এ কথা বিশ্বাস কর্ব্বেন কেন?

মদ। কেন কর্ব্বেন না? পুলিসে ধরেছে, কয়েদ করেছে, কবুল করিয়েছে, আবার কমিশনারদের কাছে শপথ ক'রে বলবে, এ আর বিশ্বাস করবে না? পুলিস কি আর তেমন লোককে ধরে, না পাঠায়, আর বোঝ না ভাই, মহারাজ সাহেবকে বিষ খাওয়াতেও পারেন আর চাকরদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেও পারেন, তা ব'লে রাওজী কি মিথ্যা বলতে পারে?

আয়া। থাক ভাই, আর ও কথায় কাজ নেই। সন্ধ্যা হ'ল, চল বাড়ী যাই; আবার কে কোথা থেকে শুনবে আর সাক্ষী ব'লে ধ'রে নে যাবে।

মদ। মিথ্যা নয়।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বশুরের প্রবেশ)

কে ও? কেও? পালায় কে?

শ্বশুর। ও বাবা, কোথায় যাব।— আবার এখানেও পিপুই? না বাবা, আমি কিছুই জানিনে।

মদ। কি গেরো, শ্বশুর, হাঁপাচ্চ কেন, পালাচ্ছ কোথায়?

শ্বশুর। কে ও, মোদোন নাকি? সত্যই মোদোন না পিপুই? আর ও বোক্তি কে?

মদ। ও আমাদের আয়ান, চিন্‌তে পাচ্ছ না?

শ্বশু। আয়ান চোন্দোর, সত্য তো। কৈ দাঁত দেখি? (মদন ও আয়ানের হাস্য) না না, ববোচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি।

আয়া। ভয় কিসের?

শ্বশু। আরে, জানো না শোনো না, আমারে সাক্ষী ধত্তে এসেছিলো।

মদ। সাক্ষী ধত্তে?— কি, কি, ব্যাপার কি?

শ্বশুর। ব্যাপার ভয়ালোক! তুমি তো বেরিয়ে এলে, আমি, মনে করো, দোখিনের কুটুরিতে তামুক খাচ্ছি, ওয়াফ বোসি পান তৈয়ের কচ্চে, এমন সোময় দরোজায় কে ধাক্কা দিলে। আমি বোলি কে ও, মোদোন? তা ববোচনা করো, উত্তোর দিলে না, জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি বোল্লাম, পোসোয় হুকোটা ধোরোতো,—বলি নেমে আসি, দেখি না সিঁড়ির কাছে লোঘি কুকুরটো এসে দাড়ালো। আমি বোল্লেম, লোঘি তুই ঘোরির মধ্যে যা। মনে করো, লোঘিতো ঘরির মধ্যে গেলো।—

মদ। আরে,হয়েছে কি, বল না—ও সব তোমার কে শুনতে চায় ?

শ্বশু। আরে, তুমি থামো, সকোল কথা খুলি না বোল্লি, আয়ান গোন্দোর বুঝতি পারবে কেন ? মোনে করো, সোবে মাত্রো আমি লাচ দোরটা খুলেচি, অমনি ববোচনা করো, তিন চার বোক্তি চোকিতে স্থায় আমারে পাকড়া কোল্লে।

মদ। তাদের মধ্যে কি সাহেব ছিল ?

শ্বশু। না ; সোক্কোলগুলাই হিন্দুস্থানীর মত পাগবাধা। তার পরে, মোনে করো, জিজ্ঞাসা কল্লি, তুমি কি করো, ববোচনা করো, আমি বল্লেম, "আমি ব্রতো আর চিনির ববোসা করি", তা বল্লে, "সরবোত্তের চিনি তুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিসে যেতে হবে", বোলেই, মোনে করো, আমাকে পাচ থেকে ধাকা দিতে দিতে নিয়ে যায়। আমি ববোচনা করো,বড় বিপদে পড়লাম। একজন মোনে করো, আমার গায়ের রোপোরখানা শক্ত মোতো জোরে দুই হস্তে ধরি আছে। আমি একডা বুদ্ধি খাটালেম, মোনে করো, এক ঝঠকান দিয়ে রোপোরখানা ফেলিয়ে থুয়ে চোকিতের স্থায় দোড়িয়ে পালাইয়ে এলাম!

মদ। আহা, আহা! তোমার প্রতি এতো অত্যাচার।

শ্বশু। অত্যাচার তো, ববোচনা করো, আজকাল অনেকের প্রতিই হচ্ছে, পথে আসতে দেখলেম, জহুরিদিগের বাড়ী মহা গোলযোগ।

আয়া। কোন্ জহুরি ?

শ্বশু। ঐ ফত্তেচাঁদ হেমচাঁদ—তা তাঁকেও সাক্ষ্য নিতে হবে বলে মার্ত্তে মার্ত্তে নিয়ে যাচ্ছে।

মদ। তা এখন পালাচ্ছ কোথা ? এস, আমার সঙ্গে বাড়ী এস, কোন ভয় নেই।

শ্বশু। হাঁ, ভয় নেই তো তুমি কল্ল, ওদিকে ববোচনা করো, আমায় পাকড়া করবার জন্তে প্রেকাট ঘেরে দিয়েছে, বাড়ী আমি যাবো না। একবার কাদুর বাড়ী যেতে পাল্লে হয়—সে বড় শক্ত মানুষ—সেখানে, ববোচনা করো, শিপুই ছেড়ে সাহেবের হাঙ্গামা চোলবে না। সেদিন, মোনে করো, দুজন পুলিসের সাহেবকে হাকিয়ে দিয়েছে! তোমরা থাকো, আমি ববোচনা করো, আর দাঁড়াতে পারিনে। মনে করো, তারা পাচিয়ে পাচিয়ে আসছে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

আয়া। কার বাড়ী গেল ?

মদন। কাদোর। কাদো একজন নূতন মহাজন—আমার বড় আত্মীয়। আমি প্রায় তাঁর বাড়ীতে থাকি। অতি ভদ্রলোক। ঐ যিনি আমার সঙ্গে সেদিন লাহোর গিয়েছিলেন।

আয়া। ওঃ! আচ্ছা, এ লোকটাকে তো অনেক দিন দেখছি। শ্বশুর বলেই জানি—ব্যাপারখানা কি ?

মদ। ওর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গদেশ, লোকটী বড় সরল, বহুদিন সপরিবারে এখানে আছে, আমার বড় অনুগত। চলুন এখন যাওয়া যাক, দেখা যাক কি হচ্ছে।

আয়া। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

— —

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•—

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

লক্ষ্মীবাই আসীনা।

লক্ষ্মী। (রোদনস্বরে গীত)

জংলা ঝিঁঝিট,—তেওট।

প্রাণ মম সদা কাঁদিছে।
প্রাণ মম সদা নাথ-বিরহে দহিছে—
ওঃ হোঃ-হোঃ হোঃ॥
পোড়া বিধি বাম, নিদয় হয়ে,
প্রাণনাথ-সহ-বাস-সুখ হরিছে॥

আহা! কি কুক্ষণে এ হতভাগিনী এ রাজবাটীতে প্রবেশ করেছিল। অভাগিনীর জন্যই সমস্ত সর্ব্বনাশ হলো। যে দিন হতে আমি এই রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি, সেই দিন হতেই মহারাজের বিপদের সূত্রপাত। কেন আমি মহারাজের প্রতি অনুরক্তা হলেম? হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমায় ভালবাসলেন? কেন তিনি এ কুলক্ষণাকে আদর কল্লেন? এখন আমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মাচ্ছে। লোকালয়ে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হয়। রাজপুরীতে কারুর পানে মুখ তুলে চাইতে পারিনে, সেই জন্যই সর্ব্বদা এই কুসুম-কাননে নির্জ্জনে ব'সে থাকি। কিন্তু এই কুসুম-কানন কি এখন সেইরূপ সুখপ্রদ আছে? পতি যে কি ধন, তা মহারাজের গলে বরমাল্য দিয়েই জেনেছি—পূর্ব্বে জানতেম না। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আপনার রূপের গর্ব্বে মত্ত হয়ে বেড়াতেম, কিন্তু এখন—এখন সে গর্ব্ব কোথায়?—কেন আমি প্রাণনাথের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি? কেন আমি তাঁর অদর্শনে অনন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছি? আহা! যখন মহারাজের হাত ধ'রে এই কুসুম-কাননে ভ্রমণ কত্তে আসতেম, তখন এই কানন অমর-ভবন সদৃশ বোধ হতো। আর আজ—আজ সেই কানন, সেই প্রমোদ-কানন আমার দাবানল-বেষ্টিত ভয়ঙ্কর নিবিড় বন অপেক্ষা ভীষণ বোধ হচ্ছে। পতি যে কি ধন, তা বিচ্ছেদ না হ'লে বোঝা যায় না। জ্যোৎস্না না থাকলে অমানিশার ভীষণতা কে বুঝতে পারতো? এই সেই কুসুম-কানন,—সেই তরু-দলে পুষ্প-দাম সেইরূপ প্রস্ফুটিত, সরোবরে সরোজিনী সেইরূপ নিমীলিতা, নীল কাদম্বিনীকোলে শশধর সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু আমার হৃদয় কেন অনন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্ছে? বুঝতে পেরেছি;—তার কারণ আছে। অবলা রমণীর—বিশেষ হিন্দু-রমণীর পতি বিনা অন্য গতি নাই। পতি-বিহীনা নারী পৃথিবীর সকল সুখেই বঞ্চিত। আহা, আহা! প্রাণনাথ এখন কোথায়?—কারাগারে। সুখপূর্ণ রাজ-অট্টালিকায়, সুবাসিত কুসুম-শয্যায় প্রণয়িনীগণ-বেষ্টিত হয়ে যাঁর নিদ্রা হতো না, তিনি কি না এখন ভীমকায় ইংরাজ-সৈন্যগণ-বেষ্টিত ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত! ওঃ! মনে হ'লে বুক ফেটে যায়। আর কখন কি তাঁকে হৃদয়ে ধারণ কত্তে পাবো? আর কখন কি তিনি আমার নবশিশুর আধ আধ কথা শুনে তার মুখ চুম্বন কত্তে কত্তে আমার প্রতি সুহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্ব্বেন? আহা, আহা! রাজ্যেশ্বর হয়ে তাঁর কপালে এই ছিল? এত অপমান? ওঃ! কি পরিতাপ! কি করি? কোথায় যাই? কে আর এখন আমার সহায় হবে? কে আর আমার দুঃখে দুঃখী হবে? কে এখন আর আমার বিলাপবাক্যে মহারাজের সাপক্ষ হবে?—আহা! কুমা যদিও আমার সপত্নীর তনয়া, তবুও তাকে আমার

নিজের সন্তানের মত ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। কি তার বুদ্ধি! কি তার মহত্ব! কি তার তেজ! কিন্তু সকলি বৃথা। হিন্দুকুলের গৌরব-রবি অস্তমিত। নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী হব,পথের কাঙ্গালিনী হব,উদরের অন্নের জন্য শিশু সন্তান কোলে ক'রে আমাকে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে হবে। সুখের আশায়, ভালবাসার আশায়, মহারাজকে আত্মসমর্পণ করেছিলেম। তার শেষ ফল কি এই? অনাথিনী ভিখারিণী পথের কাঙ্গালিনী! (নীরবে রোদন)

(কুমাবাইয়ের প্রবেশ)

কুমা। এই যে ছোট মা এইখানে আছেন। মা, আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ও কি মা, তুমি বসে বসে কাঁদছো মা;—ছি মা, তুমি রাজমহিষী. সামান্য রমণী নও, এ তোমার উচিত নয়। হাঁ মা,এখন কি আমাদের কাঁদবার সময়? রাজমহিষীর বা রাজকন্যার অশ্রুজল কি মহারাজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবে? এখন আমাদের কি কান্নার সময়? কে মা আমাদের কান্নায় ভুলবে? বরং মা, এখন উদ্‌যোগ কর, যাতে মহারাজ নিষ্কৃতি পান। সমস্ত সংবাদপত্র আমাদের সহায়। মা, কি বলবো, জগদীশ্বর আমায় রমণী ক'রে সৃজন করেছেন, কিন্তু তবুও ছাড়ব না! শুনেছি, মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় দয়ার শরীর, এবার মা আমি তাঁর দয়ার পরীক্ষা করবো।

লক্ষ্মী। বাছা. যদিও তুমি আমার সপত্নী-তনয়া, তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া বলতে মনে মনে বড় অহঙ্কার হয়। বাছা, দিদি ধন্য যে, তোমার মত অমূল্য রত্নকে গর্ভে ধারণ করেছেন। বাছা, যদিও আমি তোমার মা, কিন্তু এ বিপদ্-সাগরে তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। তোমা বিনে কে আর আমাদের সান্ত্বনা দেয়? কে তোমার মতন "মহারাজকে তাঁর রাজ-সিংহাসনে আবার বসাব" ব'লে আমাদের আশ্বাস দেয়? তুমি যদি আমার গর্ভজাত মেয়ে হতে—তা হ'লে আর আমি কোন সুখের লালসা কত্তেম না। যদি মা, কোন উপায়ে তোমার জন্মদাতাকে, আমার হৃদয়েশ্বরকে উদ্ধার কত্তে পার। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী রমণী; যথার্থ রাজকুলবালার গৌরব। তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কাহাকেও সম্ভবে না। যদি মহারাজকে কোন উপায়ে আবার স্বাধীনতা দিতে পার, বল মা, আমায় মার মত ভাববে? সৎমা ব'লে ঘৃণা করবে না? বল মা, একবার বল। তোমার মত মেয়ে বহুকালের পুণ্যফলে জন্মায়।

কুমা। হাঁ মা, আমি কি কখন তোমায় অমান্য করেছি? মা, কখন কি তোমায় সৎমা ব'লে ভেবেছি?

লক্ষ্মী। বাছা, তোমার স্বভাব যে তা নয়। তুমি কি মা কখন শত্রুকেও ঘৃণা করেছ? তবে কি না মা, আমার অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস নাই।

কুমা। মা! অদৃষ্ট যে আমাদের সকলের সমান মা! এ বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমায় আপনি এত স্নেহ করেন। আপনার স্নেহময় কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি বলতে পারিনে। তা মা,রাত হয়েছে, এখন আর এখানে থেকে কাজ নাই। মা শুতে পাচ্ছেন না।

লক্ষ্মী। সে কি, দিদি এখনো শোননি! চল মা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—*—

কমিশন-সভা।

কমিশনারগণ, সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন, স্কোবল, নাজীর, ইণ্টরপ্রিটর, উকীলগণ, গাইকোয়াড়, কর্ণেল, ফেয়ার, সার লুইস পেলি, দর্শকগণ ও আমিনা উপস্থিত।

ব্যাল। মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াতে ইচ্ছা করেছিলেন, তুমি কি ক'রে জানলে?

আমি। আমি ইংরাজ বাহাদুরের নিমক খাই, যা যা হয়েছে, সব ঠিব ঠিক বলছি। পিক্রু আর রাওজির মুখে শুনেছিলেম যে, মহারাজা বিষ খাওয়াবেন।

ব্যাল। ঐ দুইজনের মুখে যদি কিছু না শুনতে, তা হ'লে মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা কচ্ছেন, তোমার এ সন্দেহ হত না?

আমি। না, তা হ'লে মহারাজার উপর কোন সন্দেহ হত না।

ব্যাল। আচ্ছা, এ বিষয়ের কথা পিক্রু আর রাওজি তোমায় কবে বলেছিল?

আমি। ওরা দুজন মহারাজের বড় পিয়পাত্র ছিল।

ব্যাল। আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না। পিক্রু আর রাওজি তোমায় বিষের কথা কবে বলেছিল?

আমি। কৈ, পিক্রু আর রাওজি তো আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজনে বলেছিল।

ব্যাল। তবে কেন বল্লে, পিক্রু আর রাওজি বলেছে?

আমি। তা তা আমি অত ঠাউরে বলিনি।

ব্যাল। তুমি কি সজ্ঞানে আছ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা কচ্ছেন?

আমি। আপনি কি ভাবছেন, আমি মিথ্যা বলছি? আমি পাঁচ পাঁচ বার বিলাত গিয়েছি; এই সার্টিফিকেট দেখুন। (রোদন ও সকলের হাস্য।)

ব্যাল। যদি রাওজি আর পিক্রু বলেনি, তবে কে বলেছিল?

আমি। ঐ—ঐ—ঐ, করিম আর কাজি, হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক। ভুলে গিয়েছিলেম, অনেক কথা, অত কি মনে থাকে?—মেয়ে মানুষ বই তো নয়।

ব্যাল। এ কথা তুমি সাহেবকে বলেছিলে?

আমি। না, তা আমি কেমন ক'রে বলবো?

ব্যাল। যখন তুমি জানলে যে, তোমার মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাঁকে ব'লে বাঁচাবার চেষ্টা কল্লে না কেন?

আমি। আমি জানতেম না যে, হিন্দুরাজা একজন সাহেবকে এমন করবে। এমন তো কখন হয় নি।

ব্যাল। সুটার সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, "মহারাজা তোমাকে বিষের কথা বলেছেন কি না?"

আমি। সুটার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছেন বটে, কিন্তু আমি বল্লেম, বিষ খাওয়ার কথা জানি না; আমি যা জানতেম, তাই বলছি।

ব্যাল। আচ্ছা, বল দেখি আকবার আলি কি তার ছেলে আবদুল আলি তোমাকে

বলেছিল যে, "মহারাজা অবশ্যই বিয়ের কথা বলেছেন।"

আমি। হাঁ, তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বটে—

ব্যাল। স্থটার সাহেব সেখানে ছিল?

আমি। কখন্?

ব্যাল। যখন তোমায় ভয় দেখায়?

আমি। কৈ, আমায় কেউ ভয় দেখায়নি তো! আমি ভয় পাবার মেয়ে?

ব্যাল। আঃ! আর এক কথা। তুমি মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন ক'রে?

আমি। বরদা সহরটা আমি বড় চিনি না—আমি বিলেত গিয়েছি,কানপুর গিয়েছি, জব্বলপুর গিয়েছি, সিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত জায়গায় গিয়েছি, (কাঁদিয়া) আমি এরেবিয়ায় গিয়েছি, নাইনিতল পাহাড়ে গিয়েছি—

ব্যাল। তুমি যদি এই রকম বল; তা হ'লে সিমলে ছেড়ে এণ্ডামানে যেতে পারবে। এখন বল, মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন ক'রে?

আমি। গাড়ী চড়ে গিয়েছিলেম।

ব্যাল। যাও—

[আমিনার প্রস্থান।

স্কোব। রাওজি রহিমন্।

(রাওজির প্রবেশ ও ইণ্টরপ্রিটার দ্বারা শপথ করণ)

স্কোব। বল, তুমি এ মকদ্দমার বিষয় কি কি জান? কার সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়েছিলে, কিছু টাকা পেয়েছিলে কি না, কে তোমায় বিষ দিয়েছিল—কিরূপে তুমি সরবতে বিষ দাও, আর কি জন্য তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও?

রাও। ধর্ম্ম-অবতার! আমি রেসিডেন্সির হাওয়ালদার, বড় গরিব—আমি কোন মতেই রাজি হইনি—তবে সেলিম আর যশোবন্তরাও রোজ রোজ এসে বলতো যে,মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কত্তে চান। তাই শেষে ভাবলাম, অত বড় লোকটা রোজ রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন, না যাওয়াটা ভাল হয় না। তাই মনে ক'রে একদিন বেড়াতে বেড়াতে গেলেম। মহারাজ আমায় বসতে ব'লে অনেক খাতির-যত্ন কল্লেন, আর বল্লেন, যদি আমি তাঁকে রেসিডেন্সির খবরাখবর এনে দিতে পারি, তা হ'লে আমায় খুসী কর্ব্বেন। আমি বল্লেম,মহারাজ! আমার বিবাহ করবার সাধ হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। মহারাজ শুনেই আমাকে পাঁচশ টাকা দেবার হুকুম দিলেন। টাকা পেয়ে আমি কিছু খুসী হলেম—সেই অবধি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কাবিলিতে যেতেম। পিজ্রুও আমার সঙ্গে যেত। একদিন মহারাজ পিজ্রুকে জিজ্ঞাসা কল্লেন যে, সাহেব খানা খাবার সময় তাঁর বিষয় কিছু বলেন কি না? পিজ্রু বল্লে,"সাহেব আপনার যাতে ভাল হবে, তাই বলেন, সাহেবের সঙ্গে ভাব রেখে চল্লে আপনার ভাল হবে, আর ছোট মেম সাহেবের আপনার উপর বিশেষ টান আছে।"

স্কোব। পিজ্রুর সঙ্গে মহারাজের আর কোন কথা হয়েছিল?

রাও। না ধর্ম্ম-অবতার, সেবার আর কোন কথাই হয় নি—তার পর পিজ্রু গোয়া থেকে ফিরে এলে পর, দুজনে যেবার যাই, সেবার মহারাজ পিজ্রুকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন; পিজ্রু জিজ্ঞেস কল্লে, "এতে কি আছে?" মহারাজ বল্লেন, "বিষ" পিজ্রু বল্লে, "আমি এ নিয়ে কি কর্ব্বো?" মহারাজ বল্লেন,"সাহেবের খানায় মিশায়ে দিও।"পিজ্রু বল্লে, "তা আমি পার্ব্বো না, সাহেবের হঠাৎ কোন ভাল মন্দ হ'লে আমি ধরা পড়ে মারা

যান।" মহারাজ বল্লেন, "সে ভয় নাই, সাহেবের যা হওয়ার হয়, দুই তিন মাস পরে হবে।" পিক্রুও টাকা পেয়েছিল, কত, তা জানিনে।

স্কোব। তুমি কবে মহারাজের নিকট বিষ পাও, তা বল।

রাও। সে, যে দিন নরসুর সঙ্গে যাই। মহারাজ আমায় একটা মোড়ক দিয়ে সাহেবের সরবতে মিশিয়ে দিতে বল্লেন, আর বল্লেন যে, কাজ হয়ে গেলে তিনি আমায় এক লাখ টাকা দেবেন। তাই আমি সাহেবের সরবতে বিষ মিশায়ে দিয়েছিলেম।

ব্যাল। তুমি কত দিন কর্ণেল ফেয়ারের কর্ম্মে আছ?

রাও। প্রায় দেড় বছর?

ব্যাল। সাহেব তোমায় ভালবাসতেন? তোমার তাঁর উপর কোন রাগ ছিল?

রাও। কিছু না, তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন।

ব্যাল। সেই জন্যই তুমি একেবারে তাঁর প্রাণনাশ কত্তে উদ্যত হয়েছিলে?

রাও। মহারাজ যে আমায় টাকা ঘুষ দেব বলে লইয়েছিলেন। আমি গরিব মানুষ—আমায় তিনি এক লাখ টাকা দেব বলেছিলেন।

ব্যাল। তবে সাহেবের প্রাণহত্যা কত্তে তুমি একপ্রকার কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলে?

রাও। মহারাজ সাহেবকে খুন কত্তে চেয়েছিলেন।

ব্যাল। হাঁ হাঁ, মহারাজই খুন কত্তে চেয়েথিলেন—কিন্তু তুমি হাতে ক'রে মারতে চেয়েছিলে?

রাও। হুজুর, আমি একে গরিব মানুষ, তায় আবার একজন শিখিয়ে দেছে, আমার অপরাধ কি? দোহাই সাহেবের—আমি বড় গরিব।

ব্যাল। তুমি সুটার সাহেবের কাছে বলেছ যে, মহারাজ তোমাকে একটা শিশি ক'রে বিষ দিয়েছিলেন। তা সে বিষ সাহেবকে দাওনি কেন?

রাও। তার একটু আমার গায়ে পড়ে গিয়ে ফোস্কা হয়, তাই পাছে সাহেবকে দিলে তাঁর কোন বিপদ্ হয়, সেই জন্য ফেলে দিয়েছিলেম।

ব্যাল। সাহেবের সরবতে যে বিষ দিয়েছিলে, সে কি তাঁর খিদে বাড়বে ব'লে?

রাও। তা—তা—তা—ধর্ম্ম-অবতার, আমি বড় গরিব।

ব্যাল। আচ্ছা—তুমি নরসুর সাক্ষাতে বলেছিলে যে, তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ?

রাও। সে আমি মিছে ক'রে বলেছিলেম।

ব্যাল। মিথ্যা কথা বল্লে তুমি কিছু থাক ভাল, না?

রাও। আজ্ঞে হাঁ—না, আমি গরিব মানুষ, আমার মিছে কথায় দরকার কি? নরসু আমায় একশবার জিজ্ঞেস কর্ত্তো, তাই মিছি মিছি বলেছিলেম।

ব্যাল। সুটার সাহেব অবশ্য তোমাকে সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুমি বোধ হয়, সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা তাঁর সমক্ষে বলেছ—যাও।

[রাওজীর প্রস্থান।

ইন্ট। পিক্রু ডিসুজা।

(পিক্রুর প্রবেশ)

ইন্ট। শপথ কর।

পিক্রু। (শপথকরণ)

স্কোব। তোমার নাম কি, কি কাজ কর, এ মোকদ্দমার তুমি কি জান বল?

পিক্রু। আমার নাম পিক্রু ডিসুজা, আমি ফেয়ার সাহেবের বট্‌লার, এ মকদ্দমায় এমন কিছু জানিনে—তবে, সেলিম আমার

রাজার বাড়ী যাওয়ার জন্যে প্রায়ই ডাক্‌তো আর একবার পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছিল—তা আমি কখন যাইনি।

ব্যাল। কখন যাওনি?

পিক্রু। না ধর্ম্ম-অবতার।

ব্যাল। রাওজিকে চেন?

পিক্রু। চিনি, একসঙ্গে কাজ করি—মুখের আলাপ।

ব্যাল। রাওজির সঙ্গে কবার রাজ-বাড়ীতে গিয়েছিলে?

পিক্রু। একবারও নয়।

ব্যাল। সে কি! মহারাজ তোমায় কখন কিছু দেননি?

পিক্রু। আমি কখন যাইনি, তা তিনি কোথা থেকে দেবেন?

ব্যাল। আর রাওজি যদি ব'লে থাকে যে, তুমি তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়েছিলে?

পিক্রু। ধর্ম্ম-অবতার! তা হ'লে সে মিছে কথা বলেছে—আমি কখন যাইনি।

ব্যাল। যাও।

[পিক্রুর প্রস্থান।

স্কোব। কর্ণেল ফেয়ার (কর্ণেল ফেয়ার দণ্ডায়মান ও শপথকরণ) আপনার নাম কি, আর এ মকদ্দমা সম্পর্কে কি কি জানেন?

ফেয়া। আমার নাম রবার্ট ফেয়ার—বম্বে আর্মির কর্ণেল। ১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বরদার পলিটিকেল রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হই। আমি প্রত্যহ সকালে মর্ণিং-ওয়াক থেকে ফিরে এসে পামেলোর সরবৎ খেতেম। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৬ই।৭ই নবেম্বর দু দিন সরবৎ খেয়ে আমার শরীরে অসুখ বোধ হয়েছিল। ৮ই সরবৎ খাইনি। ৯ই মর্ণিংওয়াক থেকে ফিরে আসতে রাওজি সেলাম কল্লে—অন্য দিন সে সেলাম কত্তো না। আমি তার প্রতি মনোযোগ না ক'রে ঘরের মধ্যে গেলেম। এক চুমুক সরবৎ পান করেই আমি চিঠি লিখতে বস্‌লেম। আধ ঘণ্টা পরে মুখে তামাটে স্বাদ পেলেম, আর শরীর কেমন কর্ত্তে লাগলো। আমার বেশ বোধ হ'ল, সরবৎ খেয়েই এরূপ হয়েছে, তখনি সরবৎটা ফেলে দিলেম—গ্লাসটা ফিরে টেবিলের উপর রাখবার সময় দেখি, গ্লাসের গা দিয়ে খাঁকরির মতন গড়িয়ে পড়েছে আর গ্লাসের তলায় কতকটা ঐরূপ রয়েছে। আমার মনে কিছু সন্দেহ হ'ল—ডাক্তার সিউয়ার্ডকে লিখে পাঠালেম। তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, সরবতে বিষ মিশান ছিল।

ব্যাল। মহাশয়! ১৮ই মার্চ্চ বরদায় আসেন, এর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন?

ফেয়া। এর পূর্ব্বে আমি নর্থ গুজরাটে পালনপুরে পলিটিকেল রেসিডেণ্ট ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম্ম কতদিন করেছিলেন?

ফেয়া। ছয় সপ্তাহ—আমি আরও অনেক অনেক কর্ম্ম করেছি।

ব্যাল। পালনপুরের কোথায় ছিলেন?

ফেয়া। অপার সিন্ধে ফ্রণ্টিয়ার ব্রিজের পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর চিফ্ কমিশনার ছিলেন।

ব্যাল। সে কর্ম্ম আপনি কি জন্য ত্যাগ করেন?

ফেয়া। আমি ছুটি লয়ে বিলাত গিয়েছিলেম—

ব্যাল। ফিরে এসে পুনরায় সে কর্ম্ম করেছিলেন?

ফেয়া। না।

ব্যাল। কেন?—আপনাকে কি সে কর্ম্ম থেকে বরতরফ করা হয়েছিল?

ফেয়া। না—না—হাঁ—তাই বটে।

ব্যাল। ৭ই মে গাইকোয়াড়ের লক্ষ্মীবাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়?

ফেয়া। হাঁ, ১৮৭৪ খৃ: অব্দ ৭ই মে।

ব্যাল। সেই সময় আপনার সঙ্গে মহারাজের কোনরূপ মনান্তর হয়েছিল?

ফেয়া। হাঁ—সেই সময় মহারাজ, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কাছে খরিতা পাঠান।

ব্যাল। ভাল—আপনার মাথায় না একটা ফোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সিউয়ার্ড তার চিকিৎসা করেছিলেন?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যাল। ব্যারামের সময়ও আপনি সরবৎ খেতেন?

ফেয়া। হাঁ।

ব্যাল। আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই দুদিন যখন অসুখ হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে, সরবতের দোষে এরূপ হচ্চে, তখন সে সময় সরবৎ পরীক্ষা করাননি কেন?

ফেয়া। তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারি নাই, সরবতের দোষে কি না—আর কখন আমার এমন সন্দেহ হয় নাই যে, কেউ আমাকে বিষ দেবে।

ব্যাল। তবে ৮ই তারিখে সরবৎ পান করেননি কেন?

ফেয়া। তার কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ কর্ত্তে পারি না, বোধ হয়, সে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ব্যাল। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে যথার্থ কারণ বলুন, এ মনুষ্যের কমিশন এবং মনুষ্যের সাক্ষ্য দ্বারা এ স্থানে দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় হবে।

ফেঁয়া। অন্য কারণ আমি কিছু এখন নির্দ্দেশ কর্ত্তে পাচ্ছি না—

ব্যাল। আচ্ছা, আপনি ডাক্তার গ্রেকে যে পত্র পাঠান, তাতে লেখা ছিল যে, আপনি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন যে, আপনাকে বিষ দেওয়া হবে. তাতে আর্সেনিক, ডায়মণ্ড ডাষ্ট আর কপার থাকবে—বলুন দেখি, কর্ণেল ফেয়ার। কোন্ বিশ্বাসী লোক আপনাকে এ গোপনীয় সংবাদ দেয়?

ফেয়া। তা আমার স্মরণ নাই।

ব্যাল। স্মরণ নাই বল্লে চলবে না—"বিশ্বাসী লোক" গোপনীয় সংবাদ দিলে, আর তার নাম মনে নেই?

ফেয়া। অনেক লোকে আমায় সংবাদ দিত—অনেক দরখাস্ত আমার কাছে পড়তো।

ব্যাল। বড় লোক হলেই ও কষ্ট সহ্য কত্তে হয়—এখন বলুন দেখি, ভাওপুনিকার এ সংবাদ আপনাকে দিয়াছিল কি না?

প্রেসি। কর্ণেল ফেয়ার, আপনি সার্জেণ্ট ব্যালাণ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিন—বৃথা সময় নষ্ট কর্ব্বো না।

ফেয়া। ভাওপুনিকার হলেও হতে পারে।

ব্যাল। মহাশয়! হতে পারের কর্ম্ম নয়—কেন আমার সঙ্গে কপটতা করেন—আপনি ভদ্রসন্তান, বিদ্বান্, সৈনিক পুরুষ—আপনি এই সামান্য প্রশ্ন বুঝতে পাচ্ছেন না? বলুন একেবারে, ভাওপুনিকার কি না?

ফেয়া। হাঁ, বোধ হচ্ছে সেই।

ব্যাল। আঃ—"বোধ হচ্ছে" ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলুন।

ফেয়া। হাঁ, সেই বটে।

ব্যাল। আচ্ছা—এখন বসুন। (ফেয়ারের উপবেশন)

স্কোব। ডাক্তার সিউয়ার্ড।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

স্কোব। বলুন, আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেয়ারের বিষপান সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

সিউ। আমার নাম জর্জ এড্‌ইন সিউ-য়ার্ড। আমি বরদার রেসিডেন্সির ডাক্তার সাহেব। ৯ই নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেল ফেয়ারের নিকট হইতে একখানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলেম। বারাণ্ডায় দেখলেম, নরুস্থ গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমায় দেখে সেলাম কল্লে না। কিন্তু রাওজি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপী নিলে—পূর্ব্বে কখন সে এরূপ কর্ত্তো না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি, কর্ণেল ফেয়ার হাঁ ক'রে বসে আছেন।—আমি মনে কল্লেম, তাঁর হাঁচি পেয়েছে,তার পরে দেখলেম,না—বরা-বরই হাঁ ক'রে রইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন, সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা ক'রে তার মধ্য হইতে আসে নিক আর ডায়মণ্ড্ ডাষ্ট্ পেলেম।

ব্যাল। কর্ণেল ফেয়ার পূর্ব্বে কখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয় যে, কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সিউ। হাঁ,পূর্ব্বে দুই একদিন বলেছিলেন।

ব্যাল। আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সর-বৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। জল আর কয়লা।

ব্যাল। যে জল আর কয়লা ব্যবহার করেছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেন?

সিউ। না।

ব্যাল। তা হ'লে আপনি অন্যায় করে-ছেন। আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত ক'রে বিষের পরীক্ষা করা হয়,অনেক সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষসংযুক্ত থাকতে পারে?

সিউ। মিথ্যা নয়, তখন আমি অ টা ভাবি নাই।

ব্যাল। আচ্ছা, বলুন দেখি ডাক্তার, আসেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত?

সিউ। ভুলে গিয়েছি।

ব্যাল। আচ্ছা, আমি ব'লে দিতেছি। ৩ গুণ, কেমন ঠিক কি না?

সিউ। আমার মনে হচ্ছে না। ডাক্তার গ্রে এখনি বলতে পারেন।

ব্যাল। ভাল, এটা বলতে পারেন, আসেনিক জলে ডোবে না ভাসে?

সিউ। মহাশয়, আমার আর পেড়া-পীড়ি কেন? ডাক্তার গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন।

ব্যাল। বিলক্ষণ! সকলই দাদার উপর বরাত? তবে কি আপনি বিদায় হবেন?

সিউ। আজ্ঞে, তা হ'লে বড় বাধিত হই, আমায় আর কেন?

[প্রস্থান।

স্কোব। হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ।

(হেমচাঁদ-ফতেচাঁদের প্রবেশ ও শপথকরণ

স্কোব। তোমার নাম কি? কি কি জান বল?

হেম। ধর্ম্ম-অবতার! আমার নাম হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ। আমি এই নগরে জহর-তের ব্যবসা করি। আমি এ মকদ্দমার কিছু জানিনে।

ব্যাল। (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার?

হেম। আমার।

ব্যাল। মল্‌হাররাও গাইকোয়াড়কে তুমি কখন কোন হীরা বিক্রয় করেছিলে?

হেম। না।

ব্যাল। কখন না ?

হেম। কখন না। একবার দেখাতে লয়ে গিয়েছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল।

ব্যাল। তবে মহারাজের নামে এ সব খরচ লেখা কেন ?

হেম। ও সব মিথ্যা।

ব্যাল। মিথ্যা কিরূপ ?

হেম। গজানন্দ ফিটল্ দারোগা মহাশয় আমায় জোর ক'রে লিখিয়ে লয়েছিলেন।

ব্যাল। তুমি লিখলে কেন ?

হেম। না লিখে করি কি ? পুলিসের সঙ্গে কি ঝগড়া কর্ব্বো ?

ব্যাল। তুমি যথার্থ বলছ, পুলিসের লোকে তোমার উপর জোর ক'রে তোমার খাতা বদল ক'রে লয়েছে ?

হেম। মিথ্যা বলবার আমার আবশ্যক কি ? আজও পর্য্যন্ত শিপাইরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত করে।

ব্যাল। তুমি শপথ ক'রে বলছ, মহারাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি, কেবল পুলিসের লোকের পীড়নেই খাতা জাল করেছিলে ?

হেম। হাঁ, আমি শপথ ক'রে বলছি, কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিসের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি।

ব্যাল। চমৎকার ব্যাপার ! আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

কাউ। মহারাজ ! এক্ষণে আপনার যা বক্তব্য থাকে, বলুন।

রাজা। কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রদান সম্বন্ধে আমার মান্যবর প্রিয় সুহৃদ গবর্ণর জেনেরেলের মনে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে। সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই অবসর প্রদান করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সম্মানরক্ষার্থ এবং জগতের সকলেরই সমক্ষে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেল ফেয়ারের সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও নাই। আমি স্বীকার করি যে, আমার ও মন্ত্রিগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রেসিডেণ্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সংস্করণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। তজ্জন্যই মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের নিকট একখানি খরিতা পাঠাই। যদিও কর্ণেল ফেয়ার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন তিনি বম্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে একবার অখ্যাতি লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার প্রার্থনা অবশ্যই গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর গ্রাহ্য করিবেন, এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫এ নবেম্বর কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে বরদা ত্যাগ করিবার আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন প্রকার বিষ ক্রয় করি নাই ; এবং কখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করি নাই। আমিনা, রাওজি, নরসু এবং দামোদর পন্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার প্রতিবর্ণই মিথ্যা। রেসিডেন্সির কোন ভৃত্যকে কখন আমি চররূপে নিযুক্ত করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ভিন্ন, আমার আজ্ঞায় রাজভাণ্ডার হইতে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আমি নির্ভয়-চিত্তে কমিশনের সম্মুখে এই সমস্ত ব্যক্ত করিলাম। আপনাদের সুবিচারের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আপনাদের

যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে,আমায় বলুন, আমি উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমার শত্রুগণ আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর দোষারোপ করিয়াছে, আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

ব্যাল। মহামান্য কমিশনারগণ! বিনা কারণে বহুতর নিষ্ঠুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া বরদার মহারাজ মল্হাররাও গাইকোয়াড় আজ সুবিচার আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবেচনা ক'রে দেখুন, কি যৎ-সামান্য সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অমূল্য স্বাধীনতাধন হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ-সমক্ষে সামান্য লোকের ন্যায় অপমান করিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন বিচারালয়ে কোন অভিযোগে এত অসঙ্গত, অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সমষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি উপায়ে এই নির্ব্বিরোধ নিরপরাধ রাজার মস্তকে এই ঘোর কলঙ্কের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুলিস-কর্ম্মচারিগণ যে কত বুদ্ধির কৌশলে, কত কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে এই সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হেমচাঁদ-ফতেচাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা পুলিসের অধীনে কারারুদ্ধ ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষী-দিগকে বন্দী করা হইয়াছে ও তৎপরে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে, তাহা-দিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই —কারণ পুলিসপ্রহরিগণ যে কত ভদ্র ও নিরীহ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পার্লিয়ামেণ্টের বিধিমতে পুলিস-সংগৃহীত সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহ্য। এমন কি,পুলিসের সহিত সাক্ষীর সকলরূপ সংস্রব নিষিদ্ধ—কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই; এখানে পুলিসের যথেচ্ছা-চারিত্ব-দমনের কোন বিধিই নাই; এখানে পুলিসের ক্ষমতা অসীম—এবং অসীম ক্ষম-তাই অত্যাচারের মূল। যখন পুলিস ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম,তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্কচিত্তে বাস অসম্ভব —এবং এই অভিযোগেরই সূত্রে কত ব্যক্তি এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। রেসিডেণ্টের সরবতে বিষ পাওয়া গেল. পুলিসের প্রতি অপরাধী অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত লইল। এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধী ধৃত করিতে না পারিলে পুলিসের মহা অপ-যশ—একে স্বকার্য্য উদ্ধার, যশোলিপ্সা,—তাহাতে ক্ষমতা অসীম—তখন যে সদুপায়ের পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে অসদুপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার আর বিচিত্র কি! এরূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও পরস্পর অনৈক্যই হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা এ দুষ্কর্ম্মে সহযোগী, তন্মধ্যে পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে স্বীকার করিল যে, সে স্বহস্তে কর্ণেল ফেয়ারের সরবতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছে ও মহারাজ যখন তাহাকে ঐ বিষ দেন, তখন পিত্রু সে স্থানে উপস্থিত ছিল। এডভোকেট্ জেনেরেল মহাশয় রাওজির সাক্ষ্যের পোষকতায় পিত্রুকে আহ্বান কল্লেন—সকলে একাগ্রচিত্তে পিত্রুর সাক্ষ্যের প্রত্যাশা কর্ত্তে লাগিলেন স্থির হইল, পিত্রুর সাক্ষ্যের উপরেই মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্তু পিত্রু ভিমুজার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে একটু ধর্ম্মকণা লুক্কা-

য়িত ছিল, তাহার অসাবধান শিক্ষক তাহা দেখিতে পান নাই। এত যত্নে এত পরিশ্রমে একজন নির্দ্দোষী রাজার সর্ব্বনাশের জন্য যে একটী মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হইল, সত্যবাদী পিত্রু তাহার ভিত্তির মূল উৎপাটন করিল। আর এক দুরাত্মা দামোদর—যাহা হইতে সকল বিষের উৎপত্তি। যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল—সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে যে, সৈন্যগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সে নিজ দোষ স্বীকার করে।—তখন তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পিত করা হইল; সে স্থানে রাওজি ও নর্সুর সাক্ষ্যের পোষকতায় স্বীকার করিল যে, "আরসেনিক এবং ডায়মণ্ড ডাষ্ট" সেই সঞ্চয় করিয়াছে—আর কোন গোল নাই—স্থির করা হইল, যদি দামোদর মহারাজকে দোষী করে, তবে সে নিষ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি পান, তবে দামোদরের নিস্তার নাই—কারণ, সে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু পুলিসের মনোমত কার্য্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীর পরিণাম কি! কৃতঘ্ন পামর দামোদর নিজের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মহারাজকে দোষী নির্দ্দেশ করিল। মহারাজকে দোষী করিয়া কেবল যে সে এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাইল, এমন নয়—সে বহুদিবসাবধি মহারাজের সর্ব্বনাশ করিতেছিল—মহারাজের ধন দ্বারা নিজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতেছিল। নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে যে, রাজাদেশে সে সমস্ত হিসাব-পত্র জাল করিয়াছে—কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, মহারাজ তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে কোন অনুশাসন-পত্র দিয়াছেন কি না, তখন সে নিরুত্তর রহিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহারাজ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজের বিশেষ দোষ নাই—ধনিগণ প্রায় জঘন্য কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাহারা প্রতি পদে তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করে, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, প্রতি পদে প্রভুর সহিত চাতুরী করে—কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালিগণ তাহাদিগের মধুর বচনে ও বাহিক সৌহার্দ্দে এরূপ অন্ধ হন যে, ভ্রমেও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন না। মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার নাই। স্যার লুইস্ পেলি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, মহারাজ অতি মধুর-প্রকৃতি, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। আরও বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার চিত্ত কি কখন লুক্কায়িত থাকে? নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে প্রকাশ পায়। চতুর দামোদর সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহার মুখে তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ যখনই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে নিরপরাধের প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর কেনই বা তিনি এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশ করায় তাঁহার লাভ কি? রাজকার্য্য সম্বন্ধেই উভয়ের মনান্তর ছিল এবং সেই জন্যই মহারাজ ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেলের নিকট একখানি খরিতা পাঠান—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে।

তবে তিনি খরিতার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ৯ই নবেম্বর এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম দ্বারা আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলেন, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? ধিক্ সেই কুচক্রিগণকে, যাহারা মহারাজার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে!—ধিক্ সেই নিরাশয় সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে, যাহারা মহারাজের বিরুদ্ধে এই ঘোর মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে! এবং যে সকল অর্থলোভী সেই কুচক্রিদেব পক্ষসমর্থন করিয়াছে, তাহা-দিগকেও ধিক্!

কমিশনার মহোদয়গণ! এখন একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কি সামান্য সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া নিরপ-রাধ নির্ব্বিরোধ মহারাজ মলহাররাও গাই-কোয়াড়কে অপমানের সহিত অপদস্থ করা হইয়াছে!—স্বাধীনতা হরণপূর্ব্বক কারাগারে কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বস্ব আবদ্ধ করা হইয়াছে!—কমিশনার মহোদয়-গণ! একবার দেখুন! একজন মহদ্বংশীয় মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া নিতান্ত অস-হায় অবস্থায় সুবিচারাকাঙ্ক্ষায় আপনাদি-গের সম্মুখে নিজ নির্দ্দোষিতা নিজমুখে ব্যক্ত করিলেন এবং আমিও তাঁহার পক্ষসমর্থ-নাশয়ে আমার নিজের বিশ্বাস আপনাদিগের গোচর করিলাম। যদি আমার মনের ভাব আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, যদি ঐ নিরীহ প্রপীড়িত রাজবংশধরের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের সহিত আপনাদিগের অন্তঃকরণের ঐক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মহারাজ সগৌরবে লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। (উপবিষ্ট)

স্কোব। কমিশনার মহোদয়গণ! আমার প্রতি যে গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিজ্ঞতম বন্ধু সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন্ মহাশয়ের বক্তৃতার উপর অধিক কিছু বলি-বার নাই। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আমা-দের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন - কেবল আমা-দের কেন, সমস্ত য়ুরোপের মুখোজ্জ্বল করিয়া-ছেন। যে বিদ্যার প্রভাবে তিনি ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়াছেন, সেই বিদ্যাবলে ভারতবর্ষে আসিয়া, এই মনোহর বক্তৃতা দ্বারা, এ স্থানেও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। কিন্তু ভারত-বর্ষে এই তাঁ'র প্রথম আগমন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত নহেন। তজ্জন্যই তিনি কতিপয় বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুলিসের উপর বিলক্ষণ দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে পুলিসের নিন্দা করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহারা কখন না কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া পুলিসের নিকট বিল-ক্ষণ উপদেশ লাভ করিয়াছে—কেন না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এ স্থানের পুলিসে অতি মহৎ এবং ভদ্র ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-চারীরূপে নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদিগের সম্মানসূচক উপাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি-লেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আরও বিবেচনা করুন, গাইকোয়াড়কে দোষী করায় পুলিসের স্বার্থ কি?—যে কেহ হউক না, একজনকে অপরাধী নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারা এ বিষম কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাই-তেন। হেমচাঁদ-ফতেচাঁদ যে পুলিসের বিপক্ষে বলিয়াছে, সে কেবল তাহার একজন প্রধান

ক্রেতার রক্ষা হেতু। আর এক বিষয়, বিজ্ঞ সার্জ্জেন্ট্ বলিয়াছেন যে, মহারাজের মুখে নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজমান—কিন্তু তিনি জানেন না, ভারতবাসিগণ মনোভাব-গোপনে কত সক্ষম! অন্তরে তাহাদের যত দূর কষ্ট হউক না কেন, মুখে তাহাদের সর্ব্বদাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, মহারাজ যখন গবর্ণর জেনেরেলের নিকট খরিতা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে,খরিতার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদাত্যাগের আদেশ আসিবে, তখন কি নিমিত্ত তিনি কর্ণেলকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কিরূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করিলেন? মহারাজের বিবাহে রেসিডেন্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বরদা হইতে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন —তিনি এক ধনুতে এককালে দুই শর যোজনা করিয়াছিলেন—একটী দ্বারা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খরিতা পাঠাইতেছিলেন, অপরটীর দ্বারা দামোদর বিষ-প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। আমার যাহা দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা কমিশনারগণের নিকট প্রকাশ করিলাম, সাক্ষিগণও যে পুলিস কর্ত্তৃক শিক্ষিত নয়, তাহারও প্রমাণ হইল। এক্ষণে কমিশনার মহোদয়গণ! যদি আমার মতের সহিত একমত হন এবং সকল ভদ্র সাক্ষিগণের সত্য সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সার্জ্জেন্ট ব্যালেন্টাইন্ মহাশয় যাঁহাকে "প্রপীড়িত রাজা" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের সহিত তাঁহাকে অপরাধী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরাভ্যন্তর।

কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ, মাষ্টার উইলসন উপস্থিত।

উই। কর্ণেল! আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়া। "ওভার্লেণ্ড অমৃতবাজার পত্রিকা।"

ফিলি। উইলসন্! তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড্ মে কোম্পানীর জানা-শুনা আছে?

উই। কেন?

ফিলি। তাদের লিখে পাঠাও যে, এক রকম ম্যাচ্ তৈয়ের ক'রে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will "ignite only" the Native press.

উই। হা!—হা! হা!—এই জন্য! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড়লোক কেউ গ্রাহ্যও করে না।

ফিলি। না, না, না—ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে। ঐ ওভার্লেণ্ড অমৃতবাজার দেখেই তো "পেল্ মেল্ বজেট্" সে আর্টিকেলটা লেখে। হোমের কাগজগুলো আজকাল ভাল চলছে না। "পেল্‌মেল বজেট্" "টাইম্‌স" দুই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার থেকে সিলেক্‌শন করে? আবার নেটিভ পেপার ব'লে নেটিভ পেপার—জঘন্য "অমৃতবাজার!"

ফেয়া। নেটিভ পেপারের মধ্যে "হিন্দু পেট্রিয়ট" কতকটা ভাল,—যথার্থ লয়েল।

ফিলি। তা, শুদ্ধ নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? "ইংলিশম্যান" "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" কি লোক হাসাচ্ছেন? এঁরা গাইকোয়াড়কে যে কি সোণার চক্ষে দেখেছেন, তা বোঝা যায় না।—পেপার আমার "বম্বে গেজেট।"

উই। কেন? "পাওনিয়ার" "ইণ্ডিয়ান্ ডেলিনিউস্" "ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্ম্যান"—

ফেয়া। হাঁ, কলিকাতার ও নূতন কাগজখানি লিখছে ভাল।

ফিলি। এডিটার হওয়া সহজ কথা নয়—অনেক বিদ্যা চাই—এমন কি, ভবিষ্যৎ জান্‌বার ক্ষমতা না থাক্‌লে কাগজ চালান দুষ্কর।

ফেয়া। কাগজে লিখুক আর যাই করুক, আসল কথা গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মতের উপর নির্ভর কচ্ছে।

ফিলি। তিনি যে মত স্থির করবেন, তা আমি এখনি ব'লে দিতে পারি—তিনি তো আর অবিবেচক নন—তাঁর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গবর্ণর জেনেরেল এখানে ক'জন এসেছেন?

উই। কর্ণেল! আপনার না প্রমোসন্ হয়েছে?

ফেয়া। হাঁ, হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ ক'রে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

(ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

গুড্ মর্ণিং ডাক্তার! ভাল আছেন তো? বসুন।

সিউ। (সকলকে গুড্ মর্ণিং করিয়া) হাঁ, আছি ভাল। এখন আর বোধ করি আপনার কোন অসুখ নাই?—এখন আর কপারি টেষ্ট্ পান না?

ফেয়া। (হাস্য করিয়া) না। আচ্ছা ডাক্তার, আমার হাঁচি পেয়েছিল, আপনি কিরূপে অনুমান করেছিলেন?

সিউ। আপনার হাঁ করা দেখে। হাঁ করা হচ্ছে হাঁচির ইম্পর্টাণ্ট সিম্প্টম্।

ফিলি। সে যাক্, ডাক্তার, সাক্ষ্য দেবার সময় আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার গ্রেকে রেফার কল্লেন কেন?

সিউ। ও তো আর সাক্ষ্য দেওয়া নয়, যেন ডব্লিন্ ইউনিভার্সিটির ভাইভাভোসি একজামিনেসন্। আমি তো আর ষ্টডি ক'রে একজামিন দিতে যাইনি যে, মুখে মুখে কেমিষ্ট্রীর প্রশ্নের অনর্গল উত্তর দেব? আর সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন যে ল ছেড়ে মেডিসিন আরম্ভ করেছেন, তা আমি কি ক'রে জান্‌বো?

ফিলি। তা বটে তো—ডাক্তার! আমার ক্ষমতা থাকলে, তোমায় আমি প্রমোসন দিতেম।

সিউ। আমি হকারের কাছ থেকে একখানা চেম্বার্স কেমিষ্ট্রী কিনেছি—আবার আরম্ভ কর্ব্বো—এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্ব্বে না।

ফেয়া। আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যেতে হবে। গত মেলের চিঠি পড়ে অবধি একবার নিতান্ত যাবার ইচ্ছা হয়েছে।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। হুজুর সেলাম—

ফেয়া। (বিরক্তিভাবে) কে ও, দামোদর—তুমি এখানে কেন?

দামো। (করযোড়ে) আজ্ঞে, ধর্ম্ম-অবতার, আপনার কাছে এলেম

ফেয়া। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

দামো। আজ্ঞে, সকলেই এখন আমাকে ঘৃণা করে—তা'ই আপনার শরণাপন্ন হ'তে

এলেম। দেশের লোকের কাছে আমার মুখ দেখাবার যো নাই।

ফেয়া। জান, তুমি আমার প্রাণহত্যা কর্‌বার চেষ্টা করেছিলে? কমিশনের সম্মুখে এ কথা স্বীকার করেছ?

দামো। আজ্ঞে! ধর্ম্ম-অবতার, আমি—

ফেয়া। চুপ কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক—তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ। নরঘাতক! কোন্ মুখে তুই আমার কাছে এসেছিস্?—দেশের লোকে তোর মুখ না দেখে, বনে যা। এখান হ'তে এখনি দূর হ।

দামো। হা বিধাতঃ! আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল হয়েছে। বনে যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ—এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই।

[প্রস্থান।

ফেয়া। ব্লডি ব্রুট।

সিউ। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



পথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া। এমন কমিশন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই।

মদ। এমন প্রহসন পূর্ব্বে কখন অভিনীত হয় নাই।

আয়া। সে কি?

মদ। তা বই কি, আমার কথা সত্য কি না, শীঘ্রই জান্‌তে পার্ব্বে।

আয়া। আমার তো বেশ বিশ্বাস হচ্ছে, যখন কমিশনারদিগের মহারাজকে দোষী করার পক্ষে একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন।

মদ। কমিশনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ শুনেছ?

আয়া। ইংরাজ কমিশনারগণ সকলেই মহারাজকে দোষী স্থির করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুকমিশনারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলেছেন; বিশেষতঃ জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, শুনলেম, তাহা অতি চমৎকার।

মদ। যখন তিনজন ইংরাজই এক মত প্রকাশ করেছেন, তখন আর হিন্দু-রাজাদিগের মতের আবশ্যক কি?

আয়া। না, সেটী হ'বার যো নাই। লর্ড নর্থব্রুক সে প্রকৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার হওয়ার নয়। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি, সেই জন্য দেশের লোকের মুখে তাঁর আর সুখ্যাতি ধরে না। এখন যদি তিনি অন্যায়রূপে গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে। এখন দেশের লোকে তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

মদ। শুন্‌লেম না কি মহারাজের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি নাই। সেদিন তাঁর উকীল তাঁর সঙ্গে দেখা করবার প্রার্থনা করাতে প্রথমে তাহা গ্রাহ্যই হয় নাই, পরে অনেক স্তুতি-মিনতির পর সাব্যস্ত হ'ল যে, উকীলকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি সাহেব তথায় উপস্থিত থাক্‌বেন।

আয়া। হাঁ, একপ নিয়ম হয়েছে বটে। তা যাই হোক, দুই একদিনের মধ্যে গবর্ণর জেনেরেলের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে। আর

আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, মহারাজকে সম্মানের সহিত তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা হবে। আরও বিবেচনা করুন, যখন বিলেতের "টাইমস্" "পেলমেল বজেট" বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া", মান্দ্রাজের "নেটিভ পবলিক ওপিনিয়ন্", বাঙ্গালার "ইংলিশ ম্যান","ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" "অমৃত-বাজার" প্রভৃতি সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল প্রাণপণে মহারাজের পক্ষসমর্থন কচ্ছেন, তখন এত লোকের মনে কষ্ট দিয়া কি লর্ড নর্থব্রুক্ মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বেন?

মদ। ঐ যা বল্লে, ওতেই কিঞ্চিৎ ভরসা আছে, প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকলই মহারাজের পক্ষে, তাহাতে আবার আমাদের ভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ,অপক্ষপাতী,প্রজারঞ্জক লর্ড নর্থব্রুক্ মহোদয় এক্ষণে গবর্ণর জেনেরেল।

আয়া। আক্ষেপের বিষয়, "হিন্দু পেট্রিয়ট" বঙ্গদেশের একখানি প্রধান কাগজ। শুনেছি, তার সম্পাদকও একজন দেশীয় কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনি তো গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটী কথাও বল্লেন না, বরঞ্চ বিপক্ষপক্ষ সমর্থন করেছেন।

মদ। তাই তো, "হিন্দুপেট্রিয়ট" এমন হলো কেন, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। সেবার আমি যখন বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় হয়েছিল—লোকটী জাত্যংশে তেলি, দেখতে সুশ্রী নন, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বড় ভাল বোধ হয়েছিল—এখন তিনি "অনারেবল" হয়েছেন।

আয়া। ওঃ! তাই বলি—তেলি! হাত পিচলে গেলি, অনরেবল্ হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি! মহাশয়, দাঁড়কাকের বাসায় কি কখন শুকপক্ষী বাস করে?

মদ। সে কথা যাক, "পুনা সার্ব্বজনিক সভা",গবর্ণর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠান, তার কি হলো?

আয়া। কৈ, তার কিছুই শুন্‌তে পাইনি। দুর্বৃত্ত দামোদরের কি অবস্থা হয়েছে, শুনেছেন? এখন আর বাড়ীর বা'র হ'বার যো নাই, পথে বাহির হলেই চতুর্দ্দিক্ থেকে তাকে গালি দিতে থাকে। পরশ্ব শুনলেম, কতকগুলি লোক তার বাড়ীর সম্মুখে মহা গোলযোগ করেছিল, ভয়ে বাহির হলো না, তা নইলে নিশ্চয়ই বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম পেত।

মদ। নরপিশাচের নাম মুখে আন্‌লেও পাপ আছে। ওকে জীবন্ত দগ্ধ কল্লেও আমার রাগ যায় না।

আয়া। আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়। আহা! দেখুন দেখি, সার্জ্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইনকে কেবল একটু প্রশংসা করেছিল ব'লে কি না একবারে ওকালতী কর্ত্তে নিষেধ?—বড় আক্ষেপের বিষয়।

মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, তোমাকে যে কিছুতেই বুঝাতে পারিনে।

আয়া। ভাই, সকলই বুঝি, কিন্তু করব কি, আমাদের হচ্ছে "চোরের মার কান্না" বলবারও যো নাই, ফোটবারও যো নাই। আর এক কথা হচ্ছে "আশা বৈতরণী নদী"—আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে।

মদ। বিধাতার মনে যা থাকে, তা'ই হবে, দুর্ব্বলের দৈবই বল। এখন আমাদের উচিত, সকলে কিছু চাঁদা ক'রে ব্রজভূষণ দাসকে কোন উপায় ক'রে দেওয়া।

আয়া। হাঁ, আমি "অমৃত-বাজারে" ঐ

বিষয়ে এ টী প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত দিলে হয়।

মদ। দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন একবার রেসিডেন্সির দিকে যাবে, একবার চল না, কোন সংবাদ এসে থাকে তো জানতে পারা যাবে।

আয়া। যাবেন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগরপ্রান্তে সরোবরকূল।*

(একজন উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা— গীত।

তিলককামদ—ঝাঁপতাল।

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচনবারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমারি,হায় রে, সহিতে না পারি॥"

[প্রস্থান।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ওঃ! এখানেও ভারতের ক্রন্দনধ্বনি, এ হাহাকার রব কি আমার শিক্ষার প্রদান করবার জন্ম আমার অনুসরণ করেছে? কোথাও আমার সুখ নাই—লোকে আমাকে দেখলেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, অর্থপিশাচ ব'লে ঘৃণা করে। আগে আমি সকলের পূজ্য ছিলেম, এখন আমি সকলের ঘৃণ্য হয়েছি। যে অর্থের জন্ম আমি এত কল্লেম, যে অর্থের জন্ম আমি সকলের চক্ষের বিষ হলেম, যে অর্থের লালসায় অন্ধ হয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছি, এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের কন্টক হয়েছে। আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধনসম্পত্তিই আমায় অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করে। যখনি আমার ধনরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তখনি আমার হৃদয়ে সহস্র বিষধর-দংশন-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়! ওঃ! অর্থলিপ্সা হতে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই—কিছুতেই মানুষের এত আর সর্ব্বনাশ করে না। অর্থ সাধুকে অসাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চিরপরিচিত মিত্রকেও শত্রু করে। দারুণ শত্রুরও যেন কখন অর্থলিপ্সা না হয়।—কর্ণেল ফেয়ার! তোমার খাদ্যমধ্যে শত সহস্র কলস বিষ মিশ্রিত হউক, শত সহস্র মণ হীরক-চূর্ণ তোমার সুমিষ্ট পানীয়কে বিষাক্ত করুক—কিন্তু তুমি দরিদ্র থাক—অর্থলিপ্সা কখন যেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। সুবর্ণের মোহিনী মূর্ত্তিমধ্যে যে গরল লুক্কায়িত থাকে,তাহা হীরক-চূর্ণ অপেক্ষা সহস্র গুণে তীব্রতর! ওঃ! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করেছি! আমার লোভেই, আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজবংশ ধ্বংস হ'ল। যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার হৃদয় দগ্ধ হ'তে থাকে। মল্‌হাররাও! তুমিও আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী—কারাগারে তুমি বা কত যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছো!—সিংহাসনহারা হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্ছ!—এ পাপহৃদয় যে যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলছে, তার সঙ্গে কোন কষ্টেরই তুলনা হয় না। সকল প্রকার যাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বে পরকাল বাতুলের প্রলাপ ব'লে তাচ্ছল্য করেছিলেম। অনুতাপ যে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি. তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই।—কিন্তু এখন যে এ জ্বালা

আর সহিতে পারি না। এ আগুন কি নির্ব্বাণ হবার নয়?—অম্বরে কি এমন জলধর নাই, যার বর্ষণে দুর্ভাগা দামোদরের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ হয়?—ওঃ! জগদীশ্বর! আর যে সহ্য হয় না—যথেষ্ট হয়েছে, আমায় ব'লে দাও, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কল্লে এ পাপ-যন্ত্রণা হ'তে নিস্তার পাই?—ইহকালেই এই—এর পর যদি আবার পরকাল থাকে—ওঃ বিধাতঃ! তা হ'লে কি হবে?—আমার মত পাপীর জন্য বোধ হয় নূতন নরকের সৃষ্টি হবে!—আর যে এখন পরকালকে পূর্ব্বের মত তাচ্ছল্য কর্ত্তে পারি না—এখন যে প্রতিক্ষণেই নরকের ভীষণ মূর্ত্তি আমায় ভয় প্রদর্শন কচ্চে—কি জাগ্রতে, কি নিদ্রিতে, সকল সময়েই বিকটাকৃতি যমদূতগণ আমায় তাড়না কচ্চে!—ওঃ! আর যে দেখতে পারিনে!—আর যে সহ্য হয় না—জ্বলে গেলেম, জ্বলে গেলেম!—হৃদয় যে পুড়ে গেল!—ওঃ জগদীশ্বর! আর কেন—এত যন্ত্রণাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? বরঞ্চ এ রসনাকে শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত ক'রে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো, এ হৃদয়কে পদদলিত ক'রে শ্মশানে বিসর্জ্জন দেব, তথাপি কখন আর অর্থের কথা মুখে আনবো না, হৃদয়েও স্থান দেব না। জগদীশ্বর! তোমার কুপুত্র ত অনেক আছে, কিন্তু তোমার ত্যাজ্যপুত্র অসম্ভব। তবে কেন এ পাপিষ্ঠের উপর করুণা কচ্চ না?—ওঃ! বুঝেছি। এ অপবিত্র জিহ্বা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণে উপযুক্ত নয়।—এ পাপ-কলুষিত হৃদয় তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি চিন্তার জন্য নয়—তবে আমার উপায় কি হবে? মনুষ্য আমায় পরিত্যাগ করেছে—তুমিও পাপীকে ত্যাগ কল্লে—রে আমি কোথায় যাব—কোথায় এ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব? কোথায় গেলে, কি কল্লে, একদিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার শান্তি লাভ কর্ব্বো?—পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরে বেড়াব—নিবিড় বনে, তমোময় গিরিগুহায়, ভীষণ মরুভূমে, গভীর সাগরতলে তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'রে দেখবো, কোথায় শান্তি আমার ভয়ে লুক্কায়িত আছে।

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সিমধ্যস্থিত একটী গৃহ।

মল্হাররাও আসীন।

রাজা। জগদীশ্বর! কি পাপে আমার অদৃষ্টে এত শাস্তি লিখেছিলে? অবশেষে এই দারুণ মনোবেদনা দেবার জন্যই কি আমাকে এত সুখের অধিকারী করেছিলে? ওঃ! আমি কি ছিলাম, আর কি হয়েছি। ভারতবর্ষের মধ্যে সুরম্য বরদা নগর আমার রাজধানী, লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত মনুষ্য আমার প্রজা, আমার ভাণ্ডার অসংখ্য ধনরাশি ও বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—শান্তিপূর্ণ রাজভবন পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের আনন্দে আনন্দময়—একমাত্র পুত্রধনে আমি বঞ্চিত ছিলেম, বিধাতা আমার সে আশাও পূর্ণ করেছিলেন, সংসারের কোন সুখেরই আমার অভাব ছিল না—কিন্তু এখন আমি একেবারে অতল সাগরে নিমগ্ন হলেম, সকল সুখে বঞ্চিত হলেম। এই অল্প দিনের মধ্যে কি অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হ'ল?—

সেই সিংহাসন আমার শূন্য, ঐশ্বর্য্য আমার পরহস্তগত—আর সেই আনন্দময় রাজভবন আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাহাকারে এক্ষণে শ্মশান অপেক্ষা ভীষণতর! কর্ণেল ফেয়ার্ আমাকে বিষ-নয়নে দেখলেন,—তাঁর সুমিষ্ট পানীয়মধ্যে বিষ প্রবিষ্ট হ'ল,—সেই বিষ আমার অমৃতময় সুখ-পূর্ণ সংসারকে দগ্ধ কল্লে! এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা সুখী, আমা অপেক্ষা স্বাধীন - সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পুত্র-কন্যা-সহবাসে সেও শান্তি লাভ করে—নিকৃষ্ট বন্য পশু-পক্ষীরাও আমা অপেক্ষা সুখী, তারাও ইচ্ছামত বিচরণ কর্ত্তে পারে, ইচ্ছামত আপন স্ত্রী-পুত্রদের নিকট যেতে পারে—কেউ নিবারণ কর্ত্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই। কিন্তু আমি মনুষ্য—রাজা, আমার সে ক্ষমতা নাই!—আমি এখন বন্দী, ঘোর মিথ্যা কলঙ্কের ভার মস্তকে ধারণ ক'রে বন্দী! পরাধীনতা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর জগতে কিছুই নাই। প্রায় দুই মাস হ'ল, আমি এখানে বন্দী, জানি না, কত দিনে মুক্ত হব—কখন মুক্ত হব কি না, তাহাও সন্দেহ। (চিন্তা) কে আমার নামে কলঙ্ক রটনা কল্লে?—কে আমার সর্ব্বনাশ কল্লে? কে আমাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের সহবাসসুখে বঞ্চিত কল্লে? কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, কার দোষ দিব? দামোদর! তোমার প্রতি তো কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই—তোমাকে তো আমি প্রাণের তুল্য ভালবাসতেম—তবে কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—না, তোমারি বা দোষ কি?—অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাম—না হ'লে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি একা আমার বিরুদ্ধতাচরণ কর? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এখন এ কলঙ্ক কি মোচন হবে না? গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের মনের সন্দেহ কি নিরাকরণ হবে না? কমিশনারগণের তো মতের ঐক্য হয় নাই, এতেও কি তাঁর সন্দেহ দূর হবে না? লোকে তাঁকে সুবিচারক ব'লে সুখ্যাতি করে—আমার অদৃষ্টে কি তিনি বিমুখ হবেন? বোধ হয় না, বিশেষ যখন প্রজাগণ আমার পক্ষ, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক আমার পক্ষ, শুনতে পাচ্ছি, ইংলণ্ডের কতকগুলি সংবাদপত্র ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার সহায়তার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি মুক্তিলাভ কর্ব্বো না?—কবে লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে?—তাঁর অনুকূল অভিপ্রায়ের আশাতেই আমি জীবন ধারণ ক'রে আছি —যে মুহূর্ত্তে আমি সেই শুভ-সংবাদ পাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হবে—আহা! সে দিন কি আমার আনন্দের দিন হবে! আবার আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্র তুল্য প্রজাবর্গের মঙ্গল-চিন্তায় নিযুক্ত হ'ব। আবার আমার প্রাণাধিক কুমার সুমধুর বচন শুনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর্ব্বো, আবার সেই নয়নানন্দ নবকুমারকে অঙ্কে লয়ে তার মুখচুম্বন কর্ব্বো—আবার সেই হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর্ব্বো—নিরানন্দ রাজভবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে! (চিন্তা)

(মিড্ সাহেবের প্রবেশ)

আসুন মহাশয়—কোন সংবাদ এসেছে কি? আর কত দিন আমাকে এখানে এরূপে বাস কর্ত্তে হবে?

মিড্। না মহারাজ। এখানে আর আপনাকে অধিক দিন থাকতে হবে না। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আমি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হয়েছি, এই

রাজা। (সাগ্রহে) তবে আমি যা চিন্তা কচ্ছিলেম, তাই হয়েছে। গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর আমার প্রতি সুবিচার ক'রে আমার সিংহাসন আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন? জগদীশ্বর! লর্ড নর্থব্রুককে চিরজীবী করুন।

মিড্। না মহারাজ, সিংহাসনে বসাবার আশায় আপনি জলাঞ্জলি দিন। আপনার প্রতি বরদা-ত্যাগের আদেশ এসেছে।

রাজা। জগদীশ্বর! কি কল্লে! এত আশা দিয়ে আমায় একেবারে নিরাশানীরে নিমগ্ন কল্লে? মহাশয়, স্পষ্ট ক'রে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

মিড্। আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়েছে।

রাজা। হা! নির্ব্বাসন! মহাশয় সদয় হউন—বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। নির্ব্বাসন মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর!—আর নির্ব্বাসনের কথা বলবেন না।

মিড্। আজ আপনাকে বরদানগর ত্যাগ কর্ত্তে হবে, যত দিন জীবিত থাকবেন, আর কখন এ নগরে প্রবেশ কর্ত্তে পাবেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের অপ্রতুল নাই—গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লয়ে আপনি যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বাস কত্তে পারেন।

রাজা। মহাশয়! আর স্বচ্ছন্দের কথা মুখে আনবেন না—স্বরাজ্য ত্যাগ ক'রে, বরদা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র বাস আর নরকে বাস আমার পক্ষে উভয়ই সমান—প্রিয়ভূমি বরদা ভিন্ন যে স্থানে বাস কর্ব্বো, সেই স্থানেই নরক-যন্ত্রণা। মহাশয় নির্দ্দয় হবেন না, বলুন, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

মিড্। ওঃ! কি পাপ! কি অকৃতজ্ঞতা! আপনার নামে নরহত্যার অভিযোগ হয়েছিল, প্রাণদণ্ডই তার উচিত শাস্তি। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর অনুকূল হয়ে আপনার সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে কেবল কু-শাসন অপরাধে আপনার প্রতি নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়েছেন—আপনার প্রতি যে তাঁর কত অনুগ্রহ, তাহা কি আপনি দেখতে পাচ্চেন না?

রাজা। কি বল্লেন মহাশয়! কু-শাসন অপরাধে নির্ব্বাসিত হচ্ছি? কি আশ্চর্য্য! আবার এ কথার উৎপত্তি কোথা থেকে হ'ল? এক বিষদানের অপবাদে আমি দণ্ডী হলেম, বিচারালয়ে নীত হলেম, সর্ব্ব-সমক্ষে অপদস্থ হলেম, অবশেষে তার প্রমাণ হ'ল না ব'লে কি আমার প্রতি কু-শাসনের অপবাদ অর্পিত হ'ল? তবে এ কমিশনের কি আবশ্যক ছিল? এত অর্থ—

মিড্। মহারাজ! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই—আপনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজা। কখন্ আপনাদের এ কণ্টককে দূর করাবার কল্পনা করেছেন?

মিড্। আজ—এই দণ্ডে।

রাজা। এই দণ্ডে! বরদায় কি আমি আর এক নিশাও যাপন কর্ত্তে পাবো না? আহা! প্রিয় স্বদেশ, সাধের রাজ্য, হৃদয়ের বন্ধু, স্নেহময় পুত্র-কন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, সকলই জন্মের মত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, এ জীবনে আর দেখতে পাব না।—আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই, এখন এক বার জন্মের মত তাদের নিকট বিদায় লয়ে আসি—

মিড্। মহারাজ! তার আর অবকাশ নাই। যে সকল ভৃত্য আপনার সঙ্গে যাবে, তারা এতক্ষণ সকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় লয়ে এসেছে—আমি আর

অপেক্ষা কর্ত্তে পারিনে—আপনি এক্ষণেই আসুন।

রাজা। আপনার জিহ্বা কি তপ্ত লৌহে নির্ম্মিত? এ নিদারুণ কথা আপনি কিরূপে মুখে আন্‌লেন? সামান্য ভৃত্যগণও বিদেশ-গমনকালে আপনাপন স্ত্রী-পুত্রের নিকট বিদায় লয়ে এল, আর আমি চিরজীবনের জন্য রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয় মাতৃভূমি, স্ত্রীপুত্র-পরিবার সকলকেই পরিত্যাগ ক'রে চল্লেম, আর একবার তাদের নিকট জন্মের মত বিদায় নিতে পাব না? কি পরিতাপ! হা! হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল! প্রাণেশ্বরি! আমি জন্মের মত চল্লেম—কিন্তু একবার তোমায় দেখতে পেলেম না—যাওয়ার সময় একটী কথাও কইতে পেলেম না। প্রাণের কুমা! তোমার হতভাগ্য পিতা জন্মের মত দেশান্তরিত হ'ল, কিন্তু যাওয়ার সময় তোমায় একটী কথাও ব'লে যেতে পেলেম না।—হা! একবার জন্মের মত আদরের ধন নবকুমারকে যাওয়ার সময় কোলে কর্ত্তে পেলেম না—আহা! অজ্ঞান শিশু কিছুই জানছে না, তার অভাগা পিতার কি দুর্দ্দশা হয়েছে। জগদীশ্বর! তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ, দেখো, আমার অনাথ পরিবারগণ যেন অন্নাভাবে না মারা যায়—তোমা ভিন্ন তাদের আর সহায় কেউ নাই—এ পৃথিবীতে তাদের মুখপানে চাইবার আর কেউ নাই।

মিড্। মহারাজ, চলুন।

রাজা। বন্দীকে বন্ধন ক'রে লয়ে চলুন—আর শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? চলুন, কোথায় লয়ে যাবেন—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রেলওয়ে ষ্টেশন।

(বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত, প্রহরিগণ ও কর্ম্মচারিগণ নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান)

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) আজ তারের খবর সব বন্ধ হ'ল কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) মিড্ সাহেবের হুকুম, পেলি সাহেব বিলাত গেছেন, উনি এখন রেসিডেন্ট্।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) গাইকোয়াড়কে কি এই গাড়ীতে এখান থেকে পাঠান হবে?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) হাঁ।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) সব কাজ এত চুপি চুপি হচ্চে কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) পাছে প্রজারা গোলমাল করে।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) আচ্ছা, রাজা এখন কোথায়?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) চুপ্, ঐ বোধ হয় সব আস্‌ছে।

(মিড্ সাহেব ও সৈন্যগণ-বেষ্টিত মল্‌হার-রাওয়ের অধোবদনে প্রবেশ)

মিড্। অল্ রাইট?

ষ্টেশনমাষ্টার। অল্ রাইট।

মিড্। মহারাজ, সকলি প্রস্তুত, আপনি শকটারোহণ করুন্।

রাজা। জগদীশ্বর!

মিড্। আর বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি?

রাজা। না, আমি প্রস্তুত আছি—তবে মহাশয়ের নিকট একটী শেষ অনুরোধ। শুনছি, আমার প্রাণাধিকা কন্যা এই নিকটস্থ দেবমন্দিরে তার হতভাগা পিতাকে দেখবার

জন্য এসেছে, অনুমতি দিন, বিশ্বাস না হয়, প্রহরী সঙ্গে দিন,—একবার চিরজীবনের জন্য তাকে আলিঙ্গন ক'রে আসি। আহা! সরলা বালিকা উন্মত্তার ন্যায় আমায় দেখবার জন্য এতদূর এসেছে মহাশয় সদয় হউন, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন—সিংহাসন-চ্যুত নির্ব্বাসিত দুর্ভাগা রাজার এই শেষ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

মিড্। মহারাজ! কেন অধৈর্য্য হ'ন, কেন আমায় বারংবার বিরক্ত করেন, এ আপনার কন্যার সহিত দেখা করবার সময় নয়—আপনি শীঘ্র শকটে আরোহণ করুন।

রাজা। মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে?—এ অপমান—এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—এদের অনুরোধ করাই আমার মূর্খতা—

নেপথ্যে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না—আমি কারুর বারণ শুনবো না। রাজ-কুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাবে না।

রাজা। (সচকিতে) এ কি! এ না কুমার কণ্ঠধ্বনি?—আমার প্রাণাধিকা কুমা কি এখানে?

(বেগে কুমার প্রবেশ)

এ কি! আমার প্রাণপুতলী লজ্জার প্রতিমা কুমা এখানে কেন?

কুমা। (রাজচরণে পতিত হইয়া সরোদনে) বাবা! চল্লে, জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ করে চল্লে—আমার বাবা বলা কি জন্মের মত শেষ হ'ল—আর কি তুমি তোমার চরণ দেখতে পাবে না? আমার মার দশা কি হবে?—মা যে আমার আজ পথের কাঙ্গালিনী হ'ল—আহা-হা! এ নিদারুণ বার্ত্তা শোনবামাত্র তিনি মূর্চ্ছা গেছেন—ওঃ! ম', মা গো! তোমার দুর্দ্দশা দেখেই আমি রাজবাটী হ'তে ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

রাজা। মা, উঠ মা! আমার হৃদয়ের ধন উঠ—যাবার সময় আর আমায় বাধা দিও না—আর মা আমায় মুগ্ধ কর না—আর এ দগ্ধ-হৃদয়ে ছুরিকাঘাত কর না—তোমার হতভাগা পিতা জন্মের মত চল্লো—ঘোর কলঙ্কের ভার লয়ে চির-অন্ধকারে চল্লো!

কুমা। (উঠিয়া) বাবা! আমি শান্ত হয়েছি—আর কাঁদব না, সহসা মনোবেগ সংবরণ কর্ত্তে পারি নাই, তাই কেঁদেছি—কিন্তু বাবা, আর কাঁদব না, আর এখানে কেঁদে তোমায় কাঁদাব না। এখন আমি বরদা নগরে প্রতি প্রজার দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, ভারতবাসী হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, তাদের উৎসাহিত কর্ব্বো, দেখবো, তারা উৎসাহিত হয় কি না, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কি না!—স্বয়ং গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে ক্রন্দন কর্ব্বো। বাবা, দেখবো, এত ক'রেও আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না।

রাজা। মা, তুমি যে বুদ্ধিমতী, তেজ-স্বিনী—তুমি তা অনায়াসে পার।

মিড্। রাজকন্যার আর এখানে থাকা উচিত নয়—মহারাজ, কেন বিলম্ব কচ্চেন? —শীঘ্র যাত্রা করুন।

রাজা। (কুমাকে আলিঙ্গন করিয়া) তবে মা, তোমার দুঃখী পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও।

কুমা। ওঃ বাবা!—বাবা!—বাবা! (নীরবে রোদন।)

রাজা। মাতঃ জন্মভূমি! তোমার সন্তান তোমার নিকট হ'তে জন্মের মত বিদায় হ'ল।

[রাজার শকট আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান।

(উন্মত্তভাবে আলুলায়িতকেশে লক্ষ্মীবাই-য়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কৈ?—আমার হৃদয়েশ্বর কোথা? —কৈ, কাকেও যে দেখতে পাচ্চি না—তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? ওঃ! আমি কোথায় যাব? রাজভবনে ফিরে যাব না, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বো—

কুমা। মা! কর কি? কর কি? রাজ-মহিষীর কি এ স্থানে আসা উচিত?

লক্ষ্মী। এ কি কুমা, এখানে? মা, এখানে আসতে আর দোষ কি?—আর আমার লজ্জা কি?—কাল যখন আমাকে শিশু-সন্তান কোলে ক'রে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কত্তে হবে, তখন আমার লজ্জা কোথায় থাকবে? এখন বল মা কুমা, মহারাজ কোথায়? আমার হৃদয়েশ্বর কোথায়? আমার কণ্ঠরত্ন কোথায়? আর যে আমি সহ্য কর্ত্তে পারিনে!—আমি যে তাঁকে এক-বার জন্মের শোধ দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে আসছি—বিধাতা তাতেও বাদ সাধলে? এ নিষ্ঠুর রথ কি আমাকে অনাথিনী করবার জন্যই, আমার হৃদয়ের রত্নকে আমার হৃদয় থেকে ছিঁড়ে লয়ে যাবার জন্যই এ দেশে এসেছিল? ওঃ! বুক যে ফেটে যায়—আর যে সহ্য হয় না! আমার উপায় কি হবে? আমার অভাগা সন্তানের উপায় কি হবে? কে সে দুঃখিনীর ছেলের মুখপানে চাইবে? আর কে অভাগিনীর সন্তানকে আদর ক'রে কোলে কর্ব্বে? ওঃ! মা! মা গো! আমি রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী হলেম! রাজপুত্র কাঙ্গাল হ'ল! হা! এমন সর্ব্বনাশ কখন কারুর হয় না—

কুমা। মা! আর এখানে থাকা উচিত নয়—নিকটস্থ দেবমন্দিরে আমার শিবিকা আছে, চল মা বাড়ী যাই—সেখানে গিয়ে সকলে একত্রে হাহাকার কর্ব্বো। এতক্ষণ হয় তো মা আমার প্রাণত্যাগ করেছেন!—ওঃ! মহারাষ্ট্রকুলের গৌরবরবি আজ অস্তমিত হ'ল!

যবনিকা-পতন।

বিলাপ

বা

বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন।

পাত্রপাত্রী

পুরুষ।

দেবগণ, ঋষিগণ, পুণ্যাত্মাগণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বালক—(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পৌত্র), গায়িকাগণ, সাঁওতালগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সরস্বতী, বঙ্গভাষা, দয়া, দেবীগণ, অপ্সরাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সময়—উষা।

(মুদিত-কমলবনে সরস্বতী আসীনা)

সরস্বতী।— গীত।

কেন গো সংসার আজি মলিন এমন।
পরেছে প্রকৃতি সতী শোক-আবরণ॥
অরুণ কিরণ-রেখা, যেন ছায়া ছায়া-মাখা,
বিষাদ মাখিয়ে ব'য় কেন গো পবন।
সলিলে নলিনী-মালা,
কি যে আজি পেলে জ্বালা,
নাথে হেরে নতশিরে নীরে নিমগন।
ফুটেও ফুটে না কলি, কলিতে বসে না অলি,
তৃণ-ঢাকা নীল পাখা করে না গুঞ্জন।
নর নারী পশু পাখী, সকলের ঝরে আঁখি,
জীবের যেন গো আজি নাহিক জীবন॥

(বঙ্গভাষার প্রবেশ)

বঙ্গভাষা।— গীত।

আশায় পড়িল ছাই।
আহা বিদ্যাসাগর নাই, বিদ্যাসাগর নাই!
জীর্ণবাস দূর ক'রে, নব সাজ দিল মোরে,
সে জন নাহিক আর কার পানে চাই।

পর-ভাষা প্রিয় জ্ঞান, রাখে না আমার মান,
রাজদ্বারে অপমান যাব কার ঠাঁই।
যথা হয় উচ্চ-শিক্ষা, আমার মিলে না ভিক্ষা,
কে আর করিবে রক্ষা ঈশ্বরে শুধাই।
অভাগিনী বঙ্গভাষা কাঁদিয়ে বেড়াই ॥
সরস্বতী।—
আহা কে তুমি গো বালা, মরি শোকেতে বিহ্বলা,
আকুলিত প্রাণে গাও শোক-গাথা।
কোথা এলোকেশে যাও, কেন শূন্য পানে চাও,
কি তাপ তোমার হৃদে দিল বল ধাতা ॥
নয়নের নীর-রেখা, মলিন বয়ানে লেখা,
কার নাহি পেয়ে দেখা খুঁজিয়ে বেড়াও।
স্বর যেন চেনা চেনা, কে মা পরিচয় দে না,
নারী আমি মোর কাছে লজ্জা কেন পাও ॥
বঙ্গভাষা। বীণাধ্বনি জিনি, কার সুধাবাণী,
ও মা বীণাপাণি তুমি মা হেথায় ?
জনম-দুখিনী, তোমার নন্দিনী,
দেখ মা আজি গো কাঁদিয়ে বেড়ায় ॥
সরস্বতী। আহা বঙ্গভাষা, তোর হেন দশা,
আয় আয় বাছা মোর কাছে আয়।
কেন মা কাতরা, বল বল ত্বরা,
নলিন-নয়নে কেন ধারা বয় ॥
কোমল বলিয়ে, কোলেতে পালিয়ে,
সকল দুহিতা হ'তে ভালবাসি।
বঙ্গবাসিচয়, কোমল-হৃদয়,
সে সবারে তাই তোরে স'পে আসি ॥
কও মা গো কথা কিবা পেলে ব্যথা,
কেবা ব্যথা বল দিল মা তোমায় ?
বঙ্গভাষা। মা গো কি বলিব আর,
আজ বঙ্গে হাহাকার,
বঙ্গরাণী-শিরোমণি ত্যজেছে জীবন।
বিষাদ-বিষণ্ণ বঙ্গ, নাহি কার্য্য নাহি রঙ্গ,
একসঙ্গে মনোভঙ্গে করিছে রোদন ॥
বিদ্যার্থী বালকগণ, শোকনীরে নিমগন,
পিতৃহীন প্রায় করে অশৌচ গ্রহণ।
ধূলা-মাখা খালি পায়, নতমুখে চ'লে যায়,
শিশুর অধরে নাই হাসির কিরণ ॥
শিক্ষক পণ্ডিত যত, শোকে সব মর্ম্মাহত,
শিষ্য সনে ক্ষুণ্ণ-মনে কাঁদে উভরোল।
বণিক্ বাণিজ্য ছাড়ি, শ্মশান করেছে বাড়ী,
অধ্যাপকগণ ধায় শূন্য করি টোল ॥
জাতি বর্ণ নাহি ভেদ, সবাই করিছে খেদ,
ঈশ্বর বিহনে গেছে ধর্ম্মদ্বেষ ঘুচে।
অন্তঃপুরে কুলবালা, ধরাসনে অঙ্গ ঢালা,
অবিরল অশ্রুজল আঁচলেতে মুছে ॥
আঁধার করিয়ে ঘর, কোথা গেলে সাধুবর,
তাপিত সন্তানে ফেলি কোথায় চলিলে।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ জন, লক্ষেতে হয়ে পূরণ,
তব শোকে বঙ্গ আজ ভাষায় সলিলে ॥
ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে চিতা, মরেছে আমার পিতা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দেবি হইনু কাতর,
হা বিদ্যাসাগর আহা হা বিদ্যাসাগর !!
সরস্বতী। আহা, নাহিক ঈশ্বর ?
বঙ্গভাষা। বিদ্যার সাগর মা গো দয়ার সাগর !
সরস্বতী। আহা,
বড়ই আমারে সে যে পূজিত যতনে।
বঙ্গভাষা। গ্রাসে বুঝি কাল তাই অমূল্য
রতনে ॥
সরস্বতী। আহা,
তাই আজি কেঁদে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ।
তাই আজি বসুমতী হলো শূন্য জ্ঞান ॥
(গীত)
তাই বুঝি আজি বীণা বাজে না বাজে না।
এত ভূষা তবু উষা সাজে না সাজে না ॥
কুসুমে নাহিক হাস, বাতাসেতে হা হুতাশ,
ত্রাস পেয়ে অলি বুঝি গাজে না গাজে না।
বঙ্গের হৃদয়-মাঝে, শত তপ্ত শেল বাজে,
আহা বিদ্যাসাগর আজ রাজে না রাজে না ॥
বঙ্গভাষা। কোথায় আমার স্থান বল মা সুধাই,
বঙ্গ বিনা বঙ্গভাষা যাবে কার ঠাঁই ॥

সরস্বতী। বঙ্গের মঙ্গল হেতু তোমার সৃজন।
এই স্থানে রহ বাছা পাইবে যতন॥
এখনও কয়েকজন আছে মতিমান্।
তারা তোরে সদা করে অতি প্রিয়জ্ঞান॥

বঙ্গভাষা। আশ্বাসে বিশ্বাস মা গো রাখিব তোমার।
মধুর মধুর কথা বল বার বার॥

সরস্বতী। জনক জীবনকালে, পুত্র ফেরে অবহেলে।
পিতার মরণে নিজ কার্য্য বুঝি লয়।
ছিল বিদ্যার সাগর, না ছিল অভাব ডর,
এখন দেখিবে বঙ্গে নব অভ্যুদয়॥
অর্থকরী পরভাষা, তাই তাহাতে পিয়াসা,
মাতৃভাষে ভালবাসা নয় মূলহীন।
প্রথম কথার ছলে, শিশুকালে মা মা বলে,
যেই ভাষে সে ভাষা কি ভুলে কোন দিন?
মনের সনেতে মন, যেই ভাষে আলাপন,
যে ভাষায় হাসা কাঁদা নিশার স্বপন।
বঙ্গের সন্তানগণ, মোহঘোরে অচেতন,
একদিন একদিন চিনিবে রতন॥
ধরায় রোদন-ধারা, হেরে তুমি আত্মহারা,
গোলোকে পুলক দেখ আসি মম সনে।
পুণ্যাত্মা ঈশ্বর অন্তে, ঈশ্বরের পদপ্রান্তে,
বিদ্যার সাগর বসে শান্তি-নিকেতনে॥

[সরস্বতী ও বঙ্গভাষার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

কলিকাতা, নিমতলার ঘাট।

(একজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। হা কি দুর্দ্দৈব! কি পরিতাপ! বঙ্গভূমি আজ শূন্য হ'ল, বঙ্গভাষা আজ পিতৃহীনা হ'ল, বঙ্গবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিহীন সমুজ্জ্বল প্রতিভাপূর্ণ গৌরবের ধন আজ করাল কালের যবনিকান্তরালে অন্তর্হিত হ'ল! যাঁর বর্ণপরিচয় করে ধরিয়া মাতৃভাষার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছি, যাঁর 'সীতার বনবাস' 'বেতাল' পাঠে বুঝিয়াছি যে, বঙ্গভাষা অবজ্ঞার নহে, আদরের সামগ্রী, যিনি আবর্জ্জনাদি বর্জ্জন করিয়া দেবভাষা-প্রসূত মাতৃভাষাকে সুললিত সুন্দর সাজে সাজাইয়া নবীন জীবন দান করিয়াছিলেন, তাঁহার চিতাধূম দৃষ্টি রোধ করিয়া গগনে উত্থিত হইতেছে,আজ তাই দেখিতেছি! ওহো, চক্ষে দেখিতেছি, তবু যে এ কথা মন বিশ্বাস করিতে চায় না। এ কি সত্য! সত্য সত্যই কি বিদ্যাসাগর নাই! ঐ বহ্নিসংযুক্ত কাষ্ঠস্তূপ সত্যই কি সেই সরস্বতীর বরপুত্রের শব ভস্মে পরিণত করিতেছে? বিপদের বন্ধু আর কোথায় পাব! সংসার-সমরের বিষম সমস্যায় কে আর আমাদিগকে সৎপরামর্শ দান করিবে? সুমিষ্ট শাসনে সেই গুরুদেব বিনা কে আর আমাদিগের শতদোষ সংশোধন করিবে? রহস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুককথায় কে আর আমাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবে? মানব-দেহে অনাথনাথ হয়ে অনাথকে কে আর আশ্রয় দিবে? হা বিদ্যাসাগর! হা বিদ্যাসাগর।

নেপথ্যে। হা বিদ্যাসাগর! হা বিদ্যাসাগর!

(২য় নাগরিকের প্রবেশ)

২য় নাগ। না, দেখা যায় না, দাঁড়িয়ে আর দেখা যায় না! এই যে ভাই তুমি এখানে, আমিও পালিয়ে এলেম, এ ভীষণ, মর্ম্মঘাতী দৃশ্য দেখে কার সাধ্য?

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগ। স্ত্রীলোকেরা বলে যে, দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না, তা

যথার্থ। অভাব বিহনে কোন বস্তুর মূল্য উপলব্ধি হয় না, মনুষ্যের মৃত্যুর পরই বোঝা যায় যে, তাহার অভাবে সংসারে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনকালে তাঁহার ব্যক্তিগত মহত্ত্বের নিকট, তাঁহার অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি দয়াদাক্ষিণ্যাদি অতুলনীয় বিবিধ সদ্‌গুণের সমক্ষে সকলে প্রণত হইত বটে, কিন্তু আজ তাঁর দেহাবসানে এই শ্মশানে যে ভক্তিমিশ্রিত করুণার দৃশ্য দেখিলাম, তাহা সম্ভাবিত বলিয়া কখনও স্বপ্নেও অনুমান করি নাই। উচ্চ নীচ ভেদ নাই, সামাজিক পার্থক্যের বিচার নাই, পদমর্য্যাদার প্রাচীর ভঙ্গ হইয়াছে, দীনতার কুণ্ঠিত ভাব, সম্ভ্রমের অভিমান, কুলমহিলার অবগুণ্ঠন, বিদ্যাসাগর বিহনে এ শ্মশানে সকলই আজি শোকসাগরে বিসর্জ্জন হইয়াছে। এই ভাগীরথীতীর-সমাগত সহস্র সহস্র নরনারী আজ এক সাধারণ পরিবারের অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; একই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া সকলে যেন এক সংসারের একমাত্র অবলম্বনের জন্য একপ্রাণে সমস্বরে রোদন করিতেছে। এরূপ মৃত্যুর জন্যও মনুষ্য-জীবন প্রার্থনীয় !

৩য় নাগ। যথার্থ, যথার্থ; যাবতীয় লোককে এমন শোকাকুল হইতে আর ইদানীং দেখা যায় না। তবে দুই একটী লোক একটু কাণঘুষো কচ্চিল—তারা খুব দুঃখ কচ্ছিল বটে—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণের কথা অনেক বলছিল, তবে ঐ একটু খুঁৎ; বলাবলি কচ্ছে যে, বিধবা-বিবাহের মতটা প্রচার না কল্লে চন্দ্রে আর কলঙ্ক থাকিত না।

৪র্থ নাগ। যারা এই কথা বলে, তাদের দৃষ্টি নিতান্ত অন্ধ, চরিত্রবিশ্লেষণের শক্তি তাহাদের আদৌ নাই, মনুষ্যের হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে তাহাদের প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে নাই। আমি স্বয়ং একজন বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নই, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী বিধবা আমার চক্ষে মানবী নয়—দেবী। যখন দেখি, দৈহিক বৃত্তি-সমুদয় পতির চিতায় ভস্ম করিয়া জ্বালাময় প্রাণকে দেহে আবদ্ধ করত স্বামীর স্বর্গকামনায় বিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তখন তাঁহাদের চরণে মস্তক স্বতঃ অবনত হয়। কিন্তু যখন বিদ্যাসাগর বঙ্গের বিধবার দুঃখে কাতর হন, তখন সে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা কয় সংসারে ছিল? তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে ইংরাজ-সমাজের যত মলা আবর্জ্জনাদি ভাসিয়া আসিয়া আমাদের সমাজের শান্ত সলিলকে কলুষিত করিতেছিল, সেই পুরাতন হিন্দুসমাজের পবিত্রভাব অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল, সহধর্ম্মিণী বিলাসিনীতে পরিণত হইয়াছিল, বিদ্যাসুন্দর, নিধুর টপ্পা অন্তঃপুরে রামায়ণ মহাভারতের স্থান অধিকার করিতেছিল, ভোগবিলাস স্বার্থসুখ ইষ্টমন্ত্রের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; পিতা রোহিত মৎস্যের মুণ্ড উদরসাৎ করিলেন,তৃতীয় পক্ষের বিমাতা সেই পাতে প্রসাদ পাইলেন, পুরোহিত আম্ররস ক্ষীর খদিকা-সংযোগে ফলাহার করিয়া একাদশীব্রত-পালনে পুণ্য-সঞ্চয় করিলেন, আর একাদশবর্ষীয়া বিধবা বালিকা সেই জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে জলবিন্দু জিহ্বায় না দিয়া ধর্ম্মরক্ষক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের আহারকালে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, নিশাসমাগমে লালসা উদ্দীপনকারী বিলাসবেশে বিভূষিতা হইয়া সঙ্গিনী সধবাগণ স্বামীসঙ্গে পালঙ্কে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন, আর রুক্ষকেশা মলিনবেশা কৌমার-পতিহীনা বালা

পার্শ্বস্থ কুটীরে কঠোর শয্যায় মৃদুহাস্য-মিশ্রিত কঙ্কণ-ঝঙ্কন শুনিতে শুনিতে জাগিয়া যামিনী-যাপন করিল! কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া, কি উপদেশ পাইয়া, কি সঙ্গগুণে, সে বয়ঃস্বভাব-সুলভ মনোবৃত্তি দেহের আসক্তি নিবৃত্ত করিবে? উপদেষ্টা নাই, সাধুসঙ্গ নাই, কাজেই আপনাকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা উৎপীড়িতা জ্ঞানে চক্ষু হ'তে অশ্রুজল প্রবাহিত করিতে লাগিল; বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে সেই অশ্রুকণা মিশ্রিত হইয়া দয়ার সাগরে করুণার তরঙ্গ উথলিত করিল। তিনি যে ব্রত অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে ব্রতের সমক্ষে সকল আপত্তি তিরোহিত হইত; সেই মহাব্রত—দয়া,—দান তার অনুষ্ঠান। বিদ্যাসাগরের প্রতি কার্য্যে দেখিবে, দান বই আর কিছু নাই. যে দয়াব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি ভাষাকে জীবন-দান, সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, শোকাতুরকে প্রবোধদান, ভয়ার্ত্তকে অভয়দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিয়াছিলেন, সেই দয়াব্রতের অনুষ্ঠানেই পতিসঙ্গ-জ্ঞান-রহিতা কুমারী বিধবার কাতরতাতে কাতর হইয়া তাহাদিগকে পতিদানে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দয়া জাগিয়া উঠিলে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে অন্য কোন বৃত্তি তর্ক জ্ঞান স্থান পাইত না, স্বদেশবৎসল বীর মাতৃভূমি-রক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে যেমন তাহার হৃদয়ে নরহত্যা-পাপের কথা উদয় হয় না, অন্যের কথা দূরে থাক, আভ্যন্তরিক কলহ বশতঃ শোণিতাপ্লুত আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনার্থ শান্তিদান-কামনায়, দীন দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে যখন ভগবান্ নারায়ণ দীননাথ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন কুরুক্ষেত্রে বা যদুবংশধ্বংসকালে, হত্যা মিথ্যা জ্ঞাতিনাশ আদি পাপ বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া কেবল দীনের সহায় হইয়া "দীননাথ" নাম কিনিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বিদ্যাসাগরও সমাজবন্ধন, লৌকিক নিয়ম, প্রতিপক্ষের তাড়ন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একমাত্র কৌমার-বিধবার কাতরতায় আকুল হইয়া "দয়ার সাগর" নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

৩য় নাগ। বটে বটে ঠিক; বিদ্যাসাগর যে দয়াবান্ ছিলেন, এ কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু বিধবা-বিবাহটা হিন্দুর প্রাণে কেমন কেমন লাগে, তাই লোকে বলাবলি করে।

৪র্থ নাগ। হিন্দু কই? হিঁদুয়ানী কে রাখে? এমন সংসার যদি থাকে, যেখানে সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্নভাবে প্রতিপালিত হয়, যেখানে কর্ত্তা গৃহিণীকে বিলাসের সামগ্রী না করিয়া সহধর্ম্মিণী ভাবেন, পত্নী পতিকে শয্যাগুরু না ভাবিয়া ধর্ম্মগুরু জ্ঞানে, "পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ" বলিয়া পূজা করেন, বিধবার প্রতি গৃহস্থ সকলে সমবেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা-বাক্যে ও সদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মচার্য্য শিক্ষা দেন, দেবপূজাদিতে রত রাখিয়া পুরাণপাঠাদি শ্রবণ করাইয়া আত্মসংযমে প্রবৃত্তি দেন, সেখানে বিধবার বদনে প্রশান্ত বিষাদ দেখিতে পাইবে, কিন্তু দৈহিক লালসায় নব-পতি অভিলাষ নয়নে লক্ষিত হইবে না। আর বিদ্যাসাগর হিন্দু-শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়াই বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন; যে শাস্ত্রকারের মত তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থিতিস্থাপকতা-গুণে ও ব্যাখ্যাকারিগণের পাণ্ডিত্যপ্রভায় তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকচয়ের বিপরীতার্থও করা যায় সত্য, কিন্তু এ কথা বোধ হয় যে, তাঁহার শত্রুরাও বলিবে না যে,

বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণার বশে দৃঢ়বিশ্বাসে ঋষিবাক্যে নির্ভর না করিয়া, পাশ্চাত্য প্রথার দৃষ্টান্তে আধুনিক উৎকট সমাজ-সংস্কারকদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বিধবার বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আচারে ব্যবহারে, নিষ্ঠায় ক্রিয়ায় আজকাল আজীবন কয়জন তাঁহার ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে? আর পরিচ্ছদ—এই যে জাতীয়তা জাতীয়তা হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব—দুই পাত ইংরাজী পড়িলেই সকলই কোট-পেণ্টুলেনের কবলগত হয়; কিন্তু ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় অধিকার সত্ত্বেও রাজপ্রসাদকে তুচ্ছ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চিরপ্রচলিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বেশে আজীবন ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। মাতা পিতাকে অন্নে বঞ্চিত করিয়া সপাদুকা দেবগৃহে উপবেশন করত যবন-জন-প্রিয় পক্ষী-মাংস সংযোগে ম্লেচ্ছায় ভোজন করিয়া বিধবা-বিবাহের বিরোধী পরিচয়ে হিন্দু নাম ক্রয় করা অপেক্ষা, বিদ্যাগরের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনাক্ষমা বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।

১ম নাগ। যাক, ও সব তর্ক-বিতর্কের দিন আজ নয়, আজ দোষ-গুণ-বিচারের দিন নয়, কাঁদিবার দিন, এস সকলে মিলিয়া নয়নজলে তাঁর চিতাভস্ম ধৌত করি, আর তাঁহার কোন স্মরণার্থ চিহ্নস্থাপনবিষয়ে স্থির করি।

৫ম নাগ। তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন তো তিনি আপনিই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন তিনি সকলের স্মৃতিপথে বিরাজ করিবেন, যে যে ব্যক্তি বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, সেই সেই ব্যক্তিই তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন; যত জন তাঁহার অর্থে অনুকম্পায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পদসম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাঁরা সকলেই তাঁর স্মরণার্থ চিহ্ন; তাঁহার স্থাপিত বিদ্যা-মন্দির সকল, তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী, তাঁহার দানভাণ্ডার সকলই তাঁর অক্ষয় স্মরণ-চিহ্ন; যাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া লোকে প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবে, তাঁহার জন্য আবার অন্য স্মরণচিহ্নের প্রয়োজন কি?

১ম নাগ। না না, কি জান, তবু এখনকার একটা প্রথা হয়েছে, একটা পরিদৃশ্যমান স্থায়ী স্মরণচিহ্ন স্থাপন করা আবশ্যক না হ'লে আমাদের দেশের কলঙ্ক হবে।

৫ম নাগ। কি, পটপ্রতিমাদি? যে মহাত্মা যাবজ্জীবন আড়ম্বরের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার স্বর্গগত আত্মার মর্ত্ত্যের কার্য্যের প্রতি যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে এরূপ সম্মানপ্রদর্শন কখনই তাঁহার অনুমোদিত হইবে না। চিত্র তো তাঁর প্রতি হৃদয়ে অঙ্কিত, দেবদেবীর পটের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পট বহু গৃহে বিরাজ করিতেছে, ভবিষ্যতে প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই আদর্শ মহাপুরুষের প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলে আমরা তাঁহার যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিব। তবে লৌকিকতার অনুরোধে একান্তই যদি কোন দর্শন-চিহ্ন স্থাপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার মতে বৈদেশিক চিত্রকর-ভাস্করাদির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া, যে মহাকার্য্যের জন্য তিনি ধন মন প্রাণ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন কার্য্য করা উচিত; একটী অনাথাশ্রম-স্থাপন, যেখানে অনন্যোপায় বালকগণ গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যা-দান প্রাপ্ত হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করত যাবজ্জীবন সেই মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের নাম গান করিতে পারে, ইহাই বোধ হয়, সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

নেপথ্যে। হরিবোল,হরিবোল,হরিবোল!

নাগরিগণ। শেষ কার্য্য অবসান,—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

(একজন আত্মীয়ের প্রবেশ)

আত্মীয়। হরিবোল হরিবোল হরিবোল. আর কি, সব শেষ হ'ল, খুব কাজে এসেছিলেম, খুব দেখলেম, ধীশক্তির আধার সেই প্রশান্ত ললাট, সেই করুণাপূর্ণ সহাস্য বদন আজ হুতাশনে আহুতি দিলেম, যে স্নেহমাখা বাহুযুগল পর্ব্বতবাসী অসভ্য সাঁওতালদিগকেও সন্তানের ন্যায় আলিঙ্গন করিত, যে পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইতে মন সতত লালায়িত হইত, সেই সকলই আজ বহ্নিমুখে ভস্মসাৎ করিলাম। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর! যারে সকলে চায়, সেই চ'লে যায়, যে অনেকের আশ্রয়, কাল তারে আগেই নেয়, হা বিদ্যাসাগর! হা বিদ্যাসাগর!

সকলে। হা বিদ্যাসাগর, হা বিদ্যাসাগর!

গীত।

জান না রে মায়াহীন দীপ্ত হুতাশন।
কার কম কায়াখানি করিলি দাহন॥
জন্মে যার ধরা ধন্য, যার নামে বঙ্গ মান্য,
আলো করেছিল বঙ্গ-সাহিত্য-কানন।
দয়ার ক্ষীর-সাগর, ছিল রে বিদ্যাসাগর,
কেন রে কঠোর কাল করিলি হরণ!
করে বর্ণপরিচয়, সুকুমার শিশুচয়,
আঁখি-জলে ভেসে যায় মলিন বদন।
প্রবীণের অশ্রু ঝরে, দীন কাঁদে অন্ন তরে,
বালিকা বিধবা কাঁদে করিয়ে স্মরণ।
প্রতিভায় পরিপূর্ণ, দারিদ্র্যের দর্প চূর্ণ,
সে সাগর-মাঝে ছিল কত রে রতন,
(অনন্ত সাগরে) আহা বিদ্যাসাগর মিলন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ম্মাঠার সন্নিহিত পার্ব্বত্যপ্রদেশ।

(একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। বোস, দাদা, বোস, এই গাছতলায় ব'সে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেওয়া যাক, এখন আর পথ চলা অভ্যাস নাই, খানিকটা এসেই হাঁফিয়ে গেছি।

বালক। দাদা, কখন্ কলকেতা দেখব?

ব্রাহ্মণ। এই একটু জিরিয়েই চলতে আরম্ভ করব আর কি,সন্ধ্যা নাগাদ ইষ্টিসানে পৌঁছিব, সেখানে একটু জলটল খেয়ে নিয়ে রাত্রের গাড়ীতে চড়ব, কলকেতায় গিয়ে ভোর হবে।

বালক। হ্যাঁ দাদা, কলকেতায় গিয়ে ঘোড়গাড়ী চড়ব?

ব্রাহ্মণ। অদৃষ্টে থাকে, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে চড়বে বই কি, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখতে পার, আপনার কাজ গুছিয়ে নিতে পার, সুখী হতে পারবে; সেই আশা, তেই ব্রাহ্মণীকে কাঁদিয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে মায়া কাটিয়ে তোমায় কলকেতায় রেখে আসতে যাচ্ছি।

বালক। কার কাছে আমায় রেখে আসবে দাদা? তুমি না থাকলে, ঠাকুরমা না থাকলে আমি একলা কার কাছে থাকব দাদা?

ব্রাহ্মণ। দাদা, যাঁর কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি, তাঁর কাছে তুমি আমার চেয়েও যত্ন পাবে।

বালক। তিনি কে দাদা?

ব্রাহ্মণ। তিনি গরিবের মা বাপ, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর!

(দয়ার প্রবেশ)

দয়া। "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর," এখানেও ঐ নাম শুনি, যেখানে যাই, ঐ নাম। হেথায় গিরিমালাও কি শোকভরে ঐ মধুর নাম প্রতিধ্বনি কচ্চে? আহা! ও কে দুটী ব'সে? আহা, দিব্যি ছেলেটী. সঙ্গে স্থবির ব্রাহ্মণ, বোধ হয়, পথিক পথশ্রান্তে কাতর; কে বাছা তোমরা এখানে ব'সে? তোমরা কি পথশ্রমে কাতর হয়েছ?

ব্রাহ্মণ। পৌত্রটী আমার অতি শিশু, আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই রৌদ্রে পর্ব্বতপথে চ'লে বড়ই কাতর হ'য়েছিলাম বটে, কিন্তু বাছা, তোমার মুখ দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে ক্লান্তি যেন কোথায় চ'লে গেল, দেহে যেন নূতন বল পেলেম, কে মা তুমি? কোথায় বাড়ী তোমার মা? কার ঘর তুমি আলো করেছ?

দয়া। বাছা, ঘর আমার বিষ্ণুপুর,
মনে কল্লেই কাছে, মনে কল্লেই দূর!
আমার বাপের নামটী দয়াময়,
নাম কল্লে যম পায় ভয়,
আমি তাঁর মেয়ে ব'লে,
আমায় লোকে দয়া বলে;
ঐশ্বর্য্যের তাঁর নাই সীমানা,
লুটুক যে সে নাইক মানা।
বাবার সবার প্রতি দয়া,
কেবল মেয়েকে নাই মায়া;
চিরদিনই হা হুতাশ,
চিরদিনই বনে বাস;
দয়ার পানে দয়া ক'রে
স্থান দেয় না কেউ ত ঘরে।
কচিৎ কারুর দয়া হয়
যদি দয়ায় দেয় আশ্রয়,
অঁাস্নি কান্না কাটনী বেদনা যেথা,
হাত ধ'রে মোর নে যায় সেথা।
মুছি মুছাই চক্ষের জল,
জন্মে আমার কর্ম্মফল।

ব্রাহ্মণ। আহা, বড় ঘরের মেয়ে হয়ে এত দুঃখ পাচ্ছ? আমরা কলকেতায় যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যাবে?

দয়া। সেথায় তোমরা কি করতে যাচ্ছ বাবা?

ব্রাহ্মণ। বাছা, আমরা দুঃখী, তুমিও দুঃখী, বিশেষ মা, তোমার নামটীও দয়া, মুখটীও যেন মায়া-মাখা, তোমার কাছে দুঃখের কথা বলি। যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্তর ছিল, জমীদার মহাশয় তা কেড়ে নিয়েছেন, ছেলেটী তেমন লেখাপড়া শেখেনি, তায় রুগ্ন, নিজের এই স্থবির অবস্থা, দিন চলা ভার, পিতৃপিতামহের নাম রাখবার ভরসা এই পৌত্রটী, এ যদি লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে মানুষ হয়, তবেই ব্রাহ্মণের ঘরটা বজায় থাকে, লেখাপড়া শেখাবার সঙ্গতিও নাই, এত দিন কিছুই কত্তে পারিনে, সম্প্রতি কিছুদিন হ'লো, কলকেতা থেকে একজন মহাপুরুষ এসে এখানে বাস করেছিলেন, পরম্পরায় শুনলেম যে, তাঁর অতুল বিদ্যা, অসীম দয়া, এমন কি, এই পাহাড়ী সাঁওতালগুলোকে তিনি মানুষ ক'রে তুলেছেন, তাদের ব্যামো হ'লে চিকিৎসা, তাদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা কিছুতেই যত্ন কর্ত্তে, অর্থব্যয় করতে ত্রুটি করেননি। এই সাঁওতালেরা তাঁহার নাম শুন্‌লে নাচে, কাঁদে, হাসে, তাঁরে বাবা ব'লে ডাকে।

দয়া। আহা, পরের দুঃখ মাথায় করে,
কজন এমন এ সংসারে?
মরেও সে জন হয় অমর।
হ্যাঁ, কি বল তার পর?

ব্রাহ্মণ। পৌত্রটীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে সব কথা খুলে বল্লেম, শুনে ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু দিয়ে জলধারা পড়তে লাগল।

শ্রীধরকে আমার কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'ঠাকুর, ছেলেটী আমায় দিন, আমি একে আমার কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে দেব, এর কোন ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে দেখে যাবেন, তার যাতায়াতের খরচ পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে পাবেন। সে সময় এর বাপের পীড়া কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ ব্রাহ্মণীকে আর বৌমাকে বোঝাতে না পারায় সঙ্গে দিতে পারিনি। এখন সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর কাছে রেখে আসতে যাচ্ছি। দশ দিন চখের আড়ালে থেকে যদি মানুষ হয়, ভবিষ্যতে ওর ভাল হয়, মিছা মায়া ক'রে সে কার্য্যে বাধা দেওয়া আমাদের পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত নয়, বিশেষ সে মহাপুরুষকে দে'খে আর কথা শুনে আমার তাঁর প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয়েছে।

দয়া। হ্যাঁ বাছা, নিয়ে যাচ্ছ যাঁর কাছে,
সংসারে তেমন কজন আছে?

ব্রাহ্মণ। মা, এ সংসারে তাঁর দ্বিতীয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎ দয়ার সাগর।

দয়া। ঠাকুর, কি বল্লে, বিদ্যাসাগর!
ওগো সেই যে আমায় কর্‌ত আদর।
আহা! সেথা যেও না যেও না,
তার দেখা পাবে না পাবে না।
এ ধরা পাপে ভরা,
আপন নিয়ে সবাই মরা;
অমন মানুষ কি হেথায় রয়,
ভবের জ্বালা সে কদিন সয়?

ব্রাহ্মণ। কি বল বাছা, কি বল বাছা, বিদ্যাসাগর মশাই নাই! তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে! আমি যে বড় আশা ক'রে এই বৃদ্ধ-বয়সে পথকষ্ট সয়ে এই পৌত্রটীকে তাঁর হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছিলেম; না না, তোমার ভুল হয়েছে, তুমি মিছে শুনেছ; অমন মানুষ গেলে কাঙালের উপায় কি হবে? অনাথেরা আর কার কাছে দাঁড়াবে? এই সাঁওতালেরা ত পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেবে। বাছা তুমি সত্য বলছ? কোথা শুনলে, কার কাছে এ সংবাদ পেলে?

দয়া। বাছা, সে ছিল আশ্রয় আমার,
দুঃখের ধরায় দয়ার আধার;
সাথে ক'রে মোরে যেত ঘরে ঘরে,
রোদন দেখলে বদন মুছাত;
ব্যথা পেয়ে নিজে
পরের ব্যথা ঘুচাত।
বাছা, তার কত গুণ আমিই জানি,
তারে খুব চিনি খুব চিনি।
পালাল পাখী ফাঁকি দে উড়ে,
ভাঙা খাঁচাখানা গেছে পুড়ে;
দুঃখীর মায়া ভুলতে নারি,
আধার খুঁজে ঘুরি ফিরি,
যাও বাছা যাও ফিরে ঘর,
তোদের নাইক আর বিদ্যাসাগর।

ব্রাহ্মণ। কি সর্ব্বনাশ, সত্যই তবে বিদ্যা-সাগর নাই! হাজার হাজার নিরাশ কাঙাল যাঁর মুখ চেয়ে আশা পেত, তাঁর মৃত্যু হ'ল! থাকবে কেন, থাকবে কেন, অমন দয়াল চিরকাল থাকলে পৃথিবী হতে যে কাঙাল নাম লোপ পাবে। যে বিদ্যার তৃষ্ণায়, ক্ষুধার জ্বালায় আত্মীয়ের কাছে স্থান পায় নাই, বন্ধুর কাছে স্থান পায় নাই, প্রতিবেশীর কাছে নিরাশ হয়েছে, কোথায়ও যার আশ্রয় ছিল না, তারই আশ্রয় ছিল বিদ্যাসাগর। হা দীনবন্ধু, হা পরমেশ্বর! ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট, ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট!

বালক। দাদা, কাঁদ্‌ছ কেন, কল্‌কেতায় চল না।

ব্রাহ্মণ। আর কল্‌কেতায় যাব, কার

কাছে যাব, বড় আশায় ছাই পড়ল, গরিব ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বিদ্যাসাগর চ'লে গেল।

দয়া। ঠাকুর, কাঁদলে যদি সে আসে,
আমিও কাঁদি ব'সে।
যা হবার তা হয়ে গেছে,
দুঃখ আর করবে মিছে;
ভাব দয়াময় হৃষীকেশে,
কাল যাবে না দুঃখ-ক্লেশে।
সাগরের শিষ্য অগণন,
আর যত ভক্তজন
রাখতে তাঁর স্মরণ
করেছে মনন
দেবে অনাথে আশ্রয়,
ভেব না, ঘুচবে ভয় ঘুচবে ভয়।
ছেলেটীর হাতে ধ'রে
যাও বাছা ফিরে ঘরে,
কাঁদছ যাঁর মরণে, তাঁর স্মরণে
ফেলে দুটো ফোঁটা অশ্রুজল—
ডাকলে পরে মঙ্গলময়ে
সবই হবে সুমঙ্গল।

ব্রাহ্মণ। এস দাদা, ফিরে চল আর কি। হা মধুসূদন, হা ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট! বিদ্যাসাগর গেল, কি হল, কি হল!

[ব্রাহ্মণ ও বালকের প্রস্থান।

(সাঁওতালগণের প্রবেশ)

১ম সাঁও। সব্বা নাশ ভাই সব্বা নাশ ভাই।

২য় সাঁও। মল ঠাকুর গোঁসাই, মল ঠাকুর গোঁসাই।

৩য় সাঁও। কাল যমরার মুখে ছাই, মুখে ছাই।

৪র্থ সাঁও। মোরা কোথা যাই আর কার খাই।

সকলে। চল জঙ্গল যাই আর পণ্ডিত নাই, পণ্ডিত নাই।

গীত।

কি কঠিন জান তোয় দেও রে।
যমরা হামরা বাপ ছিনি নিলি রে।
সাগর মোদের বাবা, সে সাগর মোদের মা,
গেল বাপ মাতারি মোরা কোথা যাই রে॥
পণ্ডিত বাবা যেমন, মিলে না দুটা তেমন,
জলা কপাল সাঁওতালে কে আর পালে-রে।
কে খেলাবে আর মুঠা ভাত,
ঘুমবে কে আর দিয়ে হাত,
জঙ্গলী যানা ফের জঙ্গলী হব রে।
খেলিয়া ছেলিয়া সাথ,শিখায়ে কেতাবী বাত,
রাতকা কর্‌বে দিন পণ্ডিত বিনা রে।
চল পাহাড়মে চ'ড়ে, সব কই গির প'ড়ে,
জানসে আর কাজ নাই পণ্ডিত গিয়া রে॥

[প্রস্থান।

দয়া। আহা বাঘের সনে থাকে বনে
এরাও ব্যথা পেলে প্রাণে।
কোথায় গেল বিদ্যাসাগর
তোমার জন্যে সবাই কাতর
আশ্রয়বিহীনা করি পালালে আশ্রয়—
কাঁদিতে রাখিয়া গেলে দয়ারে ধরায়॥

গীত।

একবার এসে দেখে যাও।
আকুল সকলে করুণ-নয়নে চাও॥
তোমার বিচ্ছেদে, কত লোক কাঁদে,
সে সবারে হেরে কোমল অন্তরে,
দেখ দেখি, দেখি ব্যথা পাও কি না পাও।
গোলোক ত্যজিয়ে, ভূলোকে আসিয়ে,
অতি শোক'ভরে প্রতি ঘরে ঘরে,
শব সম প'ড়ে সবে, কোলে তুলে নাও॥
হা বিদ্যাসাগর, দয়া যে কাতর,
তোমায় বিহনে, আমি বলহীনে,
দয়ার আধার দায়ে দয়ারে বাঁচাও॥

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বর্গ-পথ।

(ঋষিগণ)

১ম ঋষি। বিষ্ণুলোকে আজি লীলা অনুপম
কিসের কারণ হেন মহাসমাগম—
২য় ঋষি। ধরায় মানব লীলা করি অবসান
পশিবে গোলোকে এক মহাপুণ্যবান্,
আবাহন করিবারে সেই মহাজনে
সকল দেবতা আজি মিলে একসনে।
১ম ঋষি। কি যাগ তপস্যা করি সেই নরবর
দেবের সমাজে পায় এ হেন আদর ?
যে পদ প্রয়াসে মোরা ত্যজিয়ে সংসার
আশৈশব করিতেছি বিজনে বিহার,
অনাহারে অনিদ্রায় ঋতুর পীড়ন,
সহ্য করি মোরা তপ অনুক্ষণ,
দেবের দুর্লভ ধন সে পদ আশ্রয়,
সংসারী মানব বল কি পুণ্যেতে পায় ?
২য় ঋষি। সাধুর চরিত্র কথা কি বলিব আর—
দেবকার্য্য সাধিবারে বহে দেহভার,
তপ জপ ক্রিয়া কর্ম্ম নিজ প্রয়োজন
লোকহিত তরে এঁর ধরায় গমন।
ছলেতে ভুলায়ে কলি লইয়ে মানব
এবার সৃজিছে ভবে নূতন দানব—
পাসরিয়া দেবগুণ মত্ত আত্মজ্ঞানে,
দেবদত্ত বৃত্তিচয় কিছু নাহি মানে,
পিতা মাতা জন্য অন্ন দানিতে কাতর
সোদরের মৃত্যুকালে হাসে সহোদর,
স্বার্থ হেতু কতমত করে কদাচার
পাপ স্পর্শে রসায়ন বর্ণনে তাহার—
সম্ভাষণ হেতু যার আজি আয়োজন
কলি হতে বলী ছিল সেই সাধুজন।
সত্যের মানব মত সদা সত্যে রত
দেবজ্ঞানে বাপ-মায় পূজা অবিরত।
জাতি বর্ণ ভেদ নাই কিবা নরনারী
দুঃখের বারতা পেলে ঝরে আঁখি-বারি।
সাগর সমান জ্ঞান লভিয়া যতনে
কাটাইল নরলীলা বিদ্যা বিতরণে,
দান হেতু উপজিল নহে নিজ তরে
নিজ সুখে দিয়ে ডালি পরদুঃখ তরে।
যে নামে ঈশ্বর পান উচ্চ পরিচয়
সেই দয়াময় নাম সাধুর ধরায়।
বিদ্যার সাগর সেই দয়ার আধার
আসিছেন অমরায় করিতে বিহার।
২য় ঋষি। তোমার মধুর ভাষ শুনি ঋষিবর
নরবরে দেখিবারে আকুল অন্তর।
পুণ্যবান্ সন্নিধান চল শীঘ্রগতি
দেবগণমাঝে যথা কমলার পতি।
১ম ঋষি। বিবিধ বাহনে যত সুরপুরবাসী
চলেছে গোলোকপথে পুলকেতে ভাসি।
সহর্ষে দেবর্ষি যত নরেদের সাথে
বাহু তুলে প্রাণ খুলে হরিগুণে মাতে।
দেববালাগণ করে মঙ্গল আচার
পবন আপনি বয় পুণ্য সমাচার।
পরিয়া বিচিত্র বেশ অপ্সরের বালা
হেসে চলে দলে দলে করে ফুলমালা।
চল হেরি হরিপদ তাপবিনাশন
বিদ্যার সাগর যথা পাইল আসন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

বৈকুণ্ঠপুরী।

দেবদেবী, পুণ্যাত্মা ও অপ্সরাগণ সমবেত,
.বিদ্যাসাগরের পুণ্যাত্মাকে আবাহন।

অপ্সরাগণ।— গীত।

কর পুষ্প বরষণ।
বরষ কুঙ্কুম চুয়া বরষ চন্দন॥
মুক্তি-দ্বার খোল ত্বরা, ঢাল শান্তি বারি-ঝারা,
ধরা হ'তে হবে হেথা সাধু আগমন।
দেখ দেখ দেখ চেয়ে, দেবের আদর পেয়ে,
ঈশ্বর-চরণে হ'ল ঈশ্বর মিলন॥
নাহি অস্থি চর্ম্ম মায়া,জ্যোতির্ম্ময় ছায়া কায়া,
দেবমাঝে দেবসাজে দিল দরশন।
বিদ্যার সাগর ব'লে, খ্যাত ছিল মহীতলে,
দয়ার সাগর ব'লে স্বর্গে আবাহন।

যবনিকা-পতন।

গান ও কবিতা

বন্দে মাতরম্।

১

আমার বাঙলা কাঙাল কিসে বল।
কোথায় এমন মোলাম মাটী,
ঘাস-ফসলের পরিপাটী,
এমন মিঠে ফল॥

২

বঙ্গের ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ঢালা,
মায়ের অঙ্গভরা ফুলের মালা;
আবার নদীনালায় নৌকা
ভেলায় লক্ষ্মী চলাচল

৩

কোথায় মরাই মরাই ধানের মোটে,
ভিটের উঠানেতে পদ্ম ফোটে,
কোথায় গোঠে গোঠে ধেনু ছোটে,
দুধে সুধার পরিমল॥

৪

কোথায় এমন বিমল বাতাস বয়,
নাশে নিশার মসী শশীর হাসি,
এমন মধুর সূর্য্যোদয়;
কোথায় ছয় ঋতুতে চাষের ক্ষেতে,
বলদ বয় হল॥

৫

কোথায় কোলে কোলে ভাতের থালা,
সবার মাথার ওপর শোবার চালা,
কোথায় গাছের ডালে পিটে ফলে,
ফলের খোলে চিনির জল॥

৬

কোথায় সাজিয়ে মাকে দশভুজা,
এত ভক্তিভরে হয় গো পূজা;
কোথায় বাজিয়ে বাজা, বাগ্দেবীর পায়
সবাই দেয় গো শতদল॥

৭

বাঙলাভূমির বাঁশবাগানে,
আছে গুপ্তশক্তি কে না জানে;
আজও মাখলে মাটী, ধ'রলে লাঠি,
পারি কাঁপিয়ে দিতে ধরাতল॥

৮

বাঙলা কাঙাল কিছুর নয়,
কেবল এক ভূত ধরেছে "ভয়,"
সেটা কিছুই নয় গো কিছুই নয়
মিছে মোহের ছল,—
ব'লে জয় জয় জয় বন্দমাতা
আন মনের বল॥

———

তাই আশায় এসেছি দুয়ারে গো।
কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ দেশের হাহাকারে গো।
(আহা) তারা ক্ষুধায় কাতর জ্যোতিহীন আঁখি
অতি ক্ষীণ অঙ্গ যেতে যমালয় বাকি,
জেনে অন্তরঙ্গ আজি পূর্ব্ববঙ্গ,
কেঁদে ডাকিছে তোমা সবায় গো।
কেহ আহার্য্য বিহনে অসহ্য জ্বালায়,
বৃক্ষ-ডালে দোলে নিজে দড়ি দেয় গলায়,
কা'রে আপনি শমন করে আবাহন,
উপবাস তার বারে গো॥

কেহ জঠর-জ্বালায় ভীষণ জ্বলিয়ে
প্রেত পাগলের প্রায় মমতা দলিয়ে,
ইহ পরকাল সকল ভুলিয়ে,
প্রিয় পুত্র কন্যা দারা মারে গো।
আহা সাধে পিতা তার সুখের সংসার,
ধরে অন্নের অভাবে শ্মশান আকার,
স্বহস্তে সবার করিয়ে সংহার,
(হতভাগা) ছোটে রাজদ্বারে গো॥
(ওগো) বড় জ্বালা এ পেটের জ্বালা,
তা'র চেয়ে জ্বালা সদা ঝালা পালা,
দু' সন্ধ্যা দু' বেলা কাঁদে ছেলেগুলা,
বিনা খেদে ক্ষিদে চাপে পরিবারে গো!
বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে পাইয়াছ দীক্ষা,
মা ব'লে ডাকিতে বঙ্গে করেছ তো শিক্ষা,
আজি স্বদেশী সোদর মাগিতেছে ভিক্ষা
ভেসে নয়ন আসারে গো॥
বঙ্গ-জননীর চক্ষে দেখ বহে নীর,
শোষণে শুকায়ে গেছে হৃদি-ক্ষীর,
সন্তান রোদনে অধীরা, ফিরে ভিখারিণী মা
আজি দ্বারে দ্বারে গো।
মা'র পেটের ভাই মরে ভাতের জন্য,
কেমনে বল না সুখে মুখে তুলি অন্ন,
(এস) জীবন করি ধন্য,
দিয়ে পাতের ভাতের ভাগ অভাগারে—
আহা তারা মরে গো, মরে গো,
আমার মার ছেলেমেয়ে মরে অনাহারে গো॥

ক্ষুধায় কাতর, জ্বলছে জঠর,
দুয়ারে ভিখারী মা।
দেহ জরজর, মর মর মর,
বিপন্ন বেচারী মা॥
ভদ্র কি ইতর সব একাকার,
হা অন্ন হা অন্ন করুণ চীৎকার,
স্বদেশী তোমার হাজার হাজার,
আজি অনাহারী মা।

পূর্ব্ববঙ্গে বড় পড়েছে আকাল,
নিভান উনুন খেতে নাহি চাল,
গেল ফরিদপুর, গেল বরিশাল,
সহে ময়মনসিংহ দুখ ভারি মা॥
ফ্যান ভিক্ষা মাগে কেহ পায়ে পড়ি,
কড়ি বিনে কেহ গলে দেয় দড়ি,
হতাশ উন্মাদে নিজে মেরে বাড়ি,
বধে পুত্র কন্যা নারী মা।
অন্নপূর্ণারূপে বিতর মা অন্ন,
কর ভাগ্যবতি কর মহাপুণ্য,
নিজে হও ধন্য, নাশ দেশের দৈন্য,
নিরন্ন সন্তান তোমারি মা॥
ভীষণ দুর্দ্দিনে কর অন্নদান,
এস বঙ্গবাসী মাতার সন্তান,
রাখ উদর-জ্বালায় সোদরের প্রাণ,
মুছাও নয়নবারি মা॥

হরি-সঙ্কীর্ত্তন।

এস কৃষ্ণ তিষ্ঠ এই দীনের হৃদয়-মাঝে।
তপনতনয়াতটে বিরাজিতে যেমন
মোহন সাজে॥
(লোফা)
একবার দেখি ওই সুধামাখা মুখে হাসি,
শুনি ওহে প্রেমে বাজুক ব্রজের বাঁশী,
স্বর-লহরে যার হ'ল উদাসী,
গোকুলবালা ত্যজি গৃহকাজে।
ঝাঁপতাল।
হরি তুমি সেথা দাঁড়ালে হে অদ্য,
সদ্য ফুটিবে হে এ হৃদয়-পদ্ম,
তাই বলি বনমালী—
পায়ের উপর পাটী তুলি—
(রূপক।)
দাঁড়াও হে বাঁকা ধাঁজে॥

(ছুট।)

মন-কাননে ওহে প্রাণধন,
তুমি পুনঃ কর শ্রীবৃন্দাবন,
শ্রীমতীজীবন পতিত-পাবন.
শুনি চরণে নূপুর আহা রুণু রুণু রুণ বাজে।
নব নব লীলা সেথায় খেল হরি রঙ্গে,
কণ্টকিত হোক তনু প্রেমের তরঙ্গে,
বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে, চাহিও অপাঙ্গে,
মানস-কুরঙ্গ হেরিবে হরষে রাখালরাজে॥

(রূপক।)

ব্রজের বিহঙ্গ, দাও প্রেমসঙ্গ—
নহে মরি হরি লাজে॥
নীরদ-বরণ শ্যাম সতত সদয়।
নইলে পতিত জীবের গতি কিসে হয়॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু মধুর হরিনাম,
যে নামে ডাকিলে পরে
দেয় হে দেখা বাঁকাঠাম;
যায় ভয় ভাবনা তুচ্ছ্যকাম পুলকেপূরে হৃদয়॥
আয় ভাই সবাই প্রাণ খুলে গাই,
হরি ব'লে বাহু তুলে নেচে চ'লে যাই,
সেই রাজার রাজায় দোহাই দিলে,
থাকবে না যম-রাজার ভয়॥
হরি হরি হরি জয় জয় জয় হরিনামের জয়॥
দাও নামের ডঙ্কা ঘুচবে শঙ্কা হরিনামের জয়,
জয় জয় জয় শ্যামধন বৃন্দাবন রাধারাণীর জয়।
জয় গৌর নিতাই ঠাকুর গোঁসাই
জগাই মাধাই জয়॥

———

ধরা ভেসে যায় রে রাধার প্রেমধারে।
নব নটবর কেবা যোগীবর প্রেম
ঢালে দ্বারে দ্বারে॥
কাঞ্চয়া তনু কিবা ঝমকে,
প্রেমধারা চারু চ'খে চমকে,
নাচে ঠমকে ঠমকে আহা আহা আহা,
পড়ে ঢ'লে ঢ'লে বারে বারে॥
শ্রাবণেরই ধারা নয়নেরি জল,
প্রেমে নাচি মাতে ধরা টলমল;
বর বপু বিভূষিত সিত পীত তুলসীহারে॥
হুহুঙ্কারে গোরা বলে হরিবোল,
যে জুড়াতে আসে তারে দেয় কোল;
কারে নাহি বারে যবন চণ্ডাল—
পাষণ্ড পাপাচারে॥
কিবা সুধাধাম, এই হরিনাম,
বল রে রসনা বল অবিরাম,
যে শিখালে নাম, সে পূরাবে কাম;
নিয়ে যাবে তোরে ভবপারে॥
দাও বাসনা ভাসান,
তোল নামের নিশান,
বাজায়ে বিষাণ, আপনি ঈশান;
ঐ নাম হরিনাম মধু-ভরা নাম রে—
সদা ফুকারে॥
হবে শিব ওরে জীব জিহ্বারে নামটী শিখারে॥

———

বড় অসময় তাই প্রেমময় পড়েছে
তোমারে মনে।
(ওহে) তোমা বিনে হরি কারে ধরি তরি,
ডাকি বল কোন্ জনে॥
এ যে ভীষণ করাল, ব্যাধি এলো কাল,
বিষম জঞ্জাল, তরঙ্গ উত্তাল;
নন্দলাল উচ্চরোলে ডাকি হে সঘনে।
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল।
কুদিন বাতাসে, পড়েছি নিরাশে,
প্রাণের তরাসে, মরি হা হুতাশে;
(অহে) কালো শশী দেখ আসি রাখহ চরণে।
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল॥
(ও ভাই) ধরণী কাঁপায়ে, আকাশ ভাসায়ে,
তোল হরি হরিবোল।

ধরিব শ্রীপদে, তরিব বিপদে,
হরিনাম পান কর জনে জনে।
প্রাণ যায় শ্যাম রায় দেখ করুণা-নয়নে॥
(ও ভাই) হরিবোল হরিবোল বোল হরি
হরিবোল॥

ক্ষুধাতুরের খেদ।

[অনুকৃতিকৌতুক—parody]

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!"
হেমচন্দ্র।

১

আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।
জ্বালাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
জঠরমাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে॥
আহার পাবার নয়, তবু কেন ক্ষুধা হয়,
জ্বলে যে জঠরানল কেমনে নিবাই রে।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে।

২

ওই হাঁড়ি ওইখানে, এই স্থানে একমনে,
কত খাব মনে মনে কত দিন করেছি।
কতবার পিসীমার হাতনাড়া হেরেছি॥
সে পিসী নাহিক আর, হেঁসেল যে অন্ধকার,
কি আশ্বাসে পাত পেড়ে ব'সে আমি রয়েছি॥

৩

অন্তিম যখন তাঁর, বলিতেন বার বার,
ভাতের ভাবনা তোর কোন দিন হবে না।
ওরে দুষ্ট সূপকার, কি করিলি অভাগার,
কার ঝোল কারে দিলি আমার যে চলে না॥

৪

মেজবোর মানভয়ে, মেজদা নিদয় হ'য়ে,
আমার কাতর কান্না কাণে নাহি তুলিল।
অভাগার অন্ন-আশা জন্মশোধ ঘুচিল॥

৫

হারাইনু পিসীমায়, ক্ষুধার্ত্ত-মার্জ্জার-প্রায়,
খাইতে খাইতে হাঁড়ি ঘাড়ে লাঠি পড়িল।
মধ্যজ-জায়ার মুখে মৃদু হাসি ভাসিল॥
অন্ন হ'ল প্রাণাধার, অন্নচিন্তা চমৎকার,
অন্ন বিনে অক্ষিপথে সর্ষেফুল ফুটিল।
মেজবোর হাসি তায় হৃদে শেল বিঁধিল॥

৬

পিসীমার হাতের পোঁতা, আমার পুঁয়ের লতা,
ডাঁটাভাবে দাসীমাগী ফাঁড় পেটে পূরিল।
রসনার রস মম কস বেয়ে ঝরিল॥

৭

তদবধি অনশনে, হুঁকাহাতে অন্যমনে,
আছি ব'সে ভাবি শুধু উদরের ভাবনা।
ভেবেও কি হ'বে ছাই তাও কিছু বুঝি না॥
অন্ন ধ্যান অন্ন জ্ঞান, অন্ন মান অপমান,
ওরে বিধি তাও কি রে ভিক্ষা ক'রে পাব না?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুন ভোজ হলো,
দেখে বুক ফেটে গেল কিবা ভোজ দেখিলাম।
মরিতেছি আমি দুখে, সবাই গিলিছে সুখে,
দম্ ফেটে মরি হায় কিবা দায় ঠেকিলাম॥
শত নারী বারান্দায়, নতমুখে ভাত খায়,
নীরব পূর্ণিতমুখী সপ্ সপ্ সপ্ রে,
একদৃষ্টে পাতপানে, চেয়ে সব নথাননে.
'অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে;'
রাঁধুনী দারুণ ঝাল ঝোলে বুঝি দেছে রে॥

৯

তারা দেখে পাতপানে, আমি গো তাদের পানে,
চিতহারা দুই পক্ষ বাক্য নাহি সরে রে।
হেনকালে অকস্মাৎ, "আর কার চাই ভাত."
ব'লে মেজগিন্নী আসি থালা লয়ে ফেরে রে॥

১০

তেড়ে গে আঁচল ধ'রে, লইলাম থালা কেড়ে,
না শুনিনু কাণ পেতে যত গালি দিল রে ॥
বালাম আমার তুমি, মম পেটে লও জমি,
প্রতিদিন দুটী বেলা তোরে যেন পাই রে।
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে ॥

অন্তঃপুরে উদ্দীপনা।

ঘুচাব জঞ্জাল সই ঘুচাব জঞ্জাল।
থালা মেজে পান সেজে কাটাব না কাল ॥
হাঁড়িকুঁড়ি হাতাবেড়ি দূর ক'রে দাও।
চিনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও ॥
কাশীদাস কৃত্তিবাস দাও টেনে ফে'লে।
সাজাও দেরাজ সই নাটকে নভেলে ॥
ছাইভস্ম কিবা লিখে গেছে ব্যাসমুনি।
নাহি তায় গিরিজায়া দিগ্‌গজ রোহিণী ॥
অন্তঃপুর-কারাগারে আর তো রব না।
কেরাণী পতির কথা আর তো সব না ॥
পতি হবে পশুপতি কিংবা জগৎসিং।
ঘোড়া চ'ড়ে অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং ॥
ললিত হ'লেও চলে নিদেন সুরেন।
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন ॥
বক্তৃতা কবিত্ব প্রেম এ পতিতে নাই।
বিদুষী নারীর পক্ষে বিষম বালাই ॥
তাই ব'লে আমি সখি ঘুমায়ে রব না।
অভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না ॥
না ধরিলে লাঠি মোরা ভারতললনা।
ঘুমাবে ভারত-ভ্রাতা করিয়ে ছলনা ॥

প্রোক্লামেশন্‌।

(বঙ্গ-বিভাগের ও আসামী ফুলার জাহির হইবার বহুপূর্ব্বে লিখিত ও পরে ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ ভারতীতে প্রথম প্রকাশিত)

বিনয়ে সুধাও গিয়া সিংহাসনতলে।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে ॥
প্রথমে বলেন রাণী যে সব বচন।
সাম্রাজ্ঞীরূপেতে পরে করান স্মরণ ॥
সু-পুত্র সম্রাট হয়ে দিয়াছেন রায়।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায় ॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ।
হবে কি রক্ষিত তাহা কখন যথার্থ ॥
মেনে ল'ব রাজবাক্য জ্ঞান করি বেদ।
শ্বেত কৃষ্ণে কিছুমাত্র রবে না প্রভেদ ॥
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে।
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোরা-পাটে ॥
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন।
হবে কি কখনো ঠিক গোরার মতন ॥
মিষ্টার ফুলার যদি বধে কেষ্টা কুলি।
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলি ॥
কেষ্টার ঘুষির বৃষ্টি ফুলারে নাশিলে।
হবে কি সিদ্ধান্ত তার ফেটে গেছে পিলে ॥
জিজ্ঞাসা করিও ভাল ক'রে কপামাজা।
ইংরাজ বণিক্ ছাড়া আর কে কে রাজা ॥
মাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ ॥
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি।
তার পুত্র সূত্র-কর্ম্ম পাবে কি গো ফিরি ॥
দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়া জাল।
তবু কি রপ্তানী বন্ধ হবে কভু চাল ॥
অতি কচি ছেলেদের লুটিতে পকেট।
কতদিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট ॥

কেবল পকেট নয় ইঁচড়ে বখাট।
দোকানে কোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট॥
মরিলে কলুর কুল কেরোসিন তেলে।
কলুনীর চুল্যো* কি গো রাজা দেবে জেলে॥
কখন দেবে না হাত ধর্ম্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার॥
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয়।
জিজ্ঞাসিও সে কথা কি বেশী অতিশয়॥
"ডিফেনডার অফ দি ফেথ" যাহার উপাধি॥
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্ম্মেতে বিবাদী॥
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু মুসলমান।
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান॥
ব্রহ্মহত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে।
যাবে কি শাসিতে চীন গোরার পল্টনে।
জাতি ধর্ম্ম বর্ণভেদ না করি বিচার।
বিচার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার॥

বহুদিন হ'তে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটী কে কাহারে বলিতেছে দাদা॥
ইংরাজ জাতির ভাব,—ভূ-পালের ভাব।
অমৃত সমান কথা শুনে কৃষ্ণদাস॥
এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্ব্বর্ণ।
যাদের পৈতৃক সত্বে নাহি দিবে কর্ণ॥
"কাষ্ট ক্রিড্ কলারের" এইরূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে॥
মহা সভা-সভ্য দলে বোলো ভাল করে'।
বোকার বোকাত্ব যেন কার্য্যে দেন ধরে'॥
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায়॥
তাৎপর্য্যটী একবার হয়ে গেলে ধার্য্য।
কোন কার্য্য ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য্য॥
"রাইট রাইট" বলে না করে' চীৎকার।
মর্ম্মে মর্ম্মে কৃষ্ণ চর্ম্মে দানিব ধিক্কার॥
যাব না জানাতে ব্যথা দাসখত হাতে।
আপনি বাড়িব ভাত আপনার পাতে॥
হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেব-শক্তি ময়।
মারো কাটো ভালবাসো তবু গাব জয়॥

---

*উনান।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

